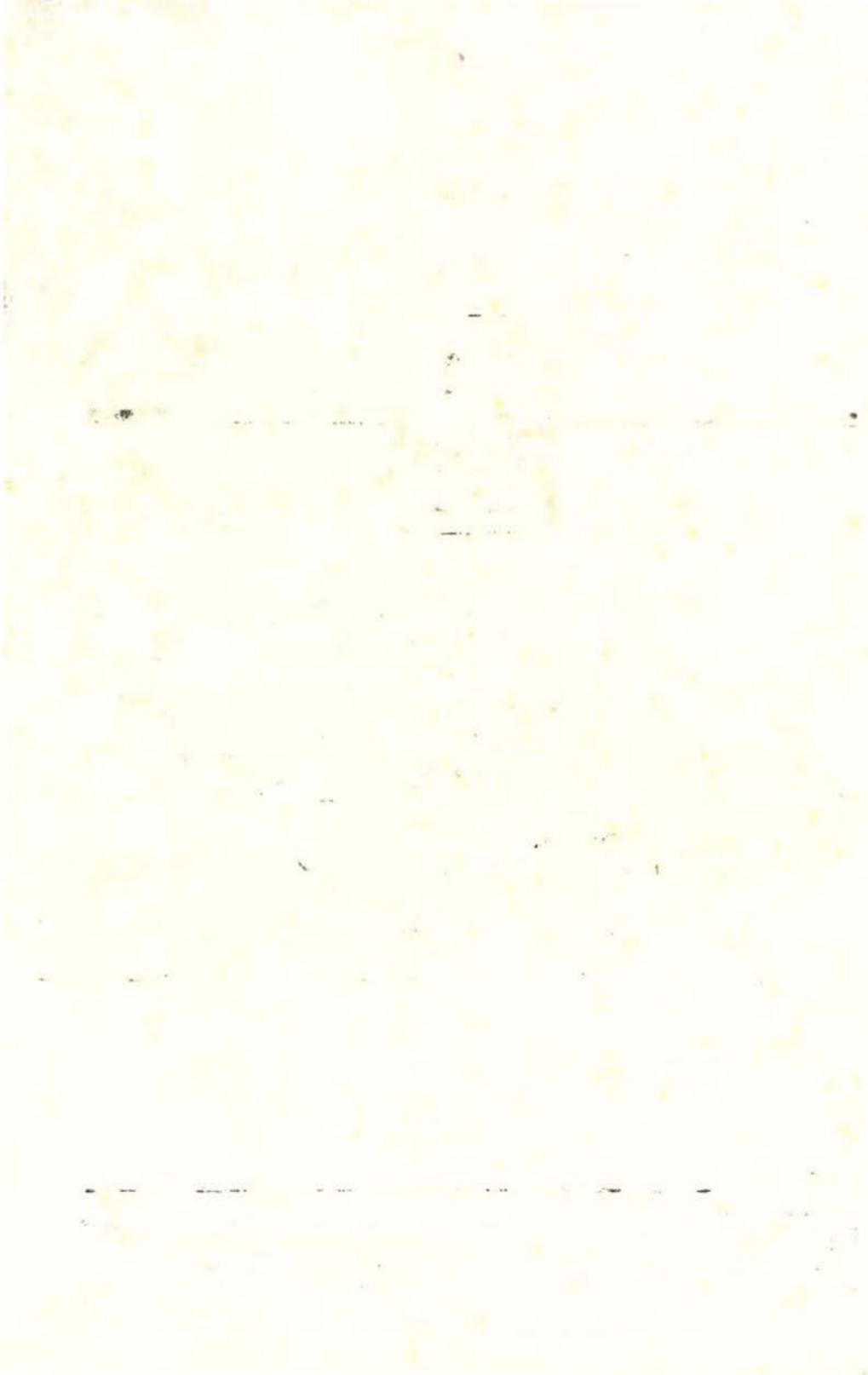


প্রার্থনা ও উপাসনা





ଆର୍ଥନା ଓ ଉପାସନା

卷之三

ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନା

Prayer & Worship

ଲୋକଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ
ମରିମ ଉଇଲିଆମ୍ସ
ଅନୁବାଦେ :
ଷିଫେନ ପି. ଢାଲୀ

International Correspondence Institute

Chaussee de Waterloo, 45

1640 Rhode-Saint-Genese

(Brussels) Belgium

প্রকাশনালয় ১
ইন্টারন্যাশনাল কর্সপেশন্স ইন্টিউট
৪০১/১ নিউ ইঞ্জিন রোড, ঢাকা-২
বাংলাদেশ।

ছাপা ১০০০ কপি
১৯৮২ ইং

● 1982 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium
D/1982/2145/68

শুভেচ্ছা ১
কাইলাব প্রিস্টার্স
২৩, এশিয়ান হাইওয়ে রোড,
ঢাকা-৩ বাংলাদেশ।

CS 1211-BN

ঃ সুচী গন্তব্যঃ

কোসের ভূমিকা

... ... ১

প্রথম ভাগ :

প্রার্থনা ও উপাসনার জীবন

পাঠ

১ম পাঠ :	কার কাহে প্রার্থনা করব ? ১০
২য় পাঠ :	একটি পারিবারিক সম্পর্ক ৩১
৩য় পাঠ :	এক মহান নাগরিকত্ব ৫১

দ্বিতীয় ভাগ :

উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব

৪র্থ পাঠ :	একমাত্র রাজার উপাসনা ৭০
৫ম পাঠ :	একটি রাজ্যের অধ্যৈষণ ৮৯
৬ষ্ঠ পাঠ :	একটি পরিকল্পনা অনুসরণ ১১০

চৃতীয় ভাগ :

প্রার্থনার শুরুত্ব

৭ম পাঠ :	ঈশ্বর অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটান ১৩৯
৮ম পাঠ :	ঈশ্বর সামাজিক প্রয়োজন মেটান ১৫৯
৯ম পাঠ :	ঈশ্বর আধিক প্রয়োজন মেটান ১৭৮
১০ পাঠ :	ঈশ্বর নিরাপত্তা দান করেন ১৯২
উত্তরমালা	 ২০৬
পরিভাষা	 ২১১

ইন্টারন্যাশনাল করসপেশন্স ইন্সিটিউট

খুমিকাৰী পৰিচয় কাৰ্যক্ৰম :

এই বইটি ইন্টারন্যাশনাল করসপেশন্স ইন্সিটিউটের খুমিকাৰী পৰিচয় কাৰ্যক্ৰমের ১৮তি পাঠ্য বিষয়ের একটি। এই কাৰ্যক্ৰমেৰ অন্যান্য বইগুলিৰ মত এটিও নিজে পড়ে শিখবাৰ জন্য। খুমিকাৰী পৰিচয় কাৰ্যক্ৰমকে তিন ভাগে ভাগ কৰা হয়েছে, এবং প্রতোক ভাগে ছয়টি কৱে পাঠ্য বিষয় আছে। “প্ৰাৰ্থনা ও উপাসনা” বইটি দ্বিতীয় ভাগেৰ এক নম্বৰ পাঠ্য বিষয়।

আপনি কেবল এই বিষয়টি পড়তে পাৱেন, অথবা এক এক কৱে এই সিরিজেৰ সবগুলি পাঠ্য বিষয়ও পড়তে পাৱেন।

খুমিকাৰী পৰিচয় কাৰ্যক্ৰমেৰ বইগুলি বিশেষভাৱে খুমিকাৰী কৰ্মীদেৱ জন্য লেখা। এগুলি এমনভাৱে লেখা, যাতে নিজেৱাই পড়ে শেখা হায়। এগুলি থেকে ছাত্ৰৱা যেমন বাইবেল জ্ঞান লাভ কৱে, তেমন খুমিকাৰী সেবা কাজেও দক্ষতা অৱজন কৱবে। বইগুলি সমস্ত খুমিকাৰী কাৰ্যকাৰীদেৱ জন্যই লেখা।

লক্ষ্য কৱন :

ভুমিকাৰী ভাল কৱে পড়ুন ও বইয়েৰ নিৰ্দেশগুলি হজুৱেৰ সংগে মেনে চলুন। তাৰে, যে লক্ষ্য নিয়ে বইটি লেখা হয়েছে, সহজেই সেই লক্ষ্যে পৌছতে পাৱবেন ও আগন্মার ছাত্ৰ রিপোর্টটি তৈৱী কৱতেও সুবিধা হবে।

এই পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত সকল চিঠি-পত্ৰ নৌচেৱ ঠিকানায় পাঠান।

আই. সি. আই

৮০১/১ নিউ ইঞ্জাইন রোড

পোস্ট বক্স --৭০০

চাকা, বাংলাদেশ

ଭୂମିକା

ଉପାସନା ମାନେ ଈଶ୍ଵରର ପ୍ରଶଂସା କରା ବା ତା'ର ସେବା କରା । ଏହି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଟିର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମରା ଆପନାକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାର ଏକ ନତୁନ ଜୀବନେର ସାଥେ ପରିଚିତ କରିଯେ ଦେବ ବା ଏର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆପନି ଏକ ନତୁନ ଜୀବନେର ପରିଚିତ ପାବେନ । ହୟତ ପ୍ରଥମ ଦିକେ ମନେ ହବେ ସେ, ଆମରା ଆସଲ ବିଷୟଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାର ବିଷୟ ନିଯେ ମୋଟେଇ ଆଲୋଚନା କରଛି ନା, ବା ଆମରା ଏମନ ସବ ବିଷୟ ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରଛି ସାର ସଂଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାର କୋନ ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇ । ଆପନି ଅବାକ ହୟେ ଡାବତେ ପାରେନ, ଈଶ୍ଵର, ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟ, ଈଶ୍ଵରର ଗୌରବ, ଡରଣ-ପୋଷଣେର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତିବେଶୀର ସଂଗେ ମିଳେ-ମିଶେ ଚଳା, ପରୀକ୍ଷାର ଉପର ଜୟଳାଭ, ରୋଗବାଧି ଓ ଦୁଃଖ କଟେଟିର ସମୟ କି କରତେ ହବେ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ପଡ଼େ ଆମରା କି କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ଶିଖବ ? ଆପନାର ମନେ ହବେ ସେଣ, ଆମରା ଆମାଦେର ଆସଲ ବିଷୟଟି ଥିକେ ଅନେକ ଦୂରେ ସରେ ଏସେଛି ।

ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେ ସୀତ୍ର ଯିବୁ ତା'ର ଶିଷ୍ଟାଦେର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଶିଖିଯେଛିଲେନ, ସେଟି ଏକବାର ଡାଳ କରେ ଦେଖୁନ । ଶିଷ୍ୟରା ଜାନତେ ଚେଯେଛିଲ “କିଭାବେ” ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହୟ । ତଥନ ତିନି ତାଦେର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଶିଖିଯେଛିଲେନ, ଲଙ୍ଘ କରବେନ ସେ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟେ ଉପରେର ସବଞ୍ଜଳି ବିଷୟରେ ଆଛେ । ମନେ ହବେ, ସୀତ୍ର ସେଣ ତାଦେର ବଲଛିଲେନ “ପ୍ରାର୍ଥନା ଆର ଉପାସନାକେ ତୋମରା ଜୀବନ ଥିକେ ଆଲାଦା କରତେ ପାରନା । ତୋମରା କଥନଇ ଏକଥା ବନ୍ଦତେ ପାରନା, “ଆମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଥନ ଶେଷ ହୟେଛେ ଆମି କାଜେ ଯାଇ” ।

ସୀତ୍ରର କାହିଁ ଥିକେଇ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶିକ୍ଷା ନିତେ ହବେ । ପ୍ରାର୍ଥନା କଥନଓ ଶେଷ ହୟ ନା । ‘ଆମେ’ ବଲବାର ସଂଗେ ସଂଗେଇ ତା ଶେଷ ହୟେ ଯାଇନା । ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମନ ଏକଟା କାଜ ଯା କଥନଓ ଶେଷ ହୟ ନା । ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମାଦେର ଜୀବନେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟର ସାଥେଇ ଜଡ଼ାନୋ । ଆମାଦେର ଚିତ୍ତା, କାଜ, କୋନ କିଛୁ ଥିକେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକେ ଆଲାଦା କରା ଯାଇ ନା ।

ଏହି ଜନ୍ୟ ଉପାସନା କୋଥାଯା, କଥନ ଏବଂ କି ବଲେ କରା ହବେ, ଏହି ବଇଷେ ଆମରା ସେ ସବ ଆଲୋଚନା କରବ ନା । ପ୍ରାର୍ଥନାଇ ଉପାସନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସେ ପଥେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଲେ ଈଶ୍ଵର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହନ

ଓ ତୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସା, ସେଇ ପଥେ ଜୀବନ ସାପନ କରା-ଇ ଉପାସନା-ଆର ଏଡାବେଇ ଆମରା ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ଉପାସନାକେ ତୁମେ ଧରନେ ଚାଇ ।

ପାଠ୍ୟ ବିଷୟର ବିବରଣ

ଏଇ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଟି ପ୍ରାଥର୍ନା ଏବଂ ଉପାସନା ସମ୍ପର୍କେ ଲେଖା ହେବେ । ମାନୁଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୋଜନ, ତାର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦିର ଚେଯେ, ଈଶ୍ୱରର ଗୌରବ ଓ ଈଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟାଇ ସେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ତାର ଉପର ବିଶେଷ ଶୁରୁତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲେ ପ୍ରାଥର୍ନା ଏବଂ ଉପାସନାର ବିଷୟଟି ଆମୋଚନା କରା ହେବେ । ଆରା ଏକଟି ବିଷୟର ଉପରତେ ବିଶେଷ ଶୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥା ହେବେ ସେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାର ଜୀବନେର ସବ କିଛି-ତାଇ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରର ଗୌରବେର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ତୀର ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ୟ କାଜ କରନେ ଚେଷ୍ଟା କରେନ, ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାକେ ତାର ପ୍ରଯୋଜନ-ନୀଯ ଜିନିଷଗୁଲିଓ ଦିଲ୍ଲେ ଥାକେନ ।

ପାଠ୍ୟର ଏଇ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ୬ : ୫—୧୩ ପଦେର ଉପର ଭିତ୍ତି କରେ ଲେଖା । କିନ୍ତୁ ଆସଲେ ଏଇ ମୂଳ ବଚନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ୬ : ୩୩ ପଦ । ଆସଲ ବିଷୟଟି ଏଇ ପଦେଇ ଆଛେ, କିନ୍ତୁ ତୋମରା ଈଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟର ବିଷୟେ ଓ ତୀର ଇଚ୍ଛାମତ ଚଲବାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ । ତାହାଲେ ଐସବ ଜିନିଷଙ୍କ ତୋମରା ପାବେ ।'

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀରଇ ଏକଟା ପଦମର୍ବାଦୀ ଆଛେ ଆର ତା ହୋଇ, ତିନି ନିଜେ ଈଶ୍ୱରର ସନ୍ତାନ । ସେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରର ସନ୍ତାନ, ତାଇ ତିନି ଅନ୍ତରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ନିଲେ ତାର ପିତାର (ଈଶ୍ୱରର) ସିଂହାସନେର ସାମନେ ତାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଜାନାତେ ପାଇନ । ତାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନେ ହେବେ ସେ, ପରମ ଦୟାମୟ ପିତା ଅବଶାଇ ତାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁନବେନ ।

ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରର ପରିବାରେର ଲୋକ । ତାଇ ତାର ଅନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରର ପରିବାରେର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହେଛେ ଏବଂ ତିନି ସବ କାଜେଇ ତାର ପିତାର ନାମ, ତୀର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତୀର ଇଚ୍ଛାକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେନ । ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାଥର୍ନାର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲେଇ ଆମରା ତାର ଏଇ ମନୋଭାବେର ପ୍ରମାନ ପାଇ ।

ନିଜେର ଇଚ୍ଛାକେ ବାଦ ଦିଲେ ତାର ପିତାର ଇଚ୍ଛାକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥାର ପର ବିଶ୍ୱାସୀ ତାର ନିବେଦନଗୁଲି ତୁମେ ଧରେନ ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରାଖେନ ଷେ, ତିନି ଚାନ୍ଦାର ଆଗେଇ ତାର ପିତା ଜାନେନ ଷେ “ଏଇ ଜିନିଷଗୁଲି ତାର ପ୍ରଯୋଜନ ।”

ଖୁଣ୍ଡିଟ୍ଟ ପରିଚୟ କାଜେର ସାଥେ ପ୍ରାଥନା ଓ ଉପାସନାର ସମ୍ବନ୍ଧ କି, ଏହି ବଇସେ ତା ବିଶେଷଭାବେ ଆଲୋଚନା କରା ହବେ । ଏହି ବଇଟି ଛାତ୍ରଦେରକେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜୀବନେ ବେଡ଼େ ଉଠିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ତାହାଡ଼ା ଏହି ଏମନଭାବେ ସାଜିଯେ ଲେଖା ହେଁବେ, ସାର ଫଳେ ଏଠାକେ ବାଇବେଳ ପାଠେର କାଜେତେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାବେ । ସୁତରାଂ ବଇଟି ଦୁଇ ଭାବେ କାଜ କରିବେ । ଏହି ଛାତ୍ରଦେରକେ ତାଦେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଥନାଯି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ଵରେର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଜନ୍ୟ ତାଦେର ଘୋଗ୍ଯତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବାଢ଼ିଯେ ଦେବେ ।

ପାଠ୍ୟ ବିଷୟେର ଲଙ୍ଘ

ଏହି ବଇଟି ଶେଷ କରିଲେ ପର ଆପନି—

- ୧ । ନିଜେଇ ବୁଝାତେ ପାରିବେନ ସେ, ଈଶ୍ଵର ସବାଇକେ ଭାବିବାସେନ ଓ ସବାଇର କାହେ ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଚାନ । ତିନି ଆପନାର ସାଥେ ଘୋଗ୍ଯାଗ୍ରହ ରାଖିଲେ ଚାନ ଓ ଆପନାର ଉପାସନାଯି ପ୍ରିତ ହନ ।
- ୨ । ମାନୁଷେର ସାଥେ ସହଭାଗିତା ରଙ୍ଗା କରିବାର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ଵରେର ସେ ପରିକଳନା ଆହେ, ତା ବୁଝାବାର ଉପାୟ ହିସାବେ ପ୍ରାଥନା ଓ ଉପାସନାକେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ପାରିବେନ ଓ ଅର୍ଗ ରାଜ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ତାଦେର ଈଶ୍ଵରେର ସନ୍ତାନକୁପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏକଟି ଉପାୟ ହିସାବେତେ ପ୍ରାଥନା ଏବଂ ଉପାସନାକେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ପାରିବେନ ।
- ୩ । ପ୍ରାଥନାର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵରେର ଉପାସନା, ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ ଓ ତୀର ପରିକଳନାକେ କେନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଲେ ହବେ, ତା ବୁଝିଯେ ବଜାତେ ପାରିବେନ ।
- ୪ । ଆପନାର ଭରନ-ପୋଷଣ, ପ୍ରତିବେଶୀଦେର ସାଥେ ଶାନ୍ତିତେ ବସିବାସ, ବିଜରୀ ଖୁଣ୍ଡିଟ୍ଟ ଜୀବନ ସାପନ, ଏବଂ ଶର୍ତ୍ତାନେର ହାତ ଥିଲେ ରଙ୍ଗା ପାଓରା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟାପାରେ ଆପନି ଈଶ୍ଵରେର ଈଶ୍ଵା ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ପ୍ରାଥନା କରିଲେ ପାରିବେନ ।
- ୫ । ଆପନି ନିଯମିତ ପ୍ରାଥନା ଓ ଉପାସନାର ଅଭ୍ୟାସ ଗଡ଼େ ତୁଳିଲେ ପାରିବେନ, ଯା ଆପନାକେ ଖୁଣ୍ଡିଟ୍ଟ ମତ କରେ ତୁଳିବେ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଡିଟ୍ଟର ପକ୍ଷେ ଏକଜନ ଘୋଗ୍ୟ ସାଙ୍କ୍ଷି କରେ ତୁଳିବେ । ଏର ଫଳେ, ସାର ପ୍ରାଥନା ଓ ଉପାସନାର ଜୀବନ ଚାଯ, ତାଦେରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଲେ ପାରିବେନ ।

৬। অন্য জোকদের বোঝাতে শারবেন যে, ঈশ্বর আছেন, তিনি তাদের ভাল বাসেন, তাদের উচ্ছার করতে চান, আর যারা তাঁকে জীবনে সব কিছুর উপরে স্থান দেয়, তিনি তাদের পূরক্ষার দেন।

পাঠ্য বই

আপনি “প্রার্থনা ও উপাসনা” নামক বইটি ব্যবহার করবেন। নিজে নিজে পড়ে শিখবার উপযোগী করে, মরিস উইলিয়ামস নামে একজন লেখক বইটি লিখেছেন। এটিকে আপনি মূল পাঠ্য বই হিসাবে এবং সাহায্যকারী বই হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন। এর সাথে পড়ার জন্য নতুন অনুবাদের একখনি বাইবেলও আপনার দরকার হবে।

পড়ার সময়

প্রত্যেকটি পাঠের জন্য টিক কর সময় আপনার লাগবে, তা কিছুটা নির্ভর করে পড়া আরম্ভ করবার আগে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন তার উপর। পড়ার আপনি ক্রিয়প দক্ষ, তার উপরও এটা কিছুটা নির্ভর করে। তাছাড়া নিজে নিজে পড়ে শিখবার নীতিশঙ্খি আপনি কতটুকু মেনে চলেন, আর এইভাবে পড়ার নিয়মগুলি বাবহারে আপনি কেমন দক্ষ, তার উপরও সময়ের পরিমাণ নির্ভর করে। তাই আপনি পড়ার সময়কে এমনভাবে টিক করে নেবেন যেন, লেখকের দেওয়া লক্ষ্যগুলিতে এবং আপনার নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিতে পৌছাবার জন্য হাতে ঘৰ্য্যেষ্ট সময় পান।

পাঠের ভাগ

নীচে এই বইয়ের পাঠগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে

বিভাগ (খন্ড)	নাম	পাঠের সংখ্যা
* ১	প্রার্থনা ও উপাসনার জীবন	১-৩
* ২	উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব	৪-৬
* ৩	প্রার্থনার গুরুত্ব	৭-১০

পাঠ কিভাবে সাজানো হয়েছে এবং কিভাবে পড়তে হবে :

প্রতিটি পাঠের মধ্যে আছে (১) পাঠের নাম, (২) ভূমিকা, (৩) পাঠের খসড়া, (৪) পাঠের লক্ষ্য, (৫) আপনার জন্য কিছু কাজ, (৬) মূল শব্দাবলী, (৭) পাঠের বিস্তারিত বিবরণ (এর মধ্যে পাঠ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন দেওয়া আছে) (৮) পরীক্ষা (পাঠের শেষে) (৯) বইয়ের শেষভাগে পরীক্ষার উত্তরমাজ্ঞা।

পাঠের খসড়া এবং লক্ষ্যগুলি আপনাকে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে একটি ভাল ধারনা দেবে। এর সাহায্যে পড়ার সময় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর আপনার দৃষ্টিপাত্রে পড়বে এবং কি কি বিষয় শিখতে হবে সে সম্বন্ধে আপনি আগে থেকে একটি ধারণা পাবেন।

বিস্তারিত বিবরণটি এমনভাবে লেখা যাতে, সহজে এবং খুব ভালভাবে পাঠের বিষয়বস্তু পড়া যায়। যথনই হাতে একটু সময় পাবেন, তখনই পাঠের একটা অংশ পড়তে পারবেন। একেবারে একটা সম্পূর্ণ পাঠ পড়ার মত সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবেনো। এতে আপনার সময়ের সদ্ব্যবহার হবে। বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রশ্নাবলী ও উত্তর এর সবগুলিই আপনাকে পাঠের লক্ষ্য পৌছতে সাহায্য করবে।

পাঠের মধ্যে যে সব প্রশ্ন আছে তার কিছু কিছু উত্তর এই বইতেই লিখতে পারবেন। কিন্তু কোন কোন প্রশ্নের উত্তর লিখবার জন্য একটা আলাদা নোট খাতার প্রয়োজন হবে। নোট খাতায় উত্তর লিখবার সময় পাঠের নম্বর ও পাঠের নাম লিখতে ভুলবেন না। পাঠের মধ্যে যে প্রশ্নগুলি আছে তার উত্তর, ক্রমিক নম্বর অনুসারে বা পর পর লিখবেন, তাতে ছাত্র রিপোর্ট তৈরীর সময় আপনার সুবিধা হবে।

আগে উত্তর দেখবেন না। প্রথমে নিজে উত্তর লিখুন ও পরে বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তরগুলি মিলিয়ে নেন। এইভাবে বিষয়গুলি আরও ভালভাবে মনে রাখতে পারবেন। যে উত্তরটি ভুল লিখেছেন, সেটি নোট খাতায় দাগিয়ে রাখুন, এবং ঠিক উত্তরটি লিখুন।

প্রশ্নগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। এগুলি আপনার জ্ঞান বাড়াবে, এবং খুলিপ্রতিয় সেবা কাজে এগিয়ে যেতেও আপনাকে সাহায্য করবে।

পড়ার কয়েকটি উপায় :

আপনি যদি নিজে বিষয়টি পড়তে চান, তবে ডাকফোগে পড়তে পারেন। পাঠ্য বিষয়টি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যাতে আপনি নিজে পড়তে পারেন। তবে অনেকে মিলে দলগতভাবে অথবা ঝাশে ঘোগ দিয়েও আপনি বিষয়টি পড়তে পারেন।

আপনি যদি দলগতভাবে বা ঝাশে ঘোগ দিয়ে পড়েন, তবে শিক্ষক এই বইয়ের শিক্ষা ছাড়া আরো কিছু আপনাকে অতিরিক্ত নির্দেশ দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই তার নির্দেশ মেনে চলবেন।

আপনি পারিবারিক বাইবেল পাঠের মধ্যে, যশোর বাইবেল ঝাশে, অথবা কোন বাইবেল ক্ষুলে এই পাঠ্য বিষয়টি ব্যবহার করতে চাইতে পারেন। যদি তাই হয়, তবে দেখতে পাবেন, পাঠ্য বিষয়বস্ত এবং পাঠের নিয়ম-কানুন সবই এজন্য খুবই উপযুক্ত। পাঠ্য বিষয়টি ছাত্র-শিক্ষক সকলের জন্যই সমান উপকারী।

ছাত্র-বিবরণী :

আপনি যদি নিজে এই পাঠ্য বিষয়টি পড়েন, তবে এই বইয়ের সাথে একটা খামের মধ্যে ছাত্র-বিবরণীর প্রশ্ন ও উত্তর পত্র পাবেন। যদি দলগতভাবে অথবা ঝাশে ঘোগ দিয়ে পড়েন, তাহলেও এরকম একটা খাম পাবেন। পাঠ্য বই এবং ছাত্র-বিবরণীর নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে সেটি পুরণ করতে হবে। প্রতিটি ছাত্র-বিবরণী পুরণ করে সংশোধন ও মতামতের জন্য শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

প্রত্যয়ন পত্র (সার্ট'ফিকেট) :

সফলতার সাথে এই পাঠ্য বিষয়টি শেষ করলে, এবং শিক্ষক আপনার ছাত্র-রিপোর্ট গ্রন্তির উপযুক্ত মান নির্দয় করলে পর, আপনাকে একটি প্রত্যয়ন পত্র বা সার্ট'ফিকেট দেওয়া হবে। অথবা ইচ্ছা করলে আপনি সার্ট'ফিকেট না নিয়ে নিজের আঞ্চলিক জীবনকে বাঢ়িয়ে তোজার জন্যও এই পাঠ্য বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করতে পারেন।

বইয়ের লেখক :

এই বইটি লিখেছেন মরিস উইলিয়াম্স। তিনি আমেরিকার জেনারেল কাউন্সিল অব দি এ্যাসেম্বলীজ অব গড এর ফরেন মিশন শাখার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আফ্রিকার ফিল্ড ডিরেক্টর।

১৯৭০ সালে বর্তমান পদ গ্রহণ করবার আগে, তিনি তার জীবন ছেলে-মেয়ে নিয়ে ২৫ বছর যাবৎ মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এ্যাসেম্বলীজ অব গড এর পক্ষে মিশনারী হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি অনেক ধরনের পরিচারার কাজ করেছেন যেমন সুসমাচার প্রচার, মঙ্গলী স্থাপন, বাইবেল ক্লু পরিচালনা, উৎসাহ ও পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি।

যিঃ উইলিয়াম্সরা সাত ভাই-বোন। তারা সকলেই এ্যাসেম্বলীজ অব গড মঙ্গলীর পক্ষে কাজ করছেন। প্রার্থনা ও উপাসনা সম্পর্কে তার লেখা এই বইটিতে তিনি যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তার ধার্মিক পিতামাতার দ্বারা লাইত-পালিত হবারই ফল। তার পিতা মাতা কেবল প্রার্থনার দৃষ্টান্তই দেখান নি, কিন্তু তাদের জীবন ধাপনের দ্বারা পরিবারের সকলকে দেখিয়ে দিয়েছেন “অবিরাম প্রার্থনা” করা বলতে কি বুঝায়।

হাইকুলে পড়াশুনা শেষ করে, যিঃ উইলিয়ামস মিনেসোটার নর্থ সেক্ট্রাল বাইবেল কলেজে থান। এরপর তিনি আইওয়াতে তার পালকীয় কাজ আরম্ভ করেন। কয়েক বছর পালক হিসাবে কাজ করবার পর, তাকে আইওয়ার যুব এবং সাংগৃকুল পরিচালকরূপে নিযুক্ত করা হয় ও এর কিছুকাল পর উইলিয়ামস পরিবারটি মিশনারী হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ১৯৪৬ সালে আফ্রিকায় মিশনারী নিযুক্ত হন।

যিঃ উইলিয়ামস এর বর্তমান কাজ হোল আফ্রিকায় প্রায় ৩০০ মিশনারী কর্মীদের কাজ দেখান্তনা করা। তিনি বছরে প্রায় চার মাস বিদেশে কাটান।

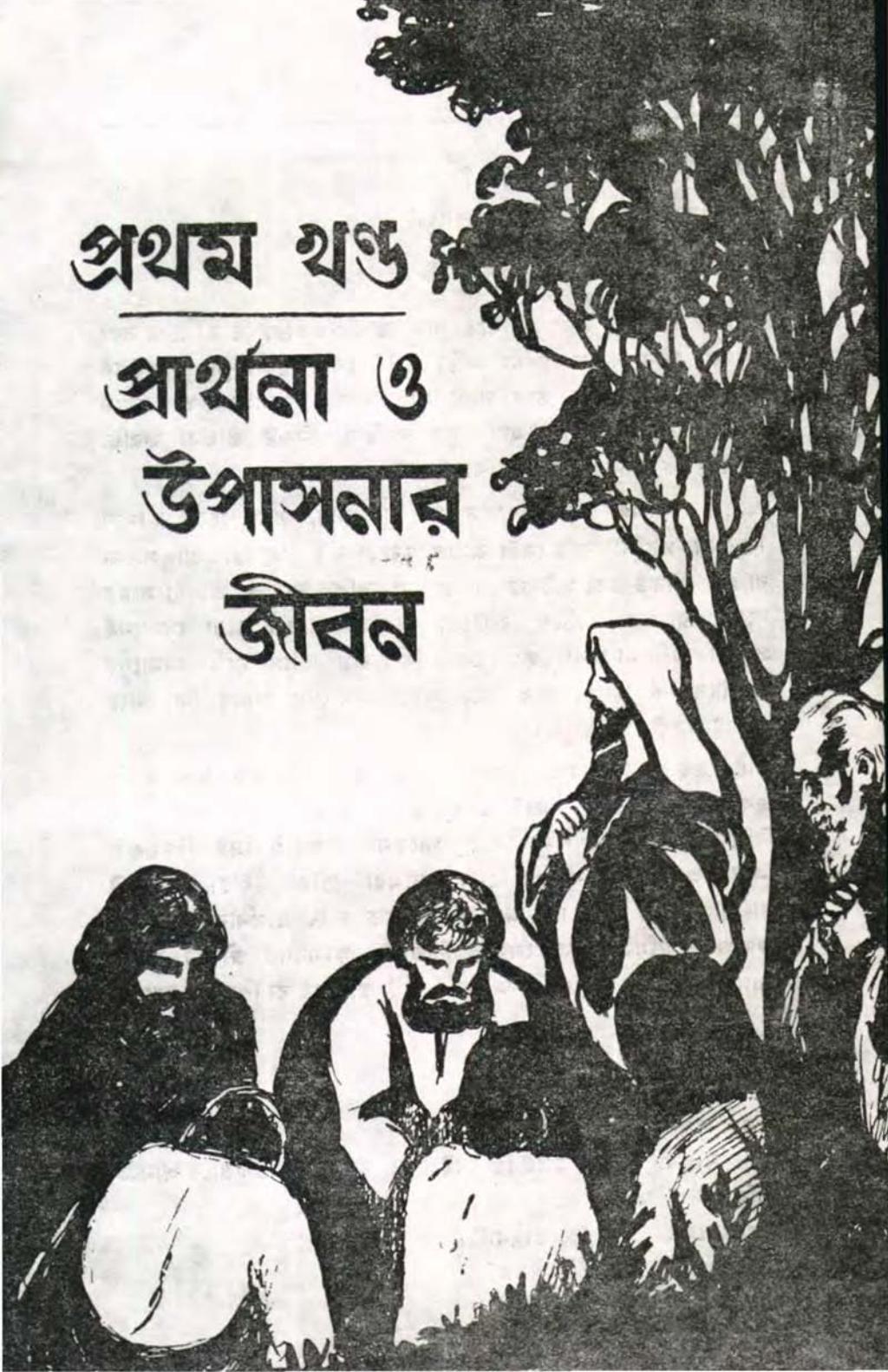
আপনার শিক্ষক :

আপনার শিক্ষক আপনাকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হবেন। পাঠ্য বিষয় অথবা ছাত্র রিপোর্ট সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে, খোজা মন নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কয়েকজনে মিলে এক সঙ্গে এই বিষয়টি পড়তে চান তাহলে তাকে অনুরোধ করুন যেন তিনি দলগতভাবে পড়াশুনার বিশেষ বন্দোবস্ত করে দেন।

“প্রার্থনা ও উপসনা” বইটি পড়ার শুরুতে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। এই বিষয়টি আপনার খুণ্টিয় জীবন ও পরিচর্যাকে আরও এগিয়ে নিয়ে থাক, মণ্ডলীতে আপনার পরিচর্যা আরও ফলপ্রসূ করে তুলুক, এই আমাদের প্রার্থনা।

প্রথম খণ্ড

প্রার্থনা ও
উপাসনার
জীবন



କାର କାହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ ?

“ଡୋମରା ଏଇଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କୋରୋ”

—ମଥି ୬୦୯ ପଦ ।

ଆମରା କିଭାବେ ଏବଂ କୋଥାଯି ବସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ତାର ଚେଷ୍ଟେ ବରଂ ଆମରା କାର କାହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ସେଟୋଇ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କିଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହବେ ତାର ସବଇ ସଦି ଆମରା ଜାନତାମ ଆର ଶେଷେ ଦେଖିଲେ ପେତୋମ ସେ ଆମରା ଡୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଛି, ତାହଲେ କି ସେଟୋ ଉତ୍ସାହକ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ନା ?

ଆବାର ଆମରା କୋଥାଯି ବସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ତାର ଚେଷ୍ଟେ ଆମରା କିଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେଟୋ ଆରଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମରା ସଦି ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟ ଏବଂ ସଠିକଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ତାହଲେ ଆମରା ସରେର ମଧ୍ୟେ, ରାନ୍ତାଯ ହୌଟିତେ ହୌଟିତେ, ଅଥବା କାଜେର ମଧ୍ୟେ ସେଥାନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନା କେନ, ତାତେ କୋନ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନା । ଆମାଦେର ଚାରପାଶେ କି ଆହେ, ତାର ଚେଷ୍ଟେ ବରଂ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ କି ଆହେ ସେଟୋଇ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ତାଇ, ଏଇ ପାଠେ ଆମାଦେର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଏବଂ କିଭାବେ ତୋର ନିକଟ ଉପଯୁକ୍ତଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଯାଇ । ସେ ବିଷୟଙ୍କିତିକେ ଈଶ୍ୱର ମୁଲ୍ୟ ଦିଯେ ଥାକେନ, ଆମରାଓ ସେଇ ବିଷୟଙ୍କିତି ନିଯମେ ଆଲୋଚନା କରବୋ, ସେଇ ଆମରା ତୋରଇ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ପାରି । ଆମରା ଜାନତେ ଚାଇ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟେ ସେ କଥାଙ୍ଗି ଆମରା ବଲି, ସେଙ୍ଗି କିଭାବେ ଆମାଦେର ଜୀବନେ କାଜେ ଜାଗତେ ପାରେ । ଆମାଦେର ଅନେକ କିଛି ଜାନବାର ବା ଶିଖବାର ଆହେ ।

ପାଠେର ଖମଡ଼ି ୧

ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଡୁଲ ଧାରଗାଙ୍ଗି

ଆରା ବଲେନ “ଈଶ୍ୱର ନେଇ”

ଆରା ବଲେନ “ଈଶ୍ୱର ଆହେ କି ନେଇ, ତା ଆମରା ସଠିକଭାବେ ଜାନତେ ପାରି ନା ।”

ଆରା ବଲେନ “ଈଶ୍ୱରକେ ଚାଇନା”

ଆରା ବଲେନ “ପ୍ରକୃତିଇ ଈଶ୍ୱର”

ଆରା ବଲେନ “ଆମିଇ ଈଶ୍ୱର”

ଯାରା ବିଲେନ “ଯେକୋନ ଏକଜନ ଈସ୍ତର ହଲେଇ ହୟ”
ଯାରା “ପୁର୍ବପୂର୍ବଦେର ଆଜ୍ଞା” ବିଶ୍ୱାସ କରେନ

ଈସ୍ତର ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ

ତୀର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟୋର ଦ୍ୱାରା

ତୀର ଜୀବନ୍ତ ପୁତ୍ରର ଦ୍ୱାରା

ତୀର ପରିଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞାର ଦ୍ୱାରା

ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଥୁଣ୍ଡେଟର ଶିଳ୍ପା ।

ଗୋପନ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ।

ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା ।



ପାଠେର ଲଙ୍ଘଃ

ଏହି ପାଠ ଶେଷ କରିଲେ ପର ଆପନି—

* ଈସ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜୋକଦେର ବିଭିନ୍ନ ତୁଳ ଧାରଗା ଏବଂ ସେଣ୍ଟିଲି କିଭାବେ ତାଦେର ଉପାସନାର ଉପର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ ପାରିବେନ ।

* ସେ ସକଳ ଉପାୟେ ସତ୍ୟ ଈସ୍ତର ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ ସେଣ୍ଟିଲି ଖୁବୁ ଜେ ବେର କରିବେ ପାରିବେନ ।

* ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପର୍କେ ସୀତାର ଶିଳ୍ପା ସଂକ୍ଷେପେ ବଜାତେ ପାରିବେନ ଏବଂ ଏମିତିଣୁଳି ଆପନାର ଜୀବନେତ୍ର କାଜେ ଜାଗାତେ ପାରିବେନ ।

ଆପନାର ଜନ୍ମ କିଛୁ କାର୍ଜ :

- ୧) ଅଥି ୬:୫-୮ ପଦ ମୁଖ୍ସ କରିବନ ।
- ୨) ପାଠେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିଵରଣେର ଏକ ଏକଟି ଅଂଶ ପଡ଼େ ସାମ, ପ୍ରତିଟି ଅଂଶେର ପ୍ରଶ୍ନାଗୁଣିର ଉତ୍ତର ଦିନ । ଏହି ପାଠେ ଏମନ କହେକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାକବେ ସାର ଥେକେ ସତିକ ଉତ୍ତରଟି ବେହେ ନିଯମ ଦାଗ ଦିଲେ ପାରିବେ ।
- ୩) ପାଠ ଶେଷେ ପରୀକ୍ଷା ନିନ, ଏବଂ ବାହ୍ୟେର ପେହନେ ଦେଓୟା ଉତ୍ତର ମାଜାର ସଙ୍ଗେ ଆପନାର ଉତ୍ତରଗୁଣି ମିଳିଯେ ଦେଖୁନ ।

- ৪) পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়া শেষ করে আবার এই পাঠের জন্মগুলি দেখুন। সেখানে যা বলা হয়েছে, সেগুলি যে করতে পারেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হন।
- ৫) একটা নোট খাতা সঙ্গে রাখুন। পাঠের মধ্যে যে প্রশংসনীয় উত্তর বেশ জমা, সেগুলি নোট খাতায় লিখুন। তাছাড়া, নতুন কোন শব্দ ও তাদের প্রয়োজনীয় অর্থও এই খাতায় লিখে রাখতে পারেন।

মূল শব্দাবলী :

পাঠের মধ্যে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা হয়তো আপনি পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না, আপনার সাহায্যের জন্য প্রত্যেক পাঠের শুরুতে এই রূপ শব্দাবলীর একটা তালিকা দেওয়া আছে। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়তে আরম্ভ করবার আগে, প্রত্যেকবার মূল শব্দাবলী পড়ুন এবং পরিভাষা অংশে এদের অর্থ দেখুন।

অন্য কোন একটি পাঠে আপনি যদি এই শব্দগুলির মধ্যে থেকে কোন একটা শব্দ পান, আর সেটির অর্থ আপনার মনে না থাকে তবে পরিভাষা দেখুন। বইয়ের সবশেষে পরিভাষা দেওয়া আছে।

অভ্যন্তরীণবাদী	সর্বেশ্বরবাদী	রহস্য
সর্বপ্রাণবাদী		উদাসীন
নাস্তিক	প্রশ়ঠাচারী	
অহমবাদী	সার্বজনীনবাদী	পর্যায়ক্রমে
অপরিহার্য	উৎসর্গ	নৈবেদ্য
আতংকিত	তিরকার	প্রকাশ্য
বজ্রতা	আস্থা	পুনরুত্তীর্ণ

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ :

ইংরেজ সমক্ষে তুল ধারণাগুলি

জন্ম—১ : ইংরেজ সমক্ষে সাতটি তুল ধারণা বর্ণনা করতে পারা।

যারা বলেন “ইংরেজ নেই”

প্রার্থনা এবং উপাসনা সম্পর্কে আলোচনার আরম্ভেই আমাদের

বলে রাখা দরকার ষে, উপাসনার জন্য কোন বাত্তি বা বস্তির প্রয়োজন, যার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। উপাসনার জন্য যদি কিছুই না থাকে তবে আপনি উপাসনা করতে পারেন না। কতক লোকে বলে ষে, ঈশ্বর নেই, তাই উপাসনা বা আরাধনা করবারও কিছু নেই। তারা বলে, “প্রার্থনায় কোনই লাভ নেই, কারণ তা শুনবার কেউ নেই।” এই লোকদের আমরা নাস্তিক বলি, কারণ তারা বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর আছেন। এদের শাস্ত্রে “মূর্ধা” বলে বলা হয়েছে। ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ চোখের সামনে থাকলেও তারা তা দেখতে পায় না। এই মহা বিশ্বের শুঁখলা, ফুলের সৌন্দর্য, আমাদের আশচর্য মানব দেহ সকলেই একবাক্যে বলছে, “একজন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আছেন।” একটা ঘড়ি নিজে নিজে বা আপনা আপনি তৈরী হয়েছে বলা, আর সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এই জগত নিজেই এসেছে বলা, একই কথা।

উপর্যুক্ত উন্নতি চিহ্নিত করতে।

১। নাস্তিক প্রার্থনা করে না কারণ

- ক) সে বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর আছেন।
- খ) ঈশ্বর আছেন কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়।
- গ) সে ঈশ্বরের বাধ্য হতে চায় না।

যারা বলেন “ঈশ্বর আছেন কি নেই, তা আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি না।”

কতক লোকের অসুবিধা হোল, তারা ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তারা তা দেখতে পায় আর তারা বিশ্বাস করে ষে সৃষ্টির নিচয়ই একটা কারণ আছে। কিন্তু তারা সম্মেহ পোষণ করে এবং বলে, “আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। হয়তো একজন ঈশ্বর আছেন, হয়তো বা নেই।” এই লোকদের আমরা বলি অজ্ঞেয়ব্যাদী। কারণ তারা বিশ্বাস করে ষে, একজন ঈশ্বর যদিও থাকেন— তবুও মানুষ তাকে জানতে পারে না। তারা বলে, “শুনবার কেউ আছে কি নেই সে বিষয়ে তুমি যথন নিশ্চিত নও, তখন আবার প্রার্থনা কিসের ?”

যারা বলেন “ঈশ্বরকে চাই না।”

এমন অনেকে আছে যারা জানে যে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু তারা তাঁর বাধ্য হতে চায় না। আমরা তাদের “ভ্রষ্টাচারী” বলি, কারণ, তারা যা জানে তা শ্রহণ করতে চায় না। এই ভ্রষ্টাচারী লোকেরা প্রার্থনা করেনা, কারণ “(তাদের) কাজ মন্দ বলে তারা আলোর চেয়ে অদ্ভুতকারকে বেশী ভাল বেসেছে” (যোহন ৩ : ১৯ পদ)। কিন্তু এমন দিন আসবে যখন, এই লোকেরাও প্রার্থনা করবে। তারা পাহাড় ও গাথরগুলোকে বলবে তাদের উপর পড়ে “যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁর মুখের সামনে থেকে ” (প্রকাশিত ৬ : ১৬ পদ) তাদের লুকিয়ে ফেলবার জন্য। সেই দিনটি হবে কোথের ও বিচার-দণ্ডের দিন।

২) ভ্রষ্টাচারীরা প্রার্থনা করে না কেন ?

যারা বলেন “প্রকৃতিই ঈশ্বর”

অনেক লোক আছে যারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর এবং প্রকৃতি এক। তারা এমন কোন স্থিতিকর্তা ঈশ্বরের বিশ্বাস করে না যিনি তাঁর সৃষ্টি জগত থেকে আমাদা। এই লোকেরা বলে যে গাছ-পালা, মেঘ, মানুষ সবই ঈশ্বর। এই লোকদের আমরা বলি সর্বেশ্বরবাদী। তারা বলে যে, যা কিছু ভালো তার সবই ঈশ্বর এ তাদের কত বড় ভুল ! তাদের কাছে প্রকৃতিই ঈশ্বর। তাদের কাছে ঈশ্বরের কোন ব্যক্তিত্ব নেই। সর্বেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর বোবা। আপনি তার কাছে প্রার্থনা করতে পারেন না, কারণ তার কথা বলার কোন শক্তি নেই। সে আপনাকে দেখতে পায়না কারণ, তার কথা বলার কোন শক্তি নেই। সে আপনাকে দেখতে পায়না কারণ, তার চোখ নেই সে আপনাকে ভালাসতে পারে না কারণ, তার হাদয় নেই। ‘ঈশ্বরই প্রেম,’ বলা এক জিনিষ, আর ‘প্রেম ঈশ্বর’ বলা সম্পূর্ণ আর এক জিনিষ ! আবার “ঈশ্বর তাঁর স্থিতির মধ্যে প্রকাশিত “বলা এক জিনিষ, আর” সৃষ্টি অগতই ঈশ্বর” বলা একেবারে ভিন্ন জিনিষ।

৩। সর্বেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর যা যা করতে পারে না, এমন চাহুটি বিষয় বলুন।

যারা বলেন “আমিই ঈশ্বর”

এই রূপম লোকেরা আপনাকে বলবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার খুশিমত যা ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে। আর যে কোন লোকের মতামত অন্য একজনের মতামতের চেয়ে কোন দিক দিয়ে খাটো নয়। এদের আমরা অহমবাদী বলবো, কারণ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরকেই দেখেনা। কি করতে হবে, অন্য কেউ তাদের বলে দেয়, এটা তারা চায় না। যে সমস্ত বিষয় তাদের নিজেদের পছন্দসই না, সেগুলি তারা কখনই মেনে নিতে চায় না।

তাদের নিজেদের কাছে যা ভালো, তা-ই তারা ভালো বলে মনে করে। তারা কখনও প্রার্থনা করে না। করবেই বা কেন? ভাল মন্দ সম্বন্ধে তাদের নিজেদের মতামতই তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ। তারা নিজেদের চেয়ে বড় ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তিকে চায় না।

৪) অহম্বাদীদের আচার ব্যবহারের ভিত্তি কি?

যারা বলেন “যে কোন একজন ঈশ্বর হলেই হয়”

এই ধরণের অনেক লোক আছে। এরা বলে, “তুমি কোন ঈশ্বরের উপাসনা কর তাতে কিছুই আসে যায় না। একজন ঈশ্বর অন্য একজর ঈশ্বরের মতই সমান ভাল (বা উৎকৃষ্ট)। যেকে ন একজন ঈশ্বর হলেই হয় “আমরা এদের বলি সার্বজনীনবাদী। তাদের বিশ্বাস, তিনি তিনি ধর্ম এক একটা পথের মত, ষেগুলি একই পর্বতের চূড়ার দিকে গেছে। প্রতিটি ধর্ম তিনি তিনি পথে এগিয়ে যায় কিন্তু সবগুলি পথই এক যায়গায় গিয়ে মিলিত হয়। এটা একটা প্রাণ্ত শিঙ্কা এবং সত্যাই বিপদজনক। যারা এই মত বিশ্বাস করে তারা আসলে বলে ষে, ঈশ্বর হলেন মানুষের মনের একটা ধারণা মাঝ। তিনি জীবিত ও একমাত্র সত্তা ঈশ্বর নন। কিন্তু ঈশ্বর তো ধারণা মাঝ নন। তিনি জীবিত ও সত্তা ঈশ্বর। তিনি একমাত্র ঈশ্বর। তিনি এই মহাবিশ্ব এবং এর সমস্ত কিছুর সুষ্ঠিকর্তা। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে তিনি কে। আমরা অবশ্যই তাঁর আরাধনা করবো। তিনি কে, সে বিষয়ে আমরা এর পরের অংশে আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমরা আরেকটি ধারণার বিষয় বলবো যা সারা পৃথিবীর অনেক লোকেই বিশ্বাস করে।

অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যাবার পর মৃত আমাদের আর আমরা দেখতে পাই না সুতরাং তাদের বিষয় আমাদের মনে একটা রহস্য থেকে যায়। কতক লোক বিশ্বাস করে যে মৃত্যু আমার রূপ ধরে আবার ফিরে আসে এবং যেখানে তারা বাস করতো সেই জায়গার আশে-পাশে ঘোরাফেরা করে। এমনকি তারা মনে করে যে, এই আমারা জীবিতদের কাজ-কর্ম অংশ নেয়। এই ধরনের বিশ্বাসকে বলা হয় সর্বপ্রাণবাদ।

এই আঞ্চারা অজানা এবং তাদের দেখা যায় না, তাই, এই
অদৃশ্য আঞ্চাদের ক্ষয়ে সর্বপ্রাণবাদীরা সব সময় আতঙ্কিত
থাকে। ঘনিষ্ঠ তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করে যে একজন
ইঁশ্বর আছেন, কিন্তু তারা মনে করে যে, তিনি তাদের থেকে
অনেক দূরে এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করেন
না। তাই তিনি তাদের কোন সাহায্যও করতে পারেন না।
এইজন্য তারা মৃত আঞ্চাদের কাছে দান উৎসর্গ দ্বারা তাদের
সন্তুষ্ট করে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে। কারণ তারা মনে
করে যে এই আঞ্চারা তাদের অনেক কাছে। দুঃখ-কষ্টকে দূরে
সরিয়ে রাখার জন্য তারা ধানুমন্ত্র ব্যবহার করে, এবং মৃত আঞ্চাদের
কৃপা জাতের জন্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করে। বাইবেল বলে, “ডয়ের
সঙ্গে শাস্তির চিন্তা জড়ানো থাকে” (১ ঘোষণ ৪৫১৮ পদ)
সর্বপ্রাণবাদীদের মনের ভাব ঠিক এই রকম। এই পদে আরও
আছ “পরিপূর্ণ ভালবাসা ক্ষয়কে দূর করে দেয়”। এখন আমরা
প্রেময় সত্য ইঁশ্বরের বিষয় আলোচনা করবো। যারা তাঁকে
ডাকে তিনি তাদের সকলেরই নিকটেবলী। প্রার্থনার উভয় দেবার
এবং ভয় দূর করে দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

୬) ଯାରା ପୁରୁଷଦେର ଆଜ୍ଞାଯ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାରା ଯାନୁମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ କେନ ?...
...
ଈଶ୍ୱର ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ

জন্ম্য—২ঃ যে তিনটি উপায়ে ঈশ্বর নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন সেগুলি লিখতে পারা।

তাঁর লিখিত বাক্যের দাঁরা।

ঈশ্বর যিনি মানুষের সেবা এবং বাধ্যতা চান, তিনি অবশ্যই নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করবেন। একমাত্র সত্য ঈশ্বর ঠিক তাই করেছেন। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আমরা তাঁকে জানতে পারি এবং আমরা তাঁর ইচ্ছা বা সংকল্পগুলিও জানতে পারি। প্রতোক ধর্মেই সেই ধর্মের বিভিন্ন নবী, বিভিন্ন দর্শন, আশ্চর্য কাজ, এবং সেই ধর্মের গুরুদের লেখা প্রতৃতি বিষয় দেখা যায়। সত্য ঈশ্বর এ সবই আমাদের দিয়েছেন, এমনকি নিজেকে প্রকাশের জন্য এর চেয়েও বেশী করেছেন। তিনি তিনটি উপায়ে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন ও তাঁর ইচ্ছা আমাদের জানিয়েছেন। নৌচের ছবিতে এই তিনটি উপায় দেখান হয়েছে।

ঈশ্বরের বাক্য

প্রভু শীঘ্র ধূমটি

পবিত্র আজ্ঞা



ঈশ্বর নবী (ভাববাদী) এবং প্রেরিতদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, এবং তারা পবিত্র শাস্ত্র বাইবেল, তাঁর বাক্য লিখেছেন। যেখানেই লোকেরা বাইবেল বিশ্বাস করেছে এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলি প্রহণ করেছে, সেখানেই মানুষ পরিবর্তিত হয়েছে। যখনই কোন লোক শীঘ্র শিক্ষা প্রাপ্তি করে, এবং তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, তখনই তার জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সে এক নতুন ব্যক্তিতে পরিণত হয়, সে তার মন গথ ছেড়ে ভাল পথে আসে বাইবেলের কথাই চিন্তা করুন না।

ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନେ ବସେ ବାଇବେଳେର କଥାଙ୍ଗଳି ଲିଖେଛିଲେନ, ଅର୍ଥତ ଏଣ୍ଟଲିର ମଧ୍ୟେ ସେ କ୍ରିକ୍ୟ ରହେଛେ. ତା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ । ତେବେ ଦେଖୁନ ବାଇବେଳ କତବାର ଧରଂଶ ହବାର ବା ଶତ୍ରୁର ଦ୍ୱାରା ନଗଟ ହବାର ହାତ ଥେବେ ରଙ୍ଗା ପେଯେଛେ ! ବାଇବେଳ ସେ ଏକ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବହି, ତାତେ କୋନ ସମ୍ମେହ ନେଇ । ଏଇ ବହି-ଇ ଈଶ୍ଵରକେ ଆମାଦେର କାହେ ପ୍ରକାଶ କରେ ।

୭) ଈଶ୍ଵର ତା'ର ବାକ୍ୟ ଲିଖେ ରାଖିବାର ଜନ୍ୟ କାଦେର ବ୍ୟବହାର କରେଛିଲେନ ?

ତା'ର ଜୀବନ୍ତ ପୁତ୍ରେର ଦ୍ୱାରା

ଈଶ୍ଵର ତା'ର ପୁତ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖୁଣ୍ଡେଟର ମାଧ୍ୟମେ ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ । ଶୀଘ୍ର ୩୦ ବର୍ଷରେରେ ବେଶୀ ମାନୁଷରାପେ ଏଇ ପୃଥିବୀତେ ଛିଲେନ । “ସେଇ ବାକ୍ୟାଇ ମାନୁଷ ହେଁ ଜନ୍ୟ ପ୍ରହଳାଦ କରିଲେନ ଏବଂ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଲେନ” (ଯୋହନ ୧୫:୧୪ ପଦ) । ଶୀଘ୍ର ଖୁଣ୍ଡେଟର ନିଜେର କଥାଙ୍ଗଳି ଭାବୁନ । ତିନି ବଲେଛେ ଯେ, ତିନି ଈଶ୍ଵରର ପୁତ୍ର । ରୋଗ ଡାମ କରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାଜେର ମାଧ୍ୟମେ ତିନି ତା'ର କଥା ପ୍ରମାନ କରେଛେ । ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପୁନରଭାବର କଥା ଭାବୁନ । ଈଶ୍ଵର ନିଃସମ୍ମେହ ତା'ର ପୁତ୍ରେର ମାଧ୍ୟମେଇ ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ । ମାନୁଷରାପେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ପୃଥିବୀତେ ଆଗମନେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଈଶ୍ଵର ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ ।

୮) ଏଇ ବାକ୍ୟକେ, ଶାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଈଶ୍ଵର ନିଜେକେ କରେଛେ ?

ତା'ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଦ୍ୱାରା

ସଥନାଇ କୋନ ଲୋକ ଶୀଘ୍ରଖୁଣ୍ଡେଟ ସମ୍ପର୍କେ ଈଶ୍ଵରର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟ ପ୍ରହଳାଦ କରେ, ତଥନାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତା'ର କାହେ ଈଶ୍ଵରକେ ପ୍ରକାଶ କରେନ । “ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଓ ନିଜେ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଚ୍ଛେନ ଯେ, ଆମରା ଈଶ୍ଵରର ସନ୍ତାନ” (ରୋମୀୟ ୮:୧୬ ପଦ) । କୋନ ଲୋକ ଖୁଣ୍ଡେଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ଈଶ୍ଵରର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକେ ଏକ ନତୁନ ବ୍ୟକ୍ତିତେ ପରିଣତ କରେନ । ଈଶ୍ଵର ଅନ୍ୟଦେର ଜନ୍ୟ ଯା କରେଛେ,

ଆମନାର ଜନ୍ୟେ ତାଇ କରିବେନ । ଆମନି ସଦି ତାର ଉଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ଛାପନ କରେନ, ତାହଲେ ତିନି ତାର ପରିଭ୍ରା ଆଆର ଦ୍ୱାରା ଆମନାର କାହେ ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନ । ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରର ଉଗମନା କରନ । ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରର ଆଆକେ ଆମନାର ଆଆର ସଂଗେ ଏକଥୋଗେ ସାଙ୍କ୍ୟ ଦିତେ ଦିନ ! ଆମନି ସଥିନ ନିଜେର ଜୀବନେ ତାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେନ, ତଥନ ଆର ପ୍ରମାଣେର ଦରକାର ହବେ ନା । ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କେ, ତା ଆମନି ଅବଶ୍ୟକ ଜାନତେ ପାରିବେନ ।

୧) କୋନ୍ ଆର ଏକଟି ଉପାୟେ ଈଶ୍ୱର ଆମନାକେ ଜାନତେ ଦେନ ସେ ଆମନି ତାର ସନ୍ତାନ ?

ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଖୀଟେର ଶିକ୍ଷା

ମଙ୍ଗ୍ୟ—ତଃ ସୀଁଶ ତାର ଶିଷ୍ୟଦେର ପ୍ରାର୍ଥନାଯ ସେ ବିଷୟଗୁଲିର ଉପର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବୋଧ କରିବେ ସବୁଛିଲେନ ତା ବୁଝିଯେ ବଜାତେ ପାରା ।

ଗୋପନ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଶିଷ୍ୟରା ଏକବାର ସୀଁଶକେ ବଲେଛିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆମାଦେର ଆମନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଶିଖାନ” (ଲୁକ ୧୧ : ୧ ପଦ) । କିନ୍ତାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଅଥ ତା ସିନି ସବଚେଯେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ, ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସୀଁଶ ଖୀଟେର କାହୁ ଥେକେଇ ଆମରା ଭାଜନାବେ ଶିଥିତେ ପାରି । ତାଇ ଆସୁନ ଆମରା ସୀଁଶର କାହୁ ଥେକେ ଶିଥି ।



যীশু তার শিষ্যদের বলেছেন, যেন তারা ফরীশীদের মত প্রার্থনা করে (মথি ৬ঃ৫ পদ)। তারা দেখাবার জন্য সমাজ ঘরে ও রাস্তার মোড়ে দাঢ়িয়ে প্রার্থনা করতো। সকলের সামনে বা প্রকাশ্যে প্রার্থনা করা কি দোষের? নিশ্চয়ই না! যীশু সকলের সামনে বা প্রকাশ্যে প্রার্থনা করবার জন্য ফরীশীদের তিরক্ষার করেন নি।

তিনি তাদের তিরক্ষার করেছেন তারা লোকদের দেখাবার জন্য প্রার্থনা করত বলে। যীশুও সকলের সামনে বা প্রকাশ্যে প্রার্থনা করেছেন। মানুষকে দেখাবার জন্য প্রার্থনা করাই দোষ বা ভুল।

১০) বাইবেলে মথি ৬ঃ৫—৬ পদ দেখুন। যারা গোপনে প্রার্থনা করে ঈশ্বর তাদের জন্য কি করবেন?

...

অনেক সময় সভা-সমিতিতে সবার পক্ষ থেকে একজনের প্রার্থনা করা ঠিক। এটা মনে হয় সবচেয়ে কঠিন ধরনের প্রার্থনা, কারণ যে প্রার্থনা করে, কেবলমাত্র সেই একজন লোকের উপরই সকলের মনোযোগ গিয়ে পড়ে। লোকেরা প্রায়ই যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, সেই ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করে না বরং যে প্রার্থনা করছে, সেই লোকের বিষয়ই বেশী চিন্তা করে। এর ফলে যে প্রার্থনা করছে, তার মনে অহংকার আসে। ফরীশীরা যে রকম করতো তারও সেই রকম করবার ইচ্ছা হয়। লোকদের দেখাবার বা শোনাবার জন্য প্রার্থনা করবার ইচ্ছা তার হয়।

১১) ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

শঙ্কু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, যেন তারা ফরীশীদের মত না হয়, কারণ ফরীশীরা প্রার্থনা করতো—

- ক) প্রকাশ্যে।
- খ) লম্বা লম্বা।
- গ) মানুষকে দেখানোর জন্য।

কিন্তু এমন অনেকে আছেন যারা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে লোকদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসতে পারেন। তারা মানুষের অভ্যন্তর

ଦିକେ ଫିରାତେ ପାରେନ । ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ନେତୃତ୍ବ ଦେବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଏହି ରକମ ଲୋକଙ୍କ ଦରକାର । ବିଶେଷ କରେ ପାଇକ ଓ ପ୍ରଚାରକଦେର ଏହି ଦାନଟି ଥାକା ଉଚିତ ।

ନିଜେଦେର କଥା ଅଥବା ଚାରପାଶେର ଲୋକଦେର କଥା ଚିନ୍ତା ନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଶିଥିତେ ପାରି? ସବାର ସାମନେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ଏ କାଜଟି ଶେଖା ଯାଇ ନା, ବରଂ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାର ଦ୍ୱାରାଇ ଶେଖା ଯାଇ । ଆରେକଭାବେ ଏହି ଶେଖା ଯାଇ । ସଥନ ଆମରା ଈଶ୍ଵରେର ସଙ୍ଗେ ଏକା ଥାକି, ଏବଂ ତୀର ଆଜ୍ଞା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବ ଚିନ୍ତାକେ ଆମାଦେର ଅଭିନ ଥେକେ ଦୂରେ ରାଖିତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେନ, ତଥନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସଭାଯ ଦୌଡ଼ାଲେଓ ମନେ ହବେ ସେଣ ଆମରା ଏକାକୀ ଆଛି । ଆମରା ସଦିଓ ଜାନି ସେ ଲୋକେରା ଆମାଦେର କଥା ଶୁଣଛେ, ତବୁଓ ଯୌନର ବାହେ କି ବଲଛି ଶୁଧୁ ସେଇ ଦିକେଇ ଆମାଦେର ମନ ଥାକବେ । ଆର ଏହିଭାବେ ଅନେକ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ଈଶ୍ଵରେର ସଙ୍ଗେ ଏକାକୀ ଥାକତେ ଶିଥିବ ।

୧୨) ଆମରା କିମ୍ବାପେ ସଭା-ସମିତିତେ ଠିକଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଶିଥିତେ ପାରି?

ପରିଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞାଯ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକେରା ପ୍ରାୟଇ ଏକତ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ । ଏହିଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜେକେ ଈଶ୍ଵରେର ସଂଗେ ଏକାକୀ ରାଖିତେ ପାରେନ । ସକଳେ ଏକତ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଥୁବ ଜ୍ଞାନଜ୍ଞ କରା ଯାଇ । ଅନେକ ସମୟ ଏକତ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟେ ଲୋକେରା ଈଶ୍ଵରେର ଆଜ୍ଞାର ଉପହିତି ଅନୁଭବ କରେନ ଏବଂ ତଥନ ତାରା ଈଶ୍ଵରେର ପ୍ରଶଂସା କରେନ ଓ ପରଭାଷାଯ (ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଯ) କଥା ବଲେନ । ପରଭାଷା ମାନେ ଆଜ୍ଞାତେ ଈଶ୍ଵରେର ଦେଉୟା ଏକ ବିଶେଷ ଭାଷାଯ ଆରାଧନା କରା । ମାନେ ବୁଝିଯେ ନା ଦିଲେ ଏହି ଭାଷା କେଉଁ ବୁଝିତେ ପାରେ ନା । ଏହି ଏକଟି ଆଞ୍ଚିକ ଦାନ, କରିଛୀଯ ୧୪ ଅଧ୍ୟାୟେ ଆପଣି ଏ ସମ୍ପର୍କେ ପଡ଼ିତେ ପାରେନ । ଏହି ଦାନ ପାଞ୍ଚାର ମତ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଦେର ଆଛେ, ତାଦେର ସେ କେଉଁ ତା ପେତେ ପାରେ । ଉପାସନାର ମଧ୍ୟେ ଏହି ଦାନଟି ଥୁବଇ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆମାଦେର ଜୀବନେ ଏହି କାଜ ହଲେ ପର ଆମରା ସବାଇ ଏକ ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦେର ଭାଗି ହଇ ଏବଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମହିମାନ୍ଵିତ ହନ । ଏକା ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି ହୟ? ଯୌନ ଆମାଦେର ବଲେଛେନ, ସରେ ଗିଯେ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ।

ତିନି ବଲେଛେନ, ଆମାଦେର ପିତା “ଯିନି ଗୋପନେ ସବକିଛୁ ଦେଖେନ
“ତିନି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଆମାଦେର ପୂରଙ୍କାର ଦେବେନ ।” (ମଧ୍ୟ ୬ : ୬ ପଦ)
ଏହି କଥାଙ୍ଗଳ ବଲବାର ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଏକଟା ଦରଜା ଜାନଲାଓଯାଳା
ସାଧାରଣ ସାରର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛିଲେନ ନା, ବରଂ ଆମାଦେର
ମନ ବା ଅନ୍ତରରାପ ସାରର କଥାଇ ବୁଝାତେ ଚେରିଛିଲେନ । ଏଥାନେ ଆସି
ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଆମରା ଯେଣ ଈଶ୍ୱରର
ସଂଗେ ଏକାକୀ ଥାକତେ ପାରି । ଯେ କୋନ ଥାନେଇ ଆପନି ଏକାକୀ ଈଶ୍ୱରର ସଂଗେ
ଥାକତେ ପାରେନ । କୋନ କୋନ ଲୋକ ଜଂଗମେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଏକାକୀ ହାଟୀର
ସମୟ ସବଚେଷେ ଭାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ
ପାରେନ । କେଉ କେଉ ଆବାର ଅନ୍ୟ
ଲୋକଦେର ଥିକେ ଦୂରେ ଯେ କୋନ ଏକଟା
ସର ପଛନ୍ଦ କରେନ । ଆବାର କତକ
ଲୋକ ତାଦେର ଚାରପାଶେ ଲୋକଜନ
ଥାକଲେଓ “ଏକାକୀ” ହତେ ପାରେନ । ସୁତରାଂ ଆସି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ
ଈଶ୍ୱରର ମଞ୍ଜେ ଏକାକୀ ହତେ ଶିଖି ।



୧୩) ସାରେ ଗିଯେ ଦରଜା ବନ୍ଧ କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ବଲାର ବାରା
ଶୀଘ୍ର ଆମାଦେର କୋନ ଦରକାରୀ ଶିକ୍ଷାଟି ଦିଯେଛେନ ।

*** *** *** *** *** ***

ଆମାଦେର ମନେ ରାଖିବେ ଯେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇ ଈଶ୍ୱରର ସଂଗେ
କଥା ବଲା । ଆପନି ସବ୍ଧନ କାରୋ ସଂଗେ ଦେଖା କରେନ, ତଥନ
ଦୁଇନେଇ କଥା ବଲବାର ସୁଯୋଗ ଥାକା ଉଚିତ । ଆମାଦେର କୋନ
କୋନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋଟେଇ ଏକେ ଅନ୍ୟର ସଂଗେ କଥା ବଲାର ମତ ହୟ ନା ।
ମନେ ହୟ ଯେ, ଆମରା ଈଶ୍ୱରର କାହେ ବଜୁତା କରିଛି । ଏହି ରକମ
ପ୍ରାର୍ଥନା ଖୁବହି ଦୁର୍ବଳ । ଯେ ଲୋକ ଏକାଇ ସବ କଥା ବଲେ ତାର
ସଂଗେ କେ-ଇ ବା ଦେଖା କରତେ ଚାଇ ? ଆମରା ସତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ପାରି,
ତାର କାହେ ଥିକେ ଚଲେ ସେତେ ଚାଇ । ଆମରା ତାଦେର ସଂଗେ କଥା
ବଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ନା । ଆମାଦେର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟଇ ଆମାଦେର କାହେ
କିଛୁ ବଲିବା ଚାନ । କିନ୍ତୁ ଆମରା ତାକେ କଥା ବଲବାର କୋନ
ସୁଯୋଗଇ ଦିଇ ନା । ଈଶ୍ୱରର ପଞ୍ଚେ ଆମାଦେର କଥା ଶୋନାର

চাইতে বরং আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের কথা শোনা অনেক বেশী দরকারী। তিনি জানেন না, এমন কি-ই বা আমরা তাঁকে বলতে পারি? কিন্তু একথা সত্য যে আমরা যদি কেবল ঈশ্বরের কথা শুনতাম, তাহলে বুঝতে পারতাম, আমাদের কত কিছু শিখবার আছে।

আমরা কিভাবে ঈশ্বরের
কথা শুনতে পারি? ঈশ্বর
কিভাবে আমাদের কাছে
কথা বলেন? ঈশ্বরের কথা
শোনার খুব ভাল একটা
পথ হোল ঈশ্বরের বাক্য
সামনে নিয়ে প্রার্থনা করা।
আমরা যদি বাইবেলের
একটা পদ পড়ি এবং
ঈশ্বরের কাছে তার মানে



জানতে চাই, তাহলে ঈশ্বর আমদের অঙ্গে ঐ পদটির মানে বুঝিয়ে
দেবেন।

এইভাবেই ঈশ্বর আমাদের কাছে কথা বলেন। পবিত্র আজ্ঞা
হবেন আমাদের শিক্ষক, যিনি আমাদের শিক্ষক, যিনি আমাদের
সমস্ত সত্য শিক্ষা দেন। যখনই পবিত্র আজ্ঞা কোন একটা
সত্যকে আমাদের কাছে জীবন্ত করে তোলেন (বা বুঝিয়ে দেন),
তখন আমাদের উচিত ঈশ্বরের গৌরব করা এবং ঐ সত্যটি
শেখানোর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া। এরপর ঈশ্বর তাঁর বাক্য
থেকে আবার কথা না বলা পর্যন্ত আমরা পড়া চালিয়ে যেতে
পারি প্রার্থনার কি সুন্দর পথ!

১৪) প্রার্থনার সময়ে ঈশ্বরের কথা শোনার একটা ভাল উপায় কি?

*** *** *** *** *** ***

যৌগ “অর্থহীন কথার” বিষয় (মথি ৬ : ৭ পদ) যা বলেছেন তা
মনে রাখবেন। ঈশ্বর শুনতে পাননা এমন নয়। তিনি উদাসীন
নন, বা তাঁকে কোন কাজ করবার জন্য জোর করতে হয় না।

তিনি প্রেমের ঈশ্বর, তাই তাঁর কাছে আবেদন করা ও তিনি যে উত্তর দেবেন, সে বিষয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট। কখনো কখনো আমরা আমাদের বিশ্বাসের অভাব দেখাই, আমরা একই বিষয় বার বার এমনভাবে বলি যেন প্রথমবার বলবার সময় ঈশ্বর আমাদের কথা শোনেন নি। অনেক সময় আমরা আবার এমন ব্যবহার করি, তাতে মনে হয় যেন, ঈশ্বরকে কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। ঈশ্বর ছলেন প্রেমের ঈশ্বর। তিনি স্বার্থপর নন বা তার অন্তর কঠিনও নয়। তিনি আমাদেরকে সাহায্য করতে চান।

১৫) অতিটি সত্য উত্তি চিহ্নিত করুন।

- ক) ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে চান।
- খ) ঈশ্বর স্বার্থপর বলে তিনি আমাদের কোন কোন প্রার্থনার উত্তর দেন না।
- গ) আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন অনেক কথা ব্যবহার করা দরকার বা প্রার্থনা অনেক লম্বা হওয়া দরকার।
- ঘ) ঈশ্বর চান যেন আমরা তার উপরে গভীর বিশ্বাস এবং আছা নিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করি।

সর্বদা প্রার্থনা

জন্ম—৪ঃ “সর্বদা প্রার্থনা” করবার মানে বুঝিয়ে বলতে পারা।

“ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা” করতে বলা হয়েছে আমাদের (ইফিষ্যুয়েল ৪:১৮ পদ)। ১ খিলনৌকীয় ৫:১৭ পদে বলা হয়েছে “সব সময় প্রার্থনা কর।” একজন লোক কিভাবে সব সময় প্রার্থনা করতে পারে?

কেবল মাত্র হাতু পেতে বসলেই প্রার্থনা করা হয় না। প্রার্থনা এর চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ধ্যান, আরাধনা, এবং ঈশ্বরের কাছে নিবেদন জানাতে কৃত্তা সময় ব্যয় হয়, সেটাও বড় কথা নয়। প্রার্থনা এর চাইতেও বড়। প্রার্থনা হতে হবে “সর্বদা”। “সব সময়” প্রার্থনা চলবে। প্রার্থনাকে জীবন যাপনের একটি অপরিহার্য অংগ বা পথরাপে গ্রহণ করতে হবে।

তবে, এই জীবনে পৌছাতে হলে একাকী প্রার্থনা, প্রকাশ বা সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে। কোন বিষয় বার বার করার মধ্য দিয়ে ঘেমন একটি অভ্যাস গড়ে উর্তে প্রার্থনার বেলায়ও তাই। যদি প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে না তোলেন, তাহলে আপনি “সব সময়” প্রার্থনা করতে পারবেন না।

প্রার্থনার জীবনকে কেবল মাঝ সময় দিয়েও মাপা উচিত না। আমাদের মন বাড়ীর কথা চিন্তা করে। অথবা, প্রার্থনার জন্য ছাঁটু গেতে বসলেও, আমাদের মন রাখাইরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। কিংবদন্তিতে প্রার্থনা করতে শিখলে আমরা ঠিক পথেও চলতে পারবো। “সব সময় প্রার্থনা করা!”—কথাটির দ্বারা আমরা তাই বুঝি। ঈশ্বরের বাক্য থেকে তাঁর ইচ্ছা জানতে হবে এবং প্রার্থনা ও উপাসনার দ্বারা নিজেদেরকে তাঁর ইচ্ছার বশীভূত করতে হবে, ঘেন জীবনের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর সেই ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে পারি।

১৬) কেবল সময়ের মাপে প্রার্থনার বিচার করা উচিত নয় কেন ?

...

যীশু আমাদের প্রার্থনার দুষ্টান্ত অরূপ। তিনি অনেক সময় প্রার্থনা করেই কাটাতেন। তিনি উগবাস করতেন। কিন্তু কি জন্য ? তাঁর নিজের চাহিদা পূরনের জন্য না, যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, তাদের উন্ধারের জন্য ? এর কোনটার জন্যই নয়। রোগীদের জন্য তাঁর প্রার্থনা ছিল খুব ছোট ও সহজ। কেন ? কারণ তাঁর সম্পর্ক জীবনই ছিল প্রার্থনা এবং উপাসনার জীবন। তিনি প্রার্থনায় পিতার ইচ্ছা জেনে নিয়ে সেই ইচ্ছা অনুযায়ী সর্বদা চলতে পারতেন। তিনি সব সময় প্রার্থনা করতেন।

১৭) রোগীদের সুস্থি করবার জন্য যীশুকে অনেক সময় ধরে প্রার্থনা করতে হোত না কেন ?

...

আমরা কিংবদন্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করতে পারি ! মধ্য

୬ : ୯-୧୩ ପଦେ ସୀଁଶ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦିଯ়েଛେନ । ତିନି ବଲେଛେନ, “ତୋମରା ଏହିଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୋ” (ମଥି ୬ : ୯ ପଦ) । କିନ୍ତାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହବେ ବଜାତେ ଗିଯେ ସୀଁଶ ସେ ନିଯମେ ପର ପର ବିଷୟଗୁଲି ଚାଇତେ ହବେ, ସେଇ ନିଯମେର କଥାଇ ବଜାତେ ଚେଯେଛେନ । ଅନ୍ୟ କଥାଯା ଆମାଦେର ସବ-ଚେଯେ ଦରକାରୀ ବିଷୟ ଶୁଣିଇ ତିନି ପ୍ରଥମେ ଚାଇତେ ବଜେଛେନ । ତୀର ଶେଖାନୋ ପ୍ରାର୍ଥନାଯ ତିନି କୋନ୍ ନିଯମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚାଇତେ ବଜେଛେନ ଦେଖୁନ । ପ୍ରଥମେ ତିନି ବଜେଛେନ, ତୋମାର ନାମ, ତୋମାର ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ । ଏହି ବିଷୟଗୁଲିର ପରେ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଛେନ, “ଆମାଦେର କ୍ଷମା କର, ଆମାଦେର ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିତେ ଦିଯୋନା, ଆମାଦେର ରକ୍ଷା କର । “ଅନ୍ୟ କଥାଯ ସୀଁଶ ସା ବଲେଛେନ, ତା ହୋଲ, ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟେ ଈଶ୍ଵରେର ନାମ, ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଲେ ହବେ । “ଆମାଦେର ଦେଉ, ଆମାଦେର କ୍ଷମା କର, ଆମାଦେର ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିତେ ଦିଯୋନା, ଆମାଦେର ରକ୍ଷା କର “- ଏହିଭାବେ ସଦି ଆମରା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରଞ୍ଜ କରି ତାହଲେ ଭୁଲ ହବେ । ମଥି ୬ : ୩୩ ପଦେ ସୀଁଶ ଖୁବ ସ୍ପଷ୍ଟିଭାବେଇ ବଜେଛେନ, “ତୋମରା ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟେର ବିଷୟେ ଓ ତୀର ଇଚ୍ଛାମତ ଚଲିବାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ତାହଙ୍କେ ଏହି ସବ ଜିନିଷଙ୍କ ତୋମରା ପାବେ ।”

୧୮) ପ୍ରାର୍ଥନାଯ ସେ ବିଷୟଗୁଲିକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଲେ ହବେ : ଈଶ୍ଵରେ....., ଈଶ୍ଵରେର... ଏବଂ ଈଶ୍ଵରେର !

ଶୀଁଶ ଘେମଙ୍ଗାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେନ ସେହିଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ଶିଖିଲେ ଆମରା ସୀଁଶର ମତ ଜୀବନ ସାପନ୍ତି କରତେ ଶିଖିବୋ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜାକେ ଆମାଦେର ଜୀବନେ ସବ କିଛିର ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦେଓଯାଇ ହୋଲ ସବ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା !

ଯତକ୍ଷଳ ନିଜେଦେର ଅତ୍ତାବ ଅଭିଯୋଗଗୁଲିକେ ଆମରା ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାର ଚାଇତେବେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ତତକ୍ଷଳ ଜୀବନେ ଉଛୋଟ ଥେତେ ଥେତେ ଚଲିବୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜନ୍ୟ କତ ସମୟ ଦିଲାଯାମ, ସେଟାଇ ବଡ଼ କରେ ଦେଖିବୋ । ଆମରା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସର୍ବେ କତ ସମୟ କାଟିଲାମ, ତା ଦେଖିରାର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ଵର ଘାଡ଼ି ଧରେ ଥାକେନ ନା । ଈଶ୍ଵର ଆମାଦେର ଜୀବନେର ପ୍ରତିଟି ଦିନେର ପ୍ରତିଟି ମୁହଁତେର ପ୍ରଭୁ ହତେ ଚାନ ।

১৯) আমরা যদি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করি, তাহলে কোন্‌
চারটি বিষয় তিনি আমাদের দেবেন বলেছেন ? (মথি ৬ : ৯-১৩
পদ দেখুন)

- ক)
- খ)
- গ)
- ঘ)

পরীক্ষা-১

পাঠটি আরেক বার দেখে মেবার পরে এই পরীক্ষাটি দিন। এই
বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তর মালার সংগে আপনার উত্তরগুলো মিলিয়ে
দেখুন। কোন উত্তর ভুল হলে, বিষয়টি আবার পড়ুন।

সৎক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) অজ্ঞেয়বাদীরা প্রার্থনা করে না কেন ?.....
...

২) ১ ঘোহন ৪ : ১৮ পদের সেই কথাগুলি লিখুন যা “পূর্ব
পুরুষদের আভায় বিশ্বাসী” লোকদেরকে আশার আলো দেখাবে।.....

৩) কোন একজন মানুষ যখন খুঁতের শিক্ষা প্রাপ্ত করে এবং
তাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, তখন তার জীবনে কি পরি-
বর্তন হয় ?...

৪) জুক ৬১ : ১ পদে শিষ্যদের অনুরোধটি লিখুন।.....
...

৫) প্রকাশ্য (সভা-সমিতিতে) প্রার্থনা করা কঠিন কেন ?

....

৬) ঈশ্঵র কোন্ম তিনটি উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, লিখুন।

ক)

খ)

গ)

৭) সর্বদা প্রার্থনা করা হোল ঠিকভাবে.....করতে শেখা,
যেন আমরা ঠিক পথে..... পারি। এর মানে আমরা সর্বদা
ঈশ্বরের.....নিজেদের ইচ্ছার উপরে স্থান দেই।

বেছে নিন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র ঠিক উত্তর আছে।

৮) সর্বেশ্বরবাদীরা বলবে যে,

ক) ঈশ্বর সকল মানুষকে ভাল বাসেন।

খ) প্রকৃতিই ঈশ্বর।

গ) তিনি একজন মৎগলময় ঈশ্বর।

৯) ঈশ্বরের রব শুনবার জন্য আমরা কি করতে পারি ?

ক) আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা অনেক
সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সময় কাটাতে
পারি।

খ) বারবার ঈশ্বরের বাক্য পড়া, সেগুলি নিয়ে ধ্যান
করা এবং তা বুঝাবার জন্য ঈশ্বরে কাছে সাহায্য
চাইতে পারি।

গ) বার বার প্রভুর প্রার্থনার পুরুষক্ষি করতে পারি।

১০) সব সময় প্রার্থনা করার অর্থ,

ক) প্রার্থনায় উভুত হয়ে পড়ে থাকা।

খ) সব সময় ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করা।

গ) সব সময় অন্য সব কিছুর চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের
জন্য বেশী চেষ্টা করা।

ମିଳ ଦେଖାନୋ/ବା ପାଶେର କଥାଙ୍ଗିର ସଂଗେ ଡାନ ପାଶେର କଥାଙ୍ଗିର ମିଳ ଦେଖାନ ।

- | | |
|--|------------------|
| ୧୧)—କ) ସାରା ବଲେ “ଈଶ୍ୱରକେ ଚାଇନା” | ୧) ନାସ୍ତିକ |
| —ଖ) ସାରା ‘ପୁରୁଷଦେର ଆଆୟ’ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । | ୨) ଅଜ୍ଞେଯବାଦୀ |
| —ଗ) ସାରା ବଲେ “ଈଶ୍ୱର ଆଛେନ କି ନାହିଁ ତା ଆମରା ସତିକାବେ ଜୀବନତେ ପାରି ନା । | ୩) ସର୍ବେଶ୍ୱରବାଦୀ |
| —ଘ) ସାରା ବଲେ “ଯେ କୋନ ଏକଜନ ଈଶ୍ୱର ହଲେଇ ହୟ । | ୪) ଅହମବାଦୀ |
| —ଘ) ସାରା ବଲେ “ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ” । | ୫) ଛଣ୍ଡଟାଚାରୀ |
| —ଚ) ସାରା ବଲେ “ଆମିଇ ଈଶ୍ୱର” | ୬) ସର୍ବଜନୀନବାଦୀ |
| —ଛ) ସାରା ବଲେ “ପ୍ରକୃତିଇ ଈଶ୍ୱର” | ୭) ସର୍ବପ୍ରାନବାଦୀ |

ପାଠେର ମଧ୍ୟକାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲିର ଉତ୍ତର

- ୧) କ) ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ସେ ଈଶ୍ୱର ଆହେନ ।
- ୨) କାରଣ ତାରା ଆଜୋର ଚେଷ୍ଟେ ଅଙ୍ଗକାରକେ ବେଶୀ ଭାଲବାସେ ।
- ୩) ସେ ଉତ୍ତର ଦିଲେ, ଭାଲବାସତେ, ଶୁଣତେ, ଅଥବା ଦେଖତେ ପାରେ ନା ।
- ୪) ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କେ ତାର ନିଜେର ମତୀମତ ।
- ୫) ସର୍ବଜୀନବାଦୀ ।
- ୬) କାରଣ ତାରା ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଆକେ ଭୟ କରେ ।
- ୭) ନବୀ (ଭାବବାଦୀ) ଏବଂ ପ୍ରେରିତଦେଇ ।
- ୮) ସୌନ୍ଦ୍ରୀଞ୍ଜଳି ।
- ୯) ଈଶ୍ୱରେର ପବିତ୍ର ଆୟ୍�ତା ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେନ ସେ ଆମରା ତାର ସଞ୍ଚାନ ।
- ୧୦) ସକଳେର ସାମନେ ବା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ତାଦେର ପୁରସ୍କାର ଦେବେନ ।
- ୧୧) ଗ) ମାନୁଷକେ ଦେଖାନୋର ଜନ୍ୟ ।
- ୧୨) ପ୍ରଥମେ ଏକାକୀ ବା ନିଜେ ନିଜେ ଠିକଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଶିଖବାର ଦ୍ୱାରା ଆମରା ପ୍ରକାଶ୍ୟ (ବା-ସଭା-ସମିତିତେ ଠିକଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଶିଖତେ ପାରି ।
- ୧୩) ଆମରା ସଥନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତଥନ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସବ ଚିନ୍ତା ବାଦ ଦିଲେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରେର ସଂଗେ ଏକାକୀ ଥାକି ।
- ୧୪) ଈଶ୍ୱରେର ବାକ୍ୟ ସାମନେ ନିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଏବଂ ତା ବୁଝିବାର ଜନ୍ୟ ତାର କାହେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଓଯା ।
- ୧୫) କ) ସତ୍ୟ
ଖ) ମିଥ୍ୟା
ଗ) ନିଥ୍ୟା
ଘ) ସତ୍ୟ
- ୧୬) କାରଣ ଆମରା ହାଟୁ ପେତେ ଥାକଲେଓ ଆମାଦେର ମନ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନା ।
- ୧୭) କାରଣ ତିନି ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଚଳାର ଦ୍ୱାରା ସବ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନେବେ ।
- ୧୮) ନାମ. ରାଜ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ।
- ୧୯) କ) ଜାଗତିକ ଥାବାର
ଖ) ଅନ୍ୟାୟ ଅପରାଧେର କ୍ରମା
ଗ) ପରୀକ୍ଷା ଥେକେ ଉଦ୍ଧାର
ଘ) ଶୟତାନେର ହାତ ଥେକେ ରଙ୍ଗା ।

একটা ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ

“ଆମାଦେର ପିତା”

ମଧ୍ୟ ୬ : ୯ ପଦ ।

ପ୍ରାର୍ଥନା ଅରାଞ୍ଜ କରବାର ଆଗେ ଆମାଦେର ଅବଶ୍ୟକ ବୁଝେ ନିତେ ହବେ ଆମରା କେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାଦେର ପରିଚୟ କି । ରୋମୀଯ ୧୨ : ୩ ପଦେ ପୌଜ ଆମାଦେର ବଲେଛେ, “ନିଜେକେ ସତଟୁକୁ ବଡ଼ ମନେ କରା ଉଚିତ, ତାର ଚେଯେ ବେଶୀ ବଡ଼ ତୋମରା ନିଜେକେ ମନେ କରୋ ନା ।” ଏଟା ଭାଲୁ ଉପଦେଶ । ସେ ଲୋକେରା ବଲେ “‘ଆମିଇ ଈଶ୍ଵର’ ତାରା ନିଜେକେ ସବ କିଛିର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବଲେ ମନେ କରେ । ତାଦେର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଦରକାର, ତାରା ତା ମନେଓ କରେ ନା । କିନ୍ତୁ ଆମରା ଯାରା ଈଶ୍ଵରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବଂ ତାକେ ଭାଲବାସି, ସଦି ସତ୍ୟାଇ ବୁଝି ଯେ ଆମରା ଈଶ୍ଵରେର ସନ୍ତାନ, ତାହଲେ ତା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଆମାଦେର ଆରା ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆଶ୍ଚା ଏନେ ଦେବେ ।

“ତୋମରା ତୋ ଦାସେର ମନୋଭାବ ପାଓନି ଥାର ଜନ୍ୟ ଭୟ କରବେ, ତୋମରା ଈଶ୍ଵରେର ଆଜ୍ଞାକେ ପେଯେଛ, ଯିନି ତୋମାଦେର ପୁତ୍ରେର ଅଧିକାର ଦିଲେଛେ । ସେଇ ଜନ୍ୟାଇ ଆମରା ଈଶ୍ଵରକେ ‘ଆକାର’ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ପିତା’ ବଲେ ଡାକି (ରୋମୀଯ ୮ : ୧୫ ପଦ) ।

ଈଶ୍ଵରେର ପୁତ୍ର ହୁଏବା ବାନ୍ଧବିକଟି ଏକାଟି ଆଶର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ! ଈଶ୍ଵରେର ପରିବାରେର ମଧ୍ୟେ ପୃଥିବୀର ସକଳ ଗୋତ୍ର, ବଂଶ ଓ ସକଳ ଜାତିର ବିଶ୍ୱାସୀରା ଆଛେ । ଏମନ ଏକଟା ପରିବାରେର ଜୋକ ବା ସଭ୍ୟ ହୁଏବା ଏବଂ ତାଦେର ଭାଇବୋନ ହିସାବେ ପାଓଯା, କତ ନା ଆନନ୍ଦେର ବିଷୟ ! ଈଶ୍ଵର ଆମାଦେର ପିତା, ତିନି ଆମାଦେର ଭାଲବାସେନ, ଆର ଆମାଦେର ସକଳ ପ୍ରୟୋଜନ ମେଟୋନ, ଏଟାଓ ଏକଟି ଆଶର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ।

ତାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟ ଦିଲେ ଆମରା ସାହସେର ସଂଗେଇ ପିତାର କାହେ ଆସନ୍ତେ ପାରି । ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୀ ସଂଗେ ଓ ନନ୍ଦଭାବେ ଆମାଦେରକେ ତୀର ସମନେ ଆସନ୍ତେ ହବେ । ଭୟେ କୋନ କାରଣ ନେଇ କାରଣ ଆମରା ତୋ ଜାନି ଯେ ପିତା ଆମାଦେର ଭାଲବାସେନ ।



পাঠের খসড়া

সন্তানদের পিতা

যে বিশ্বাস পরিত্রাণ দেয়

যে বিশ্বাস রক্ষা করে

সন্তানদের শ্রান্তি

পুরণ চিন্তাধারা চলে গেছে

নুতন চিন্তাধারা এসেছে

সন্তানদের কাজ

আশ্চর্যের জাত করা

ঈশ্বরের আরাধনা করা

পাঠের লক্ষ্যগুলি

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

- ০ খুলিটিয় জীবনে চলার পথে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বা শুরুত্ব বুঝতে পারবেন।
- ০ ২ কবিতায় ৫ : ১৬—১৭ পদের মূল বা আসল নীতিটি কিভাবে একজন ঈশ্বরের সন্তানের জীবন ও উপাসনাকে প্রভাবিত করে, তা বলতে পারবেন।
- ০ ঈশ্বরের সন্তানদের সবচেয়ে বড় কাজ কি তা নির্ণয় করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

- ১) রোমীয় ৮ : ১২—১৭ পদ পড়ুন এবং ১৫ পদ মুখ্য করুন।
- ২) ঈশ্বরের পরিবারের লোক নয়, এমন যে কোন একজনের কথা চিন্তা করুন এবং প্রার্থনার সময় তার নাম উচ্চারণ করে তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ৩) মূল শব্দের তালিকাটি ভাল করে পড়ুন।
- ৪) পাঠের বিস্তারিত বিবরণটি এক একটি অংশ করে পড়ুন ও পাঠের মধ্যকার প্রশংসনের উত্তর দিন।
- ৫) পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়া শেষ করে, পাঠের জন্যগুলি আবার দেখুন এবং সেখানে ঘা বজা হয়েছে, সেগুলো ঠিকমত করতে পারেন কিনা, সে বিষয় নিশ্চিত হন।

মূল শব্দাবলী

এই বইয়ের শেষে মূল শব্দাবলীর পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। আপনি প্রয়োজন মত তা ব্যবহার করবেন। এর সাহায্যে কোর্সটি বুঝতে সুবিধা হবে। নৌচের কঠিন শব্দগুলির অর্থ পরিভাষা অংশে দেখে নিন। তাহাতা অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য আপনার নিজের নোট খাতায় নতুন শব্দ ও তাদের অর্থ লিখে রাখতে পারেন।

সাদৃশ্য

পঞ্চপাত

আর্তংস্তরে

জ্ঞাতৃত্ব

মাহাত্ম্য

জ্ঞাতৃসংঘ

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

সন্তানদের পিতা

জন্ম—১ : পরিজ্ঞাগ লাভের সময়ে এবং আমাদের খুলিটোয় জীবনে চলার পথে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কি তা আলোচনা করা।

আমাদের পিতা ! কি অপূর্ব এই কথাটি চিন্তা করতে গিয়েই মানুষের স্মিতের পিছনে ঈশ্বরের যে সংকল্প ছিল সেদিকে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় ও আমাদের হাদয় এক অপূর্ব আনন্দে ভরে ওঠে।

ଈଶ୍ଵର ପ୍ରେମମୟ । ଏହି ପ୍ରେମ କଥନାର ଏକତରଫା ହତେ ପାରେ ନା । ଅନ୍ୟର ସଂଗେ ଏହି ପ୍ରେମର ବିନିମୟ ବା ଡାଗାଡାଗି ହୋଯା ଆବଶ୍ୟକ, ମତ୍ତୁବା ତା କଥନାର ସତିକାର ପ୍ରେମ ହତେ ପାରେ ନା, ଏହି ଜନ୍ୟଈ ଈଶ୍ଵର ନିଜେର ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନୁସ ହୃଷିଟ କରେଛିଲେନ ।

ଈଶ୍ଵର ଏକଟା ସୁନ୍ଦର ଉଦୟାନ ବା ବାଗାନ ତୈରି କରେ ମାନୁସକେ ତାର ମଧ୍ୟେ ରେଖେଛିଲେନ । ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୀ ଈଶ୍ଵର ଏବଂ ମାନୁସ ଏକମାତ୍ରେ ଏହି ଉଦୟାନେର ମଧ୍ୟେ ସୁରେ ବେଡ଼ାତେନ ଏବଂ କଥା ବଲାତେନ ତାଦେର ଏହି ସହଭାଗିତା ଛିଲ ଏକ ଅପୁର୍ବ ସହଭାଗିତା । ଈଶ୍ଵର ମାନୁସକେ ତାର ଭାଲବାସାର ଅଂଶିଦାର କରାତେ ଚେରେଛିଲେନ ଓ ତାର କାହାଥେକେବେଳେ ଭାଲବାସୀ ପେତେ ଚେଯେଛିଲେନ ।

କିନ୍ତୁ ତିନି ଚେଯେଛିଲେନ ମାନୁସ ସେନ, ତାକେ ନିଜେର ଇଚ୍ଛାଯ ଭାଲ ବାସେ ଆର ତାଇ ତିନି ମାନୁସକେ ପଛଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଲେନ । ଏଟିକେ ଆମରା ବଲି “ଆଧୀନ ଇଚ୍ଛା”



ଏର ପର ପାପ ଏଲୋ । ଶୟତାନ ଆଦମ ଓ ହବାକେ ଲୋତ ଦେଖାଲୋ । ତାରା ଈଶ୍ଵରର ସହକେ ଶୟତାନେର ମିଥ୍ୟା କଥାର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଦେର ପ୍ରଭୁର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରଲୋ । ଫଳେ ମାନୁସେର ସଂଗେ ଈଶ୍ଵରର ସହଭାଗିତା ନଷ୍ଟ ହୋଲ । ଈଶ୍ଵର ଏବଂ ମାନୁସେର ମାଝେ ପାପ ଏସେ ବାଧା ହେଁ ଦାଡ଼ାଳ । ତାଦେର ଭାଲବାସା ଡାଗାଡାଗି କରାର ଆର କୋନ ପଥ ରାଇଲନା । ତାକେ ଈଶ୍ଵରର ଉଦୟାନ ଥିକେ ତାଡ଼ିଯେ ଦେଓଯା ହୋଲ ଓ ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜଗତେ ନା ଆମେନ ଓ ଜଗତେର ସମ୍ମ ପାପ ମୁଛେ ନା ଫେଲେନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକେ ବିଲିଦାନେର ମାଧ୍ୟମେ ରକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାତେ ଓ ଏଇଭାବେ ଈଶ୍ଵରକେ ଡାକାତେ ଶେଥାନ ହୋଲ ।

୧। ମାନୁସେର ସଂଗେ ଈଶ୍ଵରର ସହଭାଗିତା ନଷ୍ଟ ହେଁଲ କିମେର ଜନ୍ୟ ?

পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করাই ছিল তখনকার দিনে উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম-কানুন যেনে চলার উপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক।

এর পর নবীরা বা ভাববাদীরা এসে বললেন যে, একজন উদ্ধারকর্তা আসবেন। তাঁর নাম হবে “আমাদের সংগে ঈশ্বর” (ইম্মানুয়েল) তিনি এসে পাপ মুছে ফেলবেন, আর তখন মানুষ আবার ঈশ্বরের সংগে গমনা গমন করবে বা চলাফেরা করবে ও কথা বলবে। এই উদ্ধারকর্তাই মানুষকে আশ্চর্য এবং সত্ত্বে উপাসনা করতে শক্তি দান করবেন।

২) শীঘ্র আসবার আগে মানুষের উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্যটি কি ছিল ?

.....



শীঘ্র এলেন। তিনি এই পৃথিবীতে নিষ্পাপ জীবন যাপন করলেন কিন্তু পাপী মানুষের তাকে ক্রুশে টাঁগিয়ে বধ করল। আর এই ভাবেই তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের “মেষ শাবক” স্বরূপ হলেন। তিনি সেই “বলি,” যার উপর সকল মানুষের পাপের বোআ দেয়া হয়েছিল। পিতা ঈশ্বর আমাদের পাপ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাকেই পাপীর জায়গায় দাঁড় করালেন। পাপের শাঙ্কা যে মৃত্যু তাও তিনি ভোগ করলেন। তিনি মরলেন, আর মোকেরা তাঁকে একটা কবরের মধ্যে রাখলো। যেহেতু তিনি কোনই পাপ করেননি, তাই মৃত্যু তাঁকে ধরে রাখতে পারলোনা। তিনি কবর থেকে উঠে এলেন। তিনি পাপ এবং মৃত্যুকে অয় করলেন। এর পর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন সেই সুখবর প্রচার করতে। সকল মানুষের কাছে তাদের এই কথা বলতে হবে যে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে আবার ভালবাসা ভাগভাগী করার সুযোগ এসেছে। ঈশ্বর ও মানুষ আবার এক সংগে চলতে পারবে।

୩) ଆମାଦେର ପାପେର ମୂଳ୍ୟ କେ ଦିଲ୍ଲେଛେନ ?.....

ସେ ବିଶ୍වାସ ପରିତ୍ରାଣ ଦେସୁ :—

ଆପନି କିନ୍ତାବେ ତା ପେତେ ପାରେନ ? ବାଇବେଳ ବଲେ, “ଯଦି ତୁ ମୀଣୁଙ୍କେ ପ୍ରଭୁ ବଲେ ମୁଖେ ଦ୍ଵୀକାର କର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ, ଈଶ୍ୱର ତାକେ ମୃତ୍ୟୁ ଥେକେ ଜୀବିତ କରେ ତୁମେହେନ, ତବେଇ ତୁ ମୀ ପାପ ଥେକେ ଉନ୍ଧାର ପାବେ ।” (ରୋମୀୟ ୧୦ : ୯ ପଦ) । ଧନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରେର ନାମ । କଥାଟି ଏକବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ଆପନି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରେନ ଆର ତାକେ ଡାକେନ, ତାହଲେଇ ଉନ୍ଧାର ପାବେନ । କିନ୍ତୁ ମନେ ରାଖିବେନ, ପ୍ରଥମେ ଆପନାକେଇ ଡାକତେ ହବେ ।

“ସେ କେଉଁ ତାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ନିରାଶ ହବେ ନା । ଯିହଦୀ ଓ ଅଧିହଦୀର ମଧ୍ୟ କୋନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନେଇ, କାରଗ ସକଳେର ଏକଇ ପ୍ରଭୁ । ଯାରା ତାକେ ଡାକେ ତିନି ତାଦେର ଉପର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଦେନ । ପରିଷ ଶାନ୍ତେ ଆହେ, ଉନ୍ଧାର ପାବାର ଜନା ସେ କେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଡାକେ, ସେ ଉନ୍ଧାର ପାବେ ”(ରୋମୀୟ ୧୦ : ୧୧-୧୩ ପଦ) ।

୪) ସବ ଚେଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଟି ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି ।

• ମାନୁଷ ଈଶ୍ୱରେର ମନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ହୟ :—

କ) ନତୁନ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଯ ପାଶ କରିବାର ଦ୍ଵାରା ।

ଖ) ତାଦେର ପାପ କାଜ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦ୍ଵାରା ।

ଗ) ଶୀଘ୍ର ଜୀବିତ, ଆର ତିନି ଈଶ୍ୱରେର ପୁଣ୍ୟ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦ୍ଵାରା ।

ତାହଜେ ପରିଜ୍ଞାଣ ଶୁଣି ହୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମାଧ୍ୟମେ ; ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଡାକାର ମାଧ୍ୟମେ ; ପ୍ରଭୁର କାହେ ନିଜେର ପାପ ଦ୍ଵୀକାର ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ମାଧ୍ୟମେ ; ଶୀଘ୍ରଇ ସେ ଉନ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରେର ପୁଣ୍ୟ ଯିନି ମୃତ୍ୟୁକେ ଜୟ କରେ ଉଠେଛେ ଏହି କଥା ବିଶ୍ୱାସେର ମାଧ୍ୟମେ ; ତାକେ ମୁଖେ ଦ୍ଵୀକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସେର ସାଥେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାନ୍ତ କରାର ମାଧ୍ୟମେ । ହାଲେଲୁଇଯା ।

୫) ପରିଜ୍ଞାଣ ଲାଭେର ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ କି ?

ରୋମୀୟ ୧୦ : ୧୨ ପଦଟି ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆମାଦେର ଶିକ୍ଷା ଦେସୁ ସେ, ଈଶ୍ୱର ଯିହଦୀ ଓ ଅଧିହଦୀର ମଧ୍ୟ କୋନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖେନ

ନା । ତିନି ଚାନ ସେମ ସକଳେଇ ପରିଭାଗ ପାଇଁ ; ସକଳେଇ କୃତ ପାପେର ଜନ୍ୟ ଅନୁତ୍ତତ ହୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ ତାକେ ଡାକେ ।

ଏଥାନେ ଈଶ୍ୱରେର ପରିକଳ୍ପନାର ବିଷୟ ଆରୋ ଆନ୍ଦୋଚନା ଦରକାର । କୁଣ୍ଡର ଉପର ସୌନ୍ଦର ମୃତ୍ୟ ଅଥବା ପୁନରୁଥାନେର ମଧ୍ୟେଇ ତା ଶେଷ ହୟେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାଇଲା । ଏଣୁଳି ହୋଇ ଏହି ପରିକଳ୍ପନାର ପ୍ରାଥମିକ ଅଂଶ ମାତ୍ର । ଆମରା ଜାନି ସେ ସାରା ସୌନ୍ଦରୀତେଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତୁମ୍ଭା ତୁମ୍ଭା ମୃତ୍ୟ ଓ ପୁନରୁଥାନେର ଫଳେ ଈଶ୍ୱରେର ସନ୍ତାନ ହୟ । ସେମନ ଲେଖା ଆହେ—“ସତ ଜନ ତୁମ୍ଭା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତୁମ୍ଭାକେ ପ୍ରହଗ କରିଲୋ, ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ତିନି ଈଶ୍ୱରେର ସନ୍ତାନ ହବାର ଅଧିକାର ଦିଲ୍ଲେନ” (ଯୋହନ ୧୫ ୧୨ ପଦ) । ତାହଲେ ପରିକଳ୍ପନାଟିର ମୂଳ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରେର ସନ୍ତାନ ହେଉଥାଏ । ଈଶ୍ୱର ଏମନ ସନ୍ତାନ ଚାନ, ସାରା ତୁମ୍ଭାକେ ଭାଲୁବାସବେ ଓ ତୁମ୍ଭାକେ “ପିତା” ବଲେ ଡାକବେ ।

୬) ଯୋହନ ୧ : ୧୨ ପଦ ପଡ଼ୁନ । ସାରା । ସୌନ୍ଦରକେ ପ୍ରହଗ କରେ, ଈଶ୍ୱର ତାଦେର କି ଅଧିକାର ଦେନ ?...

...
...

ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯା ଚେଯେଛିଲେନ, ଆଜଓ ତାଇ ଚାନ । ତିନି ମାନୁଷେର ସଂଗେ ତୁମ୍ଭା ଭାଲୁବାସା ଭାଗାଭାଗି କରିତେ ଚାନ । ତିନି ମାନୁଷେର ସହଭାଗିତା ଚାନ, ତିନି ତାଦେର ସାଥେ ଥାକିତେ ଚାନ । ଏହି ଜନ୍ୟାଇ ଉପାସନା ଏତ ଦରକାର । ଈଶ୍ୱର ଏମନ ସନ୍ତାନ ଚାନ, ସାରା ତୁମ୍ଭା ଉପାସନା କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭାକେ ଭାଲୁବାସବେ । କେବଳ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରେର ସନ୍ତାନରାଇ ଈଶ୍ୱରେର ଉପାସନା କରିତେ ପାରେ । କେବଳ ମାତ୍ର ସାରା ତୁମ୍ଭା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାରାଇ ବିଶ୍ୱାସେର ସାଥେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେ ପାରେ ।

ତାହଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ହୟ ସୌନ୍ଦରକେ ପ୍ରତ୍ୟେ ବଲେ ଶ୍ରୀକାର କରା ଓ ଅନ୍ତରେ ତାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ । ଆର ଏହ ଫଳେଇ ଆମରା ପିତା ଈଶ୍ୱରେର ଉପାସନା କରିତେ ପାରି ।

- ৭) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।
 ক) আমরা যীশুকে ছাড়াও পরিজ্ঞান পেতে পারি।
 খ) ঈশ্বর পাপীদের ঘৃণা করেন।
 গ) যে কেউ ঈশ্বরের সন্তান হতে পারে।
 ঘ) কেবল মাত্র ঈশ্বরের সন্তানরাই ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে।

জগতের শেষে ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানেরা যথন অর্গে একত্রিত হবে, তখন তাদের উদ্দেশ্য করে উচ্চরবে এই কথা দোষনা করা হবে, “এখন মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের থাকবার জায়গা হয়েছে। তিনি মানুষের সংগেই থাকবেন এবং তারা তাঁরই লোক হবে। তিনি নিজেই মানুষের সংগে থাকবেন এবং তাদের ঈশ্বর হবেন” (প্রকাশিত ২১ : ৩ পদ)। এখানে আমরা সেই বিষয় জৰুৰি কৰি যা প্রথম থেকে ঈশ্বর পরিকল্পনা করে রেখেছিলোন।

হ্যাঁ এটাই ছিল তার অনাদি পরিকল্পনা। যারা বিশ্বাস করে, তাদের জীবনে, ঈশ্বর এই পরিকল্পনার কাজ, এখন থেকেই শুরু করে দেন।

যারা বিশ্বাসে তাঁকে ভাকে, তারা সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের সংগে সহভাগিতা শুরু করতে পারে। তারা প্রার্থনা ও উপাসনার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে। তারা এই পৃথিবীতেই ঈশ্বরের ভালবাসা পেতে পারে। তাদের অর্গে যাওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয় না।

যে বিশ্বাস রূপ্ত্ব করে:—

ঈশ্বরের ভালবাসা কখনও শেষ হয় না। এটাই তাঁর ভালবাসার মাহাত্ম্য। আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনো তিনি আমাদের ভালবেসেছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে ভালবাসিনি, আর তাই তিনি আমাদের সংগে সহভাগিতা করতে পারেননি। কিন্তু আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। তিনি আমাদের পাপের জন্য মরেছেন ও মৃত্যুকে জয় করে উঠেছেন, তখন আমরা আবার

তাঁর উপাসনা করতে পারি ও তাঁর সংগে কথা বলতে পারি। বিশ্বাসের ফলেই আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই। যতক্ষন আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখি, ততক্ষণ অন্য কোন কিছুই আমাদের মধ্যকার ভালবাসা ভাঙতে পারে না।

- ৮) ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যকার সহভাগিতা আবার স্থাপিত হয়—
 ক) ভাল হওয়ার জন্য আপ্নান চেষ্টা দ্বারা
 খ) পাপের জন্য রজের নৈবদ্য বা বলিদান উৎসর্গের দ্বারা।
 গ) যৌগ খুচুটকে উদ্ধারকর্তা কৃপে গ্রহনের দ্বারা।

আমরা যদি তাঁর উপর আমাদের বিশ্বাস ত্যাগ করি, তাহলে তাঁর সংগে আমাদের সহভাগিতা অবধাই নষ্ট হয়ে যাবে। ভালবাসা নিজের ইচ্ছায় হতে হবে। ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় আমাদের ভালবেসেছেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁর উপর থেকে বিশ্বাস তুলে নেই তাহলে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসাও চলে যাবে। ঈশ্বরের সংগে সহভাগিতা আর থাকবে না।

আমরা বিশ্বাসের দ্বারা পরিছাগ পাই আর এই বিশ্বাসের দ্বারাই পরিছাগ রক্ষা করি। আমরা যদি বিশ্বাস রক্ষা করে চলি, তবে আমাদের পরিছাগও রক্ষা হয়। আমরা যদি বিশ্বাস ত্যাগ করি, তাহলে ঈশ্বরের সংগে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বাস চলে গেলে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসাও থাকে না। আমরা আবার পাপ ও অবিশ্বাসের মধ্যে পড়ি। (অর্থাৎ আমরা আমাদের পরিছাগ হারাই)।

- ৯) একজন বিশ্বাসী তার পরিছাগ হারায়, যখন সে—
 ক) যৌগ খুচুটের উপর থেকে তার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।
 খ) কোন একটা পাপ কাজ করে।
 গ) তার মঙ্গলী ছেড়ে অন্য মঙ্গলীতে ঘোগ দেয়।

আমরা উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রার্থনার দ্বারাই ঈশ্বরকে ডাকি। প্রার্থনার মাধ্যমেই আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যকার ভালবাসা আবার স্থাপিত হয়। আবার এই প্রার্থনার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের

সংগে আমাদের সহভাগিতা টিকিয়ে রাখি। ভাগবাসার আদান প্রদান করা দরকার, আর আমরা যখন ঈশ্বরের সংগে আমাদের ভাগবাসার আদান-প্রদান ত্যাগ করি, তখন ঈশ্বরের সংগে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। প্রার্থনা এবং উপাসনার দ্বারা আমাদের বিশ্বাস ও ভাগবাসা শক্তিশালী থাকে।

সন্তানদের ভাতৃত্ব

জন্ম—২ : করিষ্ণীয় ৫ঃ ১৬—১৭ পদের অথ' ব্যাখ্যা করে, এটি একজন ঈশ্বরের সন্তানের বিষয়ে কি বলে তা বলা।

এই অংশটির নাম, “সন্তানদের ভাতৃত্ব”। “ভাতৃত্ব” মানে “ভাইকের মত হওয়া বা “একে অন্যের ভাই হওয়া।

বিশ্বাসীরা কিভাবে একে অন্যের ভাই হতে পারে? একই “পিতা থাকার দ্বারা ছাঁটা সম্ভব। ঘেরিন আমরা পাপ থেকে মন ফিরাই আর খুণ্টকে আমাদের জ্ঞানকর্তারাপে স্বীকার করি, সেই দিনই আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই এবং ভাতৃসংঘের একজন সদস্যরাপে গণ্য হই।

যারা একই পিতার সন্তান তারা একে অন্যের ভাই। যখন আমরা ঈশ্বরকে “আমাদের পিতা বলি, তখন আমরা স্বীকার করি যে, তাঁর সকল সন্তানরাই আমাদের ভাই।” ঈশ্বর যাদের আগে থেকেই চিনতেন, তাদের তিনি তাঁর পুত্রের মত হ্বার জন্য আগেই ঠিক করেও রেখেছিলেন, যেন সেই পুত্র অনেক ভাইদের মধ্যে প্রধান হন। (রোমীয় ৮ঃ ২৯ পদ)। একবার ভাবুন। সকল সত্যিকার বিশ্বাসীরাই আমাদের ভাই-বোন। প্রথম থেকেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা হোল ‘অনেক ভাইদের মধ্যে খুণ্ট হবেন ‘বড়ভাই’ আর ঈশ্বর হবেন ‘অনেক ভাইদের পিতা।

১০) প্রতিটি সত্য উঙ্গি চিহ্নিত করুন

ক) সকলেই আমাদের ভাই-বোন।

খ) ঈশ্বর যদি আমাদের পিতা হন, তাহলে যৌশ আমাদের বড়ভাই।

- গ) তাল হওয়ার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই।
 ঘ) ঈশ্বর আমাদের পিতা হতে চান না।

পুরোনো চিন্তাধারা চলে গেছে।

ঈশ্বর মানুষকে দুই দলে ভাগ করেন। হ্যাঁ, তাঁর চোখে কেবল মাত্র দুটি দলই আছে। যারা তাঁর পরিবারের জোক, আর যারা তাঁর পরিবারের জোক নয়। মানুষ যেভাবে জগতকে দেখে, ঈশ্বর সেইভাবে দেখেন না। তিনি বলেন না, ঐ মোকটি বাংলাদেশী, ঐ জোকটি সাদা, ঐ মোকটি অশিক্ষিত, ইত্যাদি। “তিনি কখনই এইভাবে বিচার করেন না। জগতই মানুষকে ঐ ভাবে ভাগ করে। ঈশ্বর মানুষের মাপকাটিতে বিচার করেন না। তিনি কেবল দুটি দল দেখতে পান—যারা তাঁর সন্তান, আর যারা সন্তান নয়। তাই তিনি মানুষের দিক তাকিয়ে বলেন, “এটি আমার সন্তান, এটিও আমার সন্তান, কিন্তু এটি আমার সন্তান নয়”। অবশ্য ঈশ্বরের সন্তান হওয়া বা না হওয়া আমরাই ঠিক করি অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান হব কি হব না, সেটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে।

- ১১) ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কেবল মাত্র দুই রকমের মানুষ আছে তারা কারা?

...

ঈশ্বর মানুষকে যে চোখে দেখেন আমাদেরও তেমনি দেখা উচিত। ঈশ্বরের পরিবারে পক্ষপাতের কোনই স্থান নেই। জগত-মানুষকে জাতি, বংশ, গোত্র, এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী ভাগ করে। কিন্তু আমাদের কেবল মাত্র দুটি দল দেখা উচিত—যারা আমাদের ভাই—বোন, আর যারা তা নয়।

- ১২) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

- ক) ঈশ্বর সকল মানুষকে তাল বাসেন।
 খ) মানুষকে ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন।

- গ) সকল মানুষ ঈশ্বরের সন্তান।
 ঘ) সকল মানুষই পরম্পর ভাই-বোন।

নতুন চিন্তাধারা এসেছে।

আপনি হয়তো বলছেন, “এ কেমন করে হতে পারে? ঈশ্বরের পরিবারে আমরা সবাই তো এক রূক্ষ হতে পারি না। ‘তা সত্য, আর যে বিষয়গুলি মানুষকে বিভিন্নভা দেয় বা তিনি তিনি রূক্ষ করে, সেগুলি ঈশ্বর দুর করতেও চাননি। ঈশ্বর আমাদের হাদসকে তাঁর ভাজবাসার দ্বারা এমনভাবে ভরে দিতে চান, যেন মানুষে মানুষে আর কোন পার্থক্য না থাকে।

তাই, যে আমেরিকান, সে আমেরিকানই থাকবে। যে বাংলাদেশী থাকবে, যার গায়ের রৎ কালো, সে কালোই থাকবে। আর যে সাদা, সে, সাদা-ই থাকবে। ঈশ্বর তো আমাদের জাতীয়তা, বংশ, অথবা গোত্র বদলাতে বলেন না। তিনি বিভিন্ন প্রকার জোকদের এক সংগে, ভাজবাসায় ও শান্তিতে বাস করা সম্ভব করে তোলেন। এটা কেমন করে সম্ভব? এক পরিবারভুজ হয়েই এটা সম্ভব। হ্যাঁ, পবিত্র আত্মার সাহায্যে ও প্রার্থনার সাহায্যে পরিবারের মধ্যে একতা আসে; আর এর ফলেই এটা সম্ভব হয়। যে পরিবার এক সংগে প্রার্থনা করে তারা এক সংগে থাকে,— কথাটি খুবই সত্য। বাবা-মা ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছোট একটা পরিবারের বেমায় একথা ধেমন সত্য। সমস্ত জগতের বহু বংশ ও জাতি নিয়ে গঠিত ঈশ্বরের পরিবারের বেশোরও একথা তেমনি সত্য। প্রার্থনা সব কিছুই বদলাতে পারে।

১৩) ২ করিছীয় ৫ : ১৬ পদ অনুসারে আমরা যেন মানুষকে তার বাইরের অবস্থা দেখে বিচার না করি-এর মানে—

- ক) আমরা সকল মানুষকে সমান মনে করবো।
 খ) যে পার্থক্যগুলি মানুষকে বিভক্ত করে, আমরা সেগুলি দুর করতে চেষ্টা করবো।
 গ) আমাদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও আমরা বিশ্বাসীদেরকে ভাই বলে প্রহণ করবো।

ଅନେକେ ଏଥିରେ ସଂତାନ ହେଲା, କାରଗ ତାରା ଖୁଣ୍ଡଟିକେ ତାଦେର ଛାଗକର୍ତ୍ତାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନା । ତାରା ଈଶ୍ୱରର କାହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ “ଆମାଦେର ପିତା” ବଜାତେ ପାରେ ନା । ଯାରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାଦେର ଡାଇ ଓ ତାରା ନୟ । ଏକଜନ ବିଶ୍ୱାସୀ ସଥିନ କୋନ ଏକଜନ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକର ଦେଖା ପାରୁ, ତଥିନ ମେଳେ ତାକେ “ଡାଇ” ବଜାତେ ପାରେ ନା । କେନ୍ତା କାରଗ, ତାର ପିତା ଓ ବିଶ୍ୱାସୀର ପିତା ଏକଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ତାରା ଏକ ପରିବାରେର ଲୋକର ନୟ । ଯାରା ତାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁ, ଯୌଗ ତାଦେର ବଲେଛିଲେନ “ଶ୍ରୀତାନ୍ତାନ୍ତା ଆମନାଦେର ପିତା ଆର ଆମନାରା ତାରଇ ସଂତାନ” (ଘୋଷନ ୮ : ୪୪ ପଦ) ।

ଆମରପକ୍ଷେ, ଏକଜନ ବିଶ୍ୱାସୀର ସାଥେ ସଥିନ ଅନ୍ୟ ଏକଜନ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦେଖା ହେଲା, ତାରା ଭିନ୍ନ ବଂଶ ବା ଜାତିର ଲୋକ ହଲେଓ, ଏକେ ଅନ୍ୟେର ପ୍ରତି ଭାଙ୍ଗବାସା ଅନୁଭବ କରେ, କାରଗ ତାରା ପରଞ୍ଚର ଡାଇ ଡାଇ । ତାରା ଏକଇ ପରିବାରେର ଲୋକ । ଏକଜନ ଈଶ୍ୱରର ସଂତାନେର ପକ୍ଷେ, ଜାତି ବା ବଂଶ ନୟ, ସରଂ ଅବିଶ୍ୱାସଇ ଏକମାତ୍ର କାରଗ, ସା ଅନ୍ୟଦେର ତାର କାହିଁ ଥିଲେ ଦୂରେ ରାଖେ । ସେ କଥନାଟି ତାଦେର ସଂଗେ ଆମନ ହତେ ପାରେ ନା ।

୧୪) କୋନ ବିଷୟଟି ଈଶ୍ୱରର ସଂତାନକେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଦେର ଥିଲେ ଦୂରେ ରାଖେ ?

ସଂତାନଦେର କାଜ

ଜଙ୍ଗ୍ୟ—୩ : ଖୁଣ୍ଡଟିଯି ସେବା ଓ ଉପାସନାରେ ଈଶ୍ୱରର ସାଂତାନଦେର ସ୍ଥାନ ଓ ଦାଖିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ।

ଆମାଦେର ଜାତ କରା

ଏହି ପୃଥିବୀତେ ଥାକାକାଜେ ଈଶ୍ୱରର ସଂତାନରା କି କରେ ? ଈଶ୍ୱର ତାଦେର ଏହି ପୃଥିବୀତେ ରାଖେନ କେନ୍ତା ? ଏହି ଏକଟା ବିଶେଷ କାରଗ ଆଛେ । ଈଶ୍ୱରର ପରିବାର ଏଥିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା । କେଉଁ ସେ ବିନଟଟ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ତା ଚାନ ନା । ତିନି ଚାନ ସେଇ ସକଳେଇ ତାର ପରିବାରଭୂତ

হয় ও বাঁচে ! কিন্তু শীশু লোকদের জন্য কি করেছেন তা যখন তারা শোনে, কেবল তথনই বিশ্বাস করতে পারে ও এই পরিবার ভুক্ত হতে পারে। তাই ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের একটা বিশেষ কাজ দিয়েছেন। তিনি তাদের সমস্ত পৃথিবীতে গিয়ে সকলের কাছে খীঢ়েটের সুখবর প্রচার করতে বলেছেন। কি সুন্দর কাজ ! কি সুন্দর দায়িত্ব !

কিন্তু আমরা একা নই। তাই এ কাজে ভয়ের কিছু নেই। শীশু ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। যখন আমরা ব্যর্থ হই, তখনও তিনি আছেন। তিনি আমাদের প্রার্থনা বা মিনতি শুনে পিতা ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজনের কথা বলেন। তিনি আমাদের পক্ষেই কাজ করেন।

আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, পবিত্র আত্মা সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন রাখেন ও উপাসনা করতে ও প্রভুতে আনন্দ করতে উৎসাহ দেন। এই জ্ঞান আমাদের একথাও বুঝতে সাহায্য করে যে ঈশ্বর আমাদের যা করতে বলেন তা আমরা করতে পারি, ও ঈশ্বরকে আব্বা পিতা বলেও নির্ভরে ডাকতে পারি।

কিন্তাবে প্রার্থনা করা উচিত তা না জানলে, পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করে থাকেন। যখন আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে পারিনা, আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা কি, তা আমাদের কাছে যখন অনিশ্চিত মনে হয়, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য এমন আর্তন্ত্বের প্রার্থনা করেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সত্ত্ব তিনি আমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী !

১৫) পবিত্র আত্মা কখন আমাদের জন্য প্রার্থনা করে থাকেন ?

*** *** *** *** *** *** ***

মানুষেরে পরিষ্কারের জন্য প্রার্থনা করবার সময় প্রায়ই দেখা যায় পবিত্র আত্মা কোন এক অজানা ভাষায় আমাদের মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করেন। আর এই ভাবেই তিনি আমাদের বোঝা হালুকা করে

দেন ও আমাদের প্রার্থনায় সাহায্য করেন। পবিত্র আত্মা আমাদের জানা এবং অজানা ভাষার মধ্য দিয়ে উৎসাহ দেন ও শক্তি ঘোগান যেন মেই শক্তি নিয়ে আমরা জগতের কাছে সাঙ্গ্য দিতে পারি, এবং লোকদের খীঁটের পক্ষে জয় করতে পারি। পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনা করতে সাহায্য করেন। পবিত্র আত্মা আমাদের উপাসনায় সাহায্য করেন। কিন্তু কি জন্য? যেন আমরা আমাদের কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হই।

ঈশ্বরের আরাধনা করা

প্রার্থনা কি? প্রার্থনা হোল ঈশ্বরের সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি কখনো কখনো ঈশ্বরের সাথে কথা বলবার মধ্য দিয়ে, আবার কখনো বা এটি একটা নৌরব সম্পর্ক। আমরা প্রার্থনাকে উপাসনা থেকে আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছি। কারণ, প্রার্থনার বেশীর ভাগই লোকদের প্রয়োজন সম্পর্কীয়, কিন্তু উপাসনা প্রধানতঃ

ঈশ্বরের প্রসংশা সম্পর্কীয়।

অনুত্তাপ করা, ঘাচনা করা,
অবেষন করা, আঘাত করা,
মৃত্যু করা, দাবি করা, আবেদন
করা, “ইত্যাদি শব্দগুলি প্রার্থ-
নার ধারণা দেয়।
অপর পক্ষে “প্রশংসা, ধন্যবাদ,
ধ্যান, অধ্যয়ন, সম্মান, গৌরব,
আনন্দ, ইত্যাদি শব্দগুলি উপা-
সনা বর্ণনা করে। এইগুলি
হোল প্রার্থনা ও উপাসনায়
ঈশ্বরের সন্তানদের কাজ।

আমরা ঈশ্বরের সংগে ঘোগাঘোগ করি
প্রার্থনা		উপাসনা		
অনুত্তাপ করা		প্রশংসা		
ঘাচনা করা		ধন্যবাদ		
অবেষন করা		ধ্যান		
আঘাত করা (দরজায়)		অধ্যয়ন		
মৃত্যু করা		সম্মান		
দাবি করা		গৌরব		
বিশ্বাস করা		আনন্দ		
আবেদন করা				

আপনি যখন উপরের কাজগুলির সংগে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ ঘোগ
করবেন, তখন দেখা যাবে, আপনি এমন দুটি পথ আবিষ্কার

করতে পেরেছেন, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরিবারের মোকেরা তার সংগে ঘোগাঘোগ করে।

১৬) প্রতিটি সত্য উত্তি চিহ্নিত করন।

- ক) আমরা বাইবেল পড়ে ঈশ্বরের সংগে ঘোগাঘোগ করতে পারি।
- খ) প্রার্থনা, কথা বলার মাধ্যমে অথবা নীরবে হতে পারে।
- গ) উপাসনা হোল সাধারণতঃ ঈশ্বরের প্রশংসা করা।
- ঘ) ঈশ্বর মানুষের সাথে ঘোগাঘোগ করতে চান না।

প্রার্থনা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে। প্রার্থনা আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, যার ফলে ঈশ্বর আমাদের যা দেবেন বলেছেন, সেগুলি আমরা যখন পাপ করি ও অনুত্তত চিতে, যিনি আমাদের পক্ষে অনুরোধ করছেন, সেই যৌগকে ডাকি তখন তিনি আমাদের আরও কাছে আসেন। বিপদ আপদে প্রার্থনাই আমাদের জন্য শক্তি নিয়ে আসে। আমাদের উপাসনা জীবন যতই বৃদ্ধি পাবে ততই আমরা প্রার্থনা করতে পারব ও এর সাহায্য ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বেশ কিছি করতে হয় তা আমরা পরে শিখবো কিন্তু এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, একজন ঈশ্বরের সন্তানের কাছে প্রার্থনা হবে খাস-প্রধানের মতই স্বাভাবিক।

এই অধ্যায় শেষ করবার আগে আরেকটি বিষয় বলতে চাই। আমরা যখন ঈশ্বরের সামনে আসি তখন তায়ের কিছুই নাই। মনে রাখবেন যে, তিনি “আমাদের পিতা”। কোন ছেলে অপরিচিত জোকদের সামনে ভয় পেতে পারে। কিন্তু সে তার বাবাকে ভয় করে না। তাই আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন সাহসের সংগে আসতে হবে। আমাদের আনন্দ গান করতে করতে ঈশ্বরের সামনে আসতে বা প্রশংসা করতে করতে তার ঘরে (প্রাঙ্গনে) প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। গৌত-১০০ থেকে কথাগুলো নিজেই পড়ুন। আমাদের উচিত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া তাঁর নামের প্রশংসা করা। ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হওয়া মোটেই তায়ের ব্যাপার বলে মনে হয় না। তাই নয় কি? এটাকে নিজ ঘরের মতই মনে

হয়,—পরিবারে সকলে একত্ৰি মিলিত হওয়াৰ মত ছিটি। আৱ
ইঁশুৱেও ঠিক তাই চান। কাৱণ তিনি “আমাদেৱ পিতা” আৱ
আমৱা তাৰ সন্তান !

১৭) গীত ১০০, কিভাবে আমাদেৱ ঈশ্বৱেৱ সামনে আসতে বলে ?

...

পরীক্ষা—২

এই পাঠ শেষ করে প্রয়োজন হলে আবার দেখে নিন। তাঁরপর নৌচের পরীক্ষাটি দিন। আপনার উত্তরগুলো বইয়ে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। কোন উত্তর ভুল লিখলে সে বিষয় আবার পড়ুন।
সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) ঈশ্বর প্রথম থেকে মানুষের সাথে কি রূপম সম্পর্ক ছাপন
করতে চেয়েছিলেন?...

...

...

২) কোন একজন ঈশ্বরের সন্তান কিভাবে ঈশ্বরের সামনে বা
কাছে আসতে পারে, তাঁর পাঁচটি উপায় লিখুন?...

...

৩) ঈশ্বরের চোখে মানুষ কেবল দুটি দলে বিভক্ত। এই দুটি
দল কি কি?...

...

৪) কোন তিনটি উপায়ে পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনায় সাহায্য
করেন?...

...

...

বেছে নিন। প্রত্যেক প্রশ্নের একটিমাত্র ঠিক উত্তর আছে। ঠিক
উত্তরটি বেছে নিন ও চিহ্নিত করুন।

৫) ২ করিটীয় ৫৫১৬ পদ বলে যে, আমরা ঘেন মানুষকে
তাঁর বাইরের অবস্থা দেখে বিচার না করি, এর মানে—

ক) আমরা সব মানুষকে আমাদের ভাই ঘনে করবো।

খ) যে পার্থক্যগুলি মনুষকে বিভক্ত করে, আমরা সেগুলি দূর
করতে চেষ্টা করবো।

- গ) আমাদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও আমরা বিশ্বাসীদের
ভাই বলে গ্রহণ করবো।
- ৬) সত্য-মিথ্যা। প্রতিটি সত্য উত্তি চিহ্নিত করুন।
- ক) আমরা প্রার্থনা করি বলে পরিজ্ঞান পাই।
- খ) আমরা পরিজ্ঞান পেয়েছি বলে প্রার্থনা করি।
- গ) হেঁটে চলার সময়ও আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।
- ঘ) গানের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।
- ৭) নৌচের ষে কথাঙ্গলি প্রার্থনা বর্ণনা করে, সেগুলির পাশে
“প” এবং ষেগুলি উপাসনা বর্ণনা করে, সেগুলির পাশে “উ”
লিখুন।
- | | | | |
|----|---------|----|---------|
| ক) | ষাচ্না | চ) | অনুতাপ |
| খ) | গৌরব | ছ) | অন্বেষণ |
| গ) | প্রশংসা | জ) | ধন্যবাদ |
| ঘ) | আবেদন | ঘ) | দাবি |
| ঙ) | সম্মান | | |

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

- ১) মানুষের অবাধ্যতা।
- ২) পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করা
- ৩) শীঁশুগুণটি।
- ৪) গ) শীঁশু জীবিত, আর তিনি ঈশ্বরের পুত্র, একথা বিশ্বাস করবার দ্বারা।
- ৫) কৃত পাপের জন্য অনুত্তাপ ও বিশ্বাস পূর্বক ঈশ্বরকে ডাকা।
- ৬) ঈশ্বরের সন্তান হিবার অধিকার।
- ৭) ক) মিথ্যা
খ) মিথ্যা
গ) সত্য
ঘ) সত্য
- ৮) গ) শীঁশুগুণটিকে উদ্ধারকর্তারাপে প্রহণের দ্বারা।
- ৯) ক) শীঁশুগুণটির উপর থেকে তার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।
- ১০) ক) মিথ্যা
খ) সত্য
গ) মিথ্যা
ঘ) মিথ্যা
- ১১) শারা ঈশ্বরের সন্তান—
শারা ঈশ্বরের সন্তান নয়—
- ১২) ক) সত্য
খ) সত্য
গ) মিথ্যা
ঘ) মিথ্যা
- ১৩) গ) আমাদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও আমরা বিশ্বাসীদের ভাই বলে প্রাপ্ত করবো।
- ১৪) অবিশ্বাস
- ১৫) আমাদের কি রকম প্রার্থনা করা উচিত তা যখন বুঝিনা!
- ১৬) ক) সত্য
খ) সত্য
গ) সত্য
ঘ) মিথ্যা
- ১৭) আনন্দ গান, প্রশংসা এবং স্তব সহকারে বা ধন্যবাদ সহকারে।

ତ୍ୟ ପାଠ

ଏକ ମହାନ ନାଗରିକଙ୍କ

“ସ୍ଵର୍ଗଙ୍କ”

ମଧ୍ୟ ୬୯ ପଦ

ଆମରା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାର କଥା ବଜାଇ, ସୁତରାଂ ସ୍ଵର୍ଗେର କଥା କେନ ? ହଁୟା, ଏର ଏକଟା ଉପସ୍ଥିତି କାରଣ ଆଛେ । ଠିକଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ହେଲେ ଆମାଦେର ଅବଶ୍ୟାଇ ଜୀବନତେ ହବେ ଆମରା କାରା ବା ଆମରା କୋନ ଜୀବନଗାର ଲୋକ । ଆମରା ହଁଁର କାହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇ ତୀର ସଲେ ଆମାଦେର ସଂତିକ ସଂପର୍କ ଥାକନ୍ତେ ହବେ । ସେ ସବ ବିଷୟେ ଆମରା ଦୁଇଜନେଇ (ଈଶ୍ଵର + ଆମି) ଆଶ୍ରମୀ ସେଇ ସବ ବିଷୟ ନିଯେଇ ଆମାଦେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଲାନ୍ତ ହବେ । ଧରନ କୋନ ଏକଜନ ଲୋକ କୃଷି କାଜେର କିଛୁଇ ଜାନେ ନା, ତାର ପକ୍ଷେ ଏମନ ଏକଜନ ଲୋକେର ସଲେ କଥା ବଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଞ୍ଚମୀ କଟିନ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ କୃଷି କାଜେର କଥାଇ ବଲେ । ଶାସ୍ତ୍ରେ ବଜା ଆହେ ସେ, ସାରା ସ୍ଵର୍ଗେର କଥା ବଜେ ତାଦେର ସକଳେଇ ସ୍ଵର୍ଗ ଯାବେ ଏମନ ନୟ । କଥାଟି ସେମନ ଠିକ; ତେମନ ଠିକ ସେ, ସେ ଲୋକ କଥନୋ ସ୍ଵର୍ଗେର ବିଷୟ ନିଯେ ଚିନ୍ତା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନା ସେ-ଓ ହୟତୋ ସ୍ଵର୍ଗ ଯାବେ ନା ।

ସ୍ଵର୍ଗ ସଦି କେବଳ ଆମାଦେର ମନଗଡ଼ୀ ଏକଟା ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ହୟ ଓ ତାର ସଦି କୋନ ବାନ୍ଧବତା ନା ଥାକେ, ତାହୁଳେ ଐ ବିଷୟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କୋନଇ ଉପକାର ହବେ ନା । ଆପଣି ଚିନ୍ତା କରେ କୋନ କିଛୁକେ ସତ୍ୟ ବାନାନ୍ତେ ପାରେନ ନା । ସେଟା ହୟ ଆହେ, ନା ହୟ ନେଇ । ସ୍ଵର୍ଗ ଏକଟା ସତ୍ୟକାର ହୁଅନ । ଆର ସାରା ଈଶ୍ଵରର ସତ୍ୟାନ ତାରା ସେଥାନେ ଯାବେ । ତାହୁଳେ, ସ୍ଵର୍ଗେର ବିଷୟେ କି ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚିତ ନା ?



পাঠের খসড়া

আমাদের হাদয় এবং আমাদের বাড়ী

স্বর্গের নাগরিকত্ব

বিদেশী ও পথিক

ভবিষ্যতের আশা

স্বর্গ মনগঢ়া কালনিক বিষয় নয়

মৃত্যু বিশ্বাসের ব্যর্থতা নয়

বর্তমান জগতের জন্য প্রার্থনা

এই জগতের জন্য খুব কম চিন্তা করা

এই জগতের জন্য খুব বেশী চিন্তা করা

...

পাঠের লক্ষ্য

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* এই প্রার্থনা করতে পারবেন যেন সত্যি সত্যিই স্বর্গীয় বিষয়গুলিকে
ভালবাসতে পারেন, আর আপনার এই পৃথিবীর জীবন যেন
একজন “পথিকের মত হো।”

* বলতে পারবেন, মৃত্যু সম্পর্কে কোন লোকের মনোভাব কিভাবে
তার প্রার্থনাকে প্রভাবিত করে।

* ଏକଜନ ସ୍ଵର୍ଗେର ନାଗର୍ତ୍ତିକଙ୍କେ, ତାର କାଜ ଓ ଅଗତେର ପ୍ରତି ତାର ମନୋଭାବେର ଦ୍ଵାରା, ଚିନତେ ପାରବେନ ।

ଆପନାର ଜନ୍ୟ କିଛୁ କାଜ

- ୧) ୨ କରିଛୀଯ ୪ : ୧୬-୧୮ ପଦ, ଏବଂ ୨ କରିଛୀଯ ୫ : ୧—୫ ପଦ ପଡ଼ୁନ । ଏହି ପଦଗୁଲିର ମାନେ ଆପନାର ନିଜେର କଥାଯ ଜିଖୁନ ।
- ୨) କିଛୁଦିନ ଆଗେ ମାରା ଗିଯେଛେ ଏମନ ଏକଜନ ଜୋକେର କଥା ଭାବୁନ ଏବଂ ତାର ଅପରିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟୋଜନ ଅଜନ ଯାଦେର କୋନ ଆଶା ନେଇ ଏବଂ ଯାରା ଦୁଃଖେ କାତର ତାଦେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ ।
- ୩) ପାଠେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣେର ଏକ ଏକଟି କରେ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ । ଏର ମଧ୍ୟେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆହେ ସେଣ୍ଟଜିର ଉତ୍ତର ଦିନ । ପାଠ ଶେଷ କରିବାର ପର ବହିଯେର ଶେଷେ ଦେଓୟା ପରୀକ୍ଷା ଦିନ । ବହିଯେ ଦେଓୟା ଉତ୍ତରର ସଂଗେ ଆପନାର ଉତ୍ତରଗୁଲି ମିଳିଯେ ଦେଖୁନ । କୋନ୍ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ସେ ବିଷୟେ ଆବାର ଦେଖୁନ ।
- ୪) ନିଜେର ସର ବାଡ଼ି ଆୟୋଜନ ପ୍ରିୟଜନଦେର ଦିକେ ତାକିଯେ ମନକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ, ‘କୋନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନା କରେ ଆମି କି ଏହି ସବ ଛେଡ଼େ ଯେତେ ପାରି ?’ ‘ଆପନାର ଉତ୍ତର ସଦି ‘ନାବାଟକ’ ହୟ, ତବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ ଯେବେ ଈଶ୍ଵର ଆପନାର କାହେ ଅଦୁଶ୍ୟ ଓ ଅନୁତକାଳ ହୁଯୀ ବିଷୟଗୁଲି ପ୍ରକାଶ କରେନ ଓ ସେଣ୍ଟଗୁଲିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାତେ ଦେନ ।

*** *** *** *** *** *** ***

ମୂଳ ଶବ୍ଦାବଳୀ

ପାଠେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣ

ଆମାଦେର ହାଦୟ ଏବଂ ଆମାଦେର ବାଢ଼ୀ

ଜନ୍ୟ ୧ : ଏହି ପୃଥିବୀତେ ଥାକାକାମେ ଯେ ବିଷୟଗୁଲି ଏକଜନ (ସ୍ଵର୍ଗେ) ନାଗର୍ତ୍ତିକଙ୍କେ ସତ୍ୟକାର ସ୍ଵର୍ଗେର ନାଗର୍ତ୍ତିକ ବଜେ ଚିନିଯେ ଦେଇ ସେଣ୍ଟଗୁଲି ବର୍ଣନା କରା ।

স্বর্গ যদি আমাদের বাড়ী হয়, আমাদের ধন-সম্পত্তি যদি স্বর্গে থাকে, কেবল তাহলেই ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা ও উপাসনা প্রাহ্য করতে পারেন। বিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে, এই পুথির জীবন শেষ হলে সে স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের সংগে বাস করবে। একজন অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে এই কথাগুলি থাটে না, আর এই বিষয়গুলির দ্বারাই আমরা একজন বিশ্বাসীকে, অবিশ্বাসী মোকদ্দের থেকে আলাদা করে চিনতে পারি। বিশ্বাসী প্রার্থনা করে, কিন্তু অবিশ্বাসী তা করে না।

১) প্রতিটি সত্য উত্তি চিহ্নিত করছন।

- ক) অবিশ্বাসীর ধন স্বর্গে।
- খ) বিশ্বাসীর বাড়ী স্বর্গে।
- গ) খুণ্টিয়ানরা জগতের অন্য মোকদ্দের থেকে পৃথক।

যাকোব এবং এষৌর সম্বন্ধে বাইবেলে যা বলা হয়েছে তা কি আপনার মনে আছে? তাদের মধ্যে একজনের চোখ ছিল ভবিষ্যাতের অদৃশ্য বা আত্মিক জিনিষের দিকে, আর একজন চেয়েছিল দৃশ্য ধন সম্পত্তি ও জাগতিক তোগ বিজাস।

ঈশ্বর তাদের বিষয়ে কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন, “যাকোবকে আমি ডালবেসেছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রাহ্য করেছি (রোমাইয় ৯:১৩)। ধন-সম্পত্তি কোম্প জাঙ্গায় রাখা হয়, এর উপরই ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তানদের পার্থক্য জানা যায়।

...

“কারণ তোমার ধন যেখানে থাকবে তোমার মনও সেখানে থাকবে (মথি ৬: ২১)।

যে বিষয়গুলি নিজেদের কাছে সব চেয়ে বেশী দরকারী সেই বিষয়গুলি নিয়েই মোকেরা প্রার্থনা করে। আদি খুণ্টিয়ানরা গরীব ছিল,

কিন্তু তারা অসুখী ছিল না। তারা কষ্ট ভোগ করতো, কিন্তু অভিযোগ করতো না। তাদের কাছে স্বর্গ ছিল খুবই সত্য। স্বর্গ ছিল তাদের পিতার বাড়ি বা থাকবার জায়গা। তারা স্বর্গকে তাদের আপন বাড়ী মনে করত। তারা এই জগতের বিষয় ভাবতো না। তারা প্রার্থনা করতো শিশির জন্য, ধৈর্ঘ্যের জন্য, বিশ্বস্ততার জন্য, এবং শহুকে ক্ষমা করবার মত ভালবাসার জন্য। অত্যাচার এবং বিগদ থেকে মুক্তি পেলে তারা আনন্দ করতো। মুক্তি না পেলে কোন ক্ষয় না করে মৃত্যুর মুখে দাঢ়াতো। অত্যাচারীরা তাদের দেহের ক্ষতি করতে পারতো, কিন্তু তারা তাদের আশ্চর্য কোনই ক্ষতি করতে পারতো না। খুশিটিয়ানরা জানতো যে মৃত্যু যদি আসেই, তবে তারাতো বাড়ীতেই ফিরে যাবে। তারা তাদের পিতার বাড়ীতে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতো।

২) দুঃখ-কষ্টের সময় আদি খুশিটিয়ানরা কিসের জন্য প্রার্থনা করতো ?

...

স্বর্গের নাগরিকত্ব

সাধারণতই একজন জোকের কথাবার্তা শুনেই আপনি বলে দিতে পারেন যে, সে কোন অঞ্চল থেকে এসেছে। আমরা কোন দেশের জোক, আমাদের কাজের সঙ্গে তার অনেক যোগ আছে। একজন বিদেশীর পক্ষে একথা গোপন রাখা কঠিন যে সে একজন সত্যিকার নাগরিক নয়।

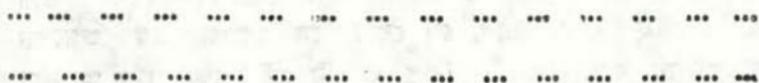
একজন স্বর্গের নাগরিককেও আপনি সহজেই চিনতে পারেন। তার কথা থেকেই জানা যাবে, সে কে। সে হয়তো এই জগতের বিষয় নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু আপনি যদি একটু সময় অপেক্ষা করেন তাহলে দেখবেন, সে যৌগ খুশিটের বিষয় নিয়ে এবং তার বাড়ী সংস্কৰণে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। তার কথা কড়া এবং দয়ায়ায়া শুন্য হবে না। সে সহজে রংগে উঠে না। তার কথাগুলি হবে সত্য ও ভালবাসায় পূর্ণ।

- ৩) আপনি একজন স্বর্গের নাগরিককে চিনতে পারেন—
 ক) সে একজন খুঁটিয়ান বলে পরিচিত, এই বিষয়টির দ্বারা।
 খ) তার কথা এবং ব্যবহার দ্বারা।
 গ) সে যে মঙ্গলীতে ঘোগদান করে, সেই মঙ্গলীর শিক্ষা দ্বারা।

আপনি একজন স্বর্গের নাগরিককে চিনতে পারবেন তার প্রার্থনার দ্বারা। অবিশ্বাসীরা তাদের দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করে, কিন্তু তাদের প্রার্থনার মধ্যে কোন আশা নেই। তাদের প্রার্থনা ডয়ে পূর্ণ। স্বর্গের নাগরিকরা আনন্দের সাথে প্রার্থনা করে। তারা দেখতে না পেলেও জানে যে, শীঘ্র জীবিত এবং তিনি তাদের প্রার্থনা গুনেন। তারা জানে যে, তিনি তাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এবং উত্তর দেবেন।

আপনি একজন স্বর্গের নাগরিক-কে তার পৃথিবীর বাড়ীর পরিবেশ দেখেও চিনতে পারেন। সেখানে আপনি ঘৃণা এবং হিংসা দেখতে পাবেন না। সে বাড়ীতে কোন খারাপ বই, বাজে ছবি, বা বাজে-পত্রিকা থাকবে না। আপনি সেখানে গান, প্রার্থনা আর উপাসনা গুনতে পাবেন। সে বাড়ী হবে শান্তিপূর্ণ ও সুখী পরিবার। একজন বিশ্বাসীর বাড়ী একটি ছোট স্বর্গের মত মধুময় হয়ে উঠতে পারে।

- ৪) একটা খুঁটিয়ান বাড়ীর চিহ্নগুলি কি কি?



খুঁটিয়ান পরিবার

বিদেশী ও পথিক

ঈশ্বরের সন্তানেরা এই জগতেই বাস করে, কিন্তু তারা জগতের অন্তর্ভুক্ত সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। তারা জগতের উপর একটা নৌকার

মত। যতক্ষণ মৌকার মধ্যে জল না যায় ততক্ষণ সব কিছুই ঠিক থাকে।

ঈশ্বরের সন্তানরা এই জগতে বিদেশী। তারা অন্য দেশের লোক। তারা এখানে বাস করেন, এখানে কাজও করেন, কিন্তু তারা এখানকার নয়। তারা অন্য কোন এক দেশের জোক। তারা এই জগতের নাগরিকদের মত চিন্তা করেন না। জগতের জোকেরা যা মূল্যবান মনে করে, তারা সেগুলি মূল্যবান মনে করেন না। তাদের প্রিয় বিষয়গুলি এই পৃথিবীর বিষয় নয়। সেগুলি অর্গের বিষয়।

৫) ঈশ্বরের সন্তানকে একজন পথিক বলা যায় কেন?

...

অব্রাহাম ঠিক এই রূপম ছিলেন। তিনি একটা তাঁবুতে বাস করতেন। তিনি তার তাঁবুকে কখনোই তার বাড়ী মনে করতেন না। তিনি এক নগরের খোজ করতেন যে নগর ঈশ্বর নিজে তৈরী করেছেন। এই চিন্তা তার জীবনকে অন্য রূপম করে ফেলেছিল এবং তার প্রার্থনাকেও বদলে দিয়েছিল। তার ধন-সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি ধন-সম্পত্তি চাননি। তার ভাইপো লোট ধন-সম্পদ চেয়েছিল ও তার ফলে সে সব কিছুই হারিয়েছিল। অব্রাহাম ঈশ্বরের ঈচ্ছাকেই সবচেয়ে বড় করে চেয়েছিলেন, আর ঈশ্বর ও তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাকে দিয়েছিলেন। অর্গের নাগরিকরা সঠিক জিনিষের অন্য প্রার্থনা করে।

মোশীও এই রূপম ছিলেন। কিছুকামের অন্য রাজপ্রাসাদের থেকে পাপের আনন্দ উপভোগ করবার চাইতে বরং ঈশ্বরের সন্তানদের সঙ্গে কষ্টভোগ করা মনোনীত করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য প্রার্থনা করেন নি বা নিজের আরাম-আয়োশ চান নি। তিনি ঈশ্বরের ঈচ্ছা সাধন করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরের সন্তানেরা যে ফরৌনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিল এতেই ছিল তার আমল। তারা আগন দেশ, সেই শ্রতিশুভ্রতির দেশে যাছে এতেই তিনি সুখী হয়েছিলেন। এই আশার ফলেই তিনি অঙ্গান্তভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন।

৬) মোশী এবং অব্রাহাম কিভাবে তাদের প্রার্থনায় একই রকম ছিলেন ?

...

সাধু পৌল নিজের পরিজ্ঞানের জন্য তেমন প্রার্থনা করেন নি। তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন ঈশ্বরের বাক্য লোকেরা গ্রহণ করে। তিনি ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের জন্য খণ্ডিত প্রার্থনা করেছেন। তার হাদয় আর তার বাঢ়ী ছিল স্বর্গে। পৌল বলেছেন এখানে “থাকার” চাইতে বরং “চলে যাওয়াই” তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু তবুও তিনি থেকেছেন এবং প্রার্থনা করেছেন, কারণ এখানে অনেক কাজ করার ছিল। যারা শীশু খুটেটোর সুখবর শোনেনি তাদের কাছে তা বলবার জন্য তিনি অন্যদেশে একজন বিদেশীর মত বাস করতেও ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি কিছুকালের জন্য এই পৃথিবীতে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন, যেন যারা তারই মত, এখানে বিদেশী বা পথিকের জীবন যাগন করছে, তাদের “বিশ্বাস বেড়ে যায়, এবং তাই বিশ্বাস হেতু তারা আনন্দ পায় (ফিলিপীয় ১ : ২৫ পদ) ।

৭) পৌল কেন তখনই স্বর্গে চলে না গিয়ে এই পৃথিবীতে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন ?

...

ভবিষ্যতের আশা :

জন্ম্য- ২৪ বিশ্বাসীদের মৃত্যু, বিশ্বাসের ব্যর্থতা নয় কেন, আর আমাদের আশা কিভাবে আমাদের প্রার্থনাকে প্রভাবিত করে, তা বুঝিয়ে বলতে পারা।

“গাপ থেকে উন্ধার পেয়ে আমরা এই আশাই পেয়েছি। আমরা যার জন্য আশা করে আছি তা যদি পাওয়া হয়ে যায়, তবে তো সেই আশা রইল না। যা পাওয়া হয়ে গেছে, তার জন্য কে আশা করে থাকে ? কিন্তু যা পাওয়া হয়নি, তার জন্য যদি আমাদের আশা থাকে তবে তার জন্য আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষাও করি” (রোমীয় ৮ : ২৪-২৫ পদ) এই পদগুলির শিখে নিলে আপনার উপকার হবে।

মনে রাখবেন, আশা আছে বলেই আমরা ধৈর্য ধরে স্বর্গের জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

পৃথিবীতে থাকাকালে আমরা আমাদের “বাড়ী” বা স্বর্গ দেখতে পাইনা। আমরা কেবল আশা নিয়েই বেঁচে থাকি! এই পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যা আমাদের উৎসাহ নষ্ট করে দেয়। কারণ পাপের ফলে সকল মানুষের উপর যে অভিশাপ নেয়ে এসেছে তা আমাদেরও ভোগ করতে হয়। আমরা ঝান্ট হই। আমরা অসুস্থা হই। আমাদের পিপাসা পায়। শ্রদ্ধা পায়। তাই আমরা আর্তনাদ করি। পাপীও আর্তনাদ করে, কারণ সে আমাদের মতই কষ্ট পায়। কিন্তু আমাদের আর্তনাদ আর পাপীর আর্তনাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। পাপী আর্তনাদ করে কারণ তার কোন আশা নেই। বিশ্বাসী আর্তনাদ করলেও তার আশা আছে আমরা জানি যে একদিন এই জগত ছেড়ে আমরা স্বর্গে যাব। আশা-ই আমাদের ধৈর্য দেয়। পাপীর কোন আশা নেই। এই জীবনের দুঃখ কষ্টের পরে তাকে কেবল আরো বেশী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে।

৮) অবিশ্বাসীদের আর্তনাদের সাথে বিশ্বাসীদের আর্তনাদের পার্থক্য কি?

*** *** *** *** ***

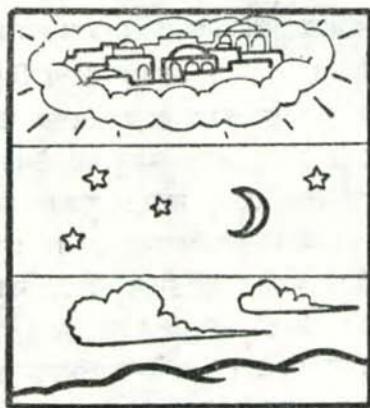
আমাদের আরও একটি আশা আছে! আমরা খুঁটের পুনরাগমনের জন্য প্রার্থনা করি। আমাদের মৃত্যুর আগেই যদি তিনি আসেন, তাহলে জীবিত অবস্থায়ই আমরা তাঁর সঙ্গে স্বর্গে চলে যাব। সেটা কি আনন্দের বিষয় হবে না? প্রথম খুঁটিয়ানরা এ জন্য প্রার্থনা করতেন। আমাদের এই আশা রাখা উচিত, এবং এই জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

স্বর্গ মনগঢ়া কাল্পনিক বিষয় নয়

স্বর্গ যদি কেবল একটা অ্বন বা আমাদের একটা মন-গঢ়া বিষয় হয়, তাহলে আমাদের প্রার্থনার এবং আমাদের আশার কোন অর্থ

থাকে না। স্বর্গ একটা সত্যিকার স্থান। আমাদের পিতা ঈশ্বর স্বর্গে আছেন।

পৌর বলেছেন যে, তাকে সর্বোচ্চ স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি এখানে সেই স্বর্গের কথা বলেছেন সেখানে ঈশ্বর বাস করেন। মেঘ ও বায়ু মণ্ডকে আমরা প্রথম স্বর্গ বলতে পারি। নক্ষত্র মণ্ডল বা তারাদের আবাসকে আমরা দ্বিতীয় স্বর্গ বলতে পারি ও ঈশ্বরের আবাসকে তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্বর্গ বলতে পারি।



পৌর বলেছেন যে সেখানে তিনি এমন সব কথা শনেছেন “যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এবং মানুষকে তা বলতে দেওয়াও হয় না” (২ করিষ্ঠীয় ১২ : ৩ পদ)। স্বর্গের সত্যতা সম্পর্কে প্রেরিত পৌরের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না।

তিনি নিজে তা দেখেছিলেন। তাই তিনি যে পৃথিবীতে না থেকে স্বর্ণে গিয়ে খুঁজেটের সংগে থাকতে চেঞ্চেছেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

৯) ২ করিষ্ঠীয় ১২ : ৪ পদ গড়ুন, তারপর বলুন, এ অভিজ্ঞতার পর পৌরের অবস্থা কি রূপম হয়েছিল?

...

ইত্রিয় ১২ : ১ পদে বিশ্বাসীদের চারদিকে ভিড় করে থাকা অনেক সাঙ্কীর্দের কথা বলা হয়েছে। এই সাঙ্কীরা কারা? এরা এই পৃথিবীর লোকেরা হতে পারে, আবার যে বিশ্বাসীরা আগেই স্বর্গে গিয়েছেন এবং সেখানে থেকে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা দেখেছেন, তারাও হতে পারে। তারা যেন ফুটবল খেলা দেখবার জন্য জমায়েত হয়েছেন। তারা এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন না। কিন্তু সব ঘটনা দেখবার জন্য তাদের

খুবই আগ্রহ। এ সবই সত্য। অর্গ আসলে একটা সত্যিকার স্থান, আর এখন সেখানে যারা আছেন, তারা পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা দেখেন ও জানেন।

পবিত্র আঝা নতুন বিশ্বাসীদের পরিচয়ের ভাবে বুঝাবে দেন যে, অর্গ সত্যিই আছে। আদি খুণ্ডিয়ানেরা অর্গের কথা মনে রেখেই এই পৃথিবীতে জীবন শাগন করতেন। যুগের শেষে, অর্থাৎ যখন এই জগত শেষ হয়ে যাবার সময় আসবে, তখন অর্গে যেসব ঘটনা ঘটবে, প্রকাশিত বাক্যে আমরা তার বিবরণ পাই। এখানে বিশেষভাবে অর্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাদের রাজা পিতা ঈশ্বরের গৌরবের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক। কোন একজন বিশ্বাসী যখন অর্গের বাস্তবতা গ্রহণ করে, বা বিশ্বাস করে তখনই তার অন্তর ঈশ্বরের উপাসনায় ও প্রশংসায় ভরে যাব।

১০) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন :

- প্রত্যেকে তার জীবন যাপন দ্বারাই যাব, যাব, অর্গতৈরী করে নেয়।
- যেখানে ঈশ্বরের সিংহাসন স্থাপিত সেখানেই সর্বোচ্চ অর্গ।
- যারা অর্গে আছেন তারা পৃথিবীতে কি ঘটছে না ঘটছে তা সব জানেন।
- অর্গের সত্যতা কেবল মাঝ বয়স্ক ও খুণ্ডিয়া জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত বিশ্বাসীরাই বুঝতে পারেন।

মৃত্যু বিশ্বাসের ব্যর্থতা নয় :

বিশ্বাসীর মৃত্যুর বিষয় আমাদের কিছু বজা দরকার। আমরা যাদের ভালবাসি তাদের রোগ ব্যাধি হলে প্রার্থনা করি, যেন তারা সুস্থা হয়। আমরা ঠিকই করি। যৌগিক রোগীদের সুস্থ্য করতেন। তিনি আজও করেন। কিন্তু অসুস্থ্য বিশ্বাসীরা সকলেই যে সুস্থ্য হন তা নয়। তাদের কেউ কেউ মারা যান। কিন্তু তাদের মৃত্যু কি বিশ্বাসের ব্যর্থতা প্রমান করে?

অনেকে আছে যারা মৃত্যুকে পরাজয় মনে করে। তারা কোন একজন রোগীর জন্য প্রার্থনা করে যেন সে সুস্থ হয়ে উঠে এবং মৃত্যুর হাত

থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু শখন তার রোগ ভাল না হয়ে সে মারা যায়, তখন তারা এমন আচরণ করে যেন, ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে। তারা নিজেদের দোষী মনে করে ও আরও মনে করে যে প্রার্থনা ও বিশ্বাসে তারা কোনভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু মৃত্যুতে আসলে পরাজয় নয়। বিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যুর হল তো নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে আগরা কেন নিজেদের দোষী মনে করে শুধু শুধু কষ্ট বোধ করবো? একজন বিশ্বাসীর অর্গে যাওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে কেন? মৃত্যু কি বিশ্বাসের ব্যর্থতা? মোটেই না। ইব্রীয় ১১: ৩৯ পদে এমন কিছু মোকদ্দের কথা বলা হয়েছে যারা মারা গিয়েছিলেন এবং উন্ধার পাননি। এই পদ বলে, “বিশ্বাসের জন্য তারা সবাই প্রশংসা পেয়েছিলেন।”

১১) প্রতিটি সত্য উত্তি চিহ্নিত করুন।

- ক) শীশু এখনো রোগ ভাল করেন এবং বিশ্বাসীদের মৃত্যুর হাত থেকে উন্ধার করেন।
- খ) কোন একজন বিশ্বাসী যদি মারা যায় তবে বুঝতে হবে যে আমাদের বিশ্বাস ব্যর্থ হয়েছে।
- গ) বিশ্বাসীর মৃত্যুকে তার করা উচিত না, কারণ মৃত্যুর হল আর নেই।
- ঘ) ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে যারা উন্ধার পাননি তারা বিশ্বাসে মারা গিয়েছিলেন।

মৃত্যু বিশ্বাসের ব্যর্থতা নয়। অর্গের সত্যিকার নাগরিক তা জানেন। যারা জগতকে খুব বেশী ভালবাসে তারা এটা ভুলে যায়। তাদের প্রার্থনা নির্ঝুত বা সিদ্ধ নয় কারণ তারা এই জগতকে খুব বেশী ভালবাসে।

বর্তমান জগতের জন্য প্রার্থনা

লক্ষ্য—৩: এই জগতের এমন কয়েকটি কাজের কথা বলতে পারা, যেগুলি আমাদের প্রার্থনার দারা প্রত্যাবিত করবার চেষ্টা করা উচিত।

এই জগত চিরকাল থাকবে না, এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জগতের জন্য কি আমাদের প্রার্থনা করা উচিত? আমাদের কি এর উপরিতে জন্য চেষ্টা করা উচিত। বাইবেল আমাদের নেতাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলে। আমাদের উচিত আমাদের শাসনকর্তাদের জন্য প্রার্থনা করা। বাইবেল আমাদের শত্রুদের ভালবাসতে, এবং যারা আমাদের উপর অত্যাচার করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলে (মথ ৫: ৪৪ পদ)। তাহলে উত্তরটি হোল, “হ্যা, এই জগতের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। “আমরা অবশ্যই চেষ্ট করব যেন মানুষ আরও তালো জগতে বাস করতে পারে। এই জগতকে বসবাসের আরো উপযুক্ত করে তুলবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। খুণ্টিয়ান হিসাবে এটি আমাদের কাজেরই অংশ।

এই জগতের জন্য খুব কম চিন্তা করা

স্বর্গের নাগরিক পৃথিবীতেও একজন ভাল নাগরিক। আসলে তিনি হবেন পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাল নাগরিক। তিনি দেশে শাসনকর্তা দের ও আইন-কানুনের বাধ্য হবেন। স্বর্গের নাগরিকদের ইচ্ছা করে আইন ভাঁগা উচিত নয়। তারা কর দেবেন। নিজের ইচ্ছায় আইন ভংগ করবার জন্য যদি বিশ্বাসীকে জরিমানা দিতে হয়, তবে সেটা দেশের জন্য একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঢ়িয়া। পরিজ্ঞান লাভ করবার পরে কোন বিশ্বাসী যদি অপরাধের জন্য জেলে যায়, তবে জেলের অন্যান্যদের একথা বিশ্বাস করানো কঠিন হবে ষে, সে ধার্মিকতার বা স্বর্গ রাজ্যের একজন নাগরিক। আমরা প্রার্থনা করবো যেন ঈশ্বর আমাদের ভাল নাগরিক হতে সাহায্য করেন। কোন কোন বিশ্বাসী “স্বর্গীয়” বিষয় এত বেশী চিন্তা করেন ষে, “পৃথিবীর বিষয়” তারা কোন কাজেই আসেন না। এই রকম হওয়া উচিত না। আমরা পৃথিবীর লবণ। জবণ থাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। তেমনি বিশ্বাসীরা পৃথিবীকে সুন্দর, আরো ভাল করে তোলেন। বিশ্বাসীরা জগতে আছেন বলে জগত আশীর্বাদের ভাগী হয়। তাদের উপরিতে শান্তি এবং আনন্দ বয়ে আনে। তাদের প্রার্থনা শাসনকর্তাদের সাহায্য করে। তাদের ধার্মিকতা জাতিকে উন্নত করে।

১২) একজন স্বর্গের নাগরিক এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাল নাগরিক কেন, তিনটি কারণ দেখান।

....

....

এই জগতের জন্য খুব বেশী চিন্তা করা :

এমনও হতে পারে যে আমরা জগতের ব্যাপারে এতই ব্যস্ত থাকতে পারি, যার ফলে ঈশ্বর কেন আমাদের এখানে রেখেছেন তা একে-বারে ভুলে যাই। আমরা পৃথিবীর লবণ। কিন্তু এই লবণত্ব হোল, যৌশু খৌপ্টের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, এবং খৌপ্টের সাহায্যে যে পবিত্র জীবন যাপন করি সেই জীবন। আমরা যে এই জগতে বিদেশী ও পথিক, এই সত্যটি মেনে না নিলে, আমরা পৃথিবীর লবণ হতে পারি না জগতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি, তা যদি ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি, কেবল তাহজেই আমরা এই জগতকে সাহায্য করতে পারি। তাই, প্রত্তু আমাদের যে কাজ দিয়েছেন, জগতের বিশয়গুলি যেন আমাদের সেই কাজ থেকে দুরে না নিয়ে যায়, সেই চেষ্টা করব।

১৩) বিশ্বাসীর “লবণত্ব” কি ?

....

আমরা দুটি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করবো যেন জগতের বিশয়গুলির জন্য আমাদের ভালবাসা না জন্মে; “তোমরা জগত এবং জগতের কোনকিছু ভালবেসো না। যদি কেউ জগতকে ভালবাসে তবে সে পিতাকে ভালবাসে না।” (১ ঘোহন ২ঃ ১৫ পদ), জগতের অবস্থা যাতে ভাল হয় ও আমরা যেন জগতে ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি। এটাই হবে আমাদের প্রার্থনার প্রথম বিষয়।

প্রার্থনার দ্বিতীয় বিষয়টি হোল, ঈশ্বর আমাদের যে কাজ দিয়েছেন, তা যেন আমরা ঠিকভাবে করতে পারি। “হতদিন আমি জগতে আছি, আমিই জগতের আজো” (১ ঘোহন ২ঃ ১৫ পদ),। প্রত্তু

যৌশু যথন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি এই কথাগুলি বলে-
ছিলেন। তিনিই আদর্শ। তিনি সব সময় ভাজ কাজ করে বেড়াতেন।
আমাদেরও উচিত সব সময় ভাজ কাজ করা। তিনি রোগীদের
জন্য প্রার্থনা করতেন। আমরা ও রোগীদের জন্য প্রার্থনা করবো।



তোমরা জগতের
আলো

তিনি ভূত ছাড়াতেন। আমরাও ভূত ছাড়াবো। তিনি অর্গ রাজ্যের
সুখবর প্রচার করেছেন। আমরাও অর্গ রাজ্যের সুখবর প্রচার করবো।
তিনি যথন জগতে ছিলেন তখন তিনি ছিলেন জগতের আলো।
যৌশুও আমাদের বিষয়ে এই রকম কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,
“তোমরা জগতের আলো” (মথি ৫ : ১৪ পদ)। তিনি আরো বলে-
ছেন, “তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর”
(মথি ২৮ : ১৯ পদ)।

১৪) প্রতিটি সত্য উত্তি চিহ্নিত করুন।

বিশ্বাসীদের প্রার্থনা করা উচিত যেন-

- ক) তাদের প্রিয়জন নেতা নির্বাচনে জয়ী হন।
 - খ) পৃথিবীর বিষয়গুলির জন্য তাদের ভাজবাসা না জয়ে।
 - গ) প্রতিবেশীদের যে সব জিনিষ আছে তারা ও সেগুলি পায়।
 - ঘ) ঈশ্বর তাদের যে কাজ দিয়েছেন তা ঠিক মত করতে পারেন।
- তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা এখানে বিদেশী হলেও আমাদের একটি

ବଡ଼ କାଜ ଆଛେ । ଏହିନ୍ୟ ଆମାଦେର ଦୁଃଖ କହଟି ଡୋଗ କରତେ ହାତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୀଣୁଙ୍ଗ ତୋ ଏ ଜନ୍ୟ ଦୁଃଖ-କହଟି ଡୋଗ କରେଛେ । ପ୍ରଭୁ ସୀଣୁ ସଖନ କ୍ରୁଶେର ଉପର ମରିଲେନ, ତଥନ ପୃଥିବୀତେ ତା'ର କାଜେର ବିଷୟ ତିନି ବଲେଛେ, “ଶେଷ ହୁଯେଛେ” । ଏରପର ତିନି ଅର୍ଗେ ଗେଲେନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ତା'ର ବାଢ଼ୀତେ ଗେଲେନ । ଆମାଦେର ଏକଟା କାଜ ଆଛେ, ତା ଶେଷ କରତେ ହବେ । ସେଇ କାଜ କରା ହଲେ ଆମରାଓ ସୀଣୁର ମତ ଆନନ୍ଦ କରତେ ପାରି । ତଥନ ଆମରା ବଲାତେ ପାରି, “ଶେଷ ହୁଯେଛେ” । ତଥନ ଆମରାଓ ସୀଣୁର ମତ ବାଢ଼ୀତେ ସେତେ ପାରି । ଆମରା ସବାଇ ସେଦିନ ଅର୍ଗେ ସାବୋ ସେଦିନଟି କତ ନା ଆନନ୍ଦେର ଦିନ ହବେ ।

পরীক্ষা—৩

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

১) একজন ঈশ্বরের সন্তান কোন্ দেশের নাগরিক, তা বুঝাবার জন্য যে তিনটি বিষয় আছে সেগুলি উল্লেখ করুন।

২) বিশ্বাসীদের ধন সম্পত্তি কোথায়?

৩) অর্গ সত্যই আছে এই বিশ্বাস, কিন্তাবে অবৃহাম ও মোশীর প্রার্থনার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল ?

৪) পাপের ফলে সব মানুষের উপর যে অতিশাপ নেয়ে এসেছে, বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মধ্যে তার প্রভাবে পার্থক্য কি ?

৫) আমরা পৃথিবীর জীবণ, একথার দ্বারা যৌগ কি বুঝিবেছেন ?

৬) এই পৃথিবীতে থাকাকালে একজন অর্গের নাগরিককে কোন দুটি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করতে হবে ?

৭) সত্য-বিধ্যা। প্রতিটি সত্য উকি চিহ্নিত করুন।

ক) খুত্তিয়ানের মৃত্যু হবে না।

খ) কোন একজন বিশ্বাসীর মৃত্যু, বিশ্বাসের ব্যর্থতা প্রমান করে।

গ) বিশ্বাসীর জন্ম মৃত্যুর ছল দূর করা হয়েছে।

ঘ) খুত্তের ফিরে আসার সময় যারা জীবিত থাকবে, তাদের মৃত্যু হবে না।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর :

১। ক) মিথ্যা

খ) সত্য

গ) সত্য

২। শঙ্কির, ধৈর্যা, বিশ্বস্তা, এবং শক্তুকে ক্ষমা করবার মত ভাল-
বাসার জন্য।

৩। খ) তার কথা এবং ব্যবহার দ্বারা।

৪। সেখানে ঘুণা এবং হিংসা থাকবেনা। সেখানে থাকবে গান,
প্রার্থনা, উপাসনা, আর তা হবে শান্তিপূর্ণ ও সুখী পরিবার।

৫। কারণ তিনি আসলে অর্গের নাগরিক। তিনি এখানে, এই
পৃথিবীতে কেবল মাত্র অল্প কিছু সময়ের জন্য এসেছেন।

৬। তাঁরা দু'জনেই ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করতে চেয়েছেন।

৭। যেন যে বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীতে আছেন, তারা বিশ্বাসে বেড়ে
ওঠেন এবং এই বিশ্বাসের জন্য আনন্দ করতে পারেন।

৮। বিশ্বাসীদের আর্তনাদের সাথে আশা থাকে, কিন্তু অবিশ্বাসীদের
আর্তনাদের সাথে কোন আশা থাকে না।

৯। তিনি যা দেখেছেন তা কথায় প্রকাশ করতে পারেন নি।

১০। ক) মিথ্যা

খ) সত্য

গ) সত্য

ঘ) মিথ্যা

১১। ক) সত্য

খ) মিথ্যা

গ) সত্য

ঘ) সত্য

১২। তিনি নেতাদের সম্মান করেন, তিনি আইন-কানুন মেনে চলেন,
তিনি ঠিক মত কর দেন।

১৩। যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, এবং খ্রীষ্টের সাহায্যে
যে পবিত্র জীবন শাপন করি সেই জীবন।

১৪। ক) মিথ্যা

খ) সত্য

গ) মিথ্যা

ঘ) সত্য

ଏକମାତ୍ର ରାଜାର ଉପାସନା।

“ତୋମାର ନାମ ପବିତ୍ର ବଲେ ମାନ୍ୟ ହୋକ”

ମଧ୍ୟ ୬ : ୯ ପଦ ।

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଆମରା ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ବିଶ୍ୱାସୀର ସ୍ଥାନେର ବିଷୟ ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରେଛି । ଦୈହିକଭାବେ ନୟ ବରଂ ମନେର ଦିକ୍ ଦିଯେ, ତାର ସ୍ଥାନ କି, ଏଟାଇ ଛିଲ ଆମାଦେର ପ୍ରଧାନ ଆମୋଚ୍ୟ ବିଷୟ । ଆମରା ବଜେଛି ସେ, ସତିକଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହଲେ ଆପନାକେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନରେ ହବେ ଆପନି କେ, ବା ଆପନି କୋଥାକାର ଲୋକ ।

ଉପାସନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ସବଚେଯେ ଦରକାରି ବିଷୟ କି ? ଏହି ଖଣ୍ଡେ ଆମରା ସେଇ ବିଷୟ ନିଯେଇ ଆଲୋଚନା କରିବୋ । ଆମରା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପାସନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟଙ୍ଗଳି ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରିବୋ । ‘ଈଶ୍ୱରେର କାହେ ସେ ସାହୁ, ତାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ହବେ ସେ, ଈଶ୍ୱର ଆଛେନ ଏବଂ ତୋକେ ସାରା ଅନ୍ତର ଦିଯେ ଥୋଜେ ତିନି ତାଦେର ଫିରିଯେ ଦେନ ନା ।’ (ଇବ୍ରିୟ ୧୧ : ୬ ପଦ) ଏଥାନେ ପୁରାନୋ ଅନୁବାଦେ ଆଛେ”.....ତିନି ତାହାଦେର ପୁରଙ୍କାର ଦାତା ।”

“ଈଶ୍ୱର ଆଛେନ”-ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରା ମାନେଇ ଈଶ୍ୱରେର ଉପାସନା କରା । “ତୋକେ ସାରା ଅନ୍ତର ଦିଯେ ଥୋଜେ, ତିନି ତାଦେର ଫିରିଯେ ଦେନ ନା । (ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରଙ୍କାର ଦେନ)” ଏହି କଥାର ମାନେ ହୋଲ, ଈଶ୍ୱରେର କାହେ କିଛି ଦେଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା । ପ୍ରଥମେ ଆମାଦେର ଉପାସନା କରତେ ହବେ । ତାର ପରେଇ ଆମରା ଚାଇତେ ବା ଘାଚନା କରତେ ପାରି । କିନ୍ତୁ ମନେ ରାଖିବେନ, ତୋକେ ସାରା ଅନ୍ତର ଦିଯେ ଥୋଜେ, ତାଦେରଇ ତିନି ପୁରଙ୍କାର ଦେନ, ସାରା ପୁରଙ୍କାର ଥୋଜେ ତାଦେର ନୟ ।

ତା ହଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ହୋଲ ଉପାସନା । ତୋକେ (ଈଶ୍ୱରକେ), ଓ ତାର ରାଜାକେ ଆମାଦେର ସବ କିଛିର ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦିତେ ହବେ । ଏହି ଜନ୍ୟାଇ ଏହି ଖଣ୍ଡେ ଆମରା ତୋମାର ନାମ, ତୋମାର ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ଏହି ବିଷୟଙ୍ଗଳି ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରିବୋ ।

ବିଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଡ

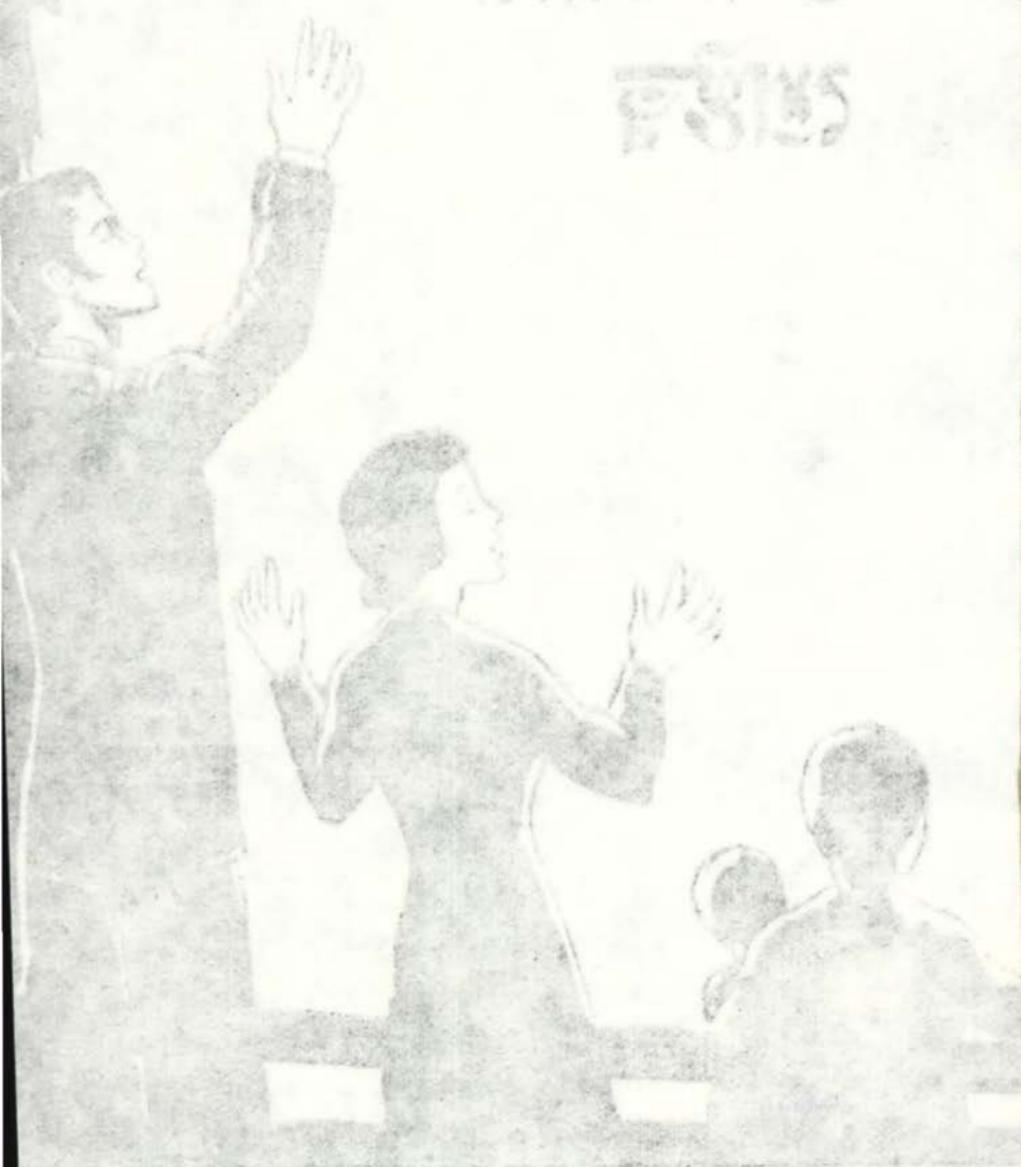
ଉପାସନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତବ୍ବ



ଦେଖ ପାଠୀ

କାନ୍ତିରାମ

କାନ୍ତିରାମ





ପାଠେର ଅସଡ଼ି

ରାଜାକେ ସମାନ କରା
ଉପାସନାର ବନ୍ଦ
ଉପାସନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ହାନାଦାରକେ ହାଦୟ ଥେକେ ତାଡ଼ିଯେ ଦେଓଯା
ହାନାଦାରେର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାପ
“ଶୁଣ୍ୟ ସିଂହାସନ”-ଏକଟି ତୁଳ ଧାରଗା ।
ରାଜାର ନାମେର ପ୍ରତି ସମାନ
ନାମେର ଶକ୍ତି
ରାଜାର ଖ୍ୟାତି ବା ସୁନାମ

*** *** *** *** *** ***

ପାଠେର ଲଙ୍ଘନ

ଏହି ପାଠ ଶେଷ କରିଲେ ପରି ଆପନି-

- ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଥମେଇ ନିଜେର ଜନ୍ୟ କିଛୁ ନା ଚେଯେ ଉପାସନାର ମଧ୍ୟ
ଦିଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରସୋଜନୀୟତାର ବିଷୟ ବୁଝାନେ
ପାଇବେନ ।

- * আপনার নিবেদনগুলি ঈশ্বরের জন্য সম্মান জনক কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন।
- * বুঝতে পারবেন, কিভাবে শয়তান বিশ্বাসীর হাদয়ে খুঁটের স্থানটি দখল করে নিতে চায়।
- * যে সকল কথা ও কাজ ঈশ্বরের অপমানজনক, সেগুলি চিন্তে ও বাদ দিতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

- ১) পাঠের বিস্তারিত বিবরণের এক একটি অংশ পড়ুন। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির, এবং পাঠের শেষে পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উভয় লিখুন।
 - ২) নীচের বাইবেলের পদগুলি প্রত্যু যৌগুর নামের শঙ্কের বিষয় থলে। এই পদগুলি পড়ুন : প্রেরিত ৩ : ১৬ ; ৪ : ১২ ; ৯ : ১৪ ; ২২ : ১৬ ; রোমীয় ১০ : ১৩ ; ঘোহন ১ : ১২ ; ১৪ : ১৩ পদ।
 - ৩) রোমীয় ৫ : ১৩-২৩ পদ পড়ুন, তারপর বুঝিয়ে বলুন কেন আমাদের হাদয় সিংহাসন খালি রাখা অবুচিত।
 - ৪) ঈশ্বরের নামের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য আজকে একজন লোকের কাছে খুঁটের বিষয় সাক্ষা দিন।
-

মূল শব্দাবলী

হস্ত করা, বিশ্ময়, হানাদার, আমিত্ত, জীবিকা নির্বাহ, অপব্যবহার।

...

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

রাজাকে সম্মান করা

জন্ম-১ : একজন বিশ্বাসী যেভাবে ঈশ্বরকে রাজা বলে সম্মান দেখাতে পারেন, তার বর্ণনা করা।

ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆମାଦେର ପିତା-ଇ ନନ୍ଦ ତିନି ଆମାଦେର ରାଜୀ । ତୋର
ଏକଟି ରାଜ୍ୟ ଆଛେ । ପରେ ଆମରା ଏହି ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଆରୋ ଅନେକ
କିଛୁ ଜାନବୋ ।



ଆମରା ତୋର ସନ୍ତାନ, ତାଇ ଆମରା ତୋକେ ପିତା ବଲି । ଆମରା
ତୋର ରାଜ୍ୟର ନଗରିକ ବଲେ ଆମରା ତୋକେ ମାନ୍ୟ କରି ଓ ତୋର
ଭାଙ୍ଗବାସା ଓ ସତ୍ତ୍ଵରେ ଜନ୍ୟ ତୋକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଇ । ତୋର ରାଜ୍ୟର
ନଗରିକ ବଲେ ଆମରା ତୋକେ ମାନା କରି ଓ ତୋର ଉପାସନା କରି ।

ଈଶ୍ୱର ସେମନ ଆମାଦେର ପିତା, ତେମନି ରାଜୀ ଏବଂ ଆମରା ସେମନ
ତୋର ସନ୍ତାନ, ତେମନି ତୋର ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ । ରାଜୀକେ ସମ୍ମାନ ନା
କରା ଓ ତୋର ଅବଧା ହେଉଥା ଏକଜନ ନାଗରିକେର ପକ୍ଷେ ସବଚେଯେ
ଥାରାପ କାଜ । ତାର ପକ୍ଷେ ସବଚେଯେ ଭାଲୁ କାଜ, ରାଜାର ଉପାସନା
କରା ଓ ତୋକେ ସମ୍ମାନ କରା । ବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ଦେବାର ଦ୍ୱାରା ଭାଲୁବାସା
ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନୋ ସାହୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସଥେଷ୍ଟ ନନ୍ଦ ।

୧) ଏକଜନ ନାଗରିକେର ଉଚିତ ରାଜାର.....ହେଁ ଚଳା ଓ ତୋର...କରା ।

ଆମରା ଶୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର ଦାସ (ବା ଚାକର) ନାହିଁ । ଆମରା ସନ୍ତାନ ଏବଂ
ନାଗରିକ । ଆମାଦେର ପିତା ଏବଂ ରାଜୀ ଆମାଦେର କାହିଁ ଥେବେ
ଦେବା ଓ ବାଧ୍ୟତା ଚାନ ନା । ତିନି ଆରୋ ବେଶୀ କିଛୁ ଚାନ । ତିନି
ଆମାଦେର ସାଥେ କଥା ବଲାତେ ଚାନ, ତିନି ଆମାଦେର ସଂଗେ ସହଭାଗିତା
ରାଖାତେ ଚାନ । ଏହି ଜନ୍ୟଇ ଉପାସନାର ସମୟଶିଳୀ ଖୁବଇ ଶୁଭ୍ରତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ
ଆପନି ଏକଜନ ଲୋକକେ ନା ଭାଲୁବେଶେ ଓ ତାର ଜନ୍ୟ କାଜ କରାତେ

ও তার বাধ্য হয়ে চলতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি তাকে সম্মান না করেন ও তাকে ডাঙ না বাসেন, তবে তার উপাসনা করতে পারেন না।

২) ঈশ্বর কেন আমাদের কাছ থেকে কেবল সেবাই চান না, কিন্তু তার চেয়েও বেশী কিছু চান?

....

উপাসনার বস্তু

ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে এমন উপাসনা চান যা একান্ত ব্যক্তি-গত ও তাঁর প্রশংসা সূচক। ঈশ্বর শুনতে চান যে আমরা তাঁকে ডাঙবাসি। আমাদের উপাসনায় তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সম্মান পেতে চান।

অনেক লোকে যৃত প্রতিমার পুঁজা করে। কতক লোক যৃত পূর্ব পুরুষদের উপাসনা করে। কতক লোক প্রকৃতির উপাসনা করে। কিন্তু এদের কোনটিতেই অন্তরের ঘোগ নেই। এদের কোনটি আমাদের আমাদের ডাঙবাসা দেখতে পারে না। এদের কোনটি আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু বিশ্বাসীদের বিষয় আমরা কি জান করি? তাদের উপাসনার বস্তুটি জীবন্ত। তিনি প্রেময়; আমরা যখন ধনাবাদ প্রশংসা করতে করতে তাঁর সামনে আসি তখন তিনি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। আমরা যাঁর উপাসনা করি তিনি সত্য ঈশ্বর। তিনি অনেক ঈশ্বরের মধ্যে একজন ঈশ্বর নন। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর! তিনি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই।

৩) ঈশ্বর কি রূপম উপাসনা চান?

....

উপাসনার কর্তব্য

কোন একজন লোক বলতে পারে, “আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি, ঠিকই, কিন্তু যৌগ ঈশ্বরের পুরু-একথা আমি বিশ্বাস করি না।”

অসম্ভব ! আপনি যদি ঈশ্বরের পুত্রকে মা মানেন তবে তো আপনি ঈশ্বরের উপাসনাই করতে পারেন না ।

১) ঘোহন ৩ : ২২-২৩ পদে ঘোহন ঈশ্বর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, “আমৱা যা কিছু চাইব তা তাৰ কাছ থেকে পাব, কাৱল তিনি যে সব আদেশ দিয়েছেন সেগুলো আমৱা পালন কৰি এবং তিনি যে কাজে সন্তুষ্ট হন আমৱা তা-ই কৰি । তাৰ আদেশ এই-আমৱা বেন তাৰ পুত্ৰ যীশু খৃষ্টের উপৰ বিশ্বাস কৰি এবং একে অন্যকে ভালবাসি ।” তাহলে ঈশ্বরের আদেশের অবাধ্য হয়ে লোকেয়া কিঙ্কাৰে বলে যে তাৱা ঈশ্বরের উপাসনা কৰে ? যীশু খৃষ্ট তাৰ পুত্ৰ একথা বিশ্বাস কৰিবাৰ আদেশ তিনিই দিয়েছেন । তাদেৱ কি ঈশ্বরেৰ আদেশেৰ বাধ্য হওয়া উচিত নয় ? তাৰ পুত্রকে না মানলোও ঈশ্বৰ তাদেৱ উপাসনা প্রাহ্য কৰেন,-এই তুল ধাৰণা নিয়ে থাকা উচিত নয় ।

৮) ১ ঘোহন ৩ : ২২-২৩ পদে ঈশ্বৰ আমাদেৱ কি আদেশ দিয়েছেন ?

....

আমৱা যদি ঈশ্বরেৰ উপাসনা কৰতে চাই, তাহলে তাৰ পুত্ৰেৰ উপাসনাও আমাদেৱ অবশ্যাই কৰতে হবে । ফিলিপীয় ২ : ৭-১১ পদে যীশুৰ বিষয়ে বলা হয়েছে :

“তিনি বৰং দাস হয়ে এবং মানুষ হিসাবে জন্ম প্ৰহন কৰে নিজেকে নীচু কৰলেন । এছাড়া চেহাৱাৰ মানুষ হয়ে মৃত্যু পৰ্যন্ত, এমনকি কৃশেৱ উপৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি নিজেকে আৱো নীচু কৰলেন । ঈশ্বৰ এজন্যাই তাৰকে সবচেয়ে উচ্চতে উঠালেন এবং এমন একটা নাম দিলেন যা সব নাথেৰ চেয়ে মহৎ, যেন স্বৰ্গ, পৃথিবীতে এবং পৃথিবীৰ গতৌৰে বা নীচে যাবা আছে তাৱা প্রত্যেকেই যীশুৰ সামনে মাথা নীচু কৰে, আৱ পিতা ঈশ্বৰেৰ গৌৱবেৰ জন্য স্বীকাৰ কৰে যে, যীশু খৃষ্টই প্ৰভু ।”

প্রত্যেকেই হাঁটু পেতে, মাথা নীচু কৰে যীশুৰ নামেৰ প্ৰতি সম্মান দেখাবে । বৰ্তমানে এটা আমাদেৱ পক্ষে একটা সুযোগ বা অধি-

কার। কিন্তু এমন একদিন আসছে যখন প্রত্যেক অবিশ্বাসী বাধা হয়ে এই কাজ করবে। ঈশ্বর তাঁর পুত্র ঘীণ্ডির হাতে সকল ক্ষমতা দিয়েছেন যিনি সকল শত্রুকে পরাজিত ও বশীভূত না করা পর্যন্ত শাসন করবেন। তাঁর পর তাঁর নামের সম্মানে শত্রুরাও মাথা নৌচু করবে। নিজের ইচ্ছায়, এমনি কি এটা করা উচিত না?

- ৫) প্রতিটি সত্য উত্তি চিহ্নিত করুন।
- ক) খুঁটের সামনে প্রত্যেকে মাথা নৌচু করবে।
- খ) কেবলমাত্র খুঁটিয়ানেরা-ই ঘীণ্ডির সামনে মাথা নৌচু করবে।
- গ) ঈশ্বর মানুষকে ঘীণ্ডি খুঁটে বিশ্বাস করবার জন্য আদেশ দিয়েছেন।
- ঘ) ঈশ্বর ঘীণ্ডিকে এমন এক নাম দিয়েছেন যা সকল নামের চেয়ে মহৎ।

হানাদারকে হৃদয় থেকে তাঁড়িয়ে দেওয়া

জন্ম—২ঃ কে এই হানাদার? তাঁর কাজের জন্য সে কি এবং কাকে ব্যবহার করে, তা বলতে পারা।

হানাদারের বিভিন্ন রূপ

কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তা যদি জানতে চাই তবে কে আমাদের হাদয়ে রাজত্ব করছে তা আমাদের জানা দরকার। আমরা যদি অহংকার করি, নিজেদের বিষয় বড় করে ভাবি, যদি নিজেদের গৌরব চাই, তবে বুঝতে হবে যে শয়তান আমাদের হাদয়ের সিংহাসনে আমার “আমিত্ব”-কে বসিয়েছে।

যে বিষয়গুলি কোন একজন লোককে রাগিয়ে তোলে অথবা বিরুদ্ধ করে তা দেখে আপনি বলতে পারেন, কে সেই লোকের হাদয় দখল করে আছে। ঈশ্বরের নামের অপমান হলে সে কি কষ্ট পায়, লোকেরা তাঁর পিতার গৃহ অপবিত্র করলে সে কি মনোদুঃখ পায়, লোকেরা তাঁকে অপমান করলে, সে কি নিজের রাগ দমন করে রাখে, না সে যেমন সম্মান পেতে চায় লোকেরা তাঁকে তেমন সম্মান না দেখালে বিরুদ্ধ হয়? বাস্তবিকই সেই লোক

ଧନ୍ୟ, ସେ ଈଶ୍ୱରକେ ତାର ହାଦୟେ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତେ ଦେୟ । ସେ ତାର ରାଜାର ନାମକେ ସମମାନ କରେ ।

୬) କୋଣ ଲୋକ ସଦି ବଲେ, ଆମି ଆଧୀନ, ଆମି କାରୋ ଶାସନେର ଅଧୀନ ନାହିଁ, ତବେ ସେ ଏଟାଇ ଦେଖାଯି ସେ :—

- କ) ଶୟତାନ “ଆମିତ୍ତ”-କେ ତାର ହାଦୟ ସିଂହାସନେ ସିଯିଥେ ରେଖେଛେ ।
- ଖ) ସେ ତାର ଜୀବନକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶେ ରେଖେଛେ ।
- ଘ) ଖୁଲ୍ଟି ତାର ଜୀବନେର ପ୍ରଭୁ ।

କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ “ଆମିତ୍ତ” ଛାଡ଼ା ଆରୋ ଅନେକକେ ମାନୁଷେର ହାଦୟେର ସିଂହାସନେ ବସାଯ । ଆର ଏକ ହାନାଦାର, ସେ ବେଶ ସମସ୍ୟା ହୃଦିଟି କରେ ଥାକେ, ସେ ହୋଲ, ଆମାଦେର “ସେବା” । ଏକେ ଚେନା ଖୁବଇ କଠିନ, କାରଗ ଏହି ଚିନ୍ତା କରା ଥୁବ ସହଜ ସେ, ଈଶ୍ୱରଇ ଆମାଦେର ଏହି “ସେବାର” କାଜ କରନ୍ତେ ଦିଯେଛେ । ଆମରା ଈଶ୍ୱରର କାଜେ ଏତିଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଥାକତେ ପାରି ସେ କାଜକେଇ ଆମରା ଦେବତା ମନେ କରି, ଏବଂ କାଜେର ପୁଜ୍ଞୀ କରନ୍ତେ ଆରଣ୍ୟ କରି । ଆମାଦେର କାଜକେଇ ଆମରା ଅନେକ ସମୟ ଈଶ୍ୱରର ଉପାସନା ବଲି ।

ଆମରା ଏମନ ଏକଜନ ଆମୀର ମତ, ସେ ଏକଟା ଭାଲ ଚାକରୀ କରେ, ସଂସାରେ ସବ କିଛୁ ଘୋଗ୍ଯ ଓ ନିଜେକେ ଏକଜନ ଘୋଗ୍ୟ ଆମୀ ବଲେ ମନେ କରେ । ଜ୍ଞାନ ସଦି ନାଲିଶ କରେ ସେ, ସେ ତାର ପ୍ରତି ତେମନ ନଜର ଦିଲ୍ଲେ ନା, ତାହଲେ ସେ ତାର କାଜେର କଥା ତୋଳେ ଏବଂ ବଲେ ସେ ତାର (ଜୀର) କୁତ୍ତଙ୍ଗ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାକା ଉଚିତ ସେ, ସେ ଏମନ ଏକଜନ ଆମୀ ଦେଇଛେ । କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପରା ଛାଡ଼ାଓ ଅନ୍ୟ କିଛୁ ଚାଯ । ସେ ଆମୀର ଭାଲବାସା ଚାଯ । ସେ ତାକେ ତାର ଚିନ୍ତା ଭାବନାର କଥା ବଲନ୍ତେ ଚାଯ । ସେ ତାର ଆରୋ କାହେ ଥାକନ୍ତେ ଚାଯ ସଂସାରେ ନାନାନ ଘଟନା ନିଯେ ଆଲାପ କରନ୍ତେ ଚାଯ । ସେ ତାକେ ତାର ନିଜେର ମନେର କଥା ବଲନ୍ତେ ଚାଯ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ରକମ । ତୋର ଜନ୍ୟ ଆମରା ସେ କାଜ କରି, ତା ତିନି ଭାଲୋ ବଲେ ପ୍ରହଗ କରେନ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଆରୋ ଚାନ, ସେଇ ଆମରା ତୋର ସଙ୍ଗେ କିଛୁ ସମୟ କାଟାଇ । ତିନି ଆମାଦେର ମନେର କଥା

শুনতে চান। তিনি চান আমরা তাঁর সঙ্গে উপভোগ করি। তিনি আমাদের উপাসনা পেতে চান এবং তিনি চান ষেন, আমরা তাঁর নামের গৌরব করি।

৭। ঈশ্বর আমাদের সেবা ছাড়া আরো কি চান?

...

আমরা যে বিষয় আলোচনা করছি মালাখি ভাববাদীর সময়ে যাজকরা তার একটা ভালো দৃষ্টান্ত। মালাখির কথাগুলি শুনুন, “এখন হে যাজকগণ, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, যদি আমার নামের মহিমা স্বীকার করিবার জন্য তোমরা কথা না শুন, ও মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের উপরে অভিশাপ প্রেরণ করিব, ও তোমাদের আশীর্বাদের পাত্র সকলকে শাপ দিব,.....” (মালাখি ২:১-২ পদ পুরানো অনুবাদ)।

যাজকদের কাজ ছিল যজ্ঞবেদীতে। তারা তাদের যা কাজ, তাই করছিল। কিন্তু তারা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তা করত না। ঐ কাজ তারা করত তাদের আয়ের জন্য বা জীবিকা নির্বাহের জন্য; এই মনোভাবের জন্য তাদের কাজও তেমনই হোত। তারা জোকদের কথা চিন্তা করতো না, তারা কেবজাই নিজেদের কথাই চিন্তা করতো। আপনি যদি সঠিক উদ্দেশ্যে উপাসনা না করেন, তাহলে আপনার উপাসনাও ঠিক হতে পারে না। ঈশ্বরের বদলে কাজই যখন রাজা হয়, তখন ঈশ্বর, আপনার পরিবার, অথবা অন্যান্যাদের কথা আপনি ভাবতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর যখন আপনার হাদয়-সিংহাসনে থাকেন, তখন তাঁরই গৌরবের জন্য আপনি কাজ করবেন এবং আপনি যা কিছু করবেন সব কিছুতেই তাঁর গৌরব হবে।

৮। মালাখি ভাববাদির সময়ে যে যাজকরা ছিল ঈশ্বর তাদের কাজের উপর অসম্মত হয়েছিলেন কেন?.....

...

আমরা আর একটি বিষয়ের কথা বলবো, যা ঈশ্বরের নামের অসম্মান করে। আমরা যখন মানুষের অনুসারী হই, বা কোন

ଏକଜନ ମାନୁଷେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାମନେ ରୋଧେ, ତାର ମତ ହତେ ଚାଇଁ.
ତୁଥିଲା ଶୟତାନ ମାନୁଷେର ଉପାସନା ଦିଯେ ଆମାଦେର ହାଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ
ଓ ଈଶ୍ଵରକେ ସେଖାନ ଥିକେ ସରିଯେ ଦେଇଁ । କରିଛେର ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମିକ ଏହି
ଅବହ୍ଵା ହସ୍ତେଛିଲ । ତାଦେର କିଛୁ ଲୋକ ଗୋଲେର ଅନୁସାରୀ (ବା ଗୋଲେର
ଦଲେର) ଛିଲ, କିଛୁ ଲୋକ ଆପଙ୍ଗୋର ଅନୁସାରୀ ଛିଲ ଆର କିଛୁ ଲୋକ
ପିତରେର ଅନୁସାରୀ ଛିଲ । ଏହିଭାବେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ମତଦେଦ ଦେଖେ
ଦିଯେଛିଲ । ତାରା ଈଶ୍ଵରର ବଦଳେ ତାଦେର ହାଦୟ ସିଂହାସନେ ମାନୁଷକେ
ବସିଯେଛିଲ । ତାରା ଈଶ୍ଵରର ଗୋରବେର ଚେଷ୍ଟା ନା କରେ ବରଂ ପୌଳ,
ଆପଙ୍ଗୋ । ଓ ପିତରେର ନାମ ନିଯେଇ ବେଶୀ ବ୍ୟାତ ଛିଲ । କି ଜଜ୍ଞାର
ବିଷୟ ! ବିଶ୍ୱାସୀରା ଈଶ୍ଵରର ଚେଷ୍ଟେ ମାନୁଷକେ ବେଶୀ ସମମାନ ଦେଇଁ । କି
ଭ୍ୟାନକ ବ୍ୟାପାର ! ପୌଳ, ଆପଙ୍ଗୋ ଓ ପିତରେର ମଧ୍ୟେ ଖାରାପ କିଛୁଇ
ଛିଲନା । ତାରା ସକଳେଇ ଛିଲେମ ଈଶ୍ଵର ଭତ୍ତାକୋକ । କରିଛେର ବିଶ୍ୱା-
ସୀରାଇ ଖାରାପ କାଜ କରେଛିଲ, ତାରାଇ ତାଦେରକେ ହାଦୟ ସିଂହାସନେ
ବସିଯେଛିଲ ଏବଂ ଈଶ୍ଵରର ଚେଷ୍ଟେ ବେଶୀ ସମମାନ ଦିଯେଛିଲ । ଆସୁନ
ଈଶ୍ଵରକେ ଆମରା ହାଦୟ ସିଂହାସନେ ବସାଇ, ତୋକେଇ ଆମରା ଉପା-
ସନା କରି !

୯) ୧ କରିଛୀଯ ଓ ୧-୭ ପଦ ପଡ଼ୁନ ଏବଂ କରିଛେର ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମିକ କି
କି ଖାରାପ ବିଷୟ ଛିଲ ବଲୁନ ।

....

“ଶଣ୍ଟ ସିଂହାସନ”-ଏକଟି ଭୁଲ ଧାରଣା

ଲଙ୍ଘ-୩ : ବିଶ୍ୱାସୀର ହାଦୟେ ସିଂହାସନ ଦର୍ଶନ କରବାର ଜନ୍ୟ ଶୟତାନ ସେ
ସବ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରେ ଦେଉଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତେ ପାରା ।

ଶୟତାନ ଫାଁକିବାଜ ଓ ଈଶ୍ଵରର ଅବାଧ୍ୟ । ଏକସମୟ ସେ ଈଶ୍ଵରର ପ୍ରଧାନ
ଅର୍ଗଦୁତଦେର ଏକଜନ ଛିଲ । ସେ ଅହଂକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟେ ଈଶ୍ଵରର ବିରଳମ୍ବେ
ବିପ୍ରୋହ ଘୋଷନା କରେ ଓ ତୋର ସିଂହାସନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତେ ଚାଯ । ଅନେକ
ଅର୍ଗ ଦୁତ ତାର କଥାଯ ଭୁଲେ ତାର ଦଲେ ଘୋଗ ଦେଇଁ । ସିଂହକେଳ
୨୮ : ୧-୭ ପଦେ ସୋରେର ରାଜାର ବିଷୟ ପଡ଼ୁନ । ଏଠି ଶୟତାନେର
ଅବାଧ୍ୟତାରାଇ ଏକଟି ଛବି । ଈଶ୍ଵର ଶୟତାନ ଏବଂ ତାର ଦଲେ ଘୋଗ ଦାନ-

কারী অর্গন্তদের অর্গ থেকে তাড়িয়ে দেন ও শয়তানকে পৃথিবীতে ফেলে দেন। তারপর থেকে সে এখানেই রাজত্ব করছে। ইঁশ্বরের ইচ্ছা, শয়তানকে দূর করে দিয়ে জগতের উপর আবার তার রাজত্ব গড়ে তোলা। তিনি প্রথমে প্রভু যীশুকে পাঠিয়েছিলেন। যীশু পাপ ও মৃত্যুর উপর জয়লাভ করে শয়তানের ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছেন। শেষ কালে তিনি শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন ও এই জগতের উপর রাজত্ব করবেন।

- ১০) যিহিক্কেল ২৮ : ১-৭ পদ-সোরের রাজার কথা ও সেই সংগেঃ-
- ক) খুণ্টের পৃথিবীতে ফিরে আসবার কথা বলে।
- খ) শয়তানের চুরান্ত পরাজয়ের কথা বলে।
- গ) শয়তানের বিদ্রোহের কথা বলে।

ইঁশ্বরের এই ইচ্ছা সাধন করবার জন্য যীশু সে কাজ করেছিলেন। ইবুয় ২ : ১৪-১৫ পদে তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে।

“যীশু নিজেও মানুষ হয়ে জন্ম প্রাপ্ত করলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই শয়তানকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তি-হীন করেন, আর মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন দাসের মত কাটিয়েছে তাদের মুক্ত করেন।”

শয়তান এখনো এই জগতের উপর রাজত্ব করছে। কিন্তু তার রাজত্ব শৈয়ুই শেষ হয়ে যাবে। সে এখনো অবিশ্বাসীদের হাদয় সিংহাসনে বসে তাদের উপর রাজত্ব করে। শীত্ব যীশু ফিরে আসবেন আর তখন তিনি এই জগতের উপর এবং জগতে যারা আছে তাদের সকলের উপর রাজত্ব করবেন। শয়তানের ক্ষমতা ও রাজত্ব চির-দিনের মত শেষ হয়ে যাবে। যারা প্রভু যীশু খুণ্টে বিশ্বাস করে, তাদের উপর তার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। সে আর তাদের হাদয় সিংহাসনে নেই। বিশ্বাসীর হাদয় থেকে হানাদার শফতানকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হালে লুঘা! ইঁশ্বরের প্রশংসন হোক।

୧୧) ଯାରା ମୃତ୍ୟୁର ତଥେ ଦାସେର ମତ ଜୀବନ କାଟାଗୋ ପ୍ରଭୁ ତାଦେର କିଭାବେ ମୁକ୍ତ କରେଛେ ?

...

ବିଶ୍ୱାସୀର ହାଦୟେ କେଉଁ କି ରାଜ୍ୟ କରେ ନା ? ଏଥାନେ ଏକଟା ବଞ୍ଚି ଶେଷ୍ଠାର ବିଷୟ ଆଛେ । ଶୁଣ୍ୟ ସିଂହାସନ ବଲେ କୋନ କିଛି ନେଇ । ହୟ ଈଶ୍ଵର ସିଂହାସନେ ଥାକେନ, ନୟ ତୋ କୋନ ଏକ ହାନାଦାର ତା ଦର୍ଖଳ କରେ ଥାକେ । ଏକଜନଙ୍କେ ତାଡ଼ିରେ ଦିଜେ ଅନ୍ୟଜନ ତାର ଛାନ ଦର୍ଖଳ କରେ । ଆସଲେ କେଉଁ ସଦି ତାଡ଼ିରେ ନା ଦେଇ ତବେ କୋନ ଶାସକଈ ନିଜେର ସିଂହାସନ ଛେଡ଼ ସାଥୀ ନା ।

୧୨) ‘ଶୁଣ୍ୟ ସିଂହାସନ’ କଥାଟିର ଭାବି କୋଥାଯା ?

କିଛିଲୋକ ମନେ କରେ ତାଦେର ହାଦୟେ କୋନ ଶାସକ ନେଇ । ଏଇ ଲୋକେରା ବଲେ ସେ ତାରା ନିଜେରାଇ ତାଦେର ଜୀବନେର ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଇ ତାଦେର ଉପର ରାଜ୍ୟ କରେ ନା । କି ଭୟାନକ ଭୁଲ ଧାରଗା । ତାରା ନିଜେଦେଇ ବୋକା ବାନାଯା ।

“ତୋମରା କି ଜାନ ନା ସେ, ଦାସେର ମତ ସଥିନ ତୋମରା କାରାଓ ହାତେ ନିଜେଦେଇ ଭୁଲେ ଦାଓ ଏବଂ ତାର ଆଦେଶ ପାଲନ କରତେ ଥାକୁ ତଥିନ ତୋମରା ଆସଲେ ତାର ଦାସଈ ହୟେ ପଡ଼ି ସେଇଭାବେ ତୋମରା ପାପେର ଦାସ ହୟେ ମରବେ, ନୟ ଈଶ୍ଵରେର ଦାସ ହୟେ ନ୍ୟାୟ କାଜ କରବେ”
(ରୋମୀୟ ୬ : ୧୬ ପଦ) ।

ସେ ପ୍ରଭୁର ଆଦେଶ ପାଲନ କରି ଆମରା ତାରାଇ ଦାସ । ଆପନାର ଜୀବନେ ପାପ ନେଇ, ଏକଥା କି ଆପନି ବଜାତେ ପାରେନ ? ଆପନି ନିଜେର ଈଛା ଅନୁଷ୍ଠାନୀ କାଜ କରଇଛେ ନା, ଏକଥା ଆପନି ବଜାତେ ପାରେନ କି ? ଆପନାର ମନେର ଆବେଗ ଆପନାକେ ଚାଲାଛେ ନା, ଏକଥାଓ କି ଆପନି ବଜାତେ ପାରେନ ?

୧୩) ଆପନାର ପ୍ରଭୁ କେ, ତା କିଭାବେ ଜାନା ସାଥୀ ?

অগতের বস্তুগুলি যদি আপনার জীবনকে চালাই, অথবা আপনার জীবনের উপর এদের প্রভাব থাকে, তাহলে আপনি বজতে পারেন না যে আপনি মৃত্যু বা স্বাধীন। আপনি কখনই আপনার নিজের প্রভু নন। আপনার নিশ্চয় কোন একজন রাজা আছেন। তাকে আপনি শয়তান না-ও বজতে পারেন। আপনি তাকে বজতে পারেন “আমি” কিন্তু শয়তানই এই মন “আমিকে” আপনার হাদয় সিংহাসনে বসায় এবং এই “আমি” এর মাধ্যমে আপনার উপর রাজ্য করে।

রাজার নামের প্রতি সম্মান

শঙ্ক্ষণ্য—৪ : রাজার নামে কি কি করা যায় এবং তাঁর নাম সম্মান পাবার ঘোষ্য কেন তা বর্ণনা করতে পারা।

নামের শক্তি

মাথি ৬ঃ৯ পদ বলে, “তোমার নাম পবিত্র বলে মানা হোক”। এখানে ঈশ্বরের নিজের কথা না বলে তাঁর নামের কথা বলা হয়েছে কেন? “তুমি পবিত্র বলে মান্য হও” এই রকম বলা যেতে, কিন্তু তা বলা হয়নি কেন? একজন লোক কি তাঁর নামের চেষ্টে বড় নয়? একটা নাম কিভাবে এত বড় হয়?

একজন লোক যখন একটা কাগজে নিজের নাম সই করে, তখন সে বুঝায় যে ঐ কাগজে মেখা কথাগুলি সে পালন করবে। একজন গরীব লোক যদি অনেক টাকার প্রতিশুতি দিয়ে একটি কাগজে নাম সই করে, তাঁর কোনই অর্থ হয় না। সে তাঁর নামের অপব্যবহার করছে মাত্র। আপনি যা করতে পারেন না তা করবার জন্য নাম সই করা ঠিক না।

ঈশ্বরের নামের অর্থ নিয়ে চিন্তা করুন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন। তাঁর ধন-সম্পদের কোন সীমা নেই; তাঁর সব কিছুই আছে। তাঁই ঈশ্বর যদি

କୋନ କାଗଜେ ନିଜେର ନାମ ସଇ କରେନ, ତାହଲେ ତିନି ସା କରବେନ ବଲେଛେ ତା ତିନି କରତେ ପାରେନ, ଏ ବିଷୟେ ଆପଣି ନିଶ୍ଚିତ ହତେ ପାରେନ ।

୧୪) ଈଶ୍ଵର ସା ବଜେନ ତା ତିନି କରତେ ପାରେନ, ଏ ବିଷୟେ ଆପଣି କିନ୍ତୁବେ ନିଶ୍ଚିତ ହତେ ପାରେନ ?

...

‘କିନ୍ତୁବେ’ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହୟ ତା ଜାନତେ ହଲେ ଆମାଦେର ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ହବେ ସେ, ଈଶ୍ଵର ସା ବଲେଛେ ତା ତିନି କରବେନ, ସଦି ଆମରା ତୀର ନାମେ ଚାଇ । ଈଶ୍ଵର ତୀର ବାକୋ (ବାଇବେଳେ) ଅନେକ କିଛୁ କରବାର କଥା ବଲେଛେ । ତୀର କଥାଯେ ସମେହ କରା ଯାନେଇ ତୀର ନାମେର ଅପମାନ କରା । ଧର୍ମନ ଈଶ୍ଵରେର ନାମେ ସଇ କରା ଏକଟା ଚେକ୍ ତିନି ଆମାଦେର ଦିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଆମରା ସେଟି ବ୍ୟାଂକେ ନିଯ୍ମେ ସେତେ ଚାଇନା । କାରଗ ଐ ଚେକଟି ଡାଂଗିଯେ ଦେବାର ମତ ଟାକା ଈଶ୍ଵରେର ନାମେ ଜମା ଆଛେ, ଏକଥା ଆମରା ବିଶ୍ୱାସ କରି ନା ।

ସାଧୁମୌଳ ବଲେଛେ, “ଉଦ୍‌ଧାର ପାବାର ଜନ୍ୟ ସେ କେଉଁ ପ୍ରଭୁକେ ଡାକେ, ସେ ଉଦ୍‌ଧାର ପାବେ” (ରୋମୀୟ ୧୦ : ୧୩ ପଦ)

ସୀଶ ବଲେଛେ, “ତୋମରା ସଦି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତବେ ତୋମରା ସା ଚାଇବେ, ତା-ଇ ପାବେ” (ମଧ୍ୟ ୨୧ : ୨୨ ପଦ) ।

ଈଶ୍ଵର ବଜେନ, “ଆମି ସଦାଶ୍ଵତ୍ତୁ ତୋମାର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ” (ଶାର୍କା ୧୫ : ୨୬ ପଦ) ।

ବିଶ୍ୱାସୀରା ବା ଈଶ୍ଵରେର ସନ୍ତାନେରା ସଦି ଈଶ୍ଵରେର ନାମ ସଇ କରା ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନାର ମାଧ୍ୟମେ ତୀର କାହେ ନିଯ୍ମେ ଯାଇ ତବେ ତିନି ଅବଶ୍ୟାଇ ଉତ୍ତର ଦେବେନ ।

୧୫) ଉପରେର ପଦଙ୍ଗଲି ଈଶ୍ଵରେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମାଦେର କି ବଲେ ? ...

...

ইঁশ্বরের বাক্যে এমন আরো অনেক প্রতিজ্ঞা আছে। সবগুলিতেই তিনি নিজের “নাম সঁই” করেছেন। এগুলির বিষয়ে আপনার সন্দেহ আছে কি? তাঁর বাক্য যে সত্য সে বিষয়ে কি আপনি সন্দেহ করেন? আপনি কি এখনই সকল সন্দেহ দূর করে তাঁর নামের উপর নিভর করতে পারেন? প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে আছে শান! বিশ্বাসের সাথে শান! তাঁরই নামে তাঁর কাছে আছে শান।

আমরা সহজেই মানুষের কথায় বিশ্বাস করি। আমরা ডাঙ্গার, পালক-পুরোহিত, বঙ্গ-বাঙ্গব, এমনকি রাজনীতিবিদদের কথা বিশ্বাস করি। কিন্তু ইঁশ্বরকে বিশ্বাস করা যেন আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আমরা যদি মানুষের নামকে ইঁশ্বরের নামের চেয়ে বেশী সম্মান দিই, তাহলে আমরা কিরূপে আশা করতে পারি যে ইঁশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন? আমরা যদি ইঁশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলির চেয়ে বরং মানুষের কথাকে বেশী বিশ্বাস করি, তাহলে ‘কিংতু’ প্রার্থনা করতে হয় তা আজও আমরা জানিনা। ইঁশ্বর নিজের নামে আমাদের যে প্রতিজ্ঞাগুলি দিয়েছেন, সেগুলিকে অন্য সব কিছুর চাইতে বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে করা উচিত নয় কি?

১৬) বা পাশের কথাগুলির সাথে ডান পাশের শান্তাংশগুলির মিল দেখান।

…ক) “আমি সদাপ্রভু—তোমার আরোগ্যকারী।

১) মথি ২১ : ২২ পদ।

…খ) “তোমরা যদি বিশ্বাস করে প্রার্থনা কর, তবে

তোমরা যা চাইবে তা-ই পাবে। ২) ঘাঁঝা ১৫ : ২৬ পদ।

…গ) উক্তার পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকে, সে

উক্তার পাবে। ৩) রোমীয় ১০ : ১৩ পদ।

রাজাৰ খ্যাতি বা সুনাম

কোন একজন লোকের নাম, তার সুনাম বা দুর্নাম বহন করে। আপনার নাম থেকে আপনার চরিত্র গঠিত হয় না, বরং আপনার

ଚରିତ୍ର ଥେକେଇ ଆପନାର ନାମ ହୟ । ଆପନି ସଦି ଏକଜନ ଅସତ୍ତ୍ଵୀକ ହନ ତବେ ଲୋକେ ଆପନାକେ “ଦୂର୍ନାମ” ଦେବେ । ତାରା ବଜିବେ ଲୋକଟାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରା ଯାଇ ନା” । ଅସତ୍ତ୍ଵ ହୃଦୟର ଜନ୍ୟ ଆପନି ଏହି ଦୂର୍ନାମଟି ପେହେଛେ । ସବାଇ ଆପନାକେ ଖାରାପ ଲୋକ ବଲେ ଜାନବେ । ଆଗନି ବଜିତେ ପାରେନ, ଓଟା ଆମର ନାମ ନୟ, ଆମର ନାମ ସତ୍ୟବାବୁ । କିନ୍ତୁ ଯାରା ଆପନାକେ ଜାନେ ତାଦେର କାହେ ଏତେ କୋନାଇ ଫଳ ହବେ ନା । ଆପନାକେ “ଅସତ୍ତ୍ଵ ବାବୁ” ବଲେଇ ଜାନବେ । ଖ୍ରୀଣିଟିଆନ ହିସାବେ ଆମରା ସବ ସମୟ ଆମାଦେର ସୁନାମକେ ଈଶ୍ୱରେର ଗୌରବେର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବୋ ।

ବାଇବେଳ ବଲେ “ତୋମାର ଈଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁର ନାମ ଅନର୍ଥକ ଲାଇଓ ନା” (ସାତା ୨୦ : ୭ ପଦ-ପୁରାନୋ ଅନୁବାଦ) । ଏହି କଥାଟି ଅନ୍ୟଭାବେও ବଲା ଯାଇ, “ଖାରାପ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେ ତୋମାର ଈଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁର ନାମ ବ୍ୟବହାର କୋର ନା” । ସଥନ ଆମରା କୋନ ପ୍ରଯୋଜନ ଛାଡ଼ାଇ ଈଶ୍ୱରେର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ଅଥବା ସଥନ ଈଶ୍ୱରେର ଗୌରବେର ଜନ୍ୟ କରିନା, ତଥନ ଖାରାପ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେ ତୀର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି । ଏକେ ବଲା ହୟ “ହଳକ କରା” ବା “ଦିବ୍ୟ ଦେଓରା” । ସଥନ ଈଶ୍ୱରେର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାକେ ନା, ତଥନ ସେ କୋନ କାରନେ, ସେମନ ବିରତି ବା ବିଶମୟ ପ୍ରକାଶ କରତେ ଗିଯେଓ ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରେ ଥାକି, ଏଠାଓ ଅନର୍ଥକ ଈଶ୍ୱରେର ନାମ ନେଓରା । ଆମରା ସଦି କେବଳ ମନେର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶେର ଜନ୍ୟ ତୀର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି, ଉପାସନାର ଜନ୍ୟ, ଭକ୍ତିଭାବେ ନା କରେ, ତବେ ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ନାମେର ଅପମାନାଇ କରି ।

୧୭) ଈଶ୍ୱରେର ନାମକେ ସମାନ ଦେଖାନୋର ତିନଟି ଉପାୟ ବଲୁନ ।

...

“କିଭାବେ” ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହୟ, ତା ଜାନବାର ଜନ୍ୟ ସେ ସବ କାଜ ଆମାଦେର ଅବଶ୍ୟାଇ କରତେ ହବେ, ତାର ଏକଟା ତାଲିକା ଦିଯେ ଆମରା ଏହି ପାଠ ଶେଷ କରିବୋ ।

୧) ଆମରା ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକେ ଆମାଦେର ହାଦସ୍ୱେର ରାଜାରାପେ ସମାନ କରିବୋ ।

- ২) আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান
এবং অর্পের নাগরিক। অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আমরা
আমাদের হাদয়ের সিংহাসনে বসতে দেব না।
- ৩) আমরা অবশ্যই তাঁর নামের শঙ্খিতে বিশ্বাস করবো, আর
তিনি আমাদের যা দেবেন বলেছেন তা চাইবো।
- ৪) আমরা আমাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে প্রকাশ করি, একথা
মনে রেখে আমাদের প্রতিটি কথায় ও কাজে সতর্ক হতে হবে।

ପ୍ରାକ୍ତିକ୍ଷା-୪

ସଂକ୍ଷେପେ ଲିଖୁନ । ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଂଠିକ ଉତ୍ତର ଦିନ ।

୧) ଉପାସନାଯି ଦାସ ଓ ପୁତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ସେ ସ୍ଵାବ ଧାନ ତା ବୁଝିଯେ ବଲୁନ ...

...

୨) ଅନ୍ୟ ଲୋକେରୋ ସେ ଦେବତାଦେର ଉପାସନା କରେ ତାଦେର ସଂଗେ
ଆମାଦେର ପିତା ଈଶ୍ୱରେର ସଂଗେ ଏକଟି ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ କି ? ...

...

୩) ଏମନ ତିନଟି ବିଷୟ ବଲୁନ ସେଗଲିକେ ଶୟତାନ ଆମାଦେର ହାଦସ
ସିଂହାସନେ ବସାଯ ସେନ ହୀଣକେ ମେଥାନ ଥେକେ ବେର କରେ ଦିତେ ପାରେ ...

...

୪) କରିଛେର ମଣ୍ଡଳୀ କିଭାବେ ଖୁଣ୍ଡେଟର ଅଗମାନ କରେଛି ?

...

...

୫) “ଶୁନ୍ୟ ସିଂହାସନ” କଥାଟିର ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁଲ ଧାରଣା ଦେଓଯା ହେବେ ?

...

...

୬) କିଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହେବା ଶିଖ୍‌ବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଚାରାଟି
ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟାଇ କରତେ ହେବେ, ଚତୁର୍ଥ ପାଠେର ଶେଷେ ଏବ ଏକଟି ତାଲିକା
ଦେଓଯା ହେବେ । ଏ ଚାରାଟି ବିଷୟ କି କି ଲିଖୁନ ।

...

...

...

...

...

...

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

- ১) (যে কোন দুটি) বাধ্য, উপাসনা, প্রেম, মহিমা, সম্মান।
- ২) আমরা দাস বা চাকর নই, আমরা পুত্র। তিনি আমাদের ভালবাসা এবং উপাসনা পেতে চান।
- ৩) ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে এমন উপাসনা চান, যা একান্ত ব্যাক্তিগত, প্রশংসা সূচক ও তাঁর সম্মান জনক।
- ৪) ঘেন আমরা প্রত্তু যৌন খুঁটে বিশ্বাস করি এবং একে অন্যকে ভালবাসি।
- ৫) ক) সত্য
থ) মিথ্যা
গ) সত্য
ঘ) সত্য
- ৬) ক) শয়তান “আমিত্তকে” তার হাদয়ের সিংহাসনে বসিয়েছে।
- ৭) আমাদের উপাসনা এবং সহভাগিতা।
- ৮) কারণ তারা তাঁর নামের গৌরব করেনি।
- ৯) দমাদলি ও মানুষের অনুসারী হওয়া।
- ১০) (গ) শয়তানের বিপ্রোহের কথা বলে।
- ১১) প্রত্তু যৌন তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শয়তানের শক্তিকে ধ্বংস করেছেন।
- ১২) শুন্য সিংহাসন বলে কিছু নেই। হয় ঈশ্বর সিংহাসনে থাকেন, নয়তো কোন এক হানাদার তা দখল করে থাকে।
- ১৩) আমরা, যে প্রত্তুর আদেশ পালন করি, আমরা তারই দাস।
- ১৪) তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ।
- ১৫) তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন।
- ১৬) ক)=২) ঘাজা ১৫ : ২৬ পদ।
থ)=১) মথি ২১ : ২২ পদ।
গ)=৩) রোমীয় ১০ : ১৩ পদ।
- ১৭) আমাদের বিশ্বাস, ধার্য ও আচরণের দ্বারা।

ମେ ପାଠ

ଏକଟି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ଧେଷ୍ଣ

“ତୋମାର ରାଜ୍ୟ ଆସୁକ”

ମଥି ୬ : ୧୦ ପଦ ।

ବେଶୀର ଭାଗ ଲୋକେର ଜୀବନେଇ ଏକଟା ପରିକଳନା ଥାକେ । କେଉଁ ଭାଙ୍ଗାର ହତେ ଚାଯ, କେଉଁବା ଉକିଲ ହତେ ଚାଯ । ତାରା ଧନୀ ଏବଂ ସୁପରିଚିତ ଲୋକ ହତେ ଚାଯ । ତାରା ତାଦେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୌଛାଲେ ପର ତାଦେର ଜୀବନ କେମନ ହବେ ସେ ବିଷୟେ ତାରା ମନେ ମନେ ଏକଟା ଛବି ଏକେ ନେଇ । ତାରା ନିଜେଦେର ଅନ୍ତରେ ଏକଟା ରାଜ୍ୟ ତୈରୀ କରେ ।

କତକ ଲୋକ ଆହେ ଯାଦେର ନିଜେଦେର କୋନ ପରିକଳନା ନେଇ । ତାରା କୋନ ଏକଜନ ଶତଳୋକକେ ବେହେ ନିଯେ ତାର କାଜେ ଆରା ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅନ୍ୟ କାରୋ ପରିକଳନାଯ ଅଂଶ ନିତେ ପେରେଇ ଏରା ସୁଥୀ । ଏକଜନ ଖୁଣ୍ଡିଟ୍ସାନେର କାଜଓ ଠିକ ଏହି ରକମ । ସେ ନିଜେର ଜନ୍ୟ କୋନ ରାଜ୍ୟ ଗଡ଼େ ନା । କୋନ ବଡ଼ କାଜ କରେ ବିଦ୍ୟାତ ହେତୁର ଚେତ୍ଟାଓ ତାର ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଈଶ୍ୱରର ପୌରବ ଚାଯ, ସେ ଚାଯ ଈଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟ ଆସୁକ । ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ବଦା, “ତୋମାର ରାଜ୍ୟ ଆସୁକ !” ତାର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟ ଆସାର କାଜେ ଅଂଶ ନେଓଯା । ସେ ଏଜନ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାଇ କରେନା, କିନ୍ତୁ ସୀଞ୍ଚର ସେଇ ମହାନ ଆଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଜନ୍ୟ କାଜଓ କରେ ।

ବିଶ୍ୱାସୀକେ ସବ ସମୟ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହବେ, “ପ୍ରଭୁ ଆମି ଫେନ୍ ଆମାର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୋମାରଇ ରାଜ୍ୟ ଗଡ଼େ ତୁମି !” ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆହେ ଯାରା ଖୁବଇ ବ୍ୟକ୍ତ । ତାରା ଆସଲେ ଈଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ନିଜେଦେର ରାଜ୍ୟ ଗଡ଼େ ତୁଳବାର କାଜେଇ ବ୍ୟକ୍ତ ।



পাঠের খসড়া

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃতি

ঈশ্বরের রাজ্যের স্থান

ঈশ্বরের রাজ্যের সময়

ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তার

মহান আদেশ

পূর্ণতা লাভ

ঈশ্বরের রাজ্যের মহিমা

খুণ্টি বিশ্বাসীদের সভায়

খুণ্টি বিশ্বাসীদের উপাসনায়

পাঠের জন্ম

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* ঈশ্বরের রাজ্যের অদৃশ্য বা আত্মিক দিক ও তার দৃশ্য বা বাহ্যিক দিকের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

* মথি ২৮ : ১৯-২০ পদে খুণ্টি যে আদেশ দিয়েছেন, সেই আদেশ পাইনে আপনার কাজ কি তা বুঝতে ও করতে পারবেন।

* খুচেটের দেহের মধ্যে যে স্থানীয় মণিশুলি আছে সেগুলির উপাসনা কেন একমাত্র খুচেটকে কেশদ্র করে হবে তা বুঝতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

- ১) পাঠের বিস্তারিত বিবরণের এক একটি অংশ পড়ুন। পাঠের মধ্যে যে সব প্রশ্ন আছে সেগুলি এবং পাঠ শেষ করে পরীক্ষার শুল্ঘণ্ডের উভয় দিন।
 - ২) নাম উল্লেখ করে পাঁচ জন মিশনারীর জন্য প্রার্থনা করুন এবং তাদের মধ্যে কোন এক জনকে একটি চিঠি লিখে কিছু উৎসাহ দিন।
 - ৩) প্রকাশিত বাক্য ১ : ১২-১৮ পথে “চির-জীবন্ত” ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। এই “চির-জীবন্ত” ব্যক্তির বর্ণনা লিখুন।
 - ৪) প্রথম চারটি পাঠে আপনি যে সব নতুন শব্দ শিখেছেন সেগুলি আবার দেখুন।
-

মূল শব্দাবলী

বাণিক, বিদ্রোহ, বিস্তার, ভিসা, বাহ্য, বাতিদান, উচ্ছিসিত সুউচ্চ গলায়,

...

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ— ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃতি

জ্ঞান্য—১ : ঈশ্বরের রাজ্য এখন কি রূপ, আর পরেই বা কিম্বকম হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারা। ঈশ্বরের রাজ্যের মত আর কোন রাজ্য নেই। ঈশ্বরের মত আর কোন রাজ্যাও নেই।

ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଏଥିନିଇ ଆଛେ, ତବୁও ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି । ଏଥିନ ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଦେଖିତେ ପାଇ ନା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ରୁଇ ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଦେଖିତେ ପାବ । ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ତବୁଓ ତାର ମହିମା ଆମାଦେର ଜୀବନେ ବା ଆମାଦେର ଚାରିଦିକେ ଦେଖି ।

୧) ପ୍ରତିଟି ସ୍ମତ୍ୟ ଉତ୍ତିଃ ଚିହ୍ନିତ କରନ ।

- କ) ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଏଥିନ ଆଛେ ।
- ଖ) ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ।
- ଗ) ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଅନ୍ତରେ ।
- ଘ) ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାବ ।

ସେ ସବଳ ବିଷୟର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ହୁବେ, ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଦେଶଗିର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ୟତମ । ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରେର ଧାର୍ମିକତା ଦୁ-ଇ ସମାନ । କେନେଇ ବା ହବେନା ? ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟଇ ଈଶ୍ୱରେର ଧାର୍ମିକତା । ତାଇ, ସେ ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ପେତେ ଚାଯ, ସେ ଈଶ୍ୱରେର ଧାର୍ମିକତା ଚାଯ, । ସେ ଈଶ୍ୱରେର ଧାର୍ମିକତା ଚାଯ, ସେ ଈଶ୍ୱରକେଇ ଚାଯ ! ଆପଣି ଈଶ୍ୱରକେ ତୋର ଧାର୍ମିକତା ଥେକେ ଆଲାଦା କରିଲେ ପାରେନ ନା । ତାଇ, ତୋମାର ନାମ, ତୋମାର ରାଜ୍ୟ, ତୋମାର ଧାର୍ମିକତା-ଏଣ୍ଟଲିକେ ଆଲାଦା କରା ଯାଯା ନା । ଆପଣି ଏଦେର କୋନ ଏକଟିକେ ବାଦ ଦିଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେତେ ପାରେନ ନା । ସେ ଲୋକ ଏଣ୍ଟଲିକେ ଅନ୍ୟ ସବ କିନ୍ତୁର ଚେଯେ ବେଶୀ କରେ ଚାଯ, ସେ ଠିକଭାବେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ।

୨) ଈଶ୍ୱରେର ନାମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଆଲାଦା କରା ଯାଯା ନା କେନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ ।

ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ

ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ କୋଥାଯ ? ଅର୍ଗେ ? ହ୍ୟା, ଅର୍ଗେ । ପୃଥିବୀତେ ? ହ୍ୟା, ପୃଥିବୀତେଓ ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ହବେ । ମାନୁଷେର ଅନ୍ତରେ ? ଅବଶ୍ୟାଇ, ତବେ ଧାରା ଝୁଣ୍ଡଟିକେ ଥିଲା କରେ କେବଳ ତାଦେଇ ଅନ୍ତରେ ।

একি করে হয় ? বেশ তাহলে বলি,-কোন একজন লোক যদি একটা রাজ্যের ভাল নাগরিক হতে চায়, তবে প্রথমে সেই রাজ্যটি তার অন্তরে থাকতে হবে। এমন অনেক নেতা আছে যারা জোর পূর্বে তাদের রাজ্য শাসন করে। নাগরিকরা তাদের ভয় করে বলে তাদের বাধ্য হয়। কিন্তু এই রূপম নেতারা তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেনা। কারণ তাদের রাজ্য লোকদের অন্তরে নয়। একবার সুযোগ পেলেই নাগরিকরা বিপ্লব করবে। তারা পুরানো নেতাকে সরিয়ে তার বদলে এমন একজনকে বেছে নেবে যাকে তারা ভাল-বাসে ও বিশ্বাস করে।

সারা পৃথিবীতেই এমন ঘটনা অনেক ঘটছে। অনেক খারাপ নেতা তার লোকদের বাহ্যিক সমাদর ও প্রশংসা পাচ্ছেন। তারা যাতে রেংগে না যান এই জন্য তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যই লোকেরা এরূপম করে থাকে। মুখে প্রশংসা করলেও তারা অন্তরে তাদের ঘূনা করে। তাদের অন্তরে এদের জন্য কোনই স্থান নাই।

৩) একটা সত্যিকার রাজ্য অবশ্যই মানুষের অন্তরে থাকতে হবে।
কারণ—

- ক) রাজ্যটি যদি মোকদ্দের অন্তরে না থাকে তবে তা টিকে থাকতে পারেনা।
- খ) বাধ্যতা কেবল অন্তর থেকেই আসতে পারে।
- গ) রাজ্য শক্তিশালী করতে হলে নাগরিকদের অবশ্যই রাজাকে ভয় করতে হবে।

এই জন্যই আমরা বলি যে, কোন লোক যদি একটা রাজ্যের ভাল নাগরিক হতে চায়, তবে প্রথমেই সেই রাজ্যটি তার অন্তরে শক্তি ও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর এই কারণেই ঈশ্বরের রাজ্য চিরছায়ী। তাই আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের রাজ্যের স্থান হোল মানুষের অন্তর।

ঈশ্বরের রাজ্য কেবল মাত্র বিশ্বাসীদের অন্তরই নয়। এমন এক দিন আসবে যখন খুণ্ট একটি “দুশ্য” বা জাগতিক ও আক্ষরীক রাজ্যের উপরও রাজস্ব করবেন। সেই রাজ্য হবে সমস্ত পৃথিবীর ও তার অধ্যবতী সমস্ত লোকদের নিয়ে।

ବିଶ୍ୱାସୀର କାହେ ଏହି ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟଟିର ନୁତନଙ୍କ ହବେ ଏହି ସେ, ଏହି ଆଗେ ତାର କାହେ "ଅଦୁଶ୍ୟ" ଛିଲ କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ସେଟି "ଦୁଶ୍ୟ," କିନ୍ତୁ ରାଜୋର ଶୁଣୁଳି ଏକଇ ରକମ ଥାକବେ । ପରିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାର ଦେଓଯା ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏକଇ ରକମ ଥାକବେ । ଏଣୁଳି ବିଶ୍ୱାସୀର କାହେ ନତୁନ ବିଷୟ ହବେ ନା । କାରଣ ତାର ଆଜ୍ଞାକ ଜନ୍ମେର ଦିନ ଥେବେଇ ସେ ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟର ଏକଜନ ନାଗରିକ ।

୪) ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ପରିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାର ଦେଓଯା.....,.....ଏବଂ.... । ଏହି ଦୁଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟଟି ସେଦିନ ଆସବେ ସେଦିନଟି କିତ ସୁମ୍ପର ହବେ ! ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟର ଆସିଲ ରୂପ ଯାରା ଜାନେ, ସେଦିନ ତାଦେର କି ଆନନ୍ଦ-ଇ ନା ହବେ । ତାରା ପରିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାର ଦେଓଯା ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏବ ଅର୍ଥ ଜାନେ, ଆର ସେଇରାପ ଜୀବନ ଯାଗନାଇ କରରେହେ ।

ହ୍ୟା, ସେଦିନ ଅନେକେଇ ଆନନ୍ଦ କରବେ । କିନ୍ତୁ ଯାରା ଜ୍ଞାନକର୍ତ୍ତାକେ ଜାନେ ନା ତାଦେର ଅବଶ୍ଵା କି ହବେ ? ସେ ଜାତିଶୁଳି ସୀତର କଥା କଥନଙ୍କ ଶୋଭେନି ତାଦେର ଅବଶ୍ଵା କି ହବେ ? ପ୍ରଭୁ ସୀତ ଉନ୍ଧାର କରରେନ ବା ପରିଜ୍ଞାନ କରରେନ, ଏକଥା ସଦି ଆମରା ତାଦେର କାହେ ନା ବଜି ତବେ ତାରା ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଡୋଗ କରତେ ପାରବେନା ।

ଏହି ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଖୁବଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଥାକା ଉଚିତ ! ଆମାଦେର ଆରା ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚିତ ସେଇ ଏହି ଆଶର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କଥା, ସା ମାନୁଷେର ଅନ୍ତରେ ଶୁଣୁ ହୟ ତା ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଲୋକେରା ଜୀବନରେ ପାରେ ; ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାଜ ଆମରା ଶେଷ କରତେ ନା ପାରି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାଦେର ଆରା ପ୍ରାଗପଗ କରା ଉଚିତ କାରଣ ଏକଦିନ ତାରା ସେଇ ରାଜ୍ୟ ବାସ୍ତବେ ଦେଖତେ ପାବେ, ସଥିନ ସୀତ ଆବାର ଫିରେ ଆସବେନ ଏହି ଜଗତେ ।

ଏହି ମାନେ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହବେ ସେଇ, ସକଳ ହୁଅରେ ସକଳ ଲୋକ ଖୁଲ୍ଲଟିକେ ଥରନ କରେ । ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହବେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ସକଳ ମାନୁଷେର ହାଦୟେ ବିନ୍ଦୁର ଜାତ କରେ । ସ୍ଥିତେର ସୁଧରର ବଜାରର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମାଦେର ସେଥାନେଇ ଯେତେ ବଜାବେନ ଆମରା ସେଥାନେ ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାକବୋ । ପାପୀଦେର ଉନ୍ଧାରେର ଜନ୍ୟ ସେ ଲୋକେର ମନ କାନ୍ଦେ ନା, ସେ ଠିକଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନାଓ କରତେ ପାରେ ନା ।

৫) শারা প্রার্থনা করে, “তোমার রাজ্য আসুক” তাদের অবশ্যই কি করতে প্রস্তুত থাকতে হবে ?

...

...

ষীগুর “মহান আদেশ” যদি আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হয় তবে আমরা যোটেই ঠিকভাবে প্রার্থনা করতে পারি না। আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমাদের কাজ, বক্তু-বাদ্ব, অথবা এই জীবনের প্রতি ভালবাসা, ইত্যাদি কিছুই যেন এই কাজের বাধা অস্তরণ না হয়ে দাঢ়ায়। শারা প্রার্থনা করে “তোমার রাজ্য আসুক” তাদের সমস্ত পৃথিবীতে সব মানুষের কাছে খুঁটিটের সুখবর নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শারা কখনো এই সুখবর শোনে নি, তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্য আসতে পারে না, কারণ শোনার মধ্য দিয়েই বিশ্বাস জয়ে।

ঈশ্বরের রাজ্যের সময়

ঈশ্বরের রাজ্য এখনই আছে। এর সময়ের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এর কোন ধরা বাঁধা নীতি-নীতি নেই। অনা রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে যেমন ভিসা ইত্যাদি দরকার হয়, এই রাজ্যে সে সব নেই। এর কোন জাতীয় পতাকা নেই। এই রাজ্য বিশ্বাসীদের অন্তরে। ঈশ্বর বিশ্বাসীর হাদয় সিংহাসনে বসে সেখান থেকেই তাঁর রাজ্য শাসন করেন। আপনাদের মধ্যেই তো ঈশ্বরের রাজ্য আছে “(লুক ১৭ : ২১ পদ) ! ” ষীগু বললেন, “আমার রাজ্য এই জগতের অন্য কোন রাজ্যের মত নয়। তাঁর রাজ্য আত্মিক রাজ্য। “ঈশ্বরের রাজ্য আসবার সময় কোন চিহ্ন দেখা যায় না” (লুক ১৭ : ২০ পদ) ঠিকই ! এটি বিশ্বাসীদের অন্তরে থাকে বলেই দেখা যায় না। এর নাগরিকদের জীবন ও কাজের মধ্য দিয়েই এই রাজ্য দেখা যায়। নীচের পদটি আমাদের তাই বলে, “ঈশ্বরের রাজ্যে থাওয়া দাওয়া বড় কথা নয়, বড় কথা হল, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সৎ পথে চলা আর শান্তি ও আনন্দ” (রোমীয় ১৪ : ১৭ পদ)। এখানে পুরানো অনুবাদে আছে, “ঈশ্বরের রাজ্য তোজন পান নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি, এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ ! ”

୬) ବା ପାଶେ ଦେଓଯା ବାଇବେଳେର ଉତ୍କିଞ୍ଜଲିର ସଂଗେ ସଂଗେ ଡାନ
ପାଶେର ପଦ ସଂଖ୍ୟାଙ୍କଲିର ମିଳ ଦେଖାନ ।

କ) "ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେଇ ତୋ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ ଆଛେ" ।

୧) ଘୋହନ ୧୮ : ୩୬ ପଦ ।

ଖ) "ଆମାର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତେର ନନ୍ଦ" ।

୨) ଲୁକ ୧୭ : ୨୦ ପଦ ।

ଗ) "ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ ଆସବାର ସମୟ କୋନ ଚିହ୍ନ ଦେଖା ଯାଇ ନା ।

୩) ଲୁକ ୧୭ : ୨୧ ପଦ ।

ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଆମାର ମଧ୍ୟ ଥାକେ ତବେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମାଣୀ
ଦେଖା ଯାବେ । ଆମରା ସବୁ ଅନ୍ୟ ସବ କିଛୁର ଚାଇତେ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟର
ଜନ୍ୟ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରି, ତବେ ଆମାଦେର ବାଢ଼ୀତେ, ଆମାଦେର କାଜେର
ଜୀବନଗାୟ, ଆମାଦେର ବନ୍ଧୁ-ବନ୍ଧୁବଦେର ମଧ୍ୟ ତା ଦେଖା ଯାବେ । ଏହି
ସମସ୍ତ ଜୀବନଗାୟ ଆମରା ନିଜେରା ରାଜ୍ୟ ହବ ନା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହବେନ ।
ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାର ଚାଇତେ ନିଜେଦେର ଇଚ୍ଛାକେ ବଡ଼ କରେ ଦେଖାର ଜନ୍ୟାଇ
ଆମରା ବାଢ଼ୀତେ, କାଜେର ଜୀବନଗାୟ, ଓ ବନ୍ଧୁ-ବନ୍ଧୁବଦେର ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ
ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି । ଯଥନାଇ ଆମରା ଆମାଦେର ଜୀବନେ ଆର ସବ
କିଛୁର ଚାଇତେ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟକେଇ ବଡ଼ କରେ ଦେଖି ତଥନ ଆମାଦେର
ବେଶୀର ଭାଗ ସମସ୍ୟାଇ ମିଟେ ଯାଇ । ଆମାଦେର ବାଢ଼ୀ ତଥନ ଏକଟା
ସୁଧେର ହୁାନ ହୁଯ । ଆମାଦେର କାଜ ସତ୍ତୋଷଜନକ ହୁଯ । ଆର୍ଥପରତା
ଆମାଦେର ଜୀବନ ଥେକେ ଚଲେ ଯାଇ ବଲେ, ବନ୍ଧୁ-ବନ୍ଧୁବରାଓ ସହଜେ
ଆମାଦେର ସଂଗେ ବାସ କରାତେ ପାରେ । ଆମରା ସବୁ ଆର ସବ କିଛୁର
ଚାଇତେ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ୟ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରି, ତବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ସମସ୍ତ ଜିନିଷଙ୍କ ଆମାଦେର ଦେଓଯା ହବେ—(ମଥ ୬ : ୩୩ ପଦ),—ସୀଗୁର
ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଓଯାର କିଛୁଇ ଆମରା ଦେଖିବ ନା ।

୭) ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ ଥାକିଲେ, କୋନ ତିନଟି ଜୀବନଗାୟ
ଏର ପ୍ରମାଣ ଦେଖା ଯାବେ ବଲୁନ ।

...

ଆମରା ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ ଆସାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଏହି ରାଜ୍ୟ "ଏଥନ"
ଆଛେ, କିମ୍ବା ତବୁ ଆମରା "ଆସାର ଅପେକ୍ଷା କରି" । ଆମରା

ପ୍ରାର୍ଥନା କରି “ତୋମାର ରାଜ୍ୟ ଆସୁକ” । ଆମରା ସେଇ ଦିନେର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ସଥିନ ସା କିନ୍ତୁ ମରଗଶୀଳ ତା ଏମନ ଭାବେ ବଦଳେ ଥାବେ, ସେନ ତା ଅମର ହେଁ ଥାକେ । (୧ କରିଛିଲୁ ୧୫ : ୫୩ ପଦ) ଉପାସନାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦେର ବିସ୍ତର ହୋଇ, ସୀଣ ଆସିଲେ ସା ଯା ହବେ ସେଣିଲି ବଳା ଏବଂ ତା ନିଯେ ଆନନ୍ଦ ଗାନ କରା । ୧ ଥିବଳନୀକୀୟ ୪ : ୧୩-୧୮ ପଦେ ପ୍ରଭୁ ସୀଣର ଫିରେ ଆସାର କଥା ବଳା ହେଁଛେ । ଏଖାନେ ସବ ଶେଷେ ବଳା ହେଁଛେ, “ମେଇ ସବ କଥା ବଲେ ଏକେ ଅନାକେ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦାଓ” । ଉପାସନା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କ ଆମାଦେର ଅଶ୍ରୁ ଆକାଂଖାର କଥା ପ୍ରକାଶ କରା । ଏ ହେଁ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆହେ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଈଶ୍ଵରକେ ବଳା, ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆମରା ଦେଖାର ଅପେକ୍ଷା କରଛି, ତାର କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ତାକେ ଆମାଦେର କାହେ ପ୍ରକାଶ କରାତେ ଦେଓଯା ।

- ୮) ୧ ଥିବଳନୀକୀୟ ୪ : ୧୩-୧୮ ପଦ ଆମାଦେର ବଲେ ସେ—
- କ) ଖୃତ୍ତେଟ ଫିରେ ଆସାର ସମୟ ସାରା ଜୀବିତ ଥାକବେ ଶୁଦ୍ଧ ତାରାଇ ଅର୍ଗେ ସାବେ ।
- ଖ) ଖୃତ୍ତେଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବିତ ହେଁ ଉଠିବେ ।
- ଗ) ଅର୍ଗଦୂତରା ନେମେ ଏସେ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଅର୍ଗେ ନିଯେ ସାବେନ ।

ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ବିଭାବ

ଲଙ୍ଘ—୨ : ସୀଣର ମହାନ ଆଦେଶଟି ପାଲନ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଏକଜନ ବିଶ୍ୱାସୀକେ ସେ ଚାରଟି ବିସ୍ତର କରାତେ ହବେ, ସେଣିଲି ଲିଖାତେ ପାରା ।

ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପାସନା କରାତେ ଆମାଦେର ଖୁବଇ ଭାଲ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ଵରର ପରିକଳ୍ପନା ବା ଈଚ୍ଛା ପୁରୋପୁରିଭାବେ ଜେନେ ନିଯେଇ ଏଇଣିଲି କରାତେ ହବେ । ଆଗାମୀ ପାଠେ ଆମରା ଏ ବିସ୍ତରେ ଆରୋ ଆଲୋଚନା କରବୋ । କିନ୍ତୁ ଆମରା ଏଇ ପାଠେ ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ବ୍ରଦ୍ଧି ଆଲୋଚନା କରାଇ ବଲେ ଏଥାନେଓ ଏ ବିସ୍ତର କିଛୁ ବଳା ଦରକାର ।

ସୀଣ ବଲେଛେ ତିନି ତାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗଡ଼ିବେନ । ସେ ଲୋକେରା ସୀଣଖୃତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାଦେର ନିଯେଇ ଖୃତ୍ତେଟର “ମଣ୍ଡଳୀ” । ସେଥାନେ ବିଶ୍ୱାସୀରା

আছে সেখানেই খুঁটের মণ্ডলী আছে। মণ্ডলীর সদস্যরা ইংগরের রাজ্যের নাগরিক। তাই খুঁট ষথনই ত'র মণ্ডলী গড়েন, তখন তিনি ত'র রাজ্যই গড়েন। এটিই ইংগরের আসন পরিকল্পনা বা কাজ এই বিষয় নিয়েই আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।

মণ্ডলী দুইভাবে বৃক্ষি পায়। এই দুটি বিষয়েও আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।

- ১) এর সভ্য-সভ্যারা সংখ্যার দিক থেকে বৃক্ষি পায়।
 - ২) এর সভ্য-সভ্যারা আঞ্চিক দিক থেকে বা খুঁটের চরিত্রের দিক থেকে বৃক্ষি পায়।
 - ৩) প্রতিটি সত্য উঙ্গি চিহ্নিত করুন।
- ক) বিশ্বাসীদের দ্বারা “মণ্ডলী” গঠিত হয়।
- খ) যত বেশী দালান তৈরী হয় “মণ্ডলী” সংখ্যাও তত বাঢ়ে।
- গ) বিশ্বাসীরা “মণ্ডলীতে ঘোগদান করলে ইংগরের রাজ্য গড়ে ওঠে।
- ঘ) “মণ্ডলী সব সময় একই রকম থাকে।

মহান আদেশ

এই রাজ্য বিস্তার করবার জন্য শীঘ্র ত'র শিষ্যদের “আদেশ” দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “এজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির মোকদ্দের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পুরিত্ব আঘার নামে ভাদের বাপিস্তম দাও। আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমিই তোমাদের সংগে সংগে আছি” (মথি ২৮ : ১৯-২০ পদ)।

১০) মথি ২৮ : ১৯-২০ পদে শীঘ্র যে আদেশ দিয়েছেন সেটিকে কি বলা হয়েছে ?

...

ଏହି ଆଦେଶଟିର ଚାରଟି ଅଂଶ ଆଛେ

- ୧) ତାଦେର କାହେ ସାଓ ।
- ୨) ତାଦେର ଶିଷ୍ୟ କର ।
- ୩) ତାଦେର ବାଣିଜ୍ୟ ଦାଓ ।
- ୪) ତାଦେର ଶିକ୍ଷା ଦାଓ ।

ଏଟା ଏମନ ଏକଟା କାଜ ସା ସୀଁଶୁର ଫିରେ ନା ଆସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ଥେବେ ହବେ ଓ ଏଜନ୍ୟ ସବ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବେ । ଆସୁନ ଏକଟି ଏକଟି କରେ ଆମରା ଏଣୁଳି ଆଖୋଚନା କରି ।

ତାଦେର କାହେ ସାଓ

ଏଟି କୋନ ଆହ୍ସାନ ନୟ । ଏଟି ବଲେନା, “ଏସ”, ବର୍ଣ୍ଣ ବଜେ, “ଶାଓ” । ଏଟି ଏକଟି ଆଦେଶ । ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଆପନାର “ଆହ୍ସାନ” ସମ୍ପର୍କେ ଅସଥା ସମୟ କାଟିବେନ ନା । ସୀଁଶୁର ତାର ଶିଷ୍ୟଦେର ଆହ୍ସାନ କରେଛିଲେନ ଆବାର ତାଦେର ଆଦେଶ ଦିଲ୍ଲେ ପାଠିଯେ ଦିଲ୍ଲେଛିଲେନ ।

ଈଶ୍ୱରେର ଆହ୍ସାନ ପରିତ୍ରାନେର ଜନ୍ୟ । ଆମାଦେର ଆହ୍ସାନ କରା ହଜେହେ ଥେବ ଆମରା ସୀଁଶୁରୁଷ୍ଟେଟର ହଇ । ଏଟାଇ ହୋଇ ଖୁବ୍ବୁଷ୍ଟେଟର ସ୍ଥବରେର “ଏସ” । କିନ୍ତୁ ଆଦେଶଟି ତିମ । ଯାରା ସୀଁଶୁର ଡାକ ଶୁଣେ ତାର କାହେ ଏସେହେ ତାଦେରଇ ତିନି ଆଦେଶ କରେଛେ । ତିନି ଏଦେର ବଲେନ, ‘ଶାଓ’ ।



“ସମ୍ମନ ଜାତିର ଲୋକଦେର କାହେ ଶାଓ । ଶାଓ, ତାଦେର ଆମାର ଶିଷ୍ୟ କର । ଶାଓ ତାଦେର ବାଣିଜ୍ୟ ଦାଓ । ଶାଓ, ତାଦେର ଶିକ୍ଷା ଦାଓ ।” ଅର୍ପ ଥେକେ ଆଜ ଆର କୋନ ରବେର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆମାଦେର ଦରକାର ନେଇ । ଯା ବଲିବାର ତା ବମା ହୟେ ଗେଛେ । ସୀଁଶୁର ତା ବଲେଛେ । ତିନି ବଲେଛେ, “ଶାଓ ।

(୧୧) ମହାନ ଆଦେଶଟିର ସାଥେ ଈଶ୍ୱରେର ଆହ୍ସାନେର ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍...

ତାଦେର ଶିଷ୍ୟ କରି

ଏହି ସୁଖବର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆଦେଶ ।
 ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ଗ୍ରାମକର୍ତ୍ତା, ଲୋକଦେର ତା
 ବିଶ୍ୱାସ କରାନୋର ଜନ୍ୟାଇ ଆମାଦେର ପାଠାନୋ
 ହେଁବେ । ଆମାଦେର ଆଦେଶ ଦେଓଯା ହେଁବେ
 ସମ୍ମତ ଜାତିର ଲୋକଦେର ଶିଷ୍ୟ କରିବେ ।
 ଆମରା ଭାଲ ସୁଭିତ୍ର ଦିଲ୍ଲେ କଥା ବଜାତେ
 ଜାନି ବଲେ ସେ ଲୋକେରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ,
 ତା ନନ୍ଦ । ଆମରା ଭାଲ ଶିଳ୍ପା ପେହେଛି
 ବଲେ ସେ ତାରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତା-ଓ ନନ୍ଦ । ସଂଖ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମାଦେର
 ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲେ କଥା ବଲେନ କେବଳ ତଥନୀ ତାରା ଚେତନା ପାବେ ବା
 ନିଜେଦେର ଅପରାଧୀ ବଲେ ମନେ କରିବେ । ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁର ଭାଲବାମା ବୁଝାତେ
 ପାରିଲେଇ ତାରା ମନ ଫିରାବେ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ । ସୁତରା! ଆମାଦେର
 ଅବଶ୍ୟାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ହେଁ, ସେବ ଈଶ୍ୱର ଆମାଦେର ମୁଖେ ଉପସୁକ୍ତ
 ବାକ୍ୟ ଜୁଗିଯେ ଦେନ ।

୪୨) ଶିଷ୍ୟ କରିବାର ଆଦେଶଟିର ମାନେ କି ?...

ତାଦେର ବାପିତ୍ତସ୍ ଦାଓ

ଏହି ଆଦେଶଟି ଦେଓଯା ହେଁବେ ସେବ ଥାରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାରା ପ୍ରକାଶ୍ୟ
 ଅନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ବଲେ ନିଜେଦେର ସମର୍ପଣ କରେ । ଆମାଦେର ଅନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ
 କରାଟାଇ ସଥେଟ ନନ୍ଦ, ମୁଖେ ଆମାଦେର ହୀକାର କରିବେ ହେଁ,
 ଏବଂ ଜଲେର ବାପିତ୍ତସ୍ ନିତେ ହେଁ ।
 ବାପିତ୍ତସ୍ମେର ଜନ୍ୟ ଏହି ଆଦେଶଟି
 ଖୁବି ପରିକାର । ଆମାଦେର ଅନ୍ତର
 ସା ଘଟେଛେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ତାର ସାଙ୍କ୍ୟ
 ଦେଓଯାଇ ଏହି ଆଦେଶେର ଜନ୍ମ ।
 ଏହି ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେର ଘଟନାର
 ଏକଟା ବାହ୍ୟ ଛବି ।



ବାପିତ୍ତସ୍ ଦାଓ

ଆମରା ସଥନ ଖୁଲ୍ଲେଟ ବିଶ୍ୱାସ କରେଛି ତଥନୀ ଆମାଦେର ପୁର୍ବେକାର
 ପାପ ଅଭାବେର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେଛେ ; ଜଲେର ମଧ୍ୟ ଡୁବିଯେ ବାପିତ୍ତସ୍ ଦାନେର

ଘଟନାଟି ଦର୍ଶନଦେର କାହେ ଏହି କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ । ବିଶ୍වାସ କରେ ଆମରା ନୁତନ ମାନୁଷ ହେଁଛି—ଆମରା ଈସ୍ତରେର ସନ୍ତାନ ହେଁଛି ; ଜଲେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଉଠେ ଆସାର ଘଟନାଟି ଦର୍ଶକେର କାହେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀକେ ଜଲେର ବାପିତ୍ସମ ନିତେ ହବେ । ଏହା ଏକଟା ଆଦେଶ ।

୧୩) ଜମେର ବାପିତ୍ସମ କିମ୍ବେଳର କଥା ବଲେ ?

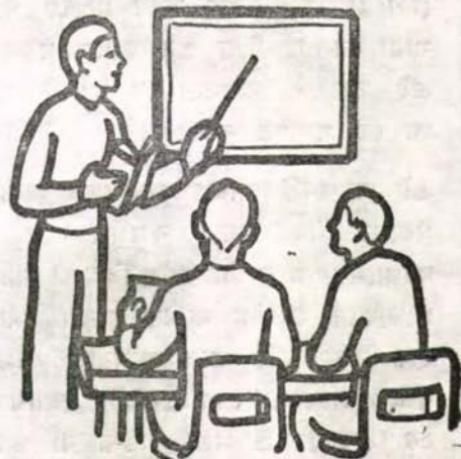
ତାଦେର ଶିକ୍ଷା ଦାସ୍ତାନ୍ତର

ଏହା ଥୁବଇ ସୁନ୍ଦର କାଜ ।
ନତୁନ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ସୀଞ୍ଚର ମତ
ହତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଜନ୍ୟ ଦର-
କାର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ
ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା । ଆମରା
ତାଦେର କି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ?
କେବଳ ମଣିଲୀର ଏକଜନ ସଭ୍ୟ
ହେଁଯା, ମଣିଲୀର ରୌତି-ନୀତି-
ଶଳି ପାଇନ କରା, ପ୍ରତ୍ଯେକ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ଶେଖା, କିନ୍ତାବେ
ଗାନ-ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହୟ ତାଇ
ଶେଖା ? ନା ତା ନୟ । ଆମରା
ତାଦେର ସୀଞ୍ଚର ମତ ହତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ! ନତୁନ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଏବଂ ପୁରାନୋ-
ଦେରେ ଈସ୍ତରେ ଡାଲିବାସାର କଥା, ତୋର ସୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନେର ପଥ,
ଏବଂ ତୋର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିତେ ହବେ ।

୧୪) ନତୁନ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର କି କି ଶିକ୍ଷା ଦିତେ ହବେ ?

ପଣ୍ଡତୀ ଲାଭ—

ଈସ୍ତରେର ମହା ପରିକଳନାର କାଜ ଏଖନେ ଶେଷ ହୟନି । ଆମାଦେର
ପ୍ରତ୍ୟେକକେଇ ଏକଟା କାଜ ଦେଓଯା ହେଁଛେ । ପରିକଳନାର ସେ ଅଂଶଟି
ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ କରତେ ଦେଓଯା ହେଁଛେ ତା ଆମରା ଶେଷ କରତେ
ପାରି ।



যীশুকে যে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল তিনি তা শেষ করেছেন। তিনি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি রোগীদের সুস্থ করেছেন। যীশু মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। যে কাজ করবার জন্য তিনি এসেছিলেন তিনি তা পূর্ণ করেছেন। তিনি মরেছেন, আর মৃত্যু দ্বারা তিনি জগতের পাপ দূর করেছেন। জুশের উপর থেকে চিকিৎসা করে তিনি বলেছেন “শেষ হয়েছে” ? “তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

যীশু তাঁর শিষ্যদের কাজ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “যাও, শিষ্য কর, বাপিতসম দাও ও শিক্ষা দাও,” তারা যীশুর আদেশ পালন করেছিল। তাদের কাজের ফলে খুচেটের সুসমাচার এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। একে একে শিষ্যরা মারা গেল। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই বজতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বরের এই মহা পরিকল্পনার যে অংশটি তাকে করতে দেওয়া হয়েছিল, তা সে সমাপ্ত করেছে।

এই আদেশটি আজও আমাদের জন্য রয়েছে। আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের নিকট থেকে কাজের ভার পেয়েছি। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় আমাদের অংশ বা কাজ কি তা সঠিকভাবে জানবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রার্থনা করতে হবে। আমরা যদি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাধা হয়ে কাজ করি তবে আমরাও আমাদের জীবনের শেষে এই কথা বজতে পারবো, “শেষ হয়েছে। আমি আমার কাজ সমাপ্ত করেছি।”

১৫) প্রত্যেকটি সত্য উত্তির বা পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) আমাদের প্রার্থনা করবার দরকার নাই কারণ যীশু বলেছেন “শেষ হয়েছে”।

খ) শিষ্যরা যীশুর মহান আদেশ পালন করেছিলেন।

গ) যীশু আমাদের প্রত্যেককে একটা নির্দিষ্ট কাজ দিয়েছেন।

ঘ) যীশুকে যে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল তা তিনি শেষ করেছিলেন।

গৌল বলেছেন, “আমার জন্য সৎ জীবনের পুরুষার তোজা রয়েছে” (২ তীমথিয় ৪ : ৮ পদ)। প্রেরিত গৌল অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করেছেন

ଶୀଘ୍ରକେ ଜାନବାର ଓ ତାର ମତ ହୋଯାର ଜନ୍ୟ । “ଆମି ଖୁଣ୍ଡଟକେ ଜାନତେ ଚାଇ ଏବଂ ସେ ଶତିର ଦ୍ୱାରା ତାକେ ଘୃତ୍ୟ ଥେକେ ଜୀବିତ କରା ହେଲେଛି ସେଇ ଶତିକେ ଜାନତେ ଚାଇ” (ଫିଲିପୀୟ ୩ : ୧୦ ପଦ) । କି ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍ଘ୍ୟ !

ଆମାଦେର ଏଇ ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଥାକା ଉଚିତ । ପ୍ରତିଦିନ ଆମାଦେର ଏଇ ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚିତ । ସାତିଗତ ଏବଂ ମଣିଜୀର ସମବେତ ଉପାସନାଯ୍ୟ ଏଟାଇ ଆମାଦେର ଲଙ୍ଘ ହୋଯା ଉଚିତ । ଈଶ୍ୱର ଆମାଦେର ସେ କାଜ ଦିଯେଛେନ ତା ତିନି ଆମାଦେର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରତେ ଚାନ । ଆମରା ସଦି ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇ ତବେଇ ତିନି ତା କରତେ ପାରେନ । କବେ ସ୍ଵର୍ଗେ ଗିଯେ ଶୀଘ୍ର ମତ ହବ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାଯ୍ୟ ଆମରା ସଦି ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇ ତବେଇ ତିନି ତା କରତେ ପାରେନ । କବେ ସ୍ଵର୍ଗେ ଗିଯେ ଶୀଘ୍ର ମତ ହବ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାଯ୍ୟ ଆମରା ସମେ ଥାକି ତା ଈଶ୍ୱର ଚାନ ନା । ତିନି ଏଥନେଇ ଆମାଦେର ନୃତ୍ୟ କରେ ଦିତେ ଚାନ, ଆମରା ସଦି ବିଶ୍ଵସତ୍ତାବେ ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତବେ ତିନି ତା କରବେନ ।

୧୬) ଈଶ୍ୱରର ପରିକଳନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଜୀବନେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ୧...

...

ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଖୁଣ୍ଡଟର କିରେ ଆସା ଏବଂ ଜଗତେର ଶେଷ ଦିନେର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଆମାଦେର କହେକଟି ବିଷୟରେ ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚିତ ।

୧) ଫ୍ରସଲେର ମାଳିକେର କାହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହବେ ସେନ ତିନି ଫ୍ରସଲ ସଂଗ୍ରହେର ଜନ୍ୟ ଲୋକ ପାଠିଯେ ଦେନ । (ମଥ ୯ : ୩୮ ପଦ) ।

୨) ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହବେ ସେନ ସକଳ ମାନୁଷେର କାହେ ସାଙ୍କ୍ୟ ଦେବାର ଜନ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗରାଜ୍ୟର ସୁଖବର ସାରା ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଯ, ଆର ତାର ପରେଇ ଶେଷ ସମୟ ଆସବେ (ମଥ ୨୪ : ୧୪ ପଦ) ।

୩) ଶୀଘ୍ର ବଲେଛେନ, “ସତିଯାଇ, ଆମି ଶୀଘ୍ର ଆସଛି ।” ଆମାଦେର ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହବେ, “ଆମେନ । ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଏସ” (ପ୍ରକାଶିତ ୨୨ : ୨୦ ପଦ) ।

୧୭) ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ୟ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ବା ପାଶେ ଟିକ (√) ଚିହ୍ନ ଦିନ ।

- ক) সমস্ত পুথিবীতে স্বর্গ রাজ্যের সুখবর প্রচার করবার আগেই
যীশু ফিরে আসবেন।
- খ) একজন বিশ্বাসী হিসাবে আমরা যীশুর ফিরে আসাকে ভয়
করবো।
- গ) ফসল সংগ্রহের জন্য লোক দরকার।
- ঘ) যীশু আবার আসছেন।

ঈশ্বরের রাজ্যের মহিমা

অক্ষয়—ঢঃ যীশু ছানীয় মণ্ডলীগুলিতে আছেন, এই সত্ত্বাটিকে প্রকাশিত
বাক্য ১ঃ ৯-২০ পদের সংগে তুলনা করতে পারা।

শ্রীষ্ঠ বিশ্বাসীদের সভায়

আমরা জানি প্রভু যীশুখীষ্ট যখন ফিরে আসবেন তখন আমরা
তাঁর মহিমা দেখতে পাব। কিন্তু বর্তমানেও বিশ্বাসীরা যে সমস্ত
জাগৱগায় একত্রিত হয় সেখানে আমরা খুঁটের উপস্থিতি ও তাঁর
মহিমা দেখতে পাই। উপাসনার মধ্য দিয়েও আমরা তাঁর মহিমা
দেখি।

মণ্ডলীগুলিতে যে খুঁটে আছেন ঈশ্বর সাধু ঘোহনকে এ বিষয়ে
একটি দর্শন দিয়েছিজেন। প্রকাশিত বাক্য ১ঃ ৯-২০ পদে আমরা
এই বিবরণ পাই। এখানে যীশুকে “চির-জীবত” রূপে দেখানো
হয়েছে, যিনি বাতিদানগুলোর মাঝখানে দাঢ়িয়ে আছেন। বাতিদানগুলি
হোল শিল্পার সাতটি মণ্ডলী।

মথি ১৮ঃ ২০ পদে যীশু যা বলেছেন তা আজও সত্য। তিনি
বলেছেন, “যেখানে দুই বা তিনজন আমার নামে একসংগে জড়
হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি। আমরা যদি
খুঁটের মহিমা দেখতে চাই তবে তাঁর নামে আমাদের এক সংগে
সভায় মিলিত হতে হবে। তিনি আমাদের মাঝে থাকবেন।
১৮) প্রকাশিত বাক্য ১ঃ ৯-২০ পদে যীশুকে কিভাবে দেখানো
হয়েছে ?...
...

ଇତ୍ତିମ୍ବ ୧୦ : ୨୫ ପଦେ ବଳା ହୋଇଛେ, “ଆମରା ଯେଣ ସଭାଯ ଏକସଂଗେ ମିଲିତ ହେଉଥାବାଦ ନା ଦିଇ । ଆମରା ସଥିନ ଏକସଂଗେ ସଭାଯ ମିଲିତ ହେଇ ତଥନ ବିଶେଷ ଏକଟା ଘଟନା ଘଟେ । ସେଥାନେ ପ୍ରତ୍ୟେ ଶୀଘ୍ରଭୁଲ୍ଲିଙ୍କ ଆସେନ ! ଯାରା “ଗୀଜ୍ଞାସା ବାଯ ନା, ତାରା ଏକଟା ବଡ଼ ସୁଧୋଗ ହାରାଯ । ପ୍ରତ୍ୟେ ଶୀଘ୍ରଭୁଲ୍ଲିଙ୍କ ସଥିନ ସେଥାନେ ଆସେନ, ତଥନ ତାରା ସେଥାନେ ଥାକେ ନା । ସେଥାନେ ବିଶ୍ୱାସୀରା ତୌର ନାମେ ଏକସଂଗେ ସଭାଯ ମିଲିତ ହୟ, ସେଥନେଇ ତିନି ଆହେନ । ତିନି ବାତିଦାନଗୁଲିର ମାଝଥାନ ଦିଯେ ଘୋରାଫେରା କରେନ । ବାତିଦାନଗୁଲି ହୋଇ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଣିଲୀ, ସେଥାନେ ବିଶ୍ୱାସୀରା ଏକଟେ ମିଲିତ ହୟ । ମିଲିତ ବିଶ୍ୱାସୀରା ସଂଖ୍ୟାଯ କମ ହୋଇ ଅଥବା ବେଶୀ ହୋଇ ତାତେ କିଛୁ ଥାଯ ଆସେନା, ତାରା ସଦି ଶୀଘ୍ର ନାମେ ମିଲିତ ହୟ ତାହଲେଇ ତିନି ସେଥାନେ ତାଦେର ମାଝେ ଥାକେନ । ଏଟା ଉପାସନା ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଏକଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିକ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ଆନନ୍ଦ ଗାନେର ଏକଟି ବିଶେଷ କାରଣ । ଏହିଭାବେ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ସଭାଯ ମିଲିତ ହେଉଥାକେ ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତ କରେନ । ତିନି ସେଥାନେ ତାଦେର ସଂଗେ ଦେଖା କରେନ ।

୧୯) ବିଶ୍ୱାସୀରା ସଥିନ ସଭାଯ ମିଲିତ ହୟ ତଥନ ସେଥାନେ କି ଘଟନା ଘଟେ ?...

...

ଏକଟେ ମିଲିତ ହେଉଥାର ଥାନେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମାଦେର କହେକଟି ବିଷୟ ଜାନତେ ହବେ । ଏଶ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଲୀକେ ତିନି ତିନଟି ବିଷୟ ବଲେଛେନ :

- ୧) ତିନି ବଲେଛେନ, “ଆମି ଆଛି” ।
 - ୨) ତିନି ବଲେଛେନ, “ଆମି ଜାନି” ।
 - ୩) ତିନି ବଲେଛେନ, “ଆମି କରବୋ” ।
- ଯିନି ବାତିଦାନଗୁଲିର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଘୋରାଫେରା କରେନ

ଆମି ଆଛି-ସର୍ବ ବିରାଜମାନ
ଆମି ଜାନି-ସର୍ବ ଜ୍ଞାନ
ଆମି କରବ-ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ

ତିନି ସମସ୍ତ ଜାଗାଯା ଆହେନ (ସର୍ବ ବିରାଜମାନ) । ତିନି ସବ କିଛୁ ଜାନେନ (ସର୍ବ ଜ୍ଞାନ) । ଆର ତିନି ଯା କରତେ ଇଚ୍ଛା କରେନ ତାଇ କରତେ ପାରେନ (ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ) ।

ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଦେବ ଉପାସନାୟ

আমরা যখন প্রসংশা গান গাই তখন হীণ সেখানে থাকেন। সকলে
যখন সুউচ্চ গলায় গাইতে থাকে তখন সেখানে আমরা প্রভুর
আজ্ঞার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। “আমি আজ্ঞা দিয়ে প্রশংসা
গান করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রশংসা গান করব,” (১ করিষ্টীয় ১৪ : ১৫
পদ)। আমরা যখন কেবল মাত্র গীর্জায় অথবা উপাসনা সভায়
আসি, তখন আমাদের বাড়ী-ঘর, বন্ধু-বন্ধন, পরিবার ইত্যাদি বিষয়ে
নানা চিন্তা থাকে। কিন্তু আমরা যখন প্রশংসা-গান করি তখন
আমাদের মন থেকে জগতের চিন্তা দূর হয়ে যায়। আমাদের মনে
স্বর্গের শান্তি ও ঈশ্঵রের চিন্তা নেমে আসে। আর এর ফলে আমাদের
জীবনের কাজগুলি করবার জন্য নতুন শক্তি পাই।

আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন যীশু সেখানে থাকেন। “আমি
আজ্ঞা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব” (১ করিষ্টীয়
১৪ : ১৫)। আমরা যখন প্রার্থনার জন্য যাই ও চার পাশের
লোক জনদের কথা ডুলে গিয়ে প্রত্যু যীশুর সংগে কথা বলি,
তখন আমরা তাঁকে আমাদের একেবারে কাছে পাই ও তাঁর কাছ
থেকে শক্তি ও আশির্বাদ পাই। আমাদের চার পাশের লোকদের
প্রার্থনা করতে শুনে আমাদের হাদয় প্রশংসায় ভরে ওঠে! আমরা
আনি খীঢ়ট তাঁর লোকদের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন।

ହଥନ ଈଶ୍ୱରେର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରା ହୟ ତଥନ ସୀତ ସେଖାନେ ଥାକେନ । ଆମରା ତୌର କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ପାଇ । ଆମରା ପ୍ରଚାରକଙ୍କେ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ସୀତର ରୂପ ଶୁଣି । “ଧାର ଶୁଣବାର କାନ ଆଛେ ସେ ଶୁଣୁକ, ପରିଷ୍ଠା ଆଆ ମଞ୍ଜୁଗୁମୋକ୍ଷ କି ବଲଛେନ (ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ୨୫୭ ପଦ) ପ୍ରଚାରକଦେର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚିତ । ତାରା ଈଶ୍ୱରେର ବାକ୍ୟେର ସେବାକାରୀ । ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଆମରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ, କାରଣ ତାଦେର ମନ ଏବଂ ମୁଖେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ପରିଷ୍ଠା ଆଆ ଆମାଦେର କାହେ କଥା ବଲାନ୍ତେ ଚାନ ।

২০) ১ করিহীয় ১৪ : ১৫ পদ আমাদের কি করতে বলে ?

ପରୀକ୍ଷା—୫

ସଂକ୍ଷେପେ ଲିଖୁନ । ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଂଠିକ ଉତ୍ତର ଦିନ ।

୧) ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ଦୁଟି ରାପ କି କି ?

...

୨) ଏମନ ତିନଟି ଜାୟଗାର ନାମ ବଲୁନ, ସେଥାନେ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ
ଯେ ରାଜ୍ୟ ଆଛେ ତାର ପ୍ରମାନ ଦେଖା ଯାବେ ।

...

୩) ମଧ୍ୟ ୧୮ : ୨୦ ପଦେ ସୀଞ୍ଚର ନାମେ ସତାଯ ମିଳିତ ହେଉଥାର
ବିସର୍ଗେ ଆମରା କୋନ୍ ମୂଳ୍ୟାବାନ ଶିଙ୍କାଟି ପାଇ ?

୪) ମଞ୍ଜୁ କୋନ ଦୁଟି ଉପାୟେ ରୁକ୍ଷି ପାଇ ?

...

୫) ସୀଞ୍ଚର “ମହାନ ଆଦେଶେର” ଚାରଟି ଅଂଶ କି କି ?

...

୬) ୧ ଥିବଜନୀକୀୟ ୪ : ୧୮ ପଦେ ସୀଞ୍ଚର ଫିରେ ଆସାର ବିସର୍ଗେ
ଆମାଦେର ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଓୟା ହେବେ, ଏର ଫଳେ ଆମାଦେର କି
କରନ୍ତେ ହବେ ?

...

୭) ମଧ୍ୟ ୧ : ୩୮ ପଦ ଆମାଦେର କାଦେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ବଲେ ?

...

୮) ମଧ୍ୟ ୨୪ : ୧୪ ପଦ ଆମାଦେର କି ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ବଲେ ?

...

୯) ଆମରା କିଭାବେ ଆଜ ଖ୍ରୀଣ୍ଟେର ମହିମା ଦେଖନ୍ତେ ପାରି ?

...

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

- ক) সত্য ।
 খ) সত্য ।
 গ) সত্য ।
 ঘ) সত্য ।
- ২) কারণ ঈশ্বরের রাজ্যই হোল ধার্মিকতা, আর এই ধার্মিকতা ঈশ্বরের ।
- ৩) ক) রাজ্যটি যদি লোকদের অন্তরে না থাকে তবে তা টিকে থাকতে পারে না ।
- ৪) ধার্মিকতা, শান্তি, আনন্দ
- ৫) সুখবর প্রচারের জন্য ঈশ্বর যদি তাদের কোথাও যেতে বলেন তবে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ।
- ৬) ক) ৩) লুক ১৭ : ২১ পদ
 খ) ১) যোহন ১৮ : ৩৬ পদ
 গ) ২) লুক ১৭ : ২০ পদ
- ৭) বাড়ীতে, কাজের জায়গায়, বঙ্গুদের মধ্যে ।
- ৮) খ) খুঁটে বিশ্বাসী যুক্তরা প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে ।
- ৯) ক) সত্য ।
 খ) মিথ্যা ।
 গ) সত্য ।
 ঘ) মিথ্যা ।
- ১০) মহান আদেশ ।
- ১১) ঈশ্বরের আহ্বান বলে ‘এস’। কিন্তু আদেশটি বলে ‘যাও’। যৌগুর কাছে আসবার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে, যারা এখনো খুঁটের সুখবর শোনেনি তাদের কাছে তা প্রচার করবার জন্য আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে ।
- ১২) সুখবর প্রচার করবার দ্বারা মানুষকে খুঁটে দীক্ষিত করা-তাদের এই কথা বলা যে যৌগই ছাগকর্তা ।

- ୧୩) ଆମାଦେର ପୁରନ ପାପ ଅଭାବେର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ଏବଂ ଆମରା
ନତୁନ ମାନୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ଵରେର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ।
- ୧୪) ଖୁଣ୍ଡେଟର ପ୍ରେମେର କଥା, ତା'ର ଜୀବନ ସାପନେର ପଥ ଏବଂ ତା'ର
ବାକ୍ୟ ଶିଳ୍ପା ଦିତେ ହେବେ ।
- ୧୫) କ) ମିଥ୍ୟା ।
ଖ) ସତ୍ୟ ।
ଗ) ସତ୍ୟ ।
ଘ) ସତ୍ୟ ।
- ୧୬) ସୀଏ ଖୁଣ୍ଡଟିକେ ଜାନା ଓ ତା'ର ମତ ହୋଇଲା ।
- ୧୭) କ) ମିଥ୍ୟା ।
ଖ) ମିଥ୍ୟା ।
ଗ) ସତ୍ୟ ।
ଘ) ସତ୍ୟ ।
- ୧୮) 'ଚିର-ଜୀବନ' ଭାବେ ।
- ୧୯) ଦେଖାନେ ତାଦେର ମାଝେ ପ୍ରଭୁ ସୀଏ ଆମେନ ।
- ୨୦) ଆଜ୍ଞାତେ ପ୍ରଶଂସା-ଗାନ କରାତେ ।
ଆଜ୍ଞାତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାତେ ।
ବୁଦ୍ଧିତେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରାତେ ।
ବୁଦ୍ଧିତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାତେ ।

୬୭ୟ ପାଠ

ଏକଟି ପରିକଲ୍ପନା ଅନୁସରଣ

“ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ସେମନ ସ୍ଵର୍ଗେ, ତେବେଳି ପୃଥିବୀତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋକ ।”
ମଥି ୬ : ୧୦ ପଦ ।

ପୃଥିବୀତେ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତେ ହୁଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପନାର ଅନ୍ତରେ
ତା ଆରାତ୍ ହତେ ହବେ । ଆପନି କି ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ପାଲନ କରନ୍ତେ
ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ସେ ଜନ୍ୟ କି ଆପନି ସବ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୱତ ? ଆପନି ହୟାତୋ
ବଲବେନ, “ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା କି ଆମାକେ ବଲୁନ, ତାର ପର ଆମି ବଲନ୍ତେ
ପାରବୋ ଆମି ଇଚ୍ଛୁକ କି ନା ।

ଈଶ୍ଵରେର ବାକୋର ମଧ୍ୟେଇ ଆମରା ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ଜାନନ୍ତେ ପାଇ । ଈଶ୍ଵରେର
ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଆପନି ବିଶ୍ୱାସ କରେନ ସେ, ସୀଁଶ ଈଶ୍ଵରେର ପୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତିନି
ଆପନାର ଜୀବନେର ଜ୍ଞାନକର୍ତ୍ତା । ଆପନି ହୟାତ ବଲବେନ, “ଏ-ତୋ ଖୁବିଇ
ସହଜ କଥା, ଆମି ତୋ ତା ବିଶ୍ୱାସ କରି, କିନ୍ତୁ ଏଟାଇ କି ଈଶ୍ଵରେର
ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା” ? ନା ଏଟାଇ ସବ ନାହିଁ । ଆସଲ ସେ ବିଷୟ ଈଶ୍ଵର ଚାନ
ତା ହନ, ସବ ବିଶ୍ୱାସୀରୀ ସେଇ ସୀଁଶର ମତ ହଯି । କିନ୍ତୁ ସୀଁଶର ମତ
କି କେଉଁ ହତେ ପାରେ ? ହ୍ୟା, ନିଶ୍ଚଚାଇ ପାରେ । ଈଶ୍ଵର ଚାନ ସେଇ ଆପନି
ସୀଁଶର ମତ ହୟେ ଉଠନେ । ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆପନାକେ ସୀଁଶର ମତ ହତେ
ସାହାଯ୍ୟ କରବେନ ।

ସେ କି ରକମ ? ବେଶ ତାହଲେ ବଲି ଶୁଣୁନ । ସେ ଘଟନାଗୁଣି ଆପନାକେ
ସୀଁଶର ମତ କରେ ତୋଳେ ସେଶଗୁଣି ଆପନାର ଜନ୍ୟ ‘ଭାଲ’ । ଏଇ ମାନେ
ଦୁଃଖ କଷଟ୍ଟିଓ ଆପନାର ପକ୍ଷେ ଭାଲ ହତେ ପାରେ । ତା କେମନ କରେ
ହୟ, ଏଇ ବିଷୟ ବୁଝିବାର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ଵର କେନ ଆପନାକେ ବିଭିନ୍ନ
ଘଟନାର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ନିଯେ ସାନ ତା ଜାନିବାର ଜନ୍ୟ ଆପନାକେ ତୋର
କାହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ହବେ ।



ପାଠେର ଖଡ଼ମା

ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛା ବୁଝାବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା
ତୋର ପରିକଳ୍ପନାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା
ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛାର ନିକଟ ଆଆସମର୍ପନ ।

ଆଂଶିକ ଆଜ୍ଞା ସମର୍ପନ ।

ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛାନୁମାରେ ବିଶ୍ୱାସ
ପ୍ରାର୍ଥନାର ପୂର୍ବଶର୍ତ୍ତ
ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା
ମୋକ୍ଷେରୀ ସେ ସବ ବିଷୟରେ ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ।

ପାଠେର ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ଏହି ପାଠ ଶେଷ କରଲେ ପର ଆପନି—

- * ଆପନାର ଜୀବନେ ଈଶ୍ୱରେର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ପର୍କେ ସଜାଗ ହତେ ପାରବେନ ।
ଆର ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରତେ ସହାୟ କରେନ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାତେ ପାରବେନ ।
- * “ଆଂଶିକ” ଏବଂ “ପୂର୍ଣ୍ଣ” ଆଜ୍ଞା ସମର୍ପେନେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାତେ ପାରବେନ ।
- * “ଆଂଶିକ” ଏବଂ “ପୂର୍ଣ୍ଣ” ଆଆସମର୍ପନ କିଭାବେ, ଈଶ୍ୱରେର ଦେବା ଓ ଉପାସନାକେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତା ଦେଖାତେ ପାରବେନ ।
- * ଆରୋ ସଫଳଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ପାରବେନ ।

ଆପନାର ଜନ୍ୟ କିଛୁ କାଜ

- ୧) ପାଠେର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ମୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଣ ପଡ଼ୁନ ।
 - ୨) ଆଦି ୧୧ : ୧-୯ ପଦ, ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ୨ : ୧ ପଦ ପଡ଼ୁନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜନ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ କାଜ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମବେତ ଜନ-
ସମାବେଶେର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବେର କରନ ।
 - ୩) ଅନେକ ସମସ୍ତ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଂକଷିପ୍ତ ହସ୍ତ ନା, କେନ, ତା
ହାକୋବ ୪ : ୩ ପଦ ଏବଂ ମଥି ୨୦ : ୨୦-୨୪ ପଦେର ସାହାଯ୍ୟେ
ବୁଝିଯେ ବଜୁନ ।
 - ୪) ପାଠେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣେର ଏକ ଏକଟି ଅଂଶ ପଡ଼ୁନ । ଏର
ମଧ୍ୟକାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଣ ଏବଂ ପାଠେର ଶେଷେ ଦେଓଯା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଣର
ଉତ୍ତର ଦିନ ।
-

ମୂଳ ଶକ୍ତାବଳୀ

ଆଂଶିକ	ପାରାକ୍ରିତ	ପୂର୍ବଶର୍ତ୍ତ	ଓଜର	ଏକତାବନ୍ଦି
ଅସୀମ	ସୀମାବନ୍ଧ	ଅପବାଦ	ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ	
କ୍ଷମରଣ				

...

ପାଠେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣ

ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛା ବୁଝାବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜନ୍ୟ—୧ : ଈଶ୍ୱରେର ପରିକଳ୍ପନାର ଦୁଟି ଅଂଶ କି କି ତା ବଲାତେ ପାରା ।

ଜନ୍ୟ—୨ : ପ୍ରାର୍ଥନା କିଭାବେ ଈଶ୍ୱରେର ପରିକଳ୍ପନାଯାଇ ଆପନାର ଅଂଶଟି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାତେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟ କରାତେ ପାରା ।

ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଜନାଇ କି ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚିତ ? ଆମାର
ପ୍ରତି ଦିନେର ପ୍ରତିଟି କାଜେର ଜନ୍ୟ-ଇ କି ଈଶ୍ୱରେର କୋନ ଇଚ୍ଛା ଆଛେ ?
ଆମି କୋନ ଜୁତା ଜୋଡ଼ା ପଡ଼ିବୋ ତା କି ଈଶ୍ୱର ଠିକ କରେ ଦେବେନ ?
କୋନ ପଥେ ଅଫିସେ ସାବ, ଦୁପୁରେ କି ଥାବ, ଏମନି ଛୋଟ ଖାଟ
ବିଷୟର କି ଈଶ୍ୱର ଖେଳାଳ କରେନ ।

আমাদের সব রকম ছোট খাট কাজ-ই ঈশ্বর আনেন। কিন্তু কি করব আর কি করব না তা ঠিক করবার জন্য ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। যে সব বিষয় ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাধা দেয়ন। অথবা তাতে সাহায্যও করে না, সে সব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করবার প্রয়োজন নেই। এই বিষয়গুলি আমাদেরই হ্রিয় করতে হবে। আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, “এর সাথে কি ঈশ্বরের পরিকল্পনার কোন ঘোগ আছে? এটা কি আমাকে ঈশ্বরের সংগে চলতে শক্তি ঘোগাবে?” এর জন্যই ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং তিনি চান যেন আমরা তা ব্যবহার করি।

১) কোন কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করবার প্রয়োজন নেই কেন?

...

কিন্তু এমন অনেক “ছোট” বিষয় আছে যেগুলি আসলে ছোট নয়, কারণ সেগুলির সাথে ঈশ্বরের পরিকল্পনার ঘোগ আছে। আমি যদি বলি, “আজকে আমার প্রার্থনা করবার ইচ্ছা নেই, ‘তাহলে সেটা ‘ছোট’ বিষয় নয়। প্রার্থনা না করলে আমি আঞ্চিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি। ঈশ্বরের সংগে চলবার শক্তি পাই না। আমি আঞ্চিক ভাবে বেড়ে উঠতে পারি না। কিন্তু যখন আমি বলি ‘আজকে আমার মাছ খাবার ইচ্ছা নেই’ ‘তখন সেটা একটা ছোট বিষয়। এজন্য প্রার্থনা করবার প্রয়োজন নেই। মাছ খাওয়া বা না-খাওয়ার সংগে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক নেই।

২) নীচের প্রতিটি সত্য উত্তির বাম পাশে টিক্ক () চিহ্ন দিন।

- ক) সব কিছুর জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।
- খ) সব কিছুই ঈশ্বর জানেন।
- গ) যে বিষয়গুলির সাথে ঈশ্বরের পরিকল্পনার ঘোগ আছে সেগুলি মোটেই ছোট বিষয় নয়।
- ঘ) ঈশ্বর আমাদের ছোট খাট কাজগুলি নিয়ে চিন্তা করেন না।

কোন কোন সময় ঈশ্বর আমাদের মনে এমন একটা চিন্তা দেন যা আমাদের কোন স্থানে যেতে অথবা কোন কাজ করতে নিষেধ

କରେ । ଏହିଭାବେ ତିନି ଆମାଦେର ଜୀବନ ରଙ୍ଗା କରେନ । ଏହିରଗ
“ଚିନ୍ତା” ଆସଲେ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ ବାସକାରୀ ପବିତ୍ର ଆଆରଇ ରବ ।
ଅନ୍ତରେ ଏହି ସତକର୍ବାଣୀର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ବିଶେଷ ନଜର ଦିତେ ହବେ ।
ଆମାଦେର ଜାନା ଦରକାର କିଭାବେ ପବିତ୍ର ଆଆର ରବ ଶୁଣନ୍ତେ ହୟ ।
ଯଦିଓ ଈଶ୍ଵରେର ଦୃତଗଣ ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟୋକକେ ପାହାରା ଦେନ, ତବୁ ଓ
ଆମାଦେର ଆଆର ରବ ଶୁଣନ୍ତେ ହବେ । ଅନେକ ସମୟ ପବିତ୍ର ଆଆର
କଥା ନା ଶୁଣେ ଆମରା ବିପଦେ ପଡ଼ି । ସାରା ପବିତ୍ର ଆଆର ରବ
ଶୋନେ, ଈଶ୍ଵରେର ଦୃତଗଣ ତାଦେଇ ରଙ୍ଗା କରେନ ।

ତାଇ ସେ ବିଷୟେ ସାଥେ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପକ୍ ନେଇ, ସେଇ ସବ
ବିଷୟେ ନିଜେଦେଇ ଇଚ୍ଛାନୁଷ୍ଠାନୀ ଚଲାତେ ପାରାନେ ଆମାଦେର ସବ ସମୟ
ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାର ରବ ଶୁଣନ୍ତେ ହବେ, ସୋ ଏମବ ବିଷୟେ କୋନ ଭୂର
କରେ ଆମରା ବିପଦେ ନା ପଡ଼ି ।

୩) ଈଶ୍ଵର ମାରୋ ମାରୋ କିଭାବେ ଆମାଦେର ବିପଦେର ବିଷୟେ ସତକ୍
କରେନ ?...
...

ତୌର ପରିକଳ୍ପନାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଏହି ବହିଯେର ସର୍ବତ୍ର ଆମରା ସା ବଲଛି ଏଖାନେ ତାଇ-ଇ ଆବାର
ବଲାତେ ଚାଇ । ଈଶ୍ଵରେର ଏକଟା ପରିକଳ୍ପନା ଆଛେ । ପ୍ରତ୍ୟୋକ ବିଶ୍ୱାସୀର
ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ମତ କାଜ କରାତେ ଚେଷ୍ଟା
କରା । ଅନ୍ୟ କୋନ କିଛୁର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆଗେ ଆମାଦେରକେ
ଈଶ୍ଵରେର ପରିକଳ୍ପନାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରାତେ ହବେ । ନିଜେଦେଇରେ ପ୍ରଶ୍ନ
କରାତେ ହବେ, “ଈଶ୍ଵର ଆଜକେ ଆମାକେ ଦିଯେ ସା କରାତେ ଚାନ
ଆମି କି ତା-ଇ କରଛି ? ଆମାର କାଜ କି ତୌର ପରିକଳ୍ପନାର ଅଂଶ ?”

ଈଶ୍ଵରେର ପରିକଳ୍ପନା କେବଳ ପ୍ରଚାରକଦେଇ ଜନ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକଳେର
ଜନ୍ୟ । କାପଡ଼େର ଦୋକାନେ ସେ ଲୋକ କାପଡ଼ ବିକ୍ରି କରେ ସେ ଈଶ୍ଵରେର
ଇଚ୍ଛା ଅନୁଷ୍ଠାନୀ କାଜ କରାଛେ କିନା ତା ଜାନା ସେମନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ,
ଏକଜନ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ମତ କାଜ କରାଛେ କିନା
ଜାନା ଓ ତେମନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

- ৪) প্রতিটি সত্য উভয়ের বাম পাশে (✓) চিহ্ন দিন।
- ক) ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা বা ইচ্ছা আছে, আর প্রত্যেক বিশ্বাসীর উচিত সেই পরিকল্পনা মত বাজ করা।
- খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনা কেবল প্রচারকদের জন্য।
- গ) একজন কৃষকের জানা উচিত তার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বা ইচ্ছা কি।
- ঘ) কোন চাকুরী গ্রহণ করার আগে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত।

আপনি যদি কোন একটা চাকুরী পান তবে তা গ্রহণ করবার আগে আপনার প্রার্থনা করা উচিত। কত টাকা বা সুযোগ সুবিধা পাবেন তা নয়, কিন্তু ঐ কাজ আপনাকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা মত কাজ করতে সাহায্য করবে কিনা, তা দেখেই আপনার ঐ কাজ নেওয়া উচিত। কেউ কেউ বেশী বেতনের জোড়ে এমন জায়গায় চাকুরি নেয়া, যেখানে কোন মঙ্গলী নেই। এমন হতে পারে যে আপনি যেখানে চাকুরী নিয়েছেন সেখানে একটা নতুন মঙ্গলী গড়ে তুলেছেন। যদি তাই হয় তাহলে আপনি হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই কাজ করেছেন। কিন্তু ঐ চাকুরী নেওয়ার ফলে যদি আপনার গৌর্জায় শাওয়া ও প্রার্থনা করা বন্ধ হয়ে যায় তবে আপনি ভুল করেছেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে চলে যাওয়ার চেয়ে বরং অন্ন বেতনের চাকুরীও ভাল।

ঈশ্বরের ইচ্ছা কি? আমি আবার বলছি, ঈশ্বরের ইচ্ছা—

- ১) যেন সকলে খীভেটি বিশ্বাস করে।
 - ২) বিশ্বাসীরা যেন প্রভু যৌগৰ মত হয়।
- যৌগ আমাদের মহান আদেশ দিয়েছেন। মথি ২৮ : ১৯-২০ পদ আপনার মনে আছে কি? ৫ম পাঠে আমরা এ বিষয় আলোচনা করেছি। যারা সুসমাচার শোনেনি তাদের জন্য যৌগ ত'র ইচ্ছার কথা এখানে বলেছেন।
- ৩) মথি ২৮ : ১৯-২০ পদে যৌগ কোন ৪টি বিষয় করতে বলেছেন?

ଏଟାଇ ସୀଁଶୁର ଆଦେଶ ଏବଂ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଚେଯେ ଈଶ୍ଵରେର ପରିକଳ୍ପନାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଈଶ୍ଵରେର ପରିକଳ୍ପନା ମତ କାଜ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଲୋକ ଦରକାର ହେବେ । ସେଇ ସମ୍ଭବ ଲୋକେର ଦରକାର ହେବେ ଯାରା—
ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ପାରେ ।

ପ୍ରଚାର କରତେ ପାରେ ।

କାଜ କରତେ ଓ ଦାନ କରତେ ପାରେ ।

ଶିକ୍ଷା ଦିତେ ପାରେ ।

ତାଦେର ପ୍ରତିବେଶୀଦେର କାହେ ସାଙ୍କ୍ୟ ଦିତେ ପାରେ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶେର ଲୋକଦେର କାହେ ସାଙ୍କ୍ୟ ଦିତେ ପାରେ ।

ହାତ ଦିଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ମଳ କାଜ କରତେ ପାରେ ।

ଦୁଃଖୀଦେର ସାନ୍ତୋଦୀ ଦିତେ ପାରେ

ତାଇ ଈଶ୍ଵରେର ପରିକଳ୍ପନାକେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଗତ କରତେ ହୁଲେ ଅନେକ ଲୋକେର ଦରକାର । ଈଶ୍ଵର ଆମାଦେର ଦିଯେ କି କରାତେ ଚାନ ତା ଜାନିବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହେବେ । ଆମାଦେର ଆରୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହେବେ ସେନ ଅନ୍ୟରାଓ ଈଶ୍ଵରେର ପରିକଳ୍ପନାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ-ଦେଇ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ।

୬) ଈଶ୍ଵରେର ପରିକଳ୍ପନାଯି ସାହ୍ୟ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଦରକାର ଏମନ ସାତ ପ୍ରକାର ଲୋକଦେର ନାମ ବଲୁନ ।

....

ପବିତ୍ର ଆୟୋର ସାହ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା

କିନ୍ତୁ ବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହୟ ତା ଆମରା କିନ୍ତୁ ବେ ଜାନିତେ ପାରି ? ଆମାଦେର ନିଜେଦେର ପରିବାରେଇ ସଥନ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ଜିନିଷେର ଏତ ଅଭିବ ତଥନ କିନ୍ତୁ ବେ ଆମରା ଅନ୍ୟଦେର ପରିଗ୍ରାନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ପାରି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀରା ସେନ ସୀଁଶୁର ମତ ହୟ ସେ ଜନ୍ୟଇ- ବା କିନ୍ତୁ ବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ପାରି ? ଆମାଦେର ଛେଲେ-ମେଘେଦେର ଥାଓୟାତେ ହୟ, ଥାକବାର ଜନ୍ୟ ସରବାଡ଼ୀ ତୈରୀ କରତେ ହୟ, ପାଞ୍ଚ ଶେଷ କରତେ ହୟ, ପରବାର ଜନ୍ୟ ଜାମା କାପଡ଼ କିନିତେ ହୟ, ଅନେକ କିଛୁ ଶିଖିତେ ହୟ । ଏଣ୍ଣି ଛାଡ଼ାଓ ଆଛେ ଆମାଦେର ନିଜେଦେର ପରିକଳ୍ପନା । ଆମରା କି ଈଶ୍ଵରେର ପରିକଳ୍ପନାକେ ଏଣ୍ଣିର ଚେଯେ ବଡ଼ ହାନ ଦିତେ ପାରି, ବା ଦେଓଯା ସନ୍ତୋଷ ?

এর উত্তর, “হ্যা,” কিন্তু এজন্য সাহায্য দরকার। স্বর্গে থাবার সময় যীশু বলেছিলেন যে তিনি পবিত্র আআ পাঠিয়ে দেবেন। পবিত্র আআর বিভিন্ন নামের একটি নাম হল, “পারাক্লিত”। এই ধীক নামের মানে হেল “যিনি পাশে থেকে সাহায্য করেন,” আমদের তো তাই-ই দরকার। আমদের এমন একজনকে দরকার যিনি আমদের টিক কাজটি করতে সাহায্য করবেন। যিনি প্রথম বিষয়গুলিকে সব কিছুর উপরে ছান দিতে আমদের সাহায্য করবেন। কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা শেখানোর জন্য আমদের একজন সাহায্যকারী দরকার। আর টিক্ এই জন্যই প্রতু যীশু পবিত্র আআকে পাঠিয়েছেন।

৭) “পারাক্লিত” হোল—

- ক) যীশু খুচেটের আর এক নাম।
- খ) সাদা কবুতরের আর এক নাম।
- গ) প্রেরিত গৌলের আর এক নাম।
- ঘ) পবিত্র আআর আর এক নাম।

পবিত্রআআকে আমদের দরকার কেন, তা কি আপনি জানেন? পবিত্র আআ আমদের উপযুক্ত ভাবে প্রার্থনা করতে সাহায্য করেন। রোমায় ৮ : ২৬-২৭ পদে বাইবেল কি বলে দেখুন। “আমদের দুর্বলতায় পবিত্র আআ আমদের সাহায্য করেন।

কি বলে প্রার্থনা করা উচিত তা আমরা জানিনা। “হ্যা, অনেক অনেক সময়ই প্রার্থনায় কি বলা উচিত তা আগরা বুঝতে পারিনা। তাই” যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেই রকম আকুলতার সংগে পবিত্র আত্মা নিজেই আমদের হয়ে অনুরোধ করেন। যিনি মানুষের অন্তর থেকে দেখেন তিনি পবিত্র আত্মার মনের কথাও জানেন, কারণ পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই ঈশ্বরের লোকদের জন্য অনুরোধ করেন।”

৮) প্রার্থনায় আমদের পবিত্র আআর সাহায্য দরকার হয় কেন?

ଈଶ୍ୱରେର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି । ଏଥିନ “ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛା ମତଇ” ଆମାଦେର ପକ୍ଷେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଜନ୍ୟ ଆମରା ଏକ ଜନକେ ପେଣେଛି । ଆର ଠିକ ଏଟିଇ ଆମାଦେର ଦରକାର । ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା କଥନୋ ସ୍ଵାର୍ଥପର ବିଷୟରେ ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେନ ନା । ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ—

୧) ସେନ ସକଳ ମାନୁଷ ଖୁଣ୍ଡେଟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ।

୨) ସେନ ସକଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସୌଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଡେଟର ମତ ହୁଁ ।

ଆମାଦେର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାହେ ନିଜଦେର ସଂପେ ଦିତେ ହବେ । ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟ ହୟେ ଚଲାତେ ହବେ । ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାକେ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାତେ ଦିତେ ହବେ । ମାବେ ମାବେ ଆମରା ପାପୀ ମୋକଦେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଖୁବ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ କରି । ତଥନ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏକ ଅଜାନୀ ଡାଷ୍ୟାରୀ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ । ତିନି ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛା ମତଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ । ମାବେ ମାବେ ଆମରା ପ୍ରଭୁ ସୌଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିଛିନା ବୁଝାତେ ପେରେ, ତୀର ମତ ହବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି । ତଥନ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମାଦେର ସାହାୟ କରେନ । କାରଣ ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛା ମତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇ ତୀର କାଜ ।

୯) ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ ?

...

ହଥନ ଆମରା ନିଜେଦେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ତଥନ ମେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସଦି ଈଶ୍ୱରେର ପରିକଲ୍ପନାର ସାଥେ କୋନ ସମ୍ପର୍କ ନା ଥାକେ ତବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକେ ଆମରା ସାହାୟକାରୀ ହିସାବେ ଆଶା କରାତେ ପାରି ନା । ଆମରା ସଦି ଈଶ୍ୱରେର କାଜେ ସାହାୟ କରାତେ ଟାକା-ପମ୍ପାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାହାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାୟ କରିବେନ । କିନ୍ତୁ ନିଜେର ସୁଖ-ସୁବିଧାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଆମାଦେର ନିଜେଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାତେ ହବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମାଦେର ସାହାୟ କରିବେନ ନା । କାରଣ ତୀର କାଜ ହୋଲ ଈଶ୍ୱରେର ପରିକଲ୍ପନା ଅନୁୟାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ।

ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛାର ନିକଟ ଆତ୍ମସମର୍ପନ

ଜନ୍ମ-୩ “ଆଂଶିକ” ଏବଂ “ପୂର୍ଣ୍ଣ” ଆତ୍ମସମର୍ପନ କି ତା ବଲାତେ ପାରା ।

ইংৰেজ ইচ্ছা অনুবায়ী চলবাৰ মধ্যেই যত সুখ ও আনন্দ। অসুখী কাৱা ? কাৱা সব সময় অসন্তুষ্ট ? কাদেৱ জীৱন শূন্য ও অৰ্থহীন ? তাৱা কৱা ? এৱা সেই লোকেৱা ঘাৱা ইংৰেজ ইচ্ছা মত কাজ কৰে না।

এই জগতেৱ সব চেয়ে অসুখী লোক কাৱা ? ঘাৱা মনে কৰে ঘা চাই তা সব গাওয়াৰ মধ্যেই সুখ, আৱ ঘাৱা মনে কৰে নিজেৰ খুশীমত চলতে গাৱাই সুখ। তাৱা খুবই ঠকে। পৃথিবীৰ প্ৰায় সব জিনিষই তাদেৱ আছে, কিন্তু নাই শুধু সুখ !

আগনি দেখতে পাছে কোন লোক কত জোৱে হাসে তা দিয়েই তাৱ সুখ মাপা ঘায়না বা তাৱ কত বেশী জিনিষ আছে তা দিয়েও না। ধন-সম্পত্তি, জিনিষপত্ৰ দিয়ে আমাদেৱ জীৱন গঠিত হয়, না। যেন জীৱনে ইংৰেজ পরিকল্পনা ও ত'ৰ রাজ্যকে সব কিছুৰ উপৰে স্থান দেওয়া হয় সেই জীৱন-ই সুখী জীৱন।

১০) বিশ্বাসীৰ সুখ ও আনন্দ কোথায় ?

....

আংশিক আভ্যন্তর্পণ

এখন আমুন কিভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰতে হয় সে সম্বৰ্কে কয়েকটি প্ৰয়োজনীয় বিষয়েৰ আলোচনা কৰি। কিছু লোক আছে ঘাৱা বলে, “আপনি ঘা চান তা আমি কৰে দেব, যদি...” এৱ পৱে তাৱা অনেক ওজৱ ও দাবী-দাওয়া তোলে। তাৱা বলে, “আমি ঘাৰ যদি সেখানে থাকবাৰ ঘৰ থাকে।” অথবা তাৱা বলে, ‘আমি ঘাৰ,-যদি তাৱা মোটা টাকা দেয়। “অথবা” আমি ঘাৰ, যদি আমাৱ মা’ও আমাৱ সাথে ঘেতে পাৱেন। ‘অথবা’ আমি ঘাৰ,-যদি আমাৱ বাড়ী ও বাগানেৱ কাছেই থাকতে পাৱি।”

শ্ৰী ভাই-বোন, এগুলি হোল “আংশিক” আভ্যন্তৰ্পণেৰ দৃষ্টান্ত। এই লোকেৱা ‘হ্যাঁ’ বলেছে কিন্তু তাৱ পৱ ঘোগ কৰেছে ‘যদি’। যে লোকেৱা ‘যদি’ বলে তাৱা প্ৰতু ফীণুৰ মহান আদেশ পালন

କରତେ ପାରେ ନା । ଯାରା କୋନ ରକମ ଓଜର ଅଥବା ଦାସୀ-ଦାସୀ ନା ତୁଲେ ବଲେ, ‘ଏହି ସେ ଆମି, ପ୍ରଭୁ, ଆମାକେ ପାଠାଓ’ ତାରାଇ ଏହି ଆଦେଶ ପାଇନ କରତେ ପାରେ ।

୧୧) ଯାରା ଆଂଶିକଭାବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେଛେ ତାରା ସୌନ୍ଦର ମହାନ ଆଦେଶ ପାଇନ କରତେ ପାରେ ନା କେନ ?

....

ଗୀତ ୭୮ : ୪୧ ପଦେ ଈଶ୍ଵରେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏମନ ଦୁଟି ବିଷୟେର କଥା ବଲା ହସେଇ ଯା ଏକଦମ ଅସ୍ତବ ମନେ ହୁଏ । ଏହି ପଦ ବଲେ, ‘ତାହାରା ଫିରିଯା ଈଶ୍ଵରେର ପରୀକ୍ଷା କରିଲ, ଈଶ୍ଵରେଲେର ପବିତ୍ରତମକେ ସୌମ୍ୟବନ୍ଧ କରିଲ ।’

ତାରା— ୧) ଈଶ୍ଵରେର ପରୀକ୍ଷା କରେଛିଲ ।
 ୨) ଈଶ୍ଵରକେ ସୌମ୍ୟବନ୍ଧ କରେଛିଲ (ବା ଈଶ୍ଵରେ ଶତିକେ ଖାଟ କରେଛିଲ)

ଈଶ୍ଵରେର ପରୀକ୍ଷା କରା ଅଥବା ଈଶ୍ଵରକେ ସୌମ୍ୟବନ୍ଧ କରା ଯାଇ କି ? ମାନୁଷ ଓ ଈଶ୍ଵରେର ପରୀକ୍ଷା କରତେ ପାରେ, ତୀଏକେ ସୌମ୍ୟବନ୍ଧ କରତେ ପାରେ, ଏ କଥାଟା ଆମାଦେର ମନେ ତମ ଜାଗିଯେ ତୋଲେ । ଏକଜନ ସର୍ବଶତିମାନ ଈଶ୍ଵରକେ କିଭାବେ ସୌମ୍ୟବନ୍ଧ କରା ଯାଇ ?

ଈଶ୍ଵର ସଦି ନିଜେଇ ସୌମ୍ୟବନ୍ଧ ହତେ ନା ଚାନ ତବେ ତୀଏକେ ସୌମ୍ୟବନ୍ଧ କରା ଯାଇ ନା ! ଆର ଈଶ୍ଵର ନିଜେଇ ସୌମ୍ୟବନ୍ଧ ହତେ ଚେଯେଛେନ । ତିନି ମାନୁଷଙ୍କେ ତାର ପରିକଳ୍ପନାର ମଧ୍ୟେ ଥାନ ଦିଲେଛେନ । ତିନି ବମେଛେନ, “ଆମି ସୁଧ୍ୟ କରତେ ଚାଇ, କିନ୍ତୁ ମାନୁଷେର ବିଶ୍ୱାସ ସତଟୁକୁ କେବଳ ତତଟୁକୁ ଆମି କରିବୋ (ଅର୍ଥାତ୍ ମାନୁଷର ବିଶ୍ୱାସେର ଚେଯେ ବେଶ ତିନି କରତେ ପାରେନ ନା) । ଅଥବା, ଆମି ଐ ଲୋକଟିକେ ଆମାର ସେବା କରିବାର ଜନ୍ୟ ନିତେ ଚାଇ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେବା କାଜେର ଈଚ୍ଛା ସତଟୁକୁ ଆମି ତାର କାହେ ତତଟୁକୁଇ ପାବ ।”

ଈଶ୍ଵର ଏହିଭାବେଇ କାଜ କରେ ଥାକେନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୀଏ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କାଜ କରତେ ଆକାଂଖୀ କୋନ ମୋକ ନା ପେଲେ ସେଇ କାଜ ତିନି କରତେ ପାରେନ ନା ।

১২) গীত ৭৮:৪১ পদ পড়ুন। ইন্দ্রায়োয়রা কোন দুই ভাবে ঈশ্বরের কাজে বাধা দিয়েছিল ?

পরিত্রানের বেলায়ও আমরা ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করতে পারি। কেউ ধৰ্ম হোক তা ঈশ্বর চান না, কিন্তু তবুও অনেকে ধৰ্ম হয়। কেন? কারণ তারা নিজেদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে তুলে দেয় না।

রোগের বেলায়ও একথা ঠিক। ঈশ্বর রোগীদের সুস্থ করতে চান। কিন্তু ঈশ্বর সুস্থ করতে চাইলেও অনেকে অসুস্থ থেকে যায়। কেন? কারণ ঈশ্বরের ঘেরাগ ইচ্ছা, তাদের সেরাগ বিশ্বাস নেই। তারা সুস্থ হতে পারতো, কিন্তু বিশ্বাস নেই বলে তারা সুস্থ হতে পারেন না। তারা বিশ্বাস করে না বলে ঈশ্বরও তার শক্তি দেখাতে পারেন না। এই ভাবে বিশ্বাস না করে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা হয়।

আমরা জানিনা ঈশ্বর কেন তার পরিকল্পনায় এই পথ বেছে নিমেন এ বিষয়ে চিন্তা করুন। মানুষের বিশ্বাস এবং ইচ্ছা কত দরকারী তা ভেবে দেখুন।

তিনি চান যেন সকল মানুষ পরিত্রাণ পায়। কিন্তু সকলে নিজেদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে তুলে দেয় না বলে সকল মানুষ পরিত্রান পাবে না।

তিনি চান যেন সকলে শীঘ্র মত হয়, কিন্তু সকল মানুষ শীঘ্র মত হবে না। কেন? কারণ তারা নিজেদের শীঘ্র মত নত করতে চায় না। এইভাবে ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হন।

১৩) প্রতিটি সত্য উত্তির বাম পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দিন।

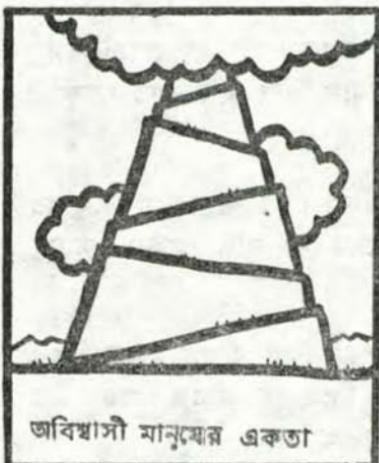
- ক) ঈশ্বর রোগীদের সুস্থ করতে চান।
- খ) আমরা ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করতে পারি।
- গ) আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট তুলে দিতে হবে।
- ঘ) সকল মানুষ পরিত্রান পাবে।

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ସମର୍ପନ

ବାବିନ୍ଦେର ଦୁଗତୀରୀର ଇତିହାସେ (ଆଦି ୧୧ : ୧-୧୧ ପଦ) ଆମରା ଦେଖିଲେ ପାଇଁ ସେ, ସବ ମାନୁଷ ଏକଇ ଜାଗାଯାଇ ବାସ କରିବାରେ ଏବଂ ତାଦେର ଏକଇ ଭାଷା ଛିଲ । ତାରା ଏକତାବନ୍ଧ ହେଁ ଈଶ୍ଵରେ ବିରଳକ୍ଷେ ବିଦ୍ରୋହ କରେଛିଲ । ଏଥାନେ ଆମରା ଦେଖିଲେ ପାଇଁ ସେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକତା ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ସେ ଏକତା ଛିଲ ଈଶ୍ଵର ବିହୀନ (ଅବିଶ୍ୱାସୀ) ଲୋକଦେର ଏକତା, ତାରା ଈଶ୍ଵରେ ବିରଳକ୍ଷେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଏକ ହେଁଛିଲ । ଫଳ କି ହେଁଛିଲ ? ଈଶ୍ଵର ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଭାଷାଭେଦ ସୃଜିତ କରିଲେନ ଏବଂ ଏର ଫଳେ ତାଦେର ଦୁଗତୀରୀର କାଜ ବନ୍ଧ କରିବାରେ ହୋଇ ।

୧୪) ଆଦି ୧୧ : ୧-୧୧ ପଦ ପଡ଼ୁନ । ଈଶ୍ଵର କେନ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଭାଷାଭେଦ ସୃଜିତ କରେଛିଲେନ ।

...



ପ୍ରେରିତ ୨ : ୪ ପଦେ ଆମରା ପଡ଼ି ସେ, ପ୍ରଥମ ଖୁଲ୍ଲଟ ବିଶ୍ୱାସୀରା ସକଳେ ଏକଥାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଁ ଈଶ୍ଵରେର ଉପାସନା କରିଛିଲ । ହଠାତ୍ ସେଥାନେ ଜୋର ବାତାସେର ଶବ୍ଦେର ମତ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ଏବଂ ତାରା ସକଳେ ପରିଷିଳାନ୍ତ ଆୟୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲେନ । ତାରା ଅଜାନୀ ଭାଷାଯାଇ କଥା ବଲିବା ଲାଗିଲେନ । ଏଟା ଛିଲ ଈଶ୍ଵର ଏବଂ ମାନୁଷେର ଏକତା । ସତିଯି କି ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଏକତା ନାହିଁ ?

মানুষের ইচ্ছা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে এক হয় তখন অনেক আশচর্য ঘটনা ঘটে। তখন রোগীদের সুস্থ করা যায়। অঙ্গরা দেখতে পায় এবং খোঁড়া লোকেরা হাঁটতে পারে। কেন তা হয়? কারণ তখন ঈশ্বরের পরিকল্পনাই কাজ করে। ঈশ্বর এবং মানুষ আবার একত্রে চলা ফেরা এবং কথাবার্তা বলে।

এটিই প্রার্থনা ও উপাসনার উদ্দেশ্য। প্রশংসা ও ধন্যবাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সংগে কথা বলাই উপাসনা। উপাসনার সময় ঈশ্বর আমাদের মাঝে আসেন, আর তখন আমাদের অন্তরের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে এক হয়। যখনই আমাদের অন্তর বা হাদয় ঈশ্বরের অন্তরের সাথে এক হয়, তখন যে কোন আশচর্য ঘটনা-ই ঘটতে পারে। এই বিষয় চিন্তা করে আমাদের হাদয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞ তায় ভরে উঠে।

১৫) প্রার্থনা ও উপাসনার উদ্দেশ্য কি?

...

পূর্ণ আআ-সমর্পণ হোল ঈশ্বর এবং মানুষের ইচ্ছার মধ্যে পূর্ণ মিলন। আমরা ঈশ্বরকে তাঁর ইচ্ছা বদলাতে বজাতে পারি না। আমাদেরই-তাঁর ইচ্ছা জেনে সেই মত কাজ করতে হবে। যখন আমরা তা করবো তখন যৌগের মহান আদেশটি পালিত হবে এবং জগত প্রভু যৌগের সুখবর শুনতে পাবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বিশ্বাস

জন্য - ৪ : মানুষ কোন তিনি প্রকার জিনিষের জন্য প্রার্থনা করে, আর এই জিনিষগুলির জন্য কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারা।

“উপাসনার শ্রেষ্ঠত্বের” উপর লেখা এই খণ্ডটি আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। আসুন সংক্ষেপে এর সারমর্ম আলোচনা করি। যে সব বিষয়ের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক আছে, সেগুলি নিয়েই উপাসনার কাজ। আর সেই সব বিষয়ই আমাদের প্রার্থনায় সর্বদা শ্রেষ্ঠ স্থান পাবে।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବ ଜିନିଷ ଆମାଦେର ଦରକାର ସେଙ୍ଗଳି ନିଯୋ ସେ ଈଶ୍ଵର ଚିନ୍ତା କରେନ ନା ତା ନାଁ । ତିନି ସେଙ୍ଗଳିର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେନ । ଆମରା ସଦି ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟ ଆର ତିନି ଆମାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ସାଚାନ ସେଙ୍ଗଳିର ଜନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବ କିଛୁର ଚେଯେ ସେଣୀ ଚେତ୍ତା କରି, ତାହାଙ୍କୁ ତିନି ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷଙ୍ଗଳିଓ ସୋଗାବେନ । (ମଥି ୬ : ୩୩ ପଦ) ।

ପ୍ରାର୍ଥନାର ପର୍ବତ

ବିଶ୍ୱାସେର ଅସୀମ କ୍ଷମତାର କଥା ନିଶ୍ଚଯାଇ ଆପନି ଶୁଣେଛେନ । ଆମରା ଜାନି ବିଶ୍ୱାସେର ଅସାଧ୍ୟ କିଛୁ ନେଇ । ଆସୁନ ଏ ବିଷୟେ ଆମରା କତ୍ତ-ଶୁଲି ବାଇବେଳେର ପଦ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରି :

“ଈଶ୍ଵରର ପକ୍ଷେ ସବଇ ସମ୍ଭବ” (ମଥି ୧୯ : ୨୬ ପଦ) ।” ସଦି ଏକଟା ସର୍ବ-ଦାନାର ମତ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୋମାଦେର ଥାକେ, ତବେ ତୋମରା ଏହି ପାହାଡ଼କେ ବଲବେ, ‘ଏଥାନ ଥେକେ ସରେ ସାଓ,’ ଆର ତାତେ ଓଟା ସରେ ଥାବେ । ତୋମାଦେର ପକ୍ଷେ କିଛୁଇ ଅସମ୍ଭବ ହବେ ନା “(ମଥି ୧୭ : ୨୦ ପଦ) ।” ଆମାର ଈଶ୍ଵର...ତୋମାଦେର ସବ ଅଭାବ ପୂରଣ କରବେନ” (ଫିଲୀପିଯ় ୪ : ୧୯) । “ତୋମାଦେର ସା ଇଚ୍ଛା ତା-ଇ ଚେଯୋ, ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ତା କୁରା ହବେ” (ସୋହନ ୧୫ : ୭ ପଦ) ।

ବାଇବେଳେର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଙ୍ଗଳି କି ଅସୀମ, ନା ଏଦେର ସାଥେ କୋନ ଶର୍ତ୍ତ ବା ‘ହନ୍ତି’ ସୋଗ କରା ଆଛେ । ଈଶ୍ଵର ଆମାଦେର ଧନଦାତା ବଲେ କି ଦାରିଦ୍ରତା ବା ଅଭାବ ଅନାଟିନ ଆମାଦେର ଜୀବନେ ଘଟିବେ ନା ? ରୋଗୀରା ସୁଧ୍ୟ ନା ହଲେ କି ଆମରା ତାଦେର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବଲେ ଅପବାଦ ଦେବ ?

ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସଂଗେ “ଯଦି ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ହସ୍ତ”-ଏହି କଥା ସୋଗ କରେ ଦେଓଯା କି ଭୁଲ ? ତିକତାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଉପରେର ପ୍ରଶ୍ନଗ୍ରଳିର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟାଇ ଜାନା ଦରକାର ।

- ୧୬) ବାମ ପାଶେ ଉତ୍କଳଗ୍ରଳିର ସଂଗେ ଡାନ ପାଶେର ପଦଗ୍ରଳିର ମିଳ ଦେଖାନ ।
- କ) ଈଶ୍ଵର ଆମାଦେର ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ସବ କିଛୁ ସୋଗାବେନ ।
- ୧) ସୋହନ ୧୫ : ୭ ପଦ ।

খ) যা চাইবে তা-ই পাবে।

২) মথি ১৯ : ২৬ পদ।

গ) একটা সর্বেবৌজের মত বিশ্বাস থাকলে তোমরা সব কিছুই করতে পারবে।

৩) ফিলিপীয় ৪ : ১৯ পদ।

ঘ) ঈশ্বরের পক্ষে সবই সন্তুষ্ট।

৪) মথি ১৭ : ২০ পদ।

আসুন আমরা উপরের পদগুলি নিয়ে আলোচনা করি। এই পদগুলিতে যা করবার কথা বলা হয়েছে তা কি এমনি-ই করা হবে, কোন রকম শর্ত ছাড়াই ? না, এজন্য কতগুলি শর্ত ঐ পদগুলির মধ্যেই দেওয়া হয়েছে ? বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে, নিঃস্বার্থ পর ভাবে দান করতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্য জানাতে হবে। আরো মনে রাখবেন যে, যে সব প্রার্থনার উত্তর দিলে অন্য একজন বিশ্বাসীর ক্ষতি হতে পারে সেই রকম প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বর দেন না।

১৭) প্রার্থনার উত্তর জাতের পূর্বশর্তগুলি কি কি ?

.....

“তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই চেয়ো, তোমাদের জন্য তা করা হবে” (যোহন ১৫ : ৭ পদ)। এই প্রতিজ্ঞাটি কি আমরা সব রকম প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি ? আমাদের মন যা চাইবে আমরা তার সবই চাইবো আর ঈশ্বর সবই দেবেন ? এজন্য কি কোন শর্ত (“যদি”) নেই ? নিশ্চয়ই আছে।

যদি এই প্রতিজ্ঞাটির জন্য কোন শর্ত না থাকত তবে তো আমরা প্রার্থনা করতে পারতাম, যেন আমাদের ঘরটি প্রতিদিন নিজে নিজে পরিষ্কার হয়ে যায়। যেন পৃথিবীর প্রত্যেক লোক ধনী হয়। যেন আমাদের পরিবারের কেউ না মরে। প্রতিজ্ঞাটির কোন “সীমা” না থাকলে আমরা এই সমস্ত কাজ ইচ্ছামত করতে পারতাম !

আপনি হয়তো বলবেন, “এতো বোকার মত কথা, ঈশ্বর কখনই ঐ রকম প্রার্থনার উত্তর দেন না !”

ଏই କଥା ସବି ଆମରା ମେନେ ନେଇ ତାହଲେ ଆମାଦେର ଏଟାଓ ମେନେ ନିତେ ହବେ ଯେ, ତୋମାଦେର ପକ୍ଷେ କିଛୁଇ ଅସ୍ତବ ହବେ ନା”-ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟିରେ ଏକଟା ସୀମା ଆଛେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଛେ ସେଣ୍ଡଜିର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚିତ ନନ୍ଦ ।

୧୮) ପ୍ରତିଟି ସତ୍ୟ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ବାମ ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦେନ ।

- କ) କୋନ୍ କୋନ୍ ବିଷୟର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚିତ ନା ।
- ଘ) ଈଶ୍ଵରର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଣିର ଜନ୍ୟ କହେକଟି ଶର୍ତ୍ତ ଆଛେ ।
- ଗ) ଆମରା ସା ଚାଇବୋ ତାର ସବ କିଛୁଇ ଦେବେନ ବଳେ ଈଶ୍ଵର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେଛେନ ।
- ଘ) ଯୋହନ ୧୫ : ୭ ପଦେର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟିର ଏକଟା ସୀମା ଆଛେ ।

ଆସୁନ ଏଥିନ ଆମରା ଫିଲିପୀଯ ୪ : ୧୯ ପଦେ ଦେଓଯା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ଦେଖି । “ଆମାର ଈଶ୍ଵର ତୋମାଦେର ସବ ଅଭାବ ପୂରଣ କରବେନ ” । ଏଟା ଏକଟା ଗୌରବମୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା । କିନ୍ତୁ “ଅଭାବ” କଥାଟି ବ୍ୟବହାରେର ସାରା ଏର ଏକଟା ସୀମା ଟାନା ହେଲେ । ମାନୁଷ ସା ଚାଇ ତାର ସାଥେ ତାର ଅଭାବେର ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଛେ ।

ଏକଟା ସୁନ୍ଦର ଦୀର୍ଘ ସାର, ଅନେକ ଟାକା-ପଯ୍ୟସା, ଭାଲ ଆଶ୍ରା, ସାଫଲ୍ୟ ଏବଂ ସୁନାମ କେ ନା ଚାଇ ?

ସୁନ୍ଦର ସୁଶ୍ରୀ ହତେ କେ ନା ଚାଇ ? ଉପରେର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି କି ଏହି ସବ କ୍ଷେତ୍ରେ ଥାଏ ? ଈଶ୍ଵର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେଛେନ ତିନି ଆମାଦେର ଅଭାବ ପୂରଣ କରବେନ । କିନ୍ତୁ ଆମରା ସାକେ ଅଭାବ ମନେ କରି । ଈଶ୍ଵରେର ଚୋଥେ ତା ଅଭାବ ନା-ଓ ହତେ ପାରେ । ଆମରା ପ୍ରାର୍ଥନାଯାଇ ସେଣ୍ଡଜି ଚାଇତେ ପାରି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ଵରେର ଉପରେ ଆମାଦେର ବିଶ୍ୱାସ ରାଖିତେ ହବେ । ଆମାଦେର ପକ୍ଷେ କି ଭାଲ ତା ତିନି ଜାନେନ । ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସଂଗେ ଆମରା ଏହି କଥା ଯୋଗ କରିବୋ “ସବି ତୋମାର ଇଛା ହୁଏ ।”

“ତୋମାଦେର ସା ଇଛା ତା-ଇ ଚେଯା, ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ତା କରା ହବେ” (ଯୋହନ ୧୫ : ୭ ପଦ) — ଏହିଟି ଆରେକଟି ଗୌରବମୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା । କିନ୍ତୁ ଏରେ ଏକଟା ସୀମା ଆଛେ । ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଗୁଣି ଆଛେ, “ସବି ତୋମରା ଆମାର ମଧ୍ୟ ଥାକୁ ଆର ଆମାର କଥାଗୁଣୋ ତୋମାଦେର ଅନ୍ତରେ ଥାକେ..... ।— ଏଟା ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଶର୍ତ୍ତ ।

১৯) ঘোহন ১৫ : ৬ পদের প্রতিজ্ঞাটির সাথে কি শর্ত ঘোগ করা
হয়েছে

...

নিষ্ফল প্রার্থনা

আসুন দুজন বিশ্বাস বীরের কথা পড়ি। তারা নিজের ইচ্ছা মত
যা চেয়েছিলেন তা তাদের জন্য করা হয়নি। যীশু প্রার্থনা করেছিলেন
“এই দৃঢ়ের পেয়ালা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও (লুক ২২ : ৪২
পদ)। প্রভুযীশুর বিশ্বাস ছিলনা একথা কি কেউ বলতে পারে?
তাহলে তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়নি কেন? যীশুর প্রার্থনার
উত্তর দেওয়া হয়নি কারণ,

ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি
তাঁর পুত্রের ক্রুশীয় হৃত্যার মধ্য
দিয়ে মানুষকে উদ্ধার করবেন।

“আমাদের পাপের ভার বহনের”
অভিশাপের বিরুদ্ধে যীশুর সমস্ত
দেহ-মন চিৎকার করে উঠেছিল
বলেই কি আমরা মনে করবো
তাঁর বিশ্বাস দুর্বল ছিল?
কখনোই না! তাঁর ভুজ হয়নি

বা তিনি দুর্বল ছিলেন না। আসলে তাঁর বিশ্বাস খুবই শক্তিশালী
ছিল। তিনি নিজের ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার হাতে সঁপে
দিয়েছিলেন! মানুষ হিসাবে তিনি দুইখ ভোগ করতে চাননি,
মরতেও চাননি। ঈশ্বরের পবিত্র পূজ হিসাবে তিনি মানুষের পাপ
বহন করতে চাননি। কিন্তু যীশু শেষ গর্ভত পিতার ইচ্ছাকেই
সব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। বলে আমরা তাঁর প্রার্থনাকে
নিখুঁত বলতে পারি। আমাদেরও শিকভাবে প্রার্থনা করা উচিত।



সাধারণতঃ আমরা গরীব না হয়ে থানী হতে চাই, দুরের কোন
স্থানে না গিয়ে বাড়ীর কাছে থাকতে চাই। আমরা মৃত্য বা
রোগ-অসুস্থতা নিয়ে গড়ে থাকার চেয়ে বরং ভাল স্বাস্থ্য ও সুখ
নিয়ে বেচে থাকতে চাই।

କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ଵରେର ସନ୍ତାନରାପେ ଅଗ୍ନିଯ୍ ପିତାର ଇଚ୍ଛାକେ ଆମରା ଅନ୍ୟ ସବ
କିଛୁର ଚେଯେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦେବ । ଏହି ଜନ୍ୟାଇ ଆମରା ସୀଗୁର ସାଥେ
ବଲତେ ପାରି “ତବୁ ଓ ଆମାର ଇଚ୍ଛା ମତ ନୟ, ତୋମାର ଇଚ୍ଛାମତାଇ
ହୋକ ।”

୨୦) ପ୍ରଭୁ ସୀଗୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିର୍ଖୁତ ଛିଲ କେନ ?

...

ପ୍ରେରିତ ପୌଜ ଏକଜନ ବିଶ୍ୱାସ-ବୀର ଛିଲେନ । ତବୁ ଓ ତିନି ତୀର ସବ
ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାନନି । ତାର ଏକଟା ସନ୍ତନାଦୟକ ରୋଗ ଛିଲ ।
ତାର ଏହି ରୋଗ ଡାଲ କରବାର ଜନ୍ୟ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଛିଲେନ ।
ପୌଜେର ଚେଯେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ କେଉ ଛିଲ ନା । ତୋମାଦେର ସା ଈଚ୍ଛା
ତା-ଇ ଚେଯୋ”—ଆମାଦେର ମତ ପୌଜେର କାହେଉ ଏହି ଛିଲ ଈଶ୍ଵରେର
ଏକଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା । ତାଇ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଛିଲେନ । ତିନ ବାର ତିନି
ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଛିଲେନ । ତିନ ବାରଇ ଈଶ୍ଵର ତାକେ ଉତ୍ତର ଦିଯେଛିଲେନ,
“ଆମାର ଦୟାଇ ତୋମାର ପଙ୍କେ ସଥେଷ୍ଟ, କାରଗ ଦୂର୍ବଲତାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେଇ
ଆମାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହସନ” (୨ କରିଛୀଯ ୧୨ : ୯ ପଦ) ।

୨୧) ଦୁଇଜନ ବିଶ୍ୱାସ-ବୀରେର ନାମ ବଳୁନ, ଯାରା ସେମନ ପ୍ରାର୍ଥନା
କରେଛିଲେନ ତେମନ ଉତ୍ତର ପାନ ନାଇ ।

...

ଉପରେର ସବଞ୍ଜି ଦୁଃଖୋତ୍ତ ଏକଟା କଥା-ଇ ବଲେ । ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା
ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ମତ ହତେ ହବେ । ଆମରା ସଦି ଈଶ୍ଵରେର କୋନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର
ବିଷୟ ଦାବୀ କରି ତବେ ତାଓ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ମତାଇ ହତେ ହବେ । ସେ
ପ୍ରାର୍ଥନାର ସାଥେ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାର ମିଳ ନେଇ ତା ଈଶ୍ଵର ପ୍ରାହ୍ୟ କରେନ
ନା । ଏହି ଧରନେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଈଶ୍ଵରେର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅପବ୍ୟବହାର ।
“ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ସେମନ ଅର୍ଗେ, ତେମନି ପୃଥିବୀତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋକ, “ଏହି
କଥାକେ ସର୍ବଦାଇ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନାଯ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିତେ ହବେ ।

ଏହି ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ଜାନା ସବଚେଯେ ଦରକାରୀ ବିଷୟ । ଦୁଟି ବିଷୟ
ଆହେ ସା ସବ ସମୟରେ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାର ସାଥେ ସଂସ୍କରଣ । ଆମରା ସଥମ

এঙ্গলির জন্য প্রার্থনা করি তখন “ঘদি তোমার ইচ্ছা মত হয়”
বলবার দরকার নাই। এই বিষয়গুলি হোল :

- ১) তোমার নাম পরিগ্রহ করে মান্য হোক।
- ২) তোমার রাজ্য আসুক।

আমরা জানি যে, এই দুটি বিষয়কে অমান্য করা হয় এমন কোন
কিছুর জন্য প্রার্থনা করলে আমরা ভুল করবো। অন্য কথায়
বলা যায়, “আমার নামে শা-কিছু চাইবে..... এই প্রতিজ্ঞাটিকে
আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারি না।
আমরা ঘদি নিজেদের নামের গৌরব (সম্মান, খ্যাতি) চাই,
তাহলে সততার সাথে ঈশ্বরের নামের গৌরবের জন্য প্রার্থনা করতে
পারিনা।

২২) প্রতিটি সত্য উভিত্র বাম পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ক) ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর নাম পরিগ্রহ করে মান্য হোক।
- খ) নিজের সম্মান, খ্যাতি ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করা ঠিক।
- গ) প্রার্থনা করতে হলে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা দরকার।
- ঘ) ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।

আবার ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন সব মানুষ পরিষ্কান পেয়ে তাঁর স্বর্গ
রাজ্যের নাগরিক হয়, আর তাঁর রাজ্যের সব নাগরিক যেন
তাঁর পুত্রের মত হয়। আমরা ঘদি তাঁর এই ইচ্ছা বিরোধী কোন
প্রার্থনা আমাদের সুবিধামত করি তবে ঈশ্বর তা প্রাণ্য করবেন না।
“তুমি ঘদি বিশ্বাস কর তবে যা চাও তা-ই পাবে “এই কথা
চিন্তা করে আমরা যা ইচ্ছা তাই প্রার্থনা করতে পারিনা। কারণ
ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা অসীম নয়। এর একটা সীমা আছে।

তাহলে আমরা কিভাবে প্রার্থনা করব? “শ্রুতি দয়া করে ‘কমল’
কে পাপের হাত থেকে উদ্ধার কর”। “ঘদি তোমার ইচ্ছা হয়”
বলবার দরকার নেই। কারণ আমরা জানি সকল মানুকে উদ্ধার
করা-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা। অবশ্য ‘কমল’ ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিতে

ରାଜି ନା-ଓ ହତେ ପାରେ । ପରିଷ୍କାଗ (ବା ଉଦ୍ଧାର) ପେତେ ହଲେ କୋନ ଲୋକେର ଇଚ୍ଛାକେ ଅବଶ୍ୟାଇ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାର ସଂଗେ ଏକ ହତେ ହବେ ।

ଆମରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ, ପ୍ରଭୁ ଆମାଦେର ସୀଣ୍ଠର ମତ କର, “ସଦି ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ହସ୍ତ ”—ବଜବାର ଦରକାର ନେଇ । କାରଗ ଆମରା ଜାନି ଈଶ୍ଵର ଚାନ ତୀର ସନ୍ତାନେରା ସେବ ତୀର ପୁତ୍ରର ମତ ହସ୍ତ । ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାମତ କାଜ କରବାର ଜନ୍ୟାଇ ସୀଣ୍ଠକେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରତେ ହସ୍ତେ—

ଏବଂ ନିଜେକେ ଅନେକ ନୀତୁତେ ନାମାତେ ହସ୍ତେ । ଏର ଫଳେ ତୀରେ କୁଶର ଉପର ମୃତ୍ୟୁ ବରଗ କରତେ ହସ୍ତେ । ଆମରା କି ସନ୍ତାଇ ସୀଣ୍ଠର ମତ ହତେ ପାରି ସେଜନ୍ୟ ଆମରା କି କୁଶର ସାତନା ଭୋଗ କରତେ ରାଜି ଆଛି ? “ତିନି ଧନୀ ହସେବ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଗରୀବ ହଲେନ, ସେବ ତାର ଗରୀବ ହସ୍ତୋର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ତୋମରୀ ଧନୀ ହତେ ପାର “(୨ କରିଛିୟ ୮ : ୯ ପଦ) । ସାରା ଏଥନୋ ତାର ପରିତ୍ରାଣେର “ଧନେର ” କଥା ଜାନେ ନା, ତାଦେର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ କି ଆମରା ଗରୀବ ହତେ ରାଜୀ ଆଛି ? ଆମରା କି ନିଜେଦେର ନୀତୁ କରତେ ରାଜି ? ସେବ ତୀରଇ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତ ସେ ଜନ୍ୟ ଆମରା କି ଆମାଦେର ବାବା-ମା, ଆୟୀଯ ସ୍ଵଜନଦେର ହେଡେ ସେତେ ପ୍ରଭୃତି ?

୨୬) ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରବାର ଜନ୍ୟ ସୀଣ୍ଠକେ କି କରତେ ହସେହିଲ ?

.....

ତୋମାଦେର କିଛୁଇ ଥାକେ ନା, କାରଗ ତୋମରା ଈଶ୍ଵରେର କାହେ ଚାଓ ନା । “-ଏହି କଥା ସୀଣ୍ଠ ବଲେଛେନ । ଏରପରେ ତିନି ବଲେଛେନ, “ତୋମରା ଚେଯେବ ପୋତନା, କାରଗ ତୋମରା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚେଯେ ଥାକ, ସେବ ତୋମାଦେର କାମନା ବାସନା ତୃପ୍ତ ହସ୍ତ । “(ସାକୋବ ୪ : ୨-୩ ପଦ) । ଏର ସାଥେ ”ତୋମାଦେର ସା ଇଚ୍ଛା ତା-ଇ ଚେଯୋ, ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ତା କରା ହବେ ଏର ମିଳ କୋଥାଯା ? ଆମରା ସଦି ଆମାଦେର ଇଚ୍ଛାକେ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାର ହାତେ ତୁଲେ ଦେଇ—ତବେଇ ଏଦେର ମିଳ ଦେଖା ଯାବେ । ନିଜେର ସାର୍ଥ ତୃପ୍ତିର ଜନ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ଵରେର ନାମେର ଜନ୍ୟ ଗୋରବ ଜନକ ନୟ ତାର ଉତ୍ସର୍ଗ ପାବାର ଆଶା କରବେନ ନା । ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବଶ୍ୟାଇ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାମତ ହତେ ହବେ । ନତୁବା ଈଶ୍ଵର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦିତେ ପାରେନ ନା ।

২৪) কোন কোন মোক তাদের প্রার্থনার উত্তর পাওয়া না কেন ?

...

লোকেরা যেসব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করে

আমরা অনেক কিছু পেতে চাই। সেগুলি কি প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি না ? ভাল জিনিষের জন্য প্রার্থনা করা কি অন্যায় ? ঈশ্বর কি আমাদের চাইতে বলেন নি ? লোকেরা যেসব জিনিষের জন্য প্রার্থনা করে সেগুলিকে তিন ডাগে ভাগ করা যায় :-

- ১) যেসব জিনিষ ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে পড়ে না।
- ২) যেসব জিনিষ বা বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে কিনা আমরা ঠিক জানিনা।
- ৩) যে বিষয়গুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত বলে আমরা জানি। মদ্রতা, স্বার্থপর জীবন যাপন, দৈহিক কামনা-বাসনা, এবং নিজের সম্মান-খ্যাতি, ইত্যাদি উপরের প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এগুলি চাওয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই। এগুলির জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি না কারণ আমরা জানি যে এগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে।

দ্বিতীয়টঃ এমন কতগুলি বিষয় আছে যেগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত কিনা আমরা ঠিক জানি না। এগুলির জন্য প্রার্থনা করবার সময় আমাদের বলতে হবে, “যদি তোমার ইচ্ছা হয়।” ব্যবসা-বানিজ্যে সাফল্য, আরামদায়ক জীবনের জন্য দরকারী জিনিষ গত, সুখ্যাতি বা সুনাম, ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে। এগুলির জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি কিন্তু তার পর ঈশ্বর যে উত্তর দেন তা শুন্দেক করতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

তৃতীয় প্রকার বিষয়গুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে পড়ে। তিনি সব সময়ই চান যেন তাঁর নাম পবিত্র বলে মান্য হয়, আর যেন তাঁর রাজ্য এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আরো চান যেন কেউ-ই ধৰ্মস না হয়, সকলেই যেন পরিজ্ঞাপ পায়। আমরা যখন

ଏହି ବିଷୟଙ୍କଳିର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତଥନ “ଯଦି ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ହସ” ବଲବାର ଦରକାର ନେଇ ।

୨୫) ଜୋକେରା ସେ ତିନ ପ୍ରକାର ବିଷୟର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେଣ୍ଟଲି କି କି ?

...

କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କରା ଓ ମୁକ୍ତ କରା କି ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ? ଏଣ୍ଟଲି ଦ୍ଵିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ? ଆମାଦେର ମତେ ଏଣ୍ଟଲି ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ । ସୁନ୍ଦର କରା ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ସମୟ ଆମାଦେର ବଲତେ ହେବ, “ଯଦି ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ହସ” । କାରଣ ଅନେକ ସମୟ ଈଶ୍ଵର ପାପୀଦେର ଦୁଃଖ ଓ ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ସେତେ ଦେନ । ତିନି ତାଦେରକେ ଉତ୍ସଧାର କରେନ ନା, କାରଣ ତିନି ଜାବେନ ସେ ଏଇ କଲେ ତାରା ବାଧ୍ୟ ହସେ ତୋର କାହେ ଆସବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସିନ୍ଧ ହେବ । ଆବାର କୋନ କୋନ ସମୟ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୟତାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେଇ ପ୍ରତ୍ଯେ ସୀତାର ମତ ହସ୍ତା ସାଥ । ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଜୀବନେ ଅସୁନ୍ତତା ଅନେକ ସମୟ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୟତା ଏନେ ଦେଇ । ଆମାଦେର ନିଜେଦେର ଆକାଂଖା, ନିଜେଦେର ଗୌରବ ଏବଂ ନିଜେଦେର ଆରାମ-ଆସ୍ଥେଶର ଚେଯେ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ ଓ ତୋର ଗୌରବ ଅନେକ ମୂଳ୍ୟବାନ । ଅନେକ ସମୟ ଆମରା ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟକେ ଏକଇ ସଂଗେ ପେତେ ପାରି ନା ।

ତାଇ ସୁନ୍ଦର କରା ଓ ମୁକ୍ତ କରା ସବ ସମୟ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ନା-ଓ ହତେ ପାରେ । ଏଇ ଏକଟା ଭାଲ ଦୃଢ଼ଟାଙ୍କ ଇତ୍ତୀଯ ଏଗାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ ଆହେ । ବିଶ୍ୱାସ ସୀତାରେ ଆର୍ଦ୍ଦେକକେ ମୁକ୍ତ କରା ହସେଛିଲ, ବାକୀ ଆର୍ଦ୍ଦେକକେ ମୁକ୍ତ କରା ହସନି । ସାଦେର ମୁକ୍ତ କରା ହସନି ତାଦେର ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତଦେର ବିଶ୍ୱାସେ ଚେଯେ କମ ଛିଲ ନା । ଆମରା ପୌଳେର କଥା ବଲେଛି । ତାକେ ତାର ଦୈହିକ ସନ୍ତ୍ରେଣ ଥିକେ ମୁକ୍ତ କରା ହସନି । ପୌଳ ଦୁର୍ବଲ ଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ତିନି ନିଜେର ଇଚ୍ଛାକେ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାର ହାତେ ତୁଳେ ଦିଯେଛେନ, ଆର ଏଇ ଭାବେ ତିନି ଈଶ୍ଵରେର ଶତିଶୀଳ ଶତିଶୀଳମାନ ହସେଛେନ ।

ଆମରା ସୀତାର କଥାଓ ବଲେଛି । ତୋକେ କୁଶୀଯ ମୃତ୍ୟୁର ହାତ ଥିକେ ମୁକ୍ତ କରା ହସନି, କିନ୍ତୁ ତିନି ନିଜେକେ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛାର ହାତେ ତୁଳେ ଦିଯେଛେନ, ଆର ଏଇ ଫଳେଇ ସକଳ ମାନୁଷେର ପରିଜ୍ଞାଗ ସଂଗ ହସେଇଛେ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଏହି ନର ସେ ଈଶ୍ଵର କାଉକେଇ ସୁନ୍ଦର କରେନ ନା । ଶିଶ୍ବାଇନ୍

৫৩ : ৫ পদে জোখা আছে, “আমাদের শান্তিজনক শান্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।” সুস্থ হবার জন্য ঘারাই ঘীণুর কাছে এসেছে তিনি তাদের সুস্থ করেছেন।

তিনি খোঁড়াকে সুস্থ করেছেন, তিনি অঙ্ককে সুস্থ করেছেন। দানিয়েলকে সিংহের খাদ থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। তিনজন ইবৌয় সন্তানকে আঞ্চনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। আমরা নিশ্চয়ই এইসব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করতে পারি কিন্তু আমরা যা বলতে চাই তাহোল এই সব ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছার চেয়ে বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই প্রথম স্থান দিতে হবে। আমাদের নিজেদের আরাম-আরেশ, আমাদের আকাশে ইত্যাদির চেয়ে ঈশ্বরের গৌরব ও তাঁর রাজ্য অনেক বেশী মূল্যবান। ঘীণুর শিষ্য হতে হলে যে ত্যাগ স্বীকার করা দরকার সেজন্য সব সময় আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

২৬) যিশাইয় ৫৩ : ৫ পদ পড়ুন। ঘীণুর শান্তি তোগ এবং তাঁর ক্ষত আমাদের জন্য কি করেছে ?

....

আসুন আমরা এই বলে শেষ করি যে পূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তি কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। যে কোক ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনে থাকে সে দুঃখ-কল্পনার মধ্যেও আনন্দ-গান করতে পারে। সে ক্রুশের উপর মৃত্যু-যাতনার মধ্যেও বলতে পারে, “গিতঃ এদের ক্ষমা কর।” পৌর হথন বলেছিলেন, “আমার ঈশ্বর তোমাদের সব অভাব পূরণ করবেন” (ত্রিলিপীয় ৪ : ১৯ পদ) তখন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে রেখেই তা বলেছিলেন। তিনি তখন রোমীয়দের এক জেল খানায় বদী ছিলেন। যোহন যথন লিখেছিলেন, ‘আমি প্রার্থনা করি যেন তোমার সব কিছুই ভালভাবে চলে এবং আমার দিক থেকে তুমি যেমন ভালভাবে চলেছ, তিক তেমনি তোমার শরীরও যেন ভাল চলে।’ (৩ যোহন ২ পদ), তখন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা সমরণে রেখেই তা লিখেছিলেন। তিনি

তখন জন মানব শুন্য পাটম দ্বাপে ছিলেন। সেখানে কৃধা-অনাহার, ঘৃণা এবং দারিদ্র্য কিছুই তার অন্তর থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমা ছিলিয়ে নিতে পারেনি। থন্য সেই লোক যে এই প্রার্থনা করতে শিখেছে, “তোমার নাম পবিত্র
বলে মান্য হোক তোমার
রাজ্য আসুক..... তোমার ইচ্ছা
যেমন অর্গে তেমনি পুথিবীতেও
পূর্ণ !”

২৭) ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে কি
পাওয়া যায় ?

তোমার নাম

তোমার রাজ্য

তোমার ইচ্ছা

...

...

...

...

...

পরীক্ষা-৬

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) ঈশ্বরের দুইটি প্রধান ইচ্ছা কি কি লিখুন।

...

২) পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য কি ভাবে প্রার্থনা করেন? ...

...

৩) অনেক সময় আমরা ঈশ্বরকে (বা ঈশ্বরের শত্রিকে) সীমাবদ্ধ করি কিভাবে? ...

...

৪) ঈশ্বরে পরিকল্পনাকে সীমাবদ্ধ করার দৃষ্টান্ত লিখুন।

...

৫) প্রেরিত ২ঃ ১-১৪ পদ পড়ুন। মোকেরা এক সাথে প্রার্থনা করার পর কি ঘটনা ঘটেছিল? ...

...

৬) যখন প্রার্থনায় মানুষের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে এক হয় তখন কি ঘটে? ...

...

৭) মানুষ কোন তিনি রূক্ষ বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করে?

...

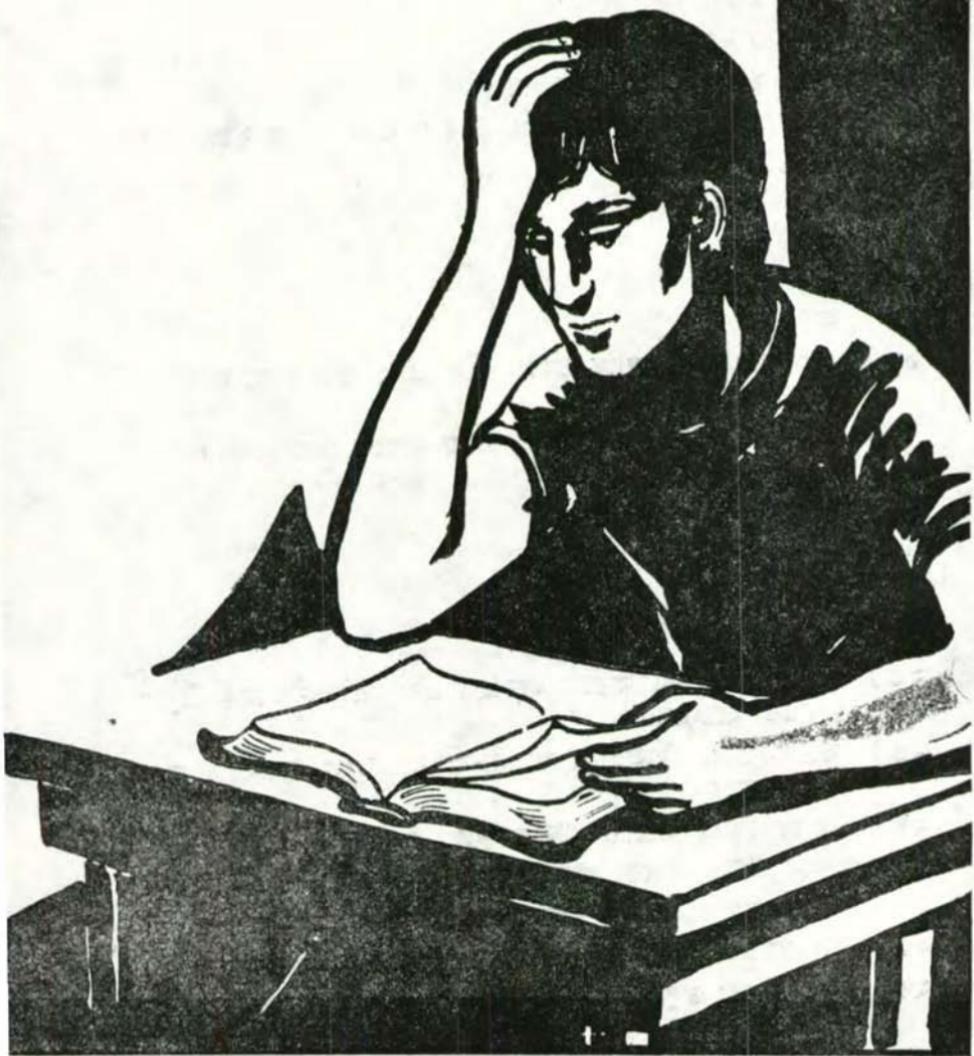
পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ।

- ১) কারণ যে সব বিষয় ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাধা দেয়না অথবা তাতে সাহায্যও করেনা সেই বিষয়গুলি ঠিক করবার জন্য তিনি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন ।
- ২) ক) মিথ্যা
খ) সত্য
গ) সত্য
ঘ) মিথ্যা
- ৩) ঈশ্বর আমাদের মনে সেই বিষয়ে একটা “চিন্তা” দেন-যা আসলে আমাদের অন্তরে বাসকারী পরিষ্ঠ আস্তার রব ।
- ৪) ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) সত্য
ঘ) সত্য
- ৫) যাও, শিষ্য কর, বাচিতসম দাও, শিক্ষা দাও ।
- ৬) যারা প্রার্থনা করে, যারা প্রচর করে, যারা কাজ করে, যারা দান করে, যারা নির্মাণ কাজ করে, যারা সান্ত্বনা দেয়, যারা সাঙ্গ দেয় ।
- ৭) ঘ) পরিষ্ঠ আস্তার আর এক নাম ।
- ৮) কারণ কি বলে প্রার্থনা করা উচিত, তা আমরা জানি না ।
- ৯) ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেই রকম আকৃতার সংগে পরিষ্ঠ আস্তা এক অজানা ভাষায় আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন ।
- ১০) ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চলবার মধ্যে ।
- ১১) কারণ নিজেদের দাবীদাওয়াগুলি পূর্ণ করে তারা ঐ আদেশ পূর্ণ করতে চায় ।
- ১২) তারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করেছিল ।
তারা ঈশ্বরকে সীমাবধ করেছিল ।

- ১৩) ক) সত্য
খ) সত্তা
গ) সত্তা
ঘ) মিথ্যা
- ১৪) কারণ তারা ঈশ্বরের বিকলকে বিদ্রোহ করবার জন্য একত্রিত হয়েছিল।
- ১৫) প্রশংসা ও ধন্যবাদের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সংগে কথা বলা।
- ১৬) ক) ৩) ফিলিপীয় ৪ : ১৯ পদ।
খ) ১) ঘোষণ ১৫ : ৭ পদ।
গ) ৪) মথি ১৭ : ২০ পদ।
ঘ) ২) মথি ১৯ : ২৬ পদ।
- ১৭) ঈশ্বরের আদেশ পালন করা, বিশ্বাস রাখা, নিঃস্বার্থতাবে দান করা, এবং ঈশ্বরের বাক্য জানা।
- ১৮) ক) সত্য
খ) সত্তা
গ) মিথ্যা
ঘ) সত্তা
- ১৯) আমাদের তাঁর সাথে চলতে হবে এবং তাঁর বাক্য আমাদের অন্তরে থাকতে হবে।
- ২০) তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছামত কাজ করতে চেয়েছিলেন।
- ২১) প্রভু শীশু, প্রেরিত গৌল
- ২২) ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) সত্তা
ঘ) সত্তা
- ২৩) তাঁকে দুঃখভোগ করতে হয়েছিল এবং নিজেকে অনেক নীচুতে নামাতে হয়েছিল।
- ২৪) কারণ তারা নিজেদের কামনা-বাসনা তৃপ্ত করবার জন্য প্রার্থনা করে।
- ২৫) যেসব বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে পড়ে না।
যেসব বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে কিনা আমরা ঠিক জানিনা।
যে বিষয়গুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত বলে আমরা জানি।
- ২৬) আমাদের শান্তি দিয়েছে ও আমাদের আরোগ্য সাধন করেছে।
- ২৭) পূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তি।

ତୃତୀୟ ଥର୍ତ୍ତ

ଆର୍ଥିକାର ଗୁରୁତ୍ବ



ଇଶ୍ଵର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରୋଜନ ମେଟୋନ ।

“ଯେ ଥାବାର ଆମାଦେର ଦରକାର ତା ଆଉ ଆମାଦେର ଦାଓ”
ମଧ୍ୟ ୬ : ୧୧ ପଦ ।

“ଆମାଦେର ଦାଓ !” ଆମରା ସାଧାରଣତଃ ସେଡାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଥିନ ଅନେକଟୋ ତେମନି ଶୋନାଛେ । ଆମାଦେର ଥାବାର ଦାଓ ! ଆମାକେ ଏକଟୋ ଥାକବାର ସର ଦାଓ ! ଆମାକେ ଏକଟୋ ଚାକରୀ ଦାଓ ! ଆମାକେ ପୟସା ଦାଓ । ଶୁଦ୍ଧ ଆମାକେ ଦାଓ, ଦାଓ, ଆର ଦାଓ, କତକ ଲୋକ ଏହି ରକମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁଇ ଜାନେନା । ଆସଲେ କୋନ କିଛିର ଦରକାର ନା ହଲେ ତାରା ପ୍ରାର୍ଥନା-ଇ କରେ ନା । ତାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇ କେବଳଇ “ଆମାକେ ଦାଓ !”

ଏହା ଖୁବଇ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ । ତାରା ମନେ କରେ ସେ, ତାରା ସା ଚାହୁଁ
ତା ଦେଓଯାଇ ଇଶ୍ଵରେର କାଜ । ତାରା ଇଶ୍ଵରକେ ଏକଟୋ ଶୁଦ୍ଧାମ ବା
ଗୋଲାଘର ମନେ କରେ । ସଥିନ ତାଦେର କୋନ କିଛିର ଦରକାର ହୁଯ
କେବଳ ମାତ୍ର ତଥନଇ ତାରା ଇଶ୍ଵରେର କାହେ ସାଥ ।

ଇଶ୍ଵର ନିଶ୍ଚଯତା ଦିଯେଛେନ ସେ ତିନି ଆମାଦେର ସକଳ ଅଭାବ ପୂରଣ
କରବେନ । ତୋର କାହେ ସକଳେର ପ୍ରୋଜନୀୟ ଥାବାର ଆହେ । ତିନି
ଚାନ ସେବନ ଶୁଦ୍ଧ ପାବାର ଜନ୍ୟ ନୟ, କିନ୍ତୁ ଭାଲବାସି ବଜେଇ ସେବନ ଅନ୍ତର
ଦିଯେ ତୋକେ ଝୁଜି ।

ଆପନି ଦେଖତେଇ ପାଛେନ ଇଶ୍ଵର ଏମନ କିଛୁ ଚାନ ସା କେବଳ ଆମରାଇ
ତୋକେ ଦିଲେ ପାରି । ତିନି ଆମାଦେର ଭାଲବାସା, ଆମାଦେର ଉପାସନା
ଚାନ । ସାରା ଅନ୍ତର ଦିଯେ ତୋକେ ଖୋଜେ ତିନି ତାଦେର ଫିରିଯେ
ଦେନ ନା (ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦେର ପୁରସ୍କୃତ କରେନ) (ଇତ୍ତୀଯ ୧୧ : ୬ ପଦ) ।



ପାଠେର ଖୁମାର

ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାନ

ବ୍ୟାଙ୍ଗି ଆର୍ଥେ ଈଶ୍ଵରକେ ବ୍ୟବହାର
 ଅବିଶ୍ଵାସୀଦେର ଆର୍ଥପର ଆକାଂଖା
 ବିଶ୍ଵାସୀଦେର ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ଆକାଂଖା
 ଧନ ସମ୍ପଦର ସର୍ବବହାର
 ବିଶ୍ଵାସେର ପରିମାଣ
 ଆର୍ଶିବାଦେର ଏକଟି ଗଥ
 ଦଶମାଂଶ ଓ ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷତା
 ନିୟମ ଅନୁସାରେ
 ପ୍ରେମ ସହକାରେ

...

ପାଠେର ଲଙ୍ଘନ :

ଏହି ପାଠ ଶେଷ କରିଲେ ପର ଆପନି—

- * ଆମାଦେର ପ୍ରଘୋଜନ ମେଟାନୋର ସାଥେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାର ସମ୍ପର୍କ
କି ତା ବୁଝାତେ ପାରିବେନ ।
- * “ଦାନ କରିବାର ଦାନଟି” ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିତେ ପାରିବେନ ।

- * “ଦାନ କରିବାର ଦାନଟିର” ଫଳେ ସେ ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇନେ ସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ସେବାର କାଜେ ସେ ସକଳ ଉପକାର ପାଞ୍ଚା ସାଥେ ସେଣ୍ଟଲି ଚିନତେ ପାରବେନ ।
- * ମାନୁଷ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାରନେ ଦାନ କରେ ସେଣ୍ଟଲି ତୁଳନା କରତେ ପାରବେନ ଏବଂ ଆପଣି ନିଜେ କି ଜନ୍ୟ ଦାନ କରେନ ତା-ଓ ପରୀକ୍ଷା କରତେ ପାରବେନ ।

ଆପନାର ଜନ୍ୟ କିଛୁ କାଜ

- ୧) ଏହି ପାଠେ ସେ ଛବିଣ୍ଣି ସାବହାର କରା ହୋଇଛେ ତାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଘନ କରନ ଏବଂ ସ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ବୁଝିଯେ ଦିନ ।
 - ୨) ୧ କରିଛୀଯ ୯ : ୧୪ ପଦ ପଡ଼ୁନ । ପ୍ରେରିତ ପୌଳ ଏଥାନେ ସେ “ବିଧାନ” ବା “ଆଦେଶର” କଥା ବଲେଛେନ ସେଟି ସ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ । ଏହାଡ଼ା ଗଗଗା ୧୮ : ୨୧-୨୪ ପଦ ଏବଂ ଲେବୀଯ ୨୯ : ୩୦ ପଦ ପଡ଼ୁନ ।
 - ୩) ଆପଣି ସଦି “ଦାନ କରିବାର ଦାନଟି” “ପେତେ ଚାନ ତବେ କବେ ବଡ଼ଲୋକ ହବେନ ସେଜନ୍ୟ ସେ ନା ଥେକେ ଆପନାର ଯା ଆଛେ ତାର ଥେକେଇ ଗରୀବ ଲୋକଦେର ଦିତେ ଶୁରୁ କରେନ ।
 - ୪) ପ୍ରତିବାର ଖାବାର ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ, ଏବଂ ଈ ଖାବାରେର ପ୍ରତି ଇଶ୍ୱରର ଅଶିବ୍ଦ ଯାଏଣା କରନ ।
 - ୫) ପାଠେର ବିସ୍ତାରିତ ବିବରଣେର ଏକ ଏକଟି ଅଂଶ ପଡ଼ୁନ । ପାଠେର ମଧ୍ୟେ ସେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଛେ ସେଣ୍ଟଲିର ଉତ୍ତର ଲିଖୁନ । ପାଠ ଶେଷ କରେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଣିର ଉତ୍ତର ଦିନ ।
-

ମୂଳ ଶବ୍ଦାବଳୀ

ଶୁରୁତ୍ୱ	ବ୍ୟକ୍ତିଗ୍ରାହୀ	ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷ	ନିଦର୍ଶନ	ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟକ୍ତ
ଇଶ୍ୱରିକ	ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ	ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷତା	ଅନୁନ୍ୟ ।	ପ୍ରବ୍ୟାଦି

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান

কষ্ট-১ঃ ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রথম স্থান দিলে কিভাবে আমাদের “অর্থনৈতিক” প্রয়োজন মিটে থায় তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

এই পাঠেও পরবর্তি তিনটি পাঠে মানুষের প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শীশু খাবার, ক্ষমা, পরীক্ষা এবং মুক্তি এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই পাঠে আমরা খাবারের বা “অর্থনৈতিক” প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করবো। “অর্থনৈতিক প্রয়োজন” মানে বেচে থাকার জন্য আমাদের যা কিছু দরকার অর্থাৎ খাবার, কাপড়-চোপড়, শিক্ষা, ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। আমরা যদি অন্য সমস্ত বিষয়ের চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বেশী চেষ্টা করি, তবে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিও তিনি দেবেন এটাই আমরা দেখতে চাই।

১) এই পাঠে ‘অর্থনৈতিক প্রয়োজন’ কথাটির মানে কি?

ঈশ্বর আমাদের অভাবের কথা চিন্তা করেন। আমরা প্রার্থনা করলে তিনি শোনেন। “ঈশ্বরের উপর আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, তাঁর ইচ্ছামত যদি আমরা কিছু চাই, তবে তিনি আমাদের কথা শোনেন” (১ ঘোহন ৫ : ১৪ পদ) তাই “প্রতু যদি ইচ্ছা করেন” (যাকোব ৪ : ১৫ পদ) এই কথাটি যোগ করে আমরা “যে কোন কিছুর” জন্য প্রার্থনা করতে পারি। “কোন বিষয়” চাওয়া দোষের নয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নেই জেনেও আমরা যদি সেই বিষয় বাবুর চাই তবে সেটাই দোষের।

কথন “কোন কিছু চাওয়া” দোষের?

আমরা যখন ‘কোন বিষয়’ চাই তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে-
* ঈশ্বর যেন আমাদের যত্ন নেন সেজন্য তার কাছে প্রার্থনা কর-

বার দরকার নেই। ইঁশ্বর প্রেম। আমরা নিজেদের জন্য ষষ্ঠি ভাবি তিনি আমাদের জন্য তার চেয়েও বেশী ভাবেন। তিনি সর্বদাই আমাদের সাহায্য করতে চান।

* আমাদের প্রার্থনার বিষয়গুলি তার অজ্ঞান নয়। আমাদের কি কি দরকার তা আমরা চাওয়ার আগেই তিনি জানেন। শীঘ্র বলেছেন আমরা যেন প্রার্থনার সময় “অর্থহীন কথা” বার বার না বলি (মথি ৬ : ৭ পদ) ।

* ইঁশ্বর যে কোন প্রার্থনার উত্তর দিতে সক্ষম। ইঁশ্বরের পক্ষে অসাধ্য বলে কিছুই নেই।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, “কিন্তু আমাদের জন্য যদি ইঁশ্বর আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী চিন্তা করেন, আমরা চাওয়ার আগেই যদি তিনি সব জানেন, আর তাঁর তো উত্তর দেবার পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তাহলে আমাদের প্রার্থনার কি দরকার? আমরা না চাইলেও তো ইঁশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি দিতে পারেন?”

এর উত্তরটি ইঁশ্বরের পরিকল্পনার বড় আশচর্য বিষয়গুলির একটি। ইঁশ্বর যা কিছুই করেন সব কিছুই তিনি মানুষের সাথে করতে চান। মানুষ যদি সাহায্য পেতে না চায় তাহলে তাকে সাহায্য করা ইঁশ্বরের ইচ্ছা নয়। এই জন্যই আমাদের প্রার্থনা করা এবং বিশ্বাস রাখা দরকার, আর এইভাবেই আমরা ইঁশ্বরকে কাজ করবার সুযোগ দেই। যখন আমরা আমাদের ইচ্ছাকে ইঁশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করি তখন তিনি আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন।

৩) “কোন বিষয়ের” জন্য প্রার্থনা করবার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে-

- ক) ইঁশ্বর আমাদের “প্রয়োজন” নিয়ে চিন্তা করেন না।
- খ) আমরা চাওয়ার আগেই ইঁশ্বর জানেন আমাদের কি প্রয়োজন।
- গ) আমরা না চাইলেও ইঁশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি দেবেন।

প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি চাওয়া প্রার্থনার খুব ছোট একটা অংশ। প্রার্থনার প্রথমে ইঁশ্বরের প্রশংসন ও উপাসনা করতে হবে, এবং তাকে

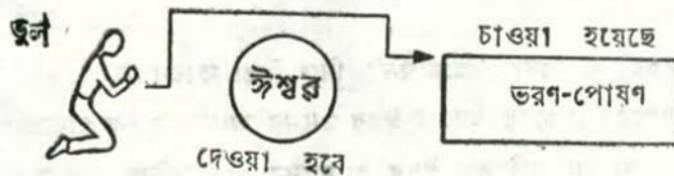
ଧନ୍ୟବାଦ ଦିତେ ହବେ । ତାରନାମ ତୋର ବାଜା ଏବଂ ତୋର ଇଚ୍ଛା ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାବେ । ଶୀଘ୍ର ଏଇଭାବେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେନ ।

ତିନି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ “ଜିନିଷଗୁଲି” ଚାଓସାର ଜନ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ନିତେନ ନା । ତିନି ସଥନ ଚାଇତେନ ତଥନ ଛେଟି କରେ, ସହଜତାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେନ । କୋଣ କିଛୁର ଜନ୍ୟ ତିନି ଈଶ୍ଵରକେ ଅନୁନୟ କରେନ ନି କାରଣ ତିନି ଜାନତେନ ସେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରଲେ ଏଇ ବିଷୟଗୁଲିଓ ତୋକେ ଦେଓୟା ହବେ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଶ୍ଵାରେ ଈଶ୍ଵରକେ ବ୍ୟବହାର

ଆସୁନ ଆମରା ଯା ଶିଖେଛି “ଆମାଦେର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟଗୁଲିର” ଜନ୍ୟ ତା ବ୍ୟବହାର କରି । ଆମରା ସଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ତବେ ଆମାଦେର ଏଇ ପ୍ରୟୋଜନ ଗୁଲିଓ ମେଟାନୋ ହବେ । କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ସତର୍କ ହତେ ହବେ ସେବ ଆମରା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ପାଓୟାର ଏକଟା “ଉପାୟ” ହିସାବେ ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ଚେଷ୍ଟା ନା କରି ।

କତକ ଲୋକେ ବଲେ, “ତୁମି ସଦି ଜୀବନେ ଈଶ୍ଵରକେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଓ, ତବେ ତୁମି ଡାଳ ଚାକ୍ରୀ ପାବେ ।” “ତୁମି ସଦି ତୋମାର ଆୟୋର ଦଶ-ମାଂଶ ପ୍ରତ୍ତକେ ଦେଓ ତବେ ତୁମି ଧନୀ ହତେ ପାରବେ ।” ଅଥବା, “ତୁମି ସଦି ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତବେ ପରୀକ୍ଷାଯ ପାଶ କରତେ ପାରବେ ।” ଏଇ ଧରନେର କଥାର ମଧ୍ୟେ କି କୋଣ ଭୁଲ ଆଛେ ? ହଁଁ, ଏଇ ରକମ କଥାର ମଧ୍ୟେ କିଛି ଭୁଲ ଆଛେ ବୈକି । ଭୁଲଗୁଲି କି ଆପଣି ଦେଖତେ ପାଞ୍ଚେନ ନା ? ଆପଣି ଆପନାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିଷଗୁଲି ପାବାର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ଵରକେ “ବ୍ୟବହାର” କରାଛେ । ଆପଣି ଈଶ୍ଵରକେ ଚାଞ୍ଚେନ ନା, ଆପଣି ଚାଞ୍ଚେନ ଚାକ୍ରୀ, ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଥବା ସାଫଲ୍ୟ । ନିଜେର ଡରଣ ପୋସ୍ତନେର ଏକଟା ଉପାୟ ହିସାବେ ଆପଣି ଈଶ୍ଵରକେ ବ୍ୟବହାର କରାଛେ ।



8) ଉପରେ ଛବିତେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଛେ, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାଯ କି ଭୁଲ ଆଛେ ବଲୁନ ।...

...

যীশু লোকদের খাওয়ালে পর তারা তাঁর পিছন চলতে জাগল। তিনি তাদের বললেন, “আগনারা আশৰ্ষ কাজ দেখেছেন বলেই যে আমার খোঁজ করছেন তা নয়, বরং পেট ভরে রঞ্চি থেতে পেয়েছেন বলেই খোঁজ করছেন” (যোহন ৬ : ২৬ পদ)। পরে তিনি বলেছেন, “আমিই সেই জীবন-রঞ্চি যে আমার কাছে আসে তার কথনও কিন্দে পাবে না” (যোহন ৬ : ৩৫ পদ)। শেষে যোহন ৬ : ৬৬ পদে বলা হয়েছে, “শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ফিরে গেল এবং তাঁর সংগে চলাফেরা বন্ধ করে দিল” যীশু চেয়েছিলেন যেন লোকেরা তাঁর খোঁজ করে বা তাঁকে চায় কিন্তু তারা কেবল রঞ্চির খোঁজ করছিল।

৫) যোহন ৬ : ২৬-৬৬ পদ পড়ুন। লোকেরা যীশুকে ছেড়ে গিয়েছিল কেন ?...

অবিশ্বাসীদের স্বার্থপর আকাঙ্খা

ঈশ্বরের সন্তানদের অবিশ্বাসীদের মত স্বার্থ চিন্তা থাকা উচিত না। যীশু বলেছেন, “মানুষ শুধু রঞ্চিতেই বাঁচেনা” (মথি ৪ : ৪ পদ)। একথা যীশু বলেছিলেন শয়তানকে, যে তাঁকে তাঁর ঈশ্বরিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পাথর থেকে রঞ্চি তৈরী করতে বলেছিল। আমাদের এই জীবন খাওয়া-পরা বা চাকবীর চেয়েও বড়। এই জন্যই যীশু মূল্যবান জিনিষগুলির জন্যই আমাদেরকে প্রার্থনা করতে বলেছেন।

তিনি বলেছেন, “এই পৃথিবীতে তোমরা নিজেদের জন্য ধন-সম্পত্তি জমা কোরনা” (মথি ৬ : ১৯ পদ)।

“ঈশ্বর এবং ধন-সম্পত্তি এই দু’য়েরই সেবা তোমরা করতে পার না” (মথি ৬ : ২৪ পদ)। আরো বলেছেন, “এই জন্য আমি তোমাদের বলছি, কি খাবে বলে বেচে” থাকবার বিষয়ে.....চিন্তা কোরনা” (মথি ৬ : ২৫ পদ)।

মথি ৬ : ৩১-৩৩ পদে যীশুর কথাগুলি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দেয়।

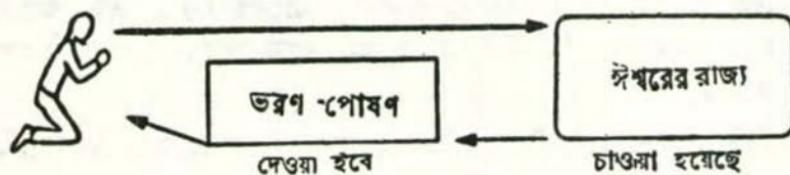
ତିନି ବଲେଛେନ “ଏହି ଜନ୍ୟ ‘କି ଥାବ’ ବା ‘କି ପରବ’ ବଲେ ଚିନ୍ତା କୋରନା । ଅନ୍ଧଦୀରାଇ ଏହି ସବ ବିଷୟର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ହୟ;..... କିନ୍ତୁ ତୋମରା ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଓ ତା'ର ଈଚ୍ଛାମତ ଚଲବାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉ ।”

- ୬) ପ୍ରତିଟି ସତ୍ୟ ଉତ୍ସିର ବାମ ପାଶେ (✓) ଚିହ୍ନ ଦିନ ।
- ୭) ମାନୁଷ ଏକଇ ସମୟେ ଈଶ୍ଵର ଏବଂ ଧନ-ସମ୍ପଦିର ଏହି ଦୁଇଯେର ସେବା କରଣେ ପାରେ ନା ।
- ୮) ମାନୁଷେର ଉଚିତ ଏହି ପୃଥିବୀତେ ନିଜେଦେର ଜନ୍ୟ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଜମା କରେ ରାଖା ।
- ୯) କି ଥାବ ବଲେ ବେଳେ ଥାକବାର ବିଷୟେ ମାନୁଷେର ଦୁଃଖିତା କରା ଉଚିତ ନା ।
- ୧୦) କୋନ ଲୋକ ତା'ର ଥାବାରେର ବିଷୟେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ।

ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ନିଃନ୍ଦାର୍ଥ ଆକାଂଖା

ଯୀତି ଆରୋ ବଲେଛେନ, ‘କିନ୍ତୁ ତୋମରା ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ବିଷୟେ ଓ ତା'ର ଈଚ୍ଛା ମତ ଚଲବାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉ (ବା ଚେଷ୍ଟା କର) । ତାହଙ୍କେ ଏହି ସବ ଜିନିଷଙ୍କ ତୋମରା ପାବେ ।’ (ମଥ ୬ : ୩୩ ପଦ) ।

ଅଛୁଟ ! କରନ ! ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଥାବାର, କାପଡ଼-ଚୋପଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ତାକେ ଘୋଗାନୋ ହୟ । ଏ ଠିକ ଏହି ରକମ :



ଏହି କଥାଗୁଲି ଶୁଣିବେ ଖୁବ ଡାଙ୍ଗି ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ଏଗୁମା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟାଇ କାଜେ ଆସିବେ ତୋ ? ସେ ଲୋକ ସବ କିଛିର ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକେ କି ତା'ର ଥାଓଯା-ପରାର ଚିନ୍ତା କରଣେ ହିବେ ନା ? ପରିବାରେର ଦେଖାଶୋନା ଓ ଏର ଭରଗପୋଷଣେର ଦ୍ୟାନିତ ଆମାଦେର । ଏଜନ୍ୟ ପ୍ରୋଜନୀୟ ଟାକା ପରସା ଆଇ କରା ବା ଭବିଷ୍ୟତେର ଜନ୍ୟ ତା ଜମାନୋ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ? ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରାର କୋନ ପ୍ରୋଜନୀୟ କି ଆମାଦେର ନେଇ ?

ହଁଯା, ନିଶ୍ଚଯାଇ ଆହେ । ଆପନାର କିସେର ଅଭାବ, କି ଦରକାର ତା ନିୟେ ଇଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରେନ । ତିନି ଆପନାର ସଜ୍ଜ ନେନ । ଇଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ତାଇ ତିନି ଆମାଦେର ସେବକମ ସଜ୍ଜ କରେନ କୋଣ ମାନୁଷଙ୍କୁ ସେ ରକମ ସଜ୍ଜ କରନ୍ତେ ପାରେ ନା । କିମ୍ବା ତିନି ଚାନ ସେବ ଆପନିଙ୍କ ସଜ୍ଜ ନେନ । ଆପନି ନିଜ ପରିବାରେର ଭରଗ-ପୋଷଣ ଘୋଗାନ । ଆପନାର ଜୀ ଓ ଛେଲେ ମେଘେଦେର ଭାଲବାସେନ ଓ ତାଦେର ଦେଖା ଶୋନା କରେନ । ଆସଲେ ଆମାଦେର ସଜ୍ଜ ନେନ ବଲେଇ ତିନି ଆମାଦେର ସଂତିକତାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ଶିଖିଯେଛେନ । ତିନି ସେ ଭାବେ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ଶିଖିଯେଛେନ । ସେଇଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଆମାଦେର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜିନିଷଗୁଲିଙ୍କ ଘୋଗାନୋ ହବେ ।

ରୋମୀୟ ୧୪ : ୧୭-୧୯ ପଦ, ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆରୋ ଭାଲଭାବେ ବୁଝନ୍ତେ ଆମାଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପ୍ରେରିତ ପୌଳ ବଲେନ, “ଇଶ୍ୱରେର ରାଜୋ ଥୋଗ୍ଯା-ଦାଓଗ୍ଯା ବଡ଼ କଥା ନାୟ, ବଡ଼ କଥା ହଜା, ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ସତ ପଥେ ଚଳା ଆର ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ । ସେ ଏହିଭାବେ ଖୁଣ୍ଡଟର ସେବା କରେ ଇଶ୍ୱର ତାର ଉପର ସନ୍ତୃପ୍ତ ହନ ଲୋକେତେ ତାକେ ଭାଲ ମନେ କରେ । ଏହି ଜନ୍ୟ ସା କରିଲେ ଶାନ୍ତି ହୁଯ ଏବଂ ଥାର ଦ୍ୱାରା ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ଗଡ଼େ ତୋଳା ଥାଯ, ଏସ, ଆମରା ତାରଇ ଚେଷ୍ଟା କରି ।”

୭) ପ୍ରତିଟି ସତ୍ୟ ଉତ୍ସିର ବାମ ପାଶେ ଟିକ () ଚିହ୍ନ ଦିନ ।

- କ) ଇଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଥୋଗ୍ଯା-ଦାଓଗ୍ଯା ବଡ଼ କଥା ନାୟ ।
- ଖ) ଇଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରେମ ।
- ଗ) ସା କରିଲେ ଶାନ୍ତି ହୁଯ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ।

ଫଳୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ପୌଳ ଦୁଜନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଯେଛେନ ସେ ସବ କିନ୍ତୁର ଅନ୍ଧମେ ଆମାଦେର ସବଚେଯେ ମୂଳ୍ୟବାନ “ଜିନିଷଗୁଲିର” ଜମ୍ଯ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ହବେ । ଆମରା ସଦି ତା କରି ତବେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଲିଙ୍କ ଇଶ୍ୱର ଆମାଦେର ଘୋଗାବେନ ।

ଆମରା ସଦି ଇଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟର ଅବେଷଣ କରି, ତବେ ଆମାଦେର ଥାବାରେର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହବେ । ଇଶ୍ୱରରେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେନ । କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତେ ବୋକାର ମତ ଏବଂ ଖୁବଇ ସହଜ ମନେ ହୁଯ, ତାଇ ନା ? ଏଟା ଆସଲେ

বোকার মন্ত্র কথা নয়, কিন্তু যদি আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে সত্যই এই বিষয় আপনার কাছে সহজ বলে মনে হবে।

যারা “অন্য সব জিনিষের” পিছনে দৌড়ায় তারা কখনোই তপ্তি লাভ করে না। তাদের অভাব কখনো যেটে না। তারা কুয়ার ধারের জীজোকটির মন্ত্র, যাকে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য প্রতিদিন জল তুলতে হত। যীশু বলেছেন “আমি যে জল দেব, যে তা খাবে তার আর কখনও পিগসো পাবে না” (যোহন ৪ : ১৪ পদ)। শ্রেষ্ঠ যীশু এখানে খাওয়া পরায় ব্যতিব্যস্ত জীবনের চেয়ে উন্নত একটি জীবন আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছেন।

যারা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করে তাদের ‘প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ঈশ্বর যুগিয়ে দেবেন বলেছেন। ঈশ্বরের রাজ্যের বিশ্বাস হোল’ ‘প্রতিদিনের বিশ্বাস ! আমরা তাই প্রার্থনা করি, যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও’

(মথি ৬ : ১১ পদ) ।



ধন-সম্পত্তির সম্ব্যবহার

জন্ম্য-২ : “দান করবার দানটির মানে বলতে পারা ।

জন্ম্য-৩ : ঈশ্বর কি প্রকার লোকদের “দান করবার দানটি দেন তা বর্ণণ করতে পারা ।

বিশ্বাসের পরিমাণ

রোমীয় ১২ : ১৩ পদ ঈশ্বর আমাদের ” যে পরিমাণ বিশ্বাস দিয়েছেন সেই অনুযায়ী নিজেদের বিচার করতে বলে। বিশ্বাসীরা যেন ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নিজের অংশ সম্পূর্ণ করতে পারেন, সেই জন্য তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশ্বাস পেয়েছেন। কাউকে বেশী

বিশ্বাস কাউকে কম বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কোন কোন দান ব্যবহারের জন্য, অন্য দানগুলির চেয়ে বেশী বিশ্বাস দরকার হয়।

- ৮) প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে টিক (✓) চিহ্নিন।
- ক) ঈশ্বর সকলকে একই রকম বিশ্বাস দেন।
- খ) সকল খুণ্টি বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশ্বাস লাভ করে।
- গ) কোন কোন দান ব্যবহারের জন্য, অন্য দানগুলির চেয়ে বেশী বিশ্বাস দরকার হয়।

ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, “তোমরা সবচেয়ে দরকারী দানগুলো পাবার জন্য আগ্রহী হও (১ করিষ্ঠীয় ১২ : ৩৯ পদ)। দরকারী দানগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করবার জন্য অনেক প্রার্থনার প্রয়োজন। কোন কোন দান মানুষকে অহংকারী করে তোলে। এই জন্যই ঈশ্বর পৌরুষকে একটা কষ্টদায়ক রোগ দিয়েছিলেন। অনেক কিছু আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমি যেন অহংকারী না হই, ”(২ করিষ্ঠীয় ১২ : ৭ পদ)।

এখন আমরা ঈশ্বরের দেওয়া একটি দান নিয়ে আলোচনা করব, যে দানটি অনেক সময় আমাদের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঢ়ায়। এই দানটি হোল “দান করবার দান (রোমীয় ১২ : ৮ পদ)। কেবল অল্প কয়েকজনকে এই দানটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? আসুন আমরা আলোচনা করি।

- ৯) দরকারী দানগুলোর জন্য অনেক প্রার্থনা প্রয়োজন কেন?

...

...

...

...

...

...

আশীর্বাদের একটি পথ

আমাদের প্রত্যু ধনীদের সম্পর্কে কিছু কঠিন কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “ধনী লোকের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে তোকার চেয়ে বরং সুচের ফুটা দিয়ে উঠের তোকা সহজ। (মথি ১৯ : ২৪ পদ)। এগুলি কঠিন কথা তাতে সন্দেহ নাই।

ଯାକୋବ ୫ : ୧-୬ ପଦେ ଆମରା ଏମନ ଧନୀଲୋକଦେର କଥା ପଡ଼ି, ଯାରା ତାଦେର ମଜୁରଦେର ମଜୁରୀ ନା ଦିଯେ ଧନୀ ହୟେଛେ । ମଜୁରଦେର ଠକିଯେ ଧନୀ ହୟାର ପର ତାରା ଧନ-ସଂସତି ଜମା କରେ ରେଖେଛେ, କୋନ ସଂକାଜେଇ ତାରା ତା ବ୍ୟବହାର କରେନି । “ତୋମାଦେର ସୋନା ଓ ରପାତେ ମରଚେ ଧରେଛେ, ଆର ସେଇ ମରଚେ ତୋମାଦେର ବିରଳକ୍ଷେ ସାଙ୍କ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗୁଗେର ମତ କରେ ତୋମାଦେର ମାଂସ ଖେଳେ ଫେଲବେ । ଏହି ଶେଷ ଦିନଗୁମୋତେ ତୋମରା ଧନ-ସଂସତି ଜମା କରେଛେ ।

ଏହି ଲୋକଦେର ଧନୀ ହେଉଯାଟା ପାପ ଛିଲ ନା । ତାଦେର ପାପ ଛିଲ ଅନ୍ୟ ଲୋକଦେର ଠକିଯେ ଧନୀ ହେଉଯା । ଅନ୍ୟଦେର କଥା ନା ଡେବେ କେବଳ ନିଜେଦେର ସୁଧ ସୁବିଧାର ଜନ୍ୟ ତା ବ୍ୟବହାର କରା, ଏବଂ ସଂକାଜେ ତାଦେର ଧନ ବ୍ୟବହାର ନା କରା-ଇ ଛିଲ ତାଦେର ପାପ ।

୪୦) ଧନୀ ହେଉ କି ପାପ ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ ।

...

ଧନୀ ହୟେ ଦ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ-ସାମନକେ ଦୂରେ ସରିଯେ ରାଖତେ ପାରେ, ଏମନ ଲୋକ ଖୁବ କମ ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ଯାରା ଧନୀ ହତେ ଚାହୁଁ ତାରା ନାନା ପରୀକ୍ଷାଯ୍ୟ ଓ ଫାଁଦେ ପଡ଼େ, ଆର ଏମନ ସବ ବାଜେ ଓ ଅନିଷ୍ଟକର ଇଚ୍ଛା ତାଦେର ମନେ ଜାଗେ ଯା ଲୋକଦେର ଧର୍ବସ ଓ ସର୍ବନାଶେର ତଳାୟ ଡୁବିଯେ ଦେଇ । (୧ ତୌମଥିଯ ୬ : ୧ ପଦ) ।

ଏହି ଜନ୍ୟ ଦ୍ୱାର୍ଥର ବେଶୀର ଭାଗ ଲୋକକେ ତାଦେର ସେ ସବ ‘ଜିନିଷେର ଅଭାବ ଆଛେ କେବଳ ମାତ୍ର ସେଣ୍ଟିଲିଇ ଦେନ । କାରଣ ବେଶୀ ଦିଲେ ତାରା ଶୁଧୁଇ ପେତେ ଚାହୁଁ ଆର ଦ୍ୱାର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟର କଥା ଝୁଲେ ଥାଯା ।

ତାର ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଧନ-ସଂସତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବ୍ୟାପାରେ ଦ୍ୱାର୍ଥ ସାଦେର ଉପର ନିର୍ଭର କରିବାରେ ପାରେନ, ଏମନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖୁବ କମାଇ ଆଛେନ । ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀଦେଇଇ ତିନି ଦାନ କରିବାର ଦାନଟି ଦେନ । ଏହି ଦାନଟି ଖୁବଇ ଶୁଭତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂତିକ ପଥେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦରକାର ।

কিছু ঈশ্বরভক্ত লোক আছেন যারা টাকা আয় করতে জানেন। তারা যদি সব কিছুর প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের অন্য চেষ্টা করেন, তবে ঈশ্বর তাদের ব্যবসাকে আশীর্বাদ করবেন। এই খীঢ়টভক্ত লোকেরা যাকোব ৫ : ১-৬ পদের ধনী লোকদের মত ভুল করেন না। তারা ধন-সম্পত্তি জাতের জন্য কাউকে ঠকান না, তারা ধন-সম্পত্তি জমা করে রাখেন না, আর কেবল নিজেদের সুখ-সুবিধা ও আরাম আয়েশের জন্য ব্যবহার করেন না। তারা নিজেদের ঈশ্বরের দাস মনে করেন; তারা মনে করেন যে ঈশ্বর তাদের ধন সম্পত্তি দিয়েছেন যেন তার রাজ্যের জন্য তা ব্যবহাত হয়। যে জোকদের এই দানটি আছে, তারাই ঈশ্বরের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা ঘোগান। একটা নজ বা পাইপ ষেমন জল প্রবাহে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি যেন তারা। তারা হলেন আশীর্বাদের একটি পথ।

১১) তার ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে একজন ধনীমোকের কি মনোভাব থাকা উচিত?

যে জোকদের “দান করবার দানটি” আছে, তারা ধন-সম্পত্তি নিজে-দের জন্য জমা করে রাখে না। তাদের মাধ্যমে ঐ ধন-সম্পত্তি ঈশ্বরের কাজের জন্য ব্যবহাত হয়।

আমাদের জানা দরকার যে, ধনীদের বেলায় যে নিয়ম, গরীবদের বেঙায়ও সেই একই নিয়ম। যে গরীব লোক অন্যদের ঠকিয়ে টাকা আয় করে, তাদের মধ্যে কোনই তফাত নেই। তারা দু'জনই সমান ভাবে দোষী। ধনী হোক আর গরীব হোক তাতে কিছু আসে যায়না, গরীব যদি তার পয়সাটি আর্থপর ভাবে ব্যবহার করে, তবে তা ধনীর ধন-সম্পত্তি আর্থপরভাবে ব্যবহার করবার মতই আরাপ। আপনি কল্প টাকা দেন সেটাই বড় কথা নয়, কিন্তু কি রকম মন নিয়ে দান করেন এবং আপনার দান করবার ইচ্ছা কিরাপ সেটাই বড় কথা। যে গরীব বিধবাটি মাত্র দুইটি পয়সা দান করেছিল, সে তার যা ছিল সবই দিয়েছিল (মার্ক ১২ : ৪২-

୪୪ ପଦ)। ସୌଣ୍ଡ ବଜେହିଲେନ, ସେଇ ଗରୀବ ବିଧିବାଟି ଧନୀ ଲୋକଦେର ଚେଯେଓ ବେଶୀ ଦାନ କରେଛିଲ । କେନ ? କାରଣ ଧନୀରା ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକିରେ ଧନ-ସମ୍ପଦର କିଛୁଟା ଅଂଶ ଦାନ କରେଛିଲ । କିନ୍ତୁ ବିଧିବା ଶ୍ରୀଜୋକଟି ଛିଲ ଖୁବଇ ଗରୀବ । ତାର ଯା ଛିଲ ସବଇ ସେ ଦିଯେଛିଲ ।

ବିଧିବା ଶ୍ରୀଜୋକଟି ତାର ସବ କିଛୁ ଦିଯେ ଦିଯେଛିଲ । ଏଟାଇ ହୋଇ “ଦାନ କରିବାର ଦାନଟିର” ଆସନ୍ତ ବିଷୟ । ଆମରା ସଥିନ ଖୁବଟିକେ ଆମାଦେର ଜୀବନେର ପ୍ରତ୍ୟେକିରେ ନେଇ ତଥନଇ ଆମାଦେର ପକ୍ଷେ ଦାନ କରା ସହଜ ହୁଏ । ତଥିନ ଆମରା ତୋରଇ ଆଦେଶ ମତ ଦାନ କରି ।

ଟାକା-ପମ୍ପସା କମ ଅଥବା ବେଶୀ ହୋକ, ଦୈଶ୍ୱରେ ରାଜେର ଜନ୍ୟ ତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବଲେ ଯାଦେର ଉପର ନିର୍ଭର କରା ଯାଏ, ଦୈଶ୍ୱର ସେଇ ରକମ ଲୋକଦେରଇ ଖୋଜ କରେନ । ତାଦେର ତିନି “ଦାନ କରିବାର ଦାନଟି” ଦେନ ।

୧୨) ଦାନ କରିବାର ଆସନ୍ତ ବିଷୟଟି କି ?... ...

...

ଦଶମାଂଶ ଓ ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷତା

ଅଙ୍କ୍ୟ-୪ : ଦଶମାଂଶ ଦେଉୟା ଏବଂ ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷତାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ କିତାବେ ଉପାସନା କରିବେ ହୁଏ ତା ବୁଝିଯେ ବଜାତେ ପାରା ।

ଟାକା ପମ୍ପସାର ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଭାଲବାସା ଥେକେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ଆସେ । କିନ୍ତୁ ତାଇ ବଲେ ଟାକା ପମ୍ପସା ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ନୟ, ଏର ଭାରା ଆମରା ଅନେକ ସଂକାଜ କରିବେ ପାରି ଆମରା କିତାବେ ଟାକା ପମ୍ପସା ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ଥେକେଇ ବୋବା ଯାଏ-ଆମାଦେର ଜୀବନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କି ଏବଂ ଆମାଦେର ଆଞ୍ଚିକ ଜୀବନ କିଳାପ ।

୧୩) ୧ ତୀମଥିଯେ ୬ ଓ ୧୦ ପଦ ପଡ଼ୁନ । ସବ ରକମ ମନ୍ଦତା କୋଥା ଥେକେ ଆସେ ?... ...

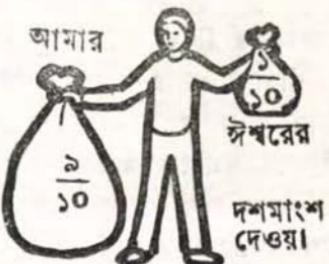
...

নিয়ম অনুসারে

প্রত্যেক বিশ্বাসীকে তার আয়ের দশভাগের একভাগ বা দশমাংশ ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু একজন বিশ্বাসীকে দশমাংশ দিতে হবে? বাইবেল দশমাংশ দিতে বলে, এই জন্য কি তাকে দশমাংশ দিতে হবে? দশমাংশ দেওয়া মণ্ডীর নিয়ম বলেই কি সে দশমাংশ দেবে? বিশ্বাসীরা দশমাংশ দেবেন কেন? কিসের ঘারা চালিত হয়ে তারা এই কাজ করবেন? দশমাংশ দেওয়া একঅর্থে ঈশ্বরের-ই উপাসনা। আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি বলে, তিনি আমাদের ঘা কিছু দিয়েছেন সে সকলের জন্য তাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, এই জন্যই আমরা ঈশ্বরকে দশমাংশ দেই। দেওয়া (দান করা) হোল আসলে উপাসনা, আবার উপাসনা মানেই দান করা বা দেওয়া। উপাসনা কেবল মুখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা দেওয়া-ই নয়। আমাদের টাকা পয়সা দেওয়াও উপাসনা।

১৪) একজন বিশ্বাসী তার আয়ের দশমাংশ ঈশ্বরকে দেবেন, কারণ-

- ক) এটি একটি আইন।
- খ) এর ফলে তিনি আরো বড়লোক হবেন।
- গ) তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন।
- ঘ) এই কাজ না করলে তার সম্মান থাকবে না।



কতক লোকে দশমাংশ দেয় কারণ বাইবেল তা দিতে বলে। একথা, ঠিকই, বাইবেল আমাদের দশমাংশ দিতে বলে।

অবুহাম মলকীষেদককে দশমাংশ দিয়েছিলেন। এই মলকীষেদক ছিলেন খুঁটের প্রতীক (আদি ১৪ : ২০)।

মোশির আইন বা ব্যবস্থা দেওয়ার আগেই যাকে দশমাংশ দিয়েছেন (আদি ২৮ : ২২ পদ)।

ମାଳାଧୀ ଭାବବାଦୀ ବଲେଛେ, ସେ ଲୋକ ଦଶମାଂଶ ଦେଇ ନା ସେ ଈଶ୍ଵରକେ ଠକାଯୁ (ମାଳାଧୀ ୩ : ୮ ପଦ) ।

- ୧୫) ବାଇବେଳ ବଲେ 'ସ,
- କ) ଅବୁହାମ ଖୁଣ୍ଡଟିକେ ଦଶମାଂଶ ଦିଯେଛିଲେନ ।
- ଖ) ଆଇନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଓଯାର ଆଗେଇ ଶାକୋବ ଦଶମାଂଶ ଦିଯେଛେ ।
- ଗ) ମୋଖି ସର୍ ପ୍ରଥମ ଦଶମାଂଶ ଦିଯେଛେ ।

ଶୀଘ୍ର ବଲେଛେ, "ଧର୍ମ-ଶିକ୍ଷକ ଓ ଫରୀଶୀଦେର ଧାର୍ମିକତାର ଚେଯେ ତୋମା-
ଦେର ସଦି ବେଶୀ କିଛୁ ନା ଥାକେ, ତବେ ତୋମରା କୋନ ମତେଇ ସ୍ଵର୍ଗ-
ରାଜ୍ୟ ଢୁକତେ ପାରବେ ନା" (ମଥ ୫ : ୨୦ ପଦ) ।

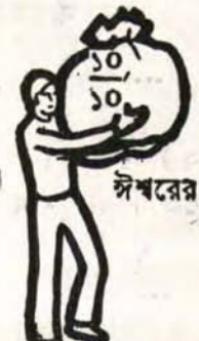
ଫରୀଶୀରା ଦଶମାଂଶ ଦିତ । ଆମାଦେର କିନ୍ତୁ ତାଦେର ଚେଯେ ବେଶୀ
ଧାର୍ମିକ ହତେ ହବେ । ଆଇନ ଛିଲ ବଲେଇ ତାରା ଦଶମାଂଶ ଦିତ ।
କିନ୍ତୁ ସଦି ତା ନା ଥାକଣ ତବେ ତାରା କଥନାଇ ଦଶମାଂଶ ଦିତ ନା ।
ଫରୀଶୀରା ଦଶମାଂଶ ଦିତ, କିନ୍ତୁ ତାରା ନିଜେଦେର ଇଚ୍ଛାଯ ଦିତ ନା ।
ତାରା କେବଳ ଆଇନ ପାଇନ କରବାର ଜନ୍ୟ ଦିତ । ତାଦେର ଏଇ ମନୋ-
ଭାବ ଠିକ ଛିଲ ନା ।

ଆଜକେର ଦିନେର ଅନେକ ଖୁଣ୍ଡଟିଯାନରା ଫରୀଶୀଦେର ମତ । ତାରା କେବଳ
ଆଶୀର୍ବାଦ ପାବାର ଜନ୍ୟ ଦଶମାଂଶ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଯିନି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେନ
ତାର କଥା ଭାବେ ନା । ତାରା ନିଜେଦେର "ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ" ହାସିଲେର 'ଉପାୟ'
ହିସାବେ ଈଶ୍ଵରକେ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଦଶମାଂଶ ଦେଓଯାର ବିଷୟେ ଈଶ୍ଵରେର
ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କଥା ତାରା ଜାନେ । ଆର ତାଇ ତାରା ତାଦେର ଆୟୋର
ଦଶଭାଗେର ଏକଭାଗ ଈଶ୍ଵରକେ ଦେଇ ସେଇ ଈଶ୍ଵର ତାଦେର ଧନୀ କରେନ ।
ଈଶ୍ଵର ସବ ସମୟ ତା'ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇନ କରେନ, ତାଇ ତିନି ତାଦେର
ଆଶୀର୍ବାଦଙ୍କ କରେନ । କିନ୍ତୁ ଏଭାବେ ନା କରେ ନିଃସାର୍ଥଭାବେ ଦାନ କରିଲେ
ସେ ପ୍ରତ୍ୟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇୟା ଯାଇ, ତାରା ତା ପାଇନା ।

- ୧୬) ବିଶ୍ୱାସୀରା ଫରୀଶୀଦେର ଚେଯେ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ହତେ ପାରେ ସଦି ତାରା-
- କ) ମାନୁଷକେ ଦେଖାନୋର ଜନ୍ୟ ଦାନ କରେ ।
- ଖ) ଭାଲବାସାର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ହିସାବେ ଦାନ କରେ ।
- ଗ) ପୁରକ୍ଷାର ପାବାର ଆଶାଯ ଦାନ କରେ ।

প্রেম সহকারে

অনেক লোকই দশমাংশ দেয় কিন্তু আসলে ঈশ্বরের উপাসনা করে না কিন্তু যখন কোন লোক প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে তখন সে তার দশমাংশ দেয়। বিশ্বাসীর উপাসনা দশমাংশের চেয়েও বেশী। আসলে কোন একজন লোক যখন ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করে, তখন সে নিজেকে এবং তার সব কিছুই ঈশ্বরকে দিয়ে দেয়। সে তার আয় করা টাকা পয়সার উপরে নিয়ন্ত্রণ একজন কর্মচারীর মত। সে তার সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা মত ব্যবহার করে। সে বলে, “প্রভু এ সবই তোমার, আমিও তোমারই। আমাকে এবং আমার ধন-সম্পত্তি সবই তোমার ইচ্ছামত ব্যবহার কর।” এটিই ধনাধাক্ষতা। একজন কর্মচারী তার প্রভুর অধীন। তার নিজের কিছুই নেই। সে তার প্রভুর ধন-সম্পত্তি দেখাণ্ডনা করে। প্রভুর আদেশ মতই সে তা ব্যবহার করে। কর্মচারী নিজের জন্য চিন্তা করে না, কারণ সে জানে তার প্রভুই তাকে প্রয়োজনীয় প্রব্যাদি দেবেন। সে জানে যে প্রভুর ধন-সম্পত্তি তার নিজের ধন-সম্পত্তির চেয়ে অনেক, অনেক বড়। তাই সে হদি বিশ্বস্তভাবে কাজ করে তবে কোন অভাবই তার থাকবে না। খুল্টের ঘারা বিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয় প্রব্যাদি ঘোগানোর এক সুন্দর ছবি আমরা এখানে দেখতে পাই। আমাদের প্রভু আমাদের ষষ্ঠ নেন। তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় প্রব্যাদি দেন। কিন্তু এর বদলে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। আমাদের এমন কর্মচারীদের মত হতে হবে যারা অতি যত্নের সংগে প্রভুর টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি তদারক করে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের, তিনিই সব কিছু স্থিত করেছেন, টাকা-পয়সাও তাঁরই স্থিত।



ধনাধাক্ষতা।

তাই যে বিশ্বাসী ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর গৌরবের জন্য সবকিছুর চেয়ে বেশী চেষ্টা করে, তাকে “ভরণ পোষণের” জন্য ভাবতে হয় না। সে ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রশংসা করে জীবন কাটায়। ঈশ্বর নিজেই এমন একজন বিশ্বাসীর দেখা শোনা করেন ও যত্ন নেন।

ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାକେ ଏକଜନ ବିଶ୍වାସୀର ଜୀବନ ଥେବେ ଆଜାଦା କରା
ଯାଇନା । ଆମରା ସଦି ଉପସୂତ୍ରଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତବେ ତା ଆମାଦେର
ଚିନ୍ତା-ଧାରାକେ ବଦଳେ ଦେବେ । ଆମରା ତଥନ ନିଜେଦେର ପ୍ରୟୋଜନ ନିୟେ
ଚିନ୍ତା କରବନା । ଆମରା ସଦି ଈଶ୍ଵରର ରାଜ୍ୟର ଚେଷ୍ଟା କରି ତବେ
ତିନି ଆମାଦେର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ମେଟାବେନ ।

୧୭) ବିଶ୍වାସୀକେ କି ଭାବେ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଦେଖାଗୁମାର ଜନ୍ୟ ନିୟୁତ
କର୍ମଚାରୀ ବଜା ଯାଇ ?...

ପରୀକ୍ଷା—୧

ସଂକ୍ଷେପେ ଲିଖୁନ । ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଂକଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିନ ।

୧) ଆମରା ନା ଚାଇଙ୍ଗ ଈଶ୍ଵର ଆମାଦେର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟଙ୍ଗି
ଦେନ ନା କେନ ?...

...

୨) କୋନ କିଛୁର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଆମାଦେର କୋନ୍
ମୁଣ୍ଡ ବିଷୟ ମନେ ରାଖିତେ ହବେ ?...

...

୩) “ଦାନ କରିବାର ଦାନଟି” ବାବହାର କରିବାର ଜନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର
ଦରକାର ହୁଏ କେନ ?

...

...

୪) ବିଶ୍වାସୀର କିଭାବେ ଫରୀଶୀଦେର ଚେଯେ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ହାତେ ପାରେ ...

...

- ৫) টাকা পয়সার ব্যবহার দ্বারা কিভাবে আমাদের আর্থিক জীবনের পরীক্ষা হয় ?

 ৬) একজন ধনাধ্যক্ষের সম্বন্ধে তিনটি বিষয় লিখুন।

 ৭) উপর্যুক্তভাবে প্রার্থনা করলে অর্থনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার কি পরিবর্তন হবে ?

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

- ১) জীবন ধারণের জন্য যা কিছু দরকার থাবার, কাপড়-চোপড়, ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি।
- ২) ঈশ্বরের ইচ্ছা নেই জেনেও আমরা যখন সেই বিষয় বার বার পেতে চাই।
- ৩) আমরা চাওয়ার আগেই ঈশ্বর জানেন আমাদের কি প্রয়োজন।
- ৪) লোকটি প্রার্থনায় তার প্রয়োজনীয় জিনিষ গত চাচ্ছে, ঈশ্বরকে চাচ্ছে না।
- ৫) কারণ, তারা শীগুকে চায় নি, শুধুমাত্র কষ্ট থেকে চেয়েচিল।
- ৬) ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) সত্য
ঘ) মিথ্যা
- ৭) ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) সত্য
- ৮) ক) মিথ্যা
খ) সত্য
গ) সত্য

- ୧) ସେଣ୍ଟଲିର ସତିକ ସ୍ୟବହାର ଜାନବାର ଜନ୍ୟ ।
- ୨୦) ନା । ଧନୀ ହୃଦୟ ପାପ ନୟ । ତବେ ଧନୀ ଲୋକଦେର ସତକ
ହଣେ ହବେ ସେଣ ତାରା ମନ୍ଦ ଉପାୟେ ଟାକା ଆୟ ନା କରେ,
ଆର ତାରା ସେଣ ଅର୍ଥପର ନା ହସ୍ତ ।
- ୨୧) ନିଜେକେ ତାକେ ଈସ୍ତରେର ଏକଜନ ଦାସ ମନେ କରତେ ହବେ ।
ଈସ୍ତର ତାକେ ସେ ଧନ-ସଂସ୍କତି ଦିଯେଛେନ ତା ତୀର ରାଜ୍ୟର କାଜେ
ବ୍ୟବହାରେର ଜନ୍ୟଇ ଦିଯେଛେନ, ଏହି ମନୋଭାବ ତାର ଥାକତେ ହବେ ।
- ୨୨) ଖୁଶିଟ ସଥନ ଆମାଦେର ସବ କିଛୁର ପ୍ରଭୁ ହନ, ତଥନ ଆମରା
ତୀର ଆଦେଶ ମନ୍ତ୍ର ଦାନ କରତେ ପାରି ।
- ୨୩) ଟାକା-ପ୍ୟାସାର ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଭାଲବାସା ଥେକେ ।
- ୨୪) ଗ) ତିନି ଈସ୍ତରକେ ଭାଲବାସେନ ।
- ୨୫) ଖ) ଆଇନ ବା ସ୍ୟବଷ୍ଟା ଦେଓଯାର ଆଗେଇ ସାକୋବ ଦଶମାଂଶ
ଦିଯେଛେନ ।
- ୨୬) ଖ) ଭାଲବାସାର ନିଦର୍ଶନ ହିସାବେ ଦାନ କରେ ।
- ୨୭) ତାର କାଜ ହୋଲ ପ୍ରଭୁର ଉପାସନା କରା ଏବଂ ତୀର ଆଦେଶ
ମେନେ ଚଳା, ଏବଂ ତାର ଭରଣ ପୋଷନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ସବ
କିଛୁ ସୋଗାନୋର ସ୍ୟାପାରେ ପ୍ରଭୁର ଉପର ନିର୍ଭର କରା । ତାର
ନିଜେର ଓ ତାର ଧନସଂସ୍କତର ଉପର ସେ କୋନ ଦାବୀ କରେ ନା
ବରଂ ସେଣ୍ଟଲି ଈସ୍ତରେର ମନେ କରେ ମେଇମତ ତତ୍ତ୍ଵବଧାନ କରେ ।

৮ম পাঠ

ঈশ্বর সামাজিক প্রয়োজন মেটান

“যারা আমাদের উপর অন্যায় করে, আমরা ঘেমন তাদের ক্ষমা করেছি, তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা কর” মথি ৬ : ১২ গদ।

এখানে নিজেরা ক্ষমা পাবার জন্য আমরা কি করব তা নিজেরাই ঠিক করে নিছি! আমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না করি তবে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন না-এমন কি হতে পারে? আমরা অবিশ্বস্ত অধার্মিক হলেও কি ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন না? এর উত্তর, “না। বাইবেলে লিখিত এই কথাগুলি যদি সত্য হয় তবে তিনি কখনই তা করবেন না। “আর বাইবেলের এই কথাগুলি সত্য। অন্যদের ক্ষমা না করে, অন্তরে তাদের উপর রাগ, বিরক্তি বা ঘৃণা চেপে রেখে আমরা যদি প্রার্থনা করি, তবে ঈশ্বর উত্তর দেবেন কি? ভাইয়ের প্রতি অন্তরে ঘৃণা চেপে রেখে আমরা কি সত্ত্যিকার-ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি? যে লোকদের আমরা মোটেই পছন্দ করিনা তাদের জন্য কি আমরা প্রার্থনা করতে পারি? আমরা যদি নানা বৎশ, গোত্র ও জাতির লোকদের কাছে প্রভু ষীঁওর সুসমাচার প্রচার করতে না চাই, তাহলে কি সকল মানুষের স্থিতি-কর্তা ঈশ্বরের উপাসনা আমরা করতে পারি?

প্রার্থনা এবং উপাসনা অন্য লোকদের প্রতি আমাদের মনোভাবকে বদলে দিতে পারে। মানুষ হিসাবে আমাদের কতগুলি “সামাজিক” প্রয়োজন মেটা খুবই দরকার। আমরা যেন প্রতিবেশীদের ভাঙ-বাসতে পারি, এইজন্য প্রার্থনা ও উপাসনা আমাদের সাহায্য করে।



ପାଠେର ଖସଡ଼ୀ

କୁମା ପାବାର ଉପାୟ

କୁମା ଚାଓଯା

କୁମା କରା

ଶାଙ୍କି ପାବାର ଉପାୟ

ମାନୁଷେର କ୍ରିୟ

ଖୁଣ୍ଡେଟର ସୌଜାଳୀ

ପାଠେର ଲକ୍ଷ୍ୟ

* ବୁଝାତେ ପାରବେନ ସେ ଈଶ୍ଵରେର କୁମା ପାବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଅନ୍ୟଦେର କୁମା କରତେ ହବେ ।

* ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ବୁଝାତେ ପାରବେନ ମାନୁଷେର କ୍ରିୟ ମାନେ କି, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ତା କିଭାବେ ବହନ କରତେ ହୁଏ ।

ଆପନାର ଜନ୍ୟ କିଛୁ କାଜ

୧) ଏଇ ବିହିୟର ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ବା ଲଙ୍ଘାଣ୍ଗଳି ଦେଉୟା ହେଁବେ ସେଙ୍ଗଳି ଆର ଏକବାର ପଢ଼ୁନ । ସେଥାନେ ସା କରତେ ବଲା ହେଁବେ ସେଙ୍ଗଳି ସବ କରତେ ପାରେନ କିନା ଦେଖୁନ ।

୨) ମଧ୍ୟ ୬ : ୧୪-୧୫ ପଦ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ୧୧ : ୨୮-୩୦ ପଦ ମୁଖ୍ୟ କରନୁଣ୍ଟ ।

୩) ୨ୟ ଖଣ୍ଡେର (ଉପାସନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ) ପ୍ରତିଟି ପାଠେର ଶେଷେ ଦେଉୟା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନଗ୍ରହି ଆବାର ଦେଖୁନ ।

୪) ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠେର ମୁଜ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ି ଦେଖୁନ । ଅଜାନା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିର ମାନେ ଶିଥିତେ ପେରେଛେନ କି ନା ଦେଖୁନ ।

ମୂଳ ଶବ୍ଦାବଳୀ

ଜୀତିକେନ୍ଦ୍ରିକ	ରାପାନ୍ତରିତ	ଆଆକେନ୍ଦ୍ରିକ	ଅନିଚ୍ଛୁକ
ବଂଶ-କେନ୍ଦ୍ରିକ	ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ	ଗୋପକେନ୍ଦ୍ରିକ	ବ୍ୟାଙ୍ଗିଷ୍ଵତ୍ତା
ଜୀତୀଯତାବାଦୀ		ଆଆତ୍ୟାଗ	ଗୋପବାଦୀ
ବଂଶବାଦୀ	ଥ୍ରୀପ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ	ନିରାପନ	ରାଗାନ୍ତିବିତ

ପାଠେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣ

କ୍ଷମା ପାବାର ଉପାୟ

ଲକ୍ଷ୍ୟ : ୧ କ୍ଷମା ପାବାର ଜନ୍ୟ କି ଦରକାର, ମଥି ୬ : ୧୪-୧୫ ପଦେ ଏ ବିଷୟେ ସୀଣ ଯା ବଲେଛେନ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତେ ପାରା ।

ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଉପାସନାର ସାଥେ କ୍ଷମାର ସେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଆହେ ତା ଆମରା ସୀଣର ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟେ ସ୍ପଷ୍ଟଟରାପେ ଦେଖାତେ ପାଇ । ତିନି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମସ୍ତ ଏ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେନ ଆର ତୋର ପରେତ ପରେତ ତିନି କ୍ଷମାର କଥା ବିଶେଷଭାବେ ବଲେଛେନ !

ସେ କୋନ ଲୋକଙ୍କ ତୋର ଆପନ ବଞ୍ଚୁଦେର ଭାଲବାସେ ଏବଂ ଲୋକେ ଯାଦେର ଭାଜିବାସେ ତାରା ତାଦେର ସହଜେ କ୍ଷମାଙ୍କ କରନ୍ତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ମଥି ୬ : ୧୪-୧୫ ପଦେ ସୀଣ ବଲେଛେନ, ଯାରା ଆମାଦେର ବିରଳକେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରେଛେ ଆମରା ସେଇ ତାଦେର କ୍ଷମା କରି । ତାରା “ବଞ୍ଚୁ” କିନା ତା ସୀଣ ବଲେନ ନି । ତିନି କେବଳ ବଲେଛେ “ଅନ୍ୟଦେର ଦୋଷ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଆମାଦେର ଶତ୍ରୁରୀଓ ଥାକବେ, ଆବାର ଏମନ କିଛି ଅକୁତତ୍ତ୍ଵ ଲୋକଙ୍କ ଥାକବେ ଯାରା ନିଜେଦେର ଦୋଷ ସୌକାର କରବେ ନା ।

୧) ସୀଣ ସେ କ୍ଷମାର କଥା ବଲେଛେନ ତା କଟିନ କେନ ?

ଆରୋ ଏକଟା ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରବେନ । ତିନି ବଲେନନି, “ଆମରା

যাদের বিরক্তে অন্যায় করেছি কেবল তাদের কাছে যেন ক্ষমা চাই।” “কিন্তু তিনি ঠিক এর উচ্চে কথা বলেছেন। যারা আমাদের বিরক্তে দোষ করেছে আমাদেরই তাদের ক্ষমা করতে হবে। ঈশ্বরের কাছে আমরা ক্ষমা চাইব নিজেদের জন্য। আর আমরা যাদের বিরক্তে দোষ করেছি, খীঁটিয়ান হিসাবে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়াও আমাদের কর্তব্য। আমরা অন্যদের কাছে লিয়ে আমাদের ক্ষমা করতে বলি কিনা তার ভিত্তিতে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন না। যারা আমাদের বিরক্তে দোষ করেছে, তারা ক্ষমা না চাইলেও যদি আমরা তাদের ক্ষমা করি তাহলেই ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন। তারা যেমন আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে অবিচ্ছুক, তেমনি হয়তো ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতেও রাজি নয়। যাই হোক তারা কি করে বা না করে সেটা আমাদের দেখবার বিষয় না। আমরা যদি ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে চাই তবে তাদের ক্ষমা করতেই হবে।

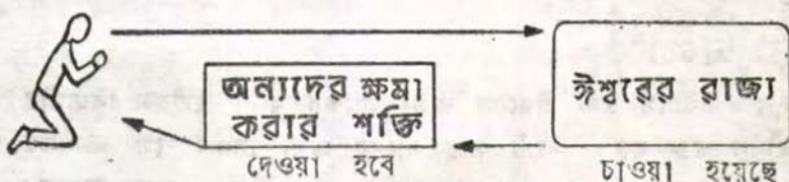
২) প্রতিটি সত্য উভির বাম পাশে টিক () চিহ্ন দিন।

- ক) যারা আমাদের বিরক্তে দোষ করেছে তাদের আমরা ক্ষমা করবো।
- খ) অন্যরা আমাদের ক্ষমা করলে তাদের আমরা ক্ষমা করবো।
- গ) আমরা কেবল বন্ধুদের দোষ ক্ষমা করবো।
- ঘ) অন্যরা তাদের দোষের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে তবেই আমরা তাদের ক্ষমা করবো।

যে রোক তার দোষের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাকে ক্ষমা করা খুবই সহজ। কিন্তু যে রোক দোষের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে রাজি নয়, তাকে ক্ষমা করা খুবই কঠিন। আসলে আপনি নিজে থেকে তাকে ক্ষমা করতে পারেন না। মানুষের অঙ্গ ক্ষমা করতে চায়না। এই জন্যই ক্ষমা করবার জন্য প্রার্থনা ও উপাসনা এত দরকারী। মানুষের সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখতে হলে প্রথমে ঈশ্বরের সংগে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আমরা যদি সব কিছুর প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করি, তাহলে যারা আমাদের বিরক্তে দোষ করেছে তাদের আমরা ক্ষমা করতে পারব।

যাৱা ইংৰেজৰ রাজ্যকে প্ৰথম স্থান দেওয়া অন্যদেৱ ক্ষমা কৰিবাৰ শক্তি ও তাদেৱ দেওয়া হয়। আমৱা যদি জীবনে ইংৰেজকে প্ৰথম স্থান দেই এবং তাৰ উপসমা কৰি, তবে আমাদেৱ প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষেৰ সাথে এই ক্ষমতাও আমাদেৱ দেওয়া হবে। তাই যাৱা আমাদেৱ বিৱৰণকে দোষ কৰেছে তাদেৱ ক্ষমা কৰিবাৰ বিষয়টি নৌচেত ছবিটিৰ মত :

ঠিক

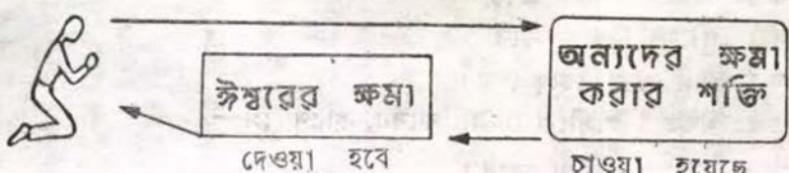


৩) ক্ষমা কৰাৰ জন্য প্ৰাৰ্থনাৰ কি দৱকাৰ ?

...

এই বিষয়টি খুব অভুত মনে হয়, তাই না ? আপনি ভাবতে পাৱেন, প্ৰতু যৌগ তো বলেছেন আমৱা যেন অন্যদেৱ ক্ষমা কৰি, আৱ তাই অন্যদেৱ ক্ষমা কৰতে পাৱাৰ জন্যই আমাদেৱ প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত। এটা অনেকটা নিচেৰ ছবিটিৰ মত :

ভুল



মনে হয় যেন এই ছবিটিই ঠিক কিষ্টি আসলে তা নয়। যাৱা আমাদেৱ বিৱৰণকে দোষ কৰেছে আমৱা তাদেৱ কাছে ক্ষমা চাই না। ইংৰেজ বলেছেন যেন আমৱা তাদেৱ ক্ষমা কৰি। আমৱা তো অন্যদেৱ কাছে ক্ষমা চাই না। আমৱা চাই অন্যদেৱ ক্ষমা কৰতে

ଏই ଜନ୍ୟ ଶେଷେର ଛବିଟି ଭୁଲ । ଆପଣି ନିଜେ ଥେକେ ଅନ୍ୟଦେର କ୍ଷମା କରତେ ପାରେନ ନା କାରଣ ଆପନାର ମାଂସିକ ସ୍ଵଭାବ ତା ଚାଯି ନା । ମାନୁଷ ଏଠା କରତେ ପାରେ ନା, ଏହିନ୍ୟ ଉପରେଥେକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର । ପ୍ରଥମ ଛବିଟିଟେ ଆମରା ଏଇ ଉତ୍ତର ପାଇ । ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ ଓ ତା'ର ଗୌରବେର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହଲେ ତିନି ଆପନାର ଶ୍ରୀକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରତେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେନ । ତିନି ଆପନାକେ କ୍ଷମା କରବେନ ।

୮) ଉପରେର ଦୁଟି ଛବିର ମଧ୍ୟେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ?
...

କ୍ଷୟା ଚାଙ୍ଗୋ

ଖୁଣ୍ଡେଟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଈଶ୍ଵରେର କ୍ଷମା ଲାଭେର ଦ୍ୱାରା ଏକଜନ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଶୁଳ୍କ ହସ୍ତ । ପାପୀ ତାର ପାପେର କ୍ଷମା ଚାଯି । ସେ ଅନ୍ୟଦେର କ୍ଷମା କରେଛେ କିନା, ତା ନା ଦେଖେଇ ଈଶ୍ଵର ତାକେ କ୍ଷମା କରେନ । ସେ ପାପ କରା ଛେଡିଛେ ବଲେଇ ଈଶ୍ଵର ତାକେ କ୍ଷମା କରେନ ଏମନ ନୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁଣ୍ଡେଟ ବିଶ୍ୱାସ କରେଛେ ବଲେଇ ତିନି ତାକେ କ୍ଷମା କରେନ । ପାପୀ ଖୁଣ୍ଡେଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ସେ ଆର ପାପୀ ଥାକେ ନା । ସେ ଏକଜନ ବିଶ୍ୱାସୀ ହସ୍ତ । ମଥି ୬ : ୫-୧୩ ପଦ । ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ସୀଏ ବଲେଛେ, “ତୋମରା ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟେର ବିସ୍ତର୍ଯ୍ୟେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ । ତାହଲେ ଐ ସବ ଜିନିଷଙ୍ଗ ତୋମରା ପାବେ” (ମଥି ୬ : ୩୩ ପଦ) । ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟକେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଲେ କ୍ଷମା କରାର ଶକ୍ତି ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ତିନିଇ ଆମାଦେର ଦେବେନ ।

୫) ଈଶ୍ଵର ପାପୀକେ କ୍ଷମା କରେନ, ସଥନ ସେ—

- କ) ଅନ୍ୟଦେର କ୍ଷମା କରେ ।
 - ଖ) ଖୁଣ୍ଡେଟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ
 - ଗ) ପାପ କରା ଛେଡ଼େ ଦେଇ ।
- ୬) ଈଶ୍ଵର ବିଶ୍ୱାସୀକେ କ୍ଷମା କରେନ, କାରଣ ସେ—
- କ) ଅନ୍ୟଦେର କ୍ଷମା କରେ ।
 - ଖ) ଖୁଣ୍ଡେଟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ।
 - ଗ) ପାପ କରା ଛେଡ଼େ ଦେଇ ।

କ୍ଷୟା କରା

ଆପନାର ଆସ୍ତରେ କି କାରୋ ପ୍ରତି ସୁଗା ଆହେ ? ଏମନ କୋନ ଶୋକ

প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করতে বলে যৌগ এটিই আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। ঈশ্বরের রাজ্য হোল ধার্মিকতা, শান্তি, এবং পবিত্র আত্মার দেওয়া আনন্দ। প্রথমে আপনার অন্তরে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুন, তাহলে অন্যদের ক্ষমা করবার শক্তি ও আপনি পাবেন।

৭) কোন লোকের অন্তরে যদি কারো প্রতি রাগ, বিরক্তি বা ঘৃণা থাকে তবে তাকে কি করতে হবে?

....

আছে কি যাকে আপনি ক্ষমা করতে চান না? আপনি কি নিজেকে খুশিটিয়ান বলেন, অথচ ঈশ্বরের একজন সন্তানের মত চলেন না। দয়া করে নিজেকে ফাঁকি দেবেন না। একটা নতুন দিনের শুরুতে করো বিরক্তি অন্তরে তিক্ততা ও বিরক্তি রাখবেন না। কাউকে ক্ষমা করেন নি মনে পড়লে নতুন দিন শুরু করবার আগেই তাকে ক্ষমা করে দেবেন। প্রার্থনা করুন যেন পবিত্র আত্মা আপনাকে যৌগের মত করে তোলেন। সবাইকে যেন ক্ষমা করতে পারেন সে জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাঞ্চা করুন। প্রার্থনা করুন যেন সবাই কে তাজবাসতে পারেন, যেন পবিত্র আত্মার শান্তি পান এবং সৎপথে চলতে পারেন। প্রার্থনা করুন যেন সকল অবংস্থায় আনন্দ করতে পারেন, অন্যদের ক্ষমা করতে পারেন-যেন দিনে দিনে খুশিটোর রাপে রাপান্তরীত হতে পারেন।

শান্তি পাবার উপায়

জক্ষ-২ঃ খুঁটিট কিভাবে “মানুষের ক্ষুশ” বহন সহজ করতে পারেন তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

সব মানুষের সাথে শান্তিতে বাস করা সহজ নয়। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ব্যক্তিসঙ্গ রয়েছে। এক গোত্র অন্য গোত্র থেকে আলাদা। এক জাতি থেকে অন্য জাতি আলাদা। এক বংশ অন্য বংশ থেকে আলাদা। তাদের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতির অনেক পার্থক্য। পৃথিবীতে অনেক রকম লোক আছে ষেমন-জ্ঞানী, বোকা, ধনী-গন্নীব ইত্যাদি। এই রকম বিভিন্ন মানুষের সাথে শান্তিতে বাস করা সহজ নয়।

পৃথিবীর বড় বড় নেতৃত্ব সব সময় এই সমস্যা দুর করতে চেষ্টা

କରଛେନ । କିନ୍ତୁ ତାରା ତେମନ କିନ୍ତୁଇ କରତେ ପାରଛେନ ନା । ମାନୁଷ ମାନୁଷେର ବିଗଙ୍କେ, ଦ୍ଵୀ ଆମୀର ବିଗଙ୍କେ, ଛେଳେ-ମୋହରୀ ବାବା-ମାଯେର ବିଗଙ୍କେ, ଜାତି ଜାତିର ବିଗଙ୍କେ ଉଠୁଛେ । ଶାନ୍ତି କୋଥାଥେ ପାଓଯା ଯାବେ ? ଏହି ଉତ୍ତର ହୋଲ : ଆମାଦେର କୁଶ ବହନେ ସୀଗୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଓଯା । ତାହାରେ ଶାନ୍ତି ଆସବେ ।

ମାନୁଷେର କୁଶ

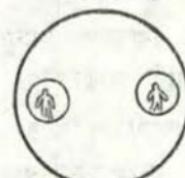
ସୀଗୁ ବଲେଛେ, “ସଦି କେଉ ଆମାର ପଥେ ଆସତେ ଚାଯ, ତବେ ମେ ନିଜେର ଇଚ୍ଛାମତ ନା ଚଲୁକ, ନିଜେର କୁଶ ବାଯେ ନିମ୍ନେ ଆମାର ଦିଛନେ ଆସୁକ” (ମଥ ୧୬ : ୨୪ ପଦ) । ମାନୁଷେର କୁଶ ହୋଲ ନିଜେର ଇଚ୍ଛାକେ ବାଦ ଦେଓଯା ବା ଆଆ ତ୍ୟାଗ କରା । ସେ ଲୋକ କେବଳ ନିଜେକେ ବଡ଼ କରେ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟେ ଡୁବେ ଥାବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଆକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦେ କଥନେ ନିଜେର ଇଚ୍ଛାକେ ତ୍ୟାଗ କରତେ ପାରେ ନା । ମାନୁଷେର କୁଶ ବହନ କରା କଟିନ । କାରଗ ଏଜନ୍ୟ ନିଜେଦେର ଇଚ୍ଛାକେ ବାଦ ଦେଇୟା ଦରକାର, ସେଣ ଆମରା ଅନ୍ୟଦେର ସାଥେ ଶାନ୍ତିତେ ବାସ କରତେ ପାରି । ଏହି ଜନ୍ୟାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମଧ୍ୟେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନେର ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହର୍ଷନା । ଏହି ଜନ୍ୟାଇ ହିଁସା, ସୁନ୍ଦର ଓ ଅଭ୍ୟାସାରେ ପୃଥିବୀ ଆଜ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

୮) ମାନୁଷେର କୁଶ ମାନେ କି, ତା ବହନ କରା ଖୁବ କଟିନ କେନ ? ଆସନ ଆମରା ଏଥନ ଆଆକେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନୁଷେର ସମସ୍ୟା ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରି । ମନେ କରନ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀତେ ମାତ୍ର ଏକଜନ ମାନୁଷ ବାସି କରେ । ତାହାରେ ବ୍ୟାପାରଟୀ କେମନ ହତୋ । ତାର ନିଜେର ଇଚ୍ଛା ମତ କାଞ୍ଚ କରତେ ବାଧା ଦେବାର କେଉ ଥାକତୋ ନା । ତାର ସାଥେ ତର୍କ କରବାର କେଉ ଥାକତୋ ନା । ତାର କାଜେ ଅସୁବିଧା ସ୍ଥଳିଟ କରବାର, ଅର୍ଥବା ତାର ପ୍ରାଣୀଜୀବ ବିଷୟ, ‘ନା’ ବଳବାର କେଉ ଥାକତୋ ନା । ତଥନ ମେ ଆଆକେନ୍ଦ୍ରିକ ହର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିତେ ଥାକତେ ପାରତୋ ।

ମନେ କରନ ଆମରା ପୃଥିବୀତେ ଆର



ସଂଘାତଶୁଭ



ସଂଘାତରେ
ସଂସାଧନ



ସଂଘାତପୂର୍ଣ୍ଣ

ଏକଜନ ମାନୁଷ ସୋଗ କରନାମ । ଏଥିନ ଦୁ'ଜନ ମାନୁଷେରଇ ଦୁଇ ରକମ ଇଚ୍ଛା ଥାକବେ । ତାର ତାଦେର ପ୍ରତୋକେଇ ସଦି ଆଆକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୟ ତବେ ଆଗନି ତାଦେର ଆଜାଦୀ କରେ ରାଖବେନ । କାରଣ ଏକସଂଗେ ରାଖଲେ ତାଦେର ଇଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟେ ବିରୋଧ ହବେ । ତାଇ ତାଦେର ଏକଜନକେ ପୃଥିବୀର ଏକ ପାଶେ, ଅନ୍ୟ ଜନକେ ଅପର ପାଶେ ରାଖତେ ହବେ ।

କିନ୍ତୁ ଆମରା ସଦି ଆରୋ ଅନେକ ଆଆକେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନୁଷ ପୃଥିବୀତେ ସୋଗ କରି ତାହଲେ କି ହବେ ? ତାଦେର ଖୁବ କାହାକାହି ବାସ କରତେ ହବେ ଆର ଏହ ଫଳେ ଶୀଘ୍ରଇ ତାଦେର ଇଚ୍ଛା ଓ କାଜେର ମଧ୍ୟେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହବେ । ତଥନ ତାଦେର ସକଳେର ଇଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟେ ଗଞ୍ଜୋଳ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖେ ଦେବେ ତାତେ କୋନାଇ ସମେହ ନେଇ ।

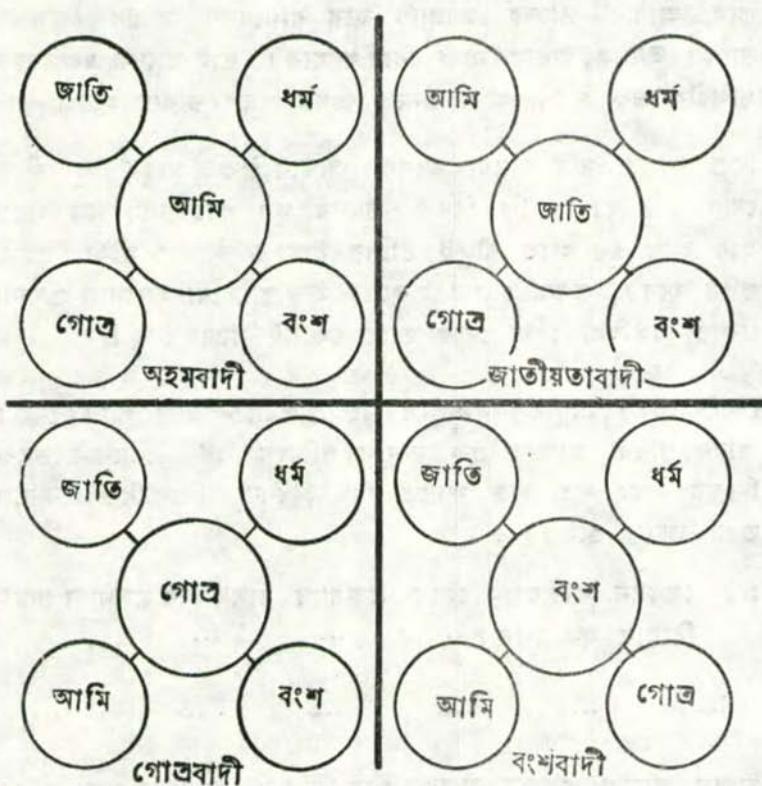
କୋଟି କୋଟି ମାନୁଷେର ବାସନ୍ତ୍ରମି ଏହି ପୃଥିବୀତେ ଆଜ ଶାନ୍ତି ନେଇ । କାରଣ ପୃଥିବୀ ଆଆକେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନୁଷେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଥାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜେର ଇଚ୍ଛା ମତ କାଜ କରତେ ଚାଯ । କେଉଁ ବିରୋଧିତା କରିଲେ ତାରା କ୍ଷେପେ ଉଠେ ।

୧) ସେଥାନେ କହେକଜନ ଲୋକ ଏକମାଥେ ବାସ କରେ ଦେଖାନେ ପ୍ରାୟଇ ବିରୋଧ ହୟ କେନ ?...

...

ଆସୁନ ଆମରା ଏକଜନ ଆଆକେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନୁଷେର ମନୋଭାବ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରି । ସେ ଯା କିଛୁ ଜାନେ ବା ଦେଖେ ସବ କିଛୁର କେବେଳୁ ରହେଛେ ଦେ ନିଜେ । ମୋକେରା ତାର ସାଥେ କେମନ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାଇ ଦିଯୋଇ ଦେ ବିଚାର କରେ ତାରା “ଭାଲ” ନା “ଯନ୍ମ । ତାର ପରିବାର ଓ ଗୋଟିର ମୋକେରା ତାକେ ଉପସୂତ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଇ କିନା ତାଇ ଦିଯେ ଦେ ତାଦେର ବିଚାର କରେ । ତାର ଭାଇ ସଦି ଏମନ କୋନ ମେଘେକେ ବିଯେ କରେ ଯାକେ ଦେ ନିଜେ ବିଯେ କରତେ ଚେଯେଛିଲ, ତବେ ସେ ତାର ଭାଇକେ “ଖାରାପ ମନେ କରେ । ତାର ବାବା ସଦି ତାକେ ଏକଟା ଗର୍ବ ଉପହାର ଦେଇ ତବେ ସେ ତାର ବାବାକେ “ଭାଲ ମନେ କରେ । ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶେର ଲୋକଦେର ଶତ୍ରୁ ମନେ କରେ । ତାରା ତାର ବିଚାରେ ତାର ନିଜ ଦେଶେର ଲୋକଦେର ମତ “ଭାଲ ନାୟ । ସେ ନିଜେର ବନ୍ଦକେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥେକେ ‘ଭାଲ ଯାନେ କରେ । ସେ ହସତୋ ଆଆ-କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଗୋତ୍ର-କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଧର୍ମ-କେନ୍ଦ୍ରିକ

ଜାତି-କେନ୍ଦ୍ରିୟକ, ନତୁବା ବଂଶ-କେନ୍ଦ୍ରିୟକ, ଆର ତାର ତିତିତେଇ ସେ ଏହି ବିଚାର କରେ । ନୌଚେର ଛବିଗୁଡ଼ିତେ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖାନ୍ତ ହୋଇଛେ :—



୧୦) ଆଶ-କେନ୍ଦ୍ରିୟକ ମାନୁଷ କିଭାବେ ଅନ୍ୟଦେର ବିଚାର କରେ ?

...

ଏହି ମତବାଦଗୁଡ଼ିର ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ବିଶ୍වାସୀ ଲୋକେରା ଖୁବହି ବିପଦଜନକ । ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଏକଜନ ଅତି ସମାନିତ ମୋକକେଓ ଶତ୍ରୁରା “ଖାରାପ” ମନେ କରିବେ । ଏର ମାନେ ଏହି ନର ସେ ତିନି ନିଜେ ଖାରାପ ମୋକ । ଏର କାରଣ ହୋଇ ସେ ଦେଶେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲାଇ ତିନି ସେଇ ଦେଶେର ବା ଜାତିର ମୋକ । ସଥନ-ଆମି, ଗୋତ୍ର, ଜାତି ଅଥବା ବଂଶ କୋନ ମାନୁଷେର ଜୀବନେ ସବଚେଯେ ବଡ଼ ଆସନ ନେଇ, ତଥନ ସେ ଏହି ଗୁଡ଼ିକେ କେନ୍ଦ୍ର କରଇ ସବ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ତାର ଜୀବନେ ସବଚେଯେ ବଡ଼ କି,

অথবা কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে তার জীবন, তারই ভিত্তিতে সে, “ভাল মন্দ” বিচার করে এবং এর ফলে অন্যের সাথে তার সংঘাত বেধে ওঠে।

বিশ্বাসী হিসাবে আমরা যেন খুচেটের উপর থেকে দৃষ্টিটি সরিয়ে না নেই। তিনিই আমাদের জীবনের প্রকৃত কেন্দ্র। তাই আমাদের বেলায় ছবিটি হবে নীচের মতঃ

১১) বিশ্বাসীর জীবনের কেন্দ্র হবে :-

- ক) আমি
- খ) বংশ
- গ) শীশু
- ঘ) ধর্ম

শ্রীষ্টের ঘোয়ালী

প্রভু শীশুর শিক্ষা মতে, শান্তির জন্য দরকার আমাদের জীবনের কেন্দ্র থেকে আমি, পরিবার, গোত্র, জাতি, বংশ ইত্যাদি সরিয়ে ফেলে সেখানে ও তাঁর রাজ্যকে স্থাপন করা (রোমীয় ৮:৬ পদ)। এটি করলে পর আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের উপর ভিত্তি করেই ভাল বা মন্দ বিষয়গুলি নিরূপণ করতে পারব।

এর ফলে পৃথিবী ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের সন্তান এই দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। ঈশ্বরের সন্তানেরা পরিতৃপ্ত ও সুখী হবে কারণ তারা সকলে একই জিনিষের চেষ্টা করবে। তারা সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাইবে।

১২) “মানুষের ক্রুশ” যা বহন করা আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়, তা সমাধানের জন্য কি করতে হবে?...

.....

আঞ্চলিক মানুষ “অগৌর-বিষয়ের” মূল্য বুঝতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানের উচিত তাদের ভালবাসা। শীশু ক্রুশের উপর ঝুত্য বরণ করে আমাদের জন্য আঞ্চলিক ক্রুশ বহন সহজ করেছেন। আঞ্চলিক মানুষকে এই সুখবর জানিয়ে তাকে

ଇଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ନିଯ়େ ଆମାର ଚେଷ୍ଟା କରତେ ହବେ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର । ଏହି କ୍ରୁଶ ସକଳ ମାନୁଷକେଇ ବହନ କରତେ ହବେ । ଏହି ଆଆ ତ୍ୟାଗେର (ବା ନିଜେର ଇଚ୍ଛାକେ ବା ଦେଓଯାର) କ୍ରୁଶ ମାନୁଷ ଏଡିଯେ ସେତେ ପାରେ ନା, ସମ୍ବିଲିତ ତାର ପଙ୍କେ ତା ବହନ କରା ଅସ୍ତବ ମନେ ହୟ । ଏହି ପୃଥିବୀତେ ଅନ୍ୟଦେର ସାଥେ ବାସ କରତେ ହଲେ ଆଆ ତ୍ୟାଗେର ପ୍ରସ୍ତରଜନ ମାନୁଷ ସବ ସମସ୍ତାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ମାନୁଷ ନିଜେର ଦାବୀ ଏବଂ “ଅଧିକାର” ଛେଡ଼ିଦିତେ ରାଜୀ ନାହିଁ । ଏହି ଜନ୍ୟାଇ ଆଇନ ଦରକାର ହୟ । ଆଇନ ତାକେ ଅନାଦେର ସମ୍ମାନ ଦେଖାତେ, ଓ ତାଦେର ଅଧିକାର ଓ ଇଚ୍ଛା ମେନେ ନିତେ ବାଧ୍ୟ କରେ । ମାନୁଷ ଆଇନ ମେନେ ଚଲେ କିନ୍ତୁ ଆଆ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବଲେ ସେ ଦୁଇଥିତ ଓ ରାଗାଣ୍ତିତ ହୟ ।

୧୩) ଆଆ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନୁଷେର କାହେ ବିଶ୍ୱାସୀ କି ବଜବେନ ?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ଯୀଶୁ ବଲେଛେନ, “ତୋମରୀ ସବାଇ ଆମାର କାହେ ଏସ;...
ଆମାର ଘୋୟାଳ ତୋମାଦେର ଉପର ତୁମେ ନାଓ” (ମଥ ୧୧ : ୨୮-୨୯
ପଦ) । କ୍ରୁଶ ଅବଶ୍ୟାଇ ନିଜେକେ ବହନ କରତେ ହବେ । ପାପୀ ମାନୁଷେର
କାହେ ଆଆ-ତ୍ୟାଗେର କ୍ରୁଶ ବହନ

କରା ଅସ୍ତବ ମନେ ହୟ । ଏହି
କ୍ରୁଶକେ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ବେଳାୟ
ଘୋୟାଳ ବଲେଛେନ । ଏର କାରଣ
କି ? କାରଣ ଘୋୟାଳ କଥନୋ
ଏକା ବହନ କରା ଯାଇ ନା, ତା
ଦୁଇଜନେ ମିଳେ ବହନ କରତେ
ହୟ । ଆର ସତ୍ୟାଇ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ସାଥେ ଏହି ବୋବା ବହନ
କରବାର ଜନ୍ୟ କାହିଁ କାହିଁ ମିଳି-
ଯେହେନ । ତାଇ ଯୀଶୁ ବଲେଛେନ,
“ତୋମାଦେର କ୍ରୁଶ ଆମାର କାହେ
ନିଯେ ଏସ, ଆମରା ସେଟୀ ଏକ ସାଥେ ବୟେ ନିଯେ ଯାବ... ...
ଆମାର ଘୋୟାଳ ବୟେ ନେଓଯା ସହଜ ଓ ଆମାର ବୋବା ହାଲକା”

୧୪) କ୍ରୁଶ ଓ ଘୋୟାଲେର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କି ?

ଏସୋ ।



ଆମାନ

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

আরেকবার আমরা দেখবো প্রার্থনা ও উপাসনা কত মূল্যবান। যীশু তাকেন ‘আমার কাছে এস।’ আর আমাদের কাজ হোল তাঁর কাছে যাওয়া। আমরা যখন প্রার্থনায় যীশুর কাছে যাই তখন লোকদের সাথে আমাদের সম্পর্ক সহজ হয়ে ওঠে। যারা অন্য পরিবার, গোত্র, জাতি ও বংশের লোকদের সাথে বিবাদ করছে তারা যীশুর কাছে এসে তাদের সমস্যার উত্তর খুঁজে পাবে। খ্রীষ্টকে আমাদের জীবনের কেন্দ্র স্থাপন করার দ্বারা আমরা সব মানুষের সাথে শান্তিতে বাস করতে পারি। প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করলে আমরা একে অনাকে ক্ষমা করতে পারি, আর এইভাবে আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করি।

১৫) খ্রীষ্টের ঘোষাল বহন করা সহজ কারণ-

- ক) পাপীদের মত খ্রীষ্টিয়ানদের তত বেশী সমস্যা নেই।
- খ) খ্রীষ্ট আমাদের সাথে বোৰা বহন করেন।
- গ) খ্রীষ্ট আমাদের ক্রুশ সম্পূর্ণরূপে নিজেই বহন করেন।

খ্রীষ্ট আমাদের জীবনের কেন্দ্র হলো পরিবার, জাতি, গোত্র, বংশ এবং ধর্ম ইত্যাদির দরকার আছে। এগুলি আমরা ভালবাসি কিন্তু খ্রীষ্ট ঘেমন আমাদের জীবনের কেন্দ্রে থাকেন, সেরকম এঙ্গলি নয়। এর মানে যারাই প্রত্তু যীশু খ্রীষ্ট বিশ্বাস করে, (তাদের দেশ-জাতি, বংশ, ধর্ম, অথবা গোত্র যা-ই হোক) তারা আমাদেরই ভাই-বোন।

১৬) বিভিন্ন দেশ ও জাতির খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক লোকদের মধ্যে সম্পর্ক কি প্রকার?

...

এই জন্য প্রার্থনা ও উপাসনা এত মূল্যবান। প্রার্থনা ও উপাসনা খ্রীষ্টকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করতে সাহায্য করে। খ্রীষ্ট যখন আমাদের জীবনের কেন্দ্রে হন, অথবা আমরা যখন খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে জীবন স্থাপন করি, তখন সকল মানুষের সাথে শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব হয়।

পর্বীক্ষা-৮

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) আমরা যেন ক্ষমা করতে পারি সে জন্য প্রার্থনা করা দরকার কেন ?

...

২) প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের চেষ্টা করলে তা আমাদের, ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করতে কিভাবে সাহায্য করে ?

...

৩) শারা আমাদের বিরক্তে অন্যায় করেছে, কিভাবে তাদের ক্ষমা করা সম্ভব ?

...

৪) “মানুষের ক্রুশ” কি ?

...

৫) আত্ম-কেন্দ্রিক মানুষ কিভাবে জগতের ভাল-মন্দ বিচার করে ?

...

৬) যে পাঁচটি বিষয় মানুষের জীবনের কেন্দ্র হতে পারে সেগুলি লিখুন...

...

৭) “মানুষের ক্রুশ” যা বহন করা আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়, তা সমাধানের জন্য কি করতে হবে ?

...

ପାଠେର ମଧ୍ୟକାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲିର ଉତ୍ତର

- ୧) କାରଣ ସାରା ଆମାଦେର ବିରଳଙ୍କେ ଦୋଷ କରେଛେ, ସାରା ଆମାଦେର ବର୍କୁ ନୟ ତାଦେର ସାବାଇକେ କ୍ଷମା କରାର କଥା ତିନି ସମେହେନ, ସା ଅନେକ ସମୟ ଆମାଦେର କାହେ ଅସ୍ତ୍ରବ ମନେ ହୟ ।
- ୨) କ) ସତ୍ୟ
ଖ) ମିଥ୍ୟା
ଗ) ମିଥ୍ୟା
ଘ) ମିଥ୍ୟା
- ୩) ମାନୁଷେର ଆଆ କ୍ଷମା କରତେ ଚାହୁଁ ନା । ଏଜନ୍ୟ ଇଶ୍ୱରେର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଯା ପ୍ରାର୍ଥନାର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା ପାଇ ।
- ୪) ଏକଟିତେ ମାନୁଷ ଇଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁ, ଅପରାଟିତେ ମାନୁଷ ଅନ୍ୟଦେର କ୍ଷମା କରତେ ଚାହୁଁ ।
- ୫) ଖ) ଖୁଣ୍ଡେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ।
- ୬) ଖ) ଖୁଣ୍ଡେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ।
- ୭) ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହବେ ସେନ ପବିତ୍ର ଆଆ ତାକେ ସୀଣୁର ମତ କରେ ତୋଲେନ ଏବଂ ଇଶ୍ୱରେର ଅନୁପ୍ରଥେ ସେନ ଅନ୍ୟଦେର କ୍ଷମା କରତେ ପାରେ ।
- ୮) ନିଜେର ଇଚ୍ଛାକେ ବାଦ ଦେଓଯା ବା ଆଆ ତ୍ୟାଗ କରା । ଏଜନ୍ୟ ନିଜେର ଇଚ୍ଛାକେ ବାଦ ଦେଓଯା ଦରକାର, ସେନ ଆମରା ଅନ୍ୟଦେର ସାଥେ ଶାନ୍ତିତେ ବାସ କରତେ ପାରି ।
- ୯) କାରଣ ସବାଇ ନିଜେର ନିଜେର ଇଚ୍ଛାମତ କାଜ କରତେ ଚାହୁଁ ।
- ୧୦) ଅନ୍ୟରା ତାର ସାଥେ କେମନ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାଇ ଦିଲ୍ଲୀଏ ସେ ବିଚାର କରେ ତାରା “ଭାଜ୍” ନା ”ମନ୍” ।
- ୧୧) ଗ) ସୀଣୁ
- ୧୨) ଖୁଣ୍ଡଟିକେ ଆମାଦେର ଜୀବନେର କେବେବେ ବସାତେ ହବେ ।
- ୧୩) ଖୁଣ୍ଡଟ କୁଶେର ଉପର ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଆଆ ତ୍ୟାଗେର କୁଶ ବହନ କରା ସହଜ କରେଛେ ।
- ୧୪) କୁଶ ଏକା ବହନ କରତେ ହୟ କିନ୍ତୁ ଘୋଷାନ ଦୁଇଜନେ ମିଳେ ବହନ କରେ ।
- ୧୫) ଖ) ଖୁଣ୍ଡଟ ଆମାଦେର ସାଥେ ବୋବା ବହନ କରେନ ।
- ୧୬) ତାରା ଇଶ୍ୱରେର ପରିବାରେ ଭାଇ-ବୋନେର ମତ ।

৯ম পাঠ

ইংৰ আত্মিক প্ৰয়োজন মেটান

“শয়তানেৰ পৱীক্ষাৱ আমাদেৱ পড়তে দিয়ো না,”

মথি ৬ : ১৩ পদ।

আমাদেৱ দৈনন্দিন জীবনেৰ সাথে প্ৰাৰ্থনাৰ গভীৱ সম্বন্ধ রয়েছে। বিজয়ী খুচিটয় জীবন হাপনেৰ জন্য আমাদেৱ ইংৰেজৰ শক্তি কতই না দৰকার। প্ৰাৰ্থনাৰ সময় একটি বিষয় আমাদেৱ বাৰবাৰ বলতে হৰে :

“প্ৰভু আমি নিজে একাজ কৰতে পাৰি না। হে প্ৰভু আমি নিজে একাজ কৰতে পাৰিনা। এজন্য আমাৰ সাহায্য দৰকার।”

আমৰা জেনেছি পবিত্ৰ আআৱ আৱ এক নাম “পাৰাক্ৰিত”-যিনি সাহায্য কৰবাৰ জন্য সব সময় আমাদেৱ পাশে আছেন। আমৰা যদি বিজয়ী জীবন হাপন কৰতে চাই তবে যীশুই আমাদেৱ পবিত্ৰ আআয় পূৰ্ণ কৰবেন, যেন তিনি আমাদেৱ সাহায্য কৰতে পাৱেন।

আমাদেৱ জন্য একটা সুন্দৰ প্ৰতিজ্ঞা আছে :—“ইংৰ বিশ্বাসযোগ্য, সহেৱ অতিৰিক্ত পৱীক্ষা তিনি তোমাদেৱ উপৰ হতে দেবেন না, বৱৎ পৱীক্ষাৰ সংগে সংগে তা থেকে বেৱ হয়ে আসবাৰ একটা পথও তিনি কৱে দেবেন যেন তোমৰা তা সহ কৰতে পাৱ” (১ কৱিছীয় ১০ : ১৩ পদ)। কিন্তু পৱীক্ষা থেকে বেৱ হয়ে আসতে গেলে আপনাৰ “বাইৱে থেকে সাহায্য” প্ৰয়োজন-আৱ তা হ'ল পবিত্ৰ আআৱ সাহায্য। আপনি নিজে ঐ কাজ কৰতে পাৱেন না বলেই এই সাহায্য দৰকার।

...



পাঠের খসড়া

আত্মিক জীবনে অয় লাভের পথ
শক্তির সাথে শুধু
হৃদ্দ সজ্জা
অয়লাভের স্থান
আত্মিক জীবনে পূর্ণতার পথ

পাঠের লক্ষ্য :

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি-
* বুঝতে পারবেন কিভাবে শয়তানের উপর জয়লাভ করতে হয় ।
* আত্মিক জীবনে আগনি কতটুকু পূর্ণতা অর্জন করেছেন বা
কোন ধাপে আছেন তা বিচার করে বুঝতে পারবেন ।

আপনার জন্য কিছু কাজ

- ১) এই পাঠের শেষে দেওয়া আত্মিক বুদ্ধির ছবিটি আপনার
খাতায় আকুন এবং রোমায় ৭ : ২৩, ও ৮ : ১-৪ পদ মুখস্থ করুন ।
- ২) ইফিষীয় ৬ : ১৪-১৭ পদ পড়ুন । আপনার দুর্বলতাগুলির
একটা তালিকা প্রস্তুত করুন । নিয়মিত প্রার্থনা ও ইশ্বর আপনাকে
যে সাহায্য দিয়েছেন তা ব্যবহারের দ্বারা কিভাবে এগুলির উপর
জয়লাভ করবেন তার একটা পরিকল্পনা করুন ।
- ৩) পাঠের বিস্তারিত বিবরণের এক একটি অংশ পড়ুন । পাঠের
মধ্যে যে সকল প্রশ্ন আছে সেগুলির উত্তর দিন এবং পাঠের শেষে
দেওয়া পরীক্ষাটি নিজে বিজে দিন ।

ଶୁଲ ଶଦ୍ଵାବଳୀ

ପ୍ରରୋଚିତ ସମସ୍ତ କାମନା ସଂଗର୍ତ୍ତା

ପାଠେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣ

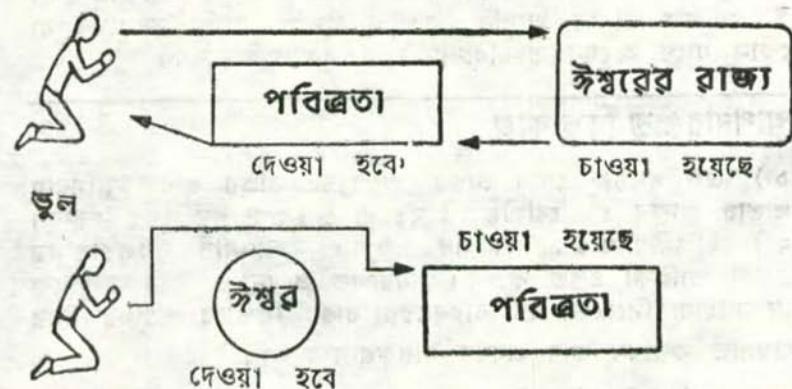
ଆତ୍ମିକ ଜୀବନେ ଜୟଳାଭେର ପଥ

ଲଙ୍ଘ୍ୟ-୧୫ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ “ପାପ” ଏର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କି ତା ବଜାତେ ପାରା ।

ଆମରା ମାନୁଷେର ପ୍ରୟୋଜନ ନିଯେ ଆଜୋଚନା କରେଛି । ଆମରା ବଜେଛି ସେ ସାରା ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଦେର “ଭରଣ ପୋଷନେର” ଜନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିଷଗୁଲି ଦେଓଯା ହୟ । । ଏହାଡ଼ା ଏହି ପ୍ରଥିବୀତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଦେର ସାଥେ ଶାଙ୍କିତେ ବସବାର କ୍ଷମତାଓ ତାଦେର ଦେଓଯା ହୟ ।

ପବିତ୍ର ଓ ସତ ଜୀବନ ସାଗନ କରେ ଈଶ୍ୱରକେ ସମ୍ମତି କରିବାର ଜନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀକେ ପ୍ରତିନିଯିତ ଆତ୍ମିକଭାବେ ଉନ୍ନତାର ସାଥେ ସେ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହୟ, ତାଇ ନିଯେ ଏଥନ ଆମରା ଆଲୋଚନା କରିବ । ମନେ ରାଖିବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ବଲାତେ ଆମରା ଅନ୍ତରେର ପବିତ୍ରତା ବୁଝାଇ । ଈଶ୍ୱର ଆମାଦେର ଜୀବନେ ଏହି ରକମ ପବିତ୍ରତାଇ ଚାନ । ଆସୁନ ଏ ବିଷୟେ ନୌଚେର ଛବିଟି ଆମରା ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରି ।

ଠିକ



ଏଥାନେ ଆମରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ, ସେ ଜିନିଷ ଚାଓୟା ହେଯାଇଛେ ତା ହୋଇ ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟ । ଆର ଏର ଫଳେଇ ପବିତ୍ରତା ଦେଓୟା ହେଯାଇଛେ ।

১) পবিত্রতা বলতে কি বুঝান হয় ?

...

পবিত্র জীবন যাপন করতে গেলে প্রত্যেকেই অন্তরে মন্দতার সাথে ঘূঁঢ়ের মুখ্যমুখ্য হয়। কিন্তু পাপী জানে না কিভাবে এই ঘূঁঢ়ে জয়লাভ করা যায়। সে ভাল-মন্দের পার্থক্য জানে, কিন্তু ভাল কাজ করতে পারে না। সে একা পাপের উপর জয়লাভ করতে পারে না।

বিশ্বাসী জানে কিভাবে এই ঘূঁঢ়ে জয়লাভ সম্ভব। অন্যান্য পাঠগুলির মত এখানেও আমরা জানতে পেরেছি যে আমরা একা এই কাজ করতে পারি না। এজন্য আমাদের বাইরের সাহায্য দরকার। শীশ আমাদের আত্মিক জীবনে জয়লাভের পথ দেখিয়েছেন। এখন আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য দরকার। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, “ভরণ-গোষণ” অথবা শান্তি পাবার জন্য যে পথ, পরীক্ষায় জয়লাভেরও সেই একই পথ। প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের চেষ্টা করলে আমরা পাপের উপর জয়লাভ করতে পারি। আমরা “স্বর্গীয় বিষয়গুলির” জন্য চেষ্টা করলে, ঈশ্বর আমাদের শক্তি দেন যেন “পৃথিবীর বাধাগুলির” উপর জয়লাভ করতে পারি।

২) বিশ্বাসী কিভাবে আত্মিক জীবনের ঘূঁঢ়ে জয়লাভ করতে পারে ?

...

শক্তির সাথে ঘূঁঢ়ে

আত্মিক জীবনে জয়লাভের জন্য আমরা যদি সঠিকভাবে প্রার্থনা করতে চাই, তাহলে আমাদের শক্তি কে এবং তার ঘূঁঢ়ে কৌশলের বিষয় জানতে হবে।

আমরা হয়তো শয়তানকে দেখিনি, কিন্তু সে সত্যাই আছে। সব জাগগাই তার শক্তি দেখতে ও বুঝতে পারা যায়। যে শক্তির সাথে ঘূঁঢ়ে করছি তাকে যদিও আমরা দেখতে পাইনা, কিন্তু

ଆମାଦେର ବିରହକେ ସେ, ସେ ସବ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରେ ଦେଖିଲି ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଇ ! ଆମାଦେର ସାଥେ ସୁନ୍ଦର କରବାର ଜନ୍ୟ ଶୟତାନ ସେ ସବ 'ଜିନିଷ' ବ୍ୟବହାର କରେ ତାର ଏକଟି ହୋଲ ପରୀକ୍ଷା ବା ପ୍ରଲୋଭନ ।

୩) ବିଶ୍ୱାସୀର ଶତ୍ରୁ-

- କ) ସବ ଜାଗାଯାଇ ଆଛେ, ତାକେ ସବାଇ ଦେଖିତେ ଗାୟ ।
- ଖ) ଗୋପନ ଥାକବାର ଜନ୍ୟ ତାର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନା ।
- ଘ) ବିଶ୍ୱାସୀକେ ପରୀକ୍ଷାଯ ଫେଲେ ତାକେ ଦିଯେ ପାପ କରାତେ ଚାଇ । ପରୀକ୍ଷା ବା ପ୍ରଲୋଭନ ସମ୍ପର୍କେ ଆମାଦେର କହେକଟି ବିଷୟ ଜାନିତେ ହେବେ । ଯାକୋବ ୧୫୧୪ ପଦ (ପୁରାନୋ ଅନୁବାଦେ) ବଲେ : "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ହୟ" । " ଏଇ ପଦଟି ଥେକେ ଦୂଟି ବିଷୟ ଜାନବାର ଆଛେ ୧-
- ୧) ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନୁଷର ଆଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଆଛେ । ସଦି ନା ଥାକତୋ ତବେ କୋନ ପରୀକ୍ଷା ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଥାକତୋ ନା ! ଏମନକି ସୀତାରୁତ୍ୱ ଆଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଛିଲ ।
- ୨) ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନୁଷ ପରୀକ୍ଷିତ ହୟ । ଏମନକି ସୀତା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେଣିଲେ । ଏ ଥେକେ ବୋବା ଯାଇ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଯା ପାପ ନୟ । ଯାକୋବ ୧୫୧୪-୧୫ ପଦେ ଆରୋ ବଜା ହେଲେ, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରରୋଚିତ ହେଉଯା ପରୀକ୍ଷିତ ହୟ । ପରେ କାମନା ସଗର୍ଭ ହେଉଯା ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ଏବଂ ପାପ ପରିଗଞ୍ଜିତ ହେଉଯା ମୃତ୍ୟୁକେ ଜନ୍ୟ ଦେଇ । "ଏ ଥେକେ ଆମରା ଆରୋ କହେକଟି ସତ୍ୟ ଜାନିତେ ପାରି :
- ୩) ମାନୁଷ ସଥନ ନିଜେର ମନ୍ଦ ଅଭିନାସେର ଆକର୍ଷନେ ଈସ୍ତରେର ଇଚ୍ଛା ଥେକେ ଦୂରେ ସରେ ଯାଇ ତଥନଇ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୟ । ସୀତା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଈସ୍ତରେର ଇଚ୍ଛା ଥେକେ ଦୂରେ ସରେ ସାନନ୍ଦ ବା ତୌର ଅବାଧ୍ୟ ହନନି ।
- ୪) ଈସ୍ତର ଆମାଦେର ଆଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦିଯେଛେ । ତିନି ଚାନ ସେଇ ଆମରା ଏଇ ସତ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର କରି । ସଥନଇ ଏଇ ଆଧୀନ ଇଚ୍ଛାର ସୁଯୋଗ ନିଯେ ଆମରା ଆମାଦେର ମନ୍ଦ ଅଭିନାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାତେ ଚାଇ, ତଥନଇ ଆମରା ପରୀକ୍ଷାଯ ପଡ଼ି । କିନ୍ତୁ ଈସ୍ତରେର ଇଚ୍ଛାନୁଷୟୀ ଆମାଦେର ଏଇ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିଲେ, ଆମରା ପରିବର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ସାପନ କରାତେ ପାରି ଏବଂ ତାତେ ଈସ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହନ ।

୩) ଆମାଦେର ସ୍ଵାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ସଥିନ ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛାର ଅବଧ୍ୟ ହୟ ତଥନଇ ଆମରା ମନ୍ଦ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏର ବ୍ୟବହାର କରି । ଆର ଆମରା ସଥିନ ମନ୍ଦ ଅଭିଲାଷେର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ହୁଯେ ମନ୍ଦ କାଜ କରି ତଥନ ଆମରା ପାପ କରି ।

୪) କାମନା ବା ମନ୍ଦ ଅଭିଲାଷ ଥେକେଇ ପାପେର ଆରଣ୍ୟ । “କାମନା ସଙ୍ଗର୍ତ୍ତା ହଇଯା ପାପ ପ୍ରସବ କରେ” ।

୫) ପରୀକ୍ଷା ବା ପ୍ରଳୋଭନ ପାପ ନୟ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାଯ ପରାଜିତ ହେଯା ପାପ । ସଥିନ ଆମରା ଦେଇ ପ୍ରଳୋଭନ ଅନୁମାରେ କାଜ କରି ତଥନଇ ତା ପାପ ।

୬) ପ୍ରତିଟି ସତ୍ୟ ଉତ୍ୱିତର ବାମ ପାଶେ ଟିକ ()ଚିହ୍ନ ଦିନ ।

କ) ପରୀକ୍ଷିତ ହେଯା ଦୋଷେର ନୟ ।

ଘ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନୁଷ ପରୀକ୍ଷିତ ହୟ ।

ଘ) ସୀଏ ପରୀକ୍ଷିତ ହନ ନାଇ ।

ଘ) ସବ ସମସ୍ତାଇ ଆମାଦେର ସ୍ଵାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଥାକବେ ।

ସ୍ଵାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ସବ ସମସ୍ତାଇ ଆମାଦେର ଥାକବେ । ଈଶ୍ୱର ତା ଆମାଦେର ଦିଲ୍ଲେହେନ । ଆର ଏଟା ଥାରାପ କିଛୁ ନନ୍ଦା । ଏର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଜଞ୍ଜା କରିବାର କିଛୁଇ ନେଇ । ସାଇ ହୋକ, ଆମରା ସଦି ଏହି ସ୍ଵାଧୀନ ଇଚ୍ଛାକେ ଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନା କରି, ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛାନୁଷ୍ୟାବୀ ନା ଚଲି, ତାହାମେ ତା ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଭାଲ ନନ୍ଦା । ସେମୁଳି ତଥନ “କାମନା ବା ଥାରାପ ଇଚ୍ଛାୟ ପରିଗତ ହୟ । ଏହି କାମନା ଥେକେଇ ପାପେର ଆରଣ୍ୟ ।

ସୀଏ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଯାହେନ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୟନି । ତିନି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଯାହେନ କିନ୍ତୁ ତାକେ କଥନୋଇ ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ଥେକେ ଦୂରେ ସରିଯେ ନେଇଯା ସାଇ ନି । ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି କଥନୋଇ ମନ୍ଦ ଅଭିଲାଷ ସିନ୍କ କରିବାର ଜନ୍ୟ ବୋନ କାଜ କରେନ ନି ।

୬) ସୀଏ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଯାହେନ, କିନ୍ତୁ କଥନୋ ପାପ କରେନ ନି-ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥ କି ?

.....
ଆପନି ହୃଦୟରେ ବଲବେନ, “ସୀଏର କି ଆମାଦେର ମତ ଏକଇ ରକମ ସ୍ଵାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଛିବା ?” ହଁଁ, ଆମାଦେର ମତ ଏକଇ ରକମ ସ୍ଵାଧୀନ

ইচ্ছা তাঁর ছিল। আমরা যে সব পরীক্ষায় পড়ি, তিনিও সেইগুলির দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন। ইত্রিয় ৪ : ১৫ পদে আপনি দেখতে পাবেন, শীঘ্র কিভাবে এগুলির উপর বিজয়ী হয়েছেন। তিনি সব সময় প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়, আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল” (মথি ২৬ : ৪১ পদ, পুরানো অনুবাদ)। মনে রাখবেন পরীক্ষিত হওয়া গাপ নয়, কিন্তু আমাদের আধীন ইচ্ছা কামনায় পরিণত হলে বুঝাতে হবে যে, আমরা পাপের পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

তাই, আমাদের চিন্তা-ধারাকে হতে হবে পবিত্র। আমাদের আধীন ইচ্ছাকে পবিত্র আত্মার পরিচালনাধীন হতে হবে। যে লোক পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলে সে তার আধীন ইচ্ছাকে কখনোই কামনায় পরিণত হতে দেয় না; তাই সে মনে পাপ ইচ্ছাকে স্থান দেয় না, বা পাপ কাজও করে না।

৬) কামনা মানে-

- ক) আধীন ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবার দ্বারা পরীক্ষায় পড়া।
- খ) ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে সরে গিয়ে আধীন ইচ্ছাকে খারাপ পথে ব্যবহার করা।
- গ) সব মানুষের একই রকম আধীন ইচ্ছা থাকা।

কিন্তু খুণ্ডিট্টিয়ান মনে করেন যে পরিজ্ঞাগ পেলে আমাদের আর আধীন ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু তা ঠিক নয়। পরিজ্ঞানের মাধ্যমে সৎ ও পবিত্র তাবে জীবন যাপন করবার একটি পথ ঈশ্বর আমাদের দেখিয়ে দেন, তিনি আমাদের আধীন ইচ্ছা কেড়ে নেন না। যদি আমাদের ইচ্ছানুযায়ী জীবন পরিচালনা করবার ব্যবস্থা না থাকতো, তবে পবিত্র জীবন যাপনের কোন রকম চেষ্টাও আমাদের থাকতো না। পরীক্ষার সময়গুলিতেই ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা দেখাতে পারেন। তাই আসুন, ঈশ্বর আমাদের “বের হয়ে আসবার যে পথ” (১ করিষ্টিয় ১০ : ১৩ পদ) দিয়েছেন আমরা তাঁর সদ্ব্যবহার করি।

শয়তানের শত পরীক্ষার সধ্যেও পবিত্র জীবন যাপন করাই হোল এই জীবনের গৌরব। পরিজ্ঞানের পর খুণ্ডিট্টিয়ানের কোন আধীন

ইচ্ছা থাকেনা এ কথা চিন্তা করা বিপদজনক। কোন খুণ্টিয়ান ঘদি তা বিশ্বাস করে, তবে সে যে পরীক্ষায় পড়তে পারে, একথা সে মানবে না। ফলে সে শয়তানের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবে না। যে খুণ্টিয়ান জানেন যে তার আধীন ইচ্ছা আছে, তিনি নিষ্পত্তি ভাবে প্রার্থনা করেন, যেন ঈশ্বর পবিত্র আত্মার দ্বারা তাকে যে শক্তি দেন, সেই শক্তির সাহায্যে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবন সাপন করতে পারেন। আমাদের পরীক্ষার সময়ই ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা দেখাতে পারেন। আমরা যখন সবচেয়ে দুর্বল তখনই ঈশ্বরের শক্তি সব চেয়ে বেশী।

৭) বিশ্বাসী পরিগ্রাম পেলে তার আধীন ইচ্ছার কি হয়?

আমাদের সব সময় জেগে থাকতে হবে। মন ইচ্ছাকে আমরা কখনোই মনে ছান দেব না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে শয়তান সত্যাই আছে। বিশ্বাসীকে পরাজিত করবার জন্য তার যা কিছু আছে সবই সে ব্যবহার করে। সে আরো জানে মানুষের অন্তরের ইচ্ছাগুলী কত শক্তিশালী। সে চায় মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে দুরে নিয়ে যেতে এবং তার ভাল ইচ্ছাগুলিকে মন ইচ্ছায় পরিগত করতে। এই জন্যই শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের কৃত্ত্ব দাঢ়াতে হবে। পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে :-

১) আমাদের আধীন ইচ্ছাগুলি আমাদের পরীক্ষায় ফেলতে চায়, কিন্তু শীঁশু সেগুলিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করবার ক্ষমতা আমাদের দেন।

২) শয়তান সত্যাই আছে। সে-ও আমাদের পরীক্ষায় ফেলে, কিন্তু তাকে বাধা দেবার শক্তি শীঁশু আমাদের দেন।

যুদ্ধ সজ্জা।

শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের যে শক্তি দরকার, প্রার্থনা এবং উপাসনার মধ্য দিয়েই আমরা তা পাই। “অর্থনৈতিক” ও “সামাজিক” প্রয়োজনের বেজায় আমরা যা বলেছি এখানেও সেই একই কথা বলতে হয়। আমরা ঘদি “পবিত্র” হতে চাই, ঘদি বিজয়ী জীবন শাগন করতে চাই, ঘদি জয়লাভ করতে

ଚାଇ, ତବେ ପ୍ରଥମେ ଈସ୍ତରକେ ଚାଇତେ ହବେ; ତୀର ରାଜ୍ୟ ଓ ତୀର ଈଚ୍ଛା ସାଧନେର ଚେତ୍ତା କରତେ ହବେ । ଅନ୍ୟ କଥାଯି ଆମାଦେର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସବ କିଛି ଆମରା ସାର କାହିଁ ଥେକେ ପାଇ, ସେଇ ଈସ୍ତରକେଇ ଆମାଦେର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟୋଜନ ।

ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମରା କରେକଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ପାଇ ଯା ଆମାଦେର ଆଜ୍ଞାକ ଯୁଦ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

- ୧) ଆମରା ଆମାଦେର ଚାଲକ ପ୍ରଭୁ ସୌଣ୍ଡ ଖୁଟିଟକେ ଜାନତେ ଶିଥି ଏବଂ ତାର ପରିଚାଳନାର ଉପର ନିର୍ଭର କରତେ ଶିଥି ।
- ୨) ତୀର ପରିକଳନା କି, ତୀର ଈଚ୍ଛା କି ଇତ୍ୟାଦି ଆମରା ଜାନତେ ପାରି ସେଇ ଏର ଫଳେ ତୀର ଆଦେଶ ମେନେ ଚଲତେ ପାରି ।
- ୩) ଆମରା ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାର ଶକ୍ତିତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇ, ଏର ଫଳେ ଆମରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇ ।
- ୪) ଆମରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଅନ୍ତର ପାଇ ଏବଂ ଦେଶଗାଁ କିଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରତେ ହବେ ତାଓ ଆମରା ଜାନତେ ପାରି ।
- ୫) ଶତ୍ରୁର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମରା କିଭାବେ ପାଇ ?

...

ଇକିହୀନୀ ୬ : ୧୪-୧୮ ପଦେ ପ୍ରେରିତ ପୌଳ ଆମାଦେର ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତର୍ଭାବର ବିଷୟ ବଲେଛେ ।

“ଏହି ଜନ୍ୟ, ସନ୍ତ୍ୟ ଦିଯେ କୋମର ବେଦେ, ବୁକ ରଙ୍ଗାର ଜନ୍ୟ ସୃଦ୍ଧ ଜୀବନ (ବା ଧାରିକତା) ଦିଯେ ବୁକ ତେକେ, ଆର ଶାସ୍ତ୍ରର ସୁଧର ପ୍ରଚାରର ଜନ୍ୟ ପା ପ୍ରକ୍ଷତ ରେଖେ ଦାଡ଼ିଯେ ଥାକ । ଏ ଛାଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସେର ଢାଲୁ ତୁଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ଢାଲ ଦିଯେ ତୋମରା ଶୟତାନେର ସବ ଜ୍ଵଳନ୍ତ ତୀର ନିଭିଯେ ଫେଲତେ ପାରିବେ । ମାଥା ରଙ୍ଗାର ଜନ୍ୟ ଈସ୍ତରେର ଦେଓୟା ଉଦ୍ଧାର (ପରିତ୍ରାଣ) ମାଥାଯି ଦିଯେ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାର ଛୋରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଈସ୍ତରେର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରହନ କର । ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୟେ ମନେ-ପ୍ରାଣେ ସବ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର । ଏହି ଜନ୍ୟ



সজাগ থেকে ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা করতে থাক।”

৯) শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসীর আত্ম রক্ষার সজ্ঞাগুলি কি কি ?

...

এখানে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ আত্ম রক্ষার জিনিষগুলি আত্মিক, এবং ঈশ্বরই এগুলি দেন, যেন আমরা শয়তানকে বাধা দিতে পারি। এগুলি হোল, সত্য, ধার্মিকতা (সংজীবন), শান্তি, বিশ্বাস এবং পরিভ্রান। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের অন্তর্গুলিও আত্মিক। ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা আমাদের যুদ্ধের অন্ত। পবিত্র আত্মার সাহায্য এগুলি আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করুন যে এখানে বার বার প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। প্রার্থনা ছাড়া আপনি আত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন না। প্রার্থনা ছাড়া আপনি পরীক্ষার জয়লাভ করতে পারেন না। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা সৎ চরিত্র, শক্তি, আত্ম রক্ষার জিনিষগুলি এবং যুদ্ধ করবার অস্ত ইত্যাদি পাই। আর এগুলির সাহায্যেই আমরা জয়লাভ করি।

১০) ইফিয়ীয় ৬ : ১৮ পদে প্রার্থনা করাবার কথা কয়বার বলা হয়েছে ? ...

...

যুদ্ধে অন্ত অর্থাৎ “পবিত্র আত্মার ছোরা”, “ঈশ্বরের বাক্য ও “প্রার্থনা থাকলেই চলবে না, আত্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া যুদ্ধ সজ্ঞাগুলিও আপনাকে পরতে হবে। ধার্মিকতা, শান্তি, এবং পবিত্র আত্মার দেওয়া আনন্দ আপনার থাকতে হবে।

এই জন্যই যীশু বলেছেন, “তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যস্ত হও (বা চেষ্টা কর)” (মথি ৬ : ৩৩ পদ)। ঈশ্বরের দেওয়া আত্মরক্ষার জিনিষগুলি প’রে নিজে, পবিত্র আত্মা আপনাকে ঈশ্বরের বাকের ছোরা ব্যবহার করে যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করবেন।

তাই, প্রার্থনা করুন, যেমন যৌশ বলেছেন। ঈশ্বরের রাজ্ঞির বিষয়-গুলির জন্য প্রার্থনা করুন, তাহলে আপনি জয়ী হতে পারবেন।

১১) বিশ্বাসীর যুদ্ধ সঙ্গ কি কাজ করে ?

...

জয়লাভের স্থান

বিজয়ী খৃষ্টিয় জীবন সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। প্রথমতঃ আমরা নিজেরা যদি বিজয়ী না হই তবে অন্যদের জয়লাভে সাহায্য করতে পারি না। শয়তান মনুষকে বন্ধি করে রেখেছে, কিন্তু শয়তানের দুর্গ ডেংগে মানুষকে মুক্ত করবার আত্মিক অস্ত ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু আমরা নিজেরা পাপের হাত থেকে মুক্ত না হলে অন্যদের মুক্ত করতে পারি না। আমরা নিজেরা যদি না জানি কিভাবে শয়তানের উপর জয়লাভ করতে হয়, তবে কিভাবে আমরা অন্যদের সেই বিষয়ে সাহায্য করব ? শয়তানের উপর জয়লাভের উপায় হোল ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জীবনে প্রথম স্থান দেওয়া। আমরা যখন কেবল ঈশ্বরের নামের গৌরবের জন্য চেষ্টা করি তখন আমরা শয়তানের প্রলোভনের (বা পরীক্ষার) উপর জয়লাভ করি।

১২) অন্যদের জয়লাভে সাহায্য করবার জন্য প্রথমে আমাদের কি করতে হবে ?

...

আত্মিক জীবনে জয়লাভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর একটি বিষয় আমাদের জানতে হবে। আমরা যেখানে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করি, সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই আমাদের জয়লাভ করতে হবে। কিছু খৃষ্টিয়ান মনে করেন যে প্রার্থনায় এই জয়লাভ সম্ভব। কিন্তু প্রার্থনার সময় আমরা শয়তানের সাথে যুদ্ধ করি না। তখন আমরা আমাদের সেনাপতির সাথে কথা বলি। তিনি আমাদের নৃতন অস্ত ও যুদ্ধের বিষয়ে আদেশ দেন। তার কাছ থেকে আমাদের নৃতন অস্ত ও যুদ্ধের বিষয়ে আদেশ দেন। তার কাছ থেকে আমরা জান লাভ করি, কিন্তু তখন আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি না। অবশ্য প্রার্থনায়

ইঁদ্রের আমাদের যে মহাশক্তি দেন তা বুঝতে পেরে আমরা সাহসে বুক বাঁধি। আমরা উচ্চরবে ইঁদ্রের প্রশংসা করি কারণ আমরা জানি তিনি আমাদের জয়লাভে সাহায্য করবেন। কিন্তু প্রার্থনার সময় আমরা যুক্ত জয়লাভ করি না।

যুক্ত ফেরেই আমরা যুক্ত জয়লাভ করি। প্রার্থনার সময় ইঁদ্রের আমাদের যে শক্তি ও বুদ্ধি দেন সেগুলি সংগে নিয়ে যুক্ত করতে না গেলে আমরা বার বার পরাজিত হব। প্রার্থনা হোল যুক্তের জন্য প্রস্তুত হওয়া। কোন কোন খুণ্টিয়ান প্রার্থনার সময় কেবলই নিজেদের পরাজয়ের জন্য ইঁদ্রের কাছে ক্ষমা চায়। তারা জয়লাভ করতে পারে না। কারণ পরীক্ষার সময় তারা ইঁদ্রের শক্তি ব্যবহার করে না।

১৩) খুণ্টিয়ান কিভাবে যুক্তের জন্য প্রস্তুত হয় ?

.....

আত্মিক জীবনে পূর্ণতার পথ

জন্ম-২ : আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠার ধাপগুলি বর্ণনা করতে পারা।

জন্ম-৩ : রোমীয় ৭ : ২৩ পদ এবং রোমীয় ৮ : ২ পদের তিনটি ব্যবস্থার সাথে আত্মিকভাবে বেড়ে উঠার তিনটি ধাপের করতে তুলনা পারা। (বাংলা বাইবেলের পুরানো অনুবাদ দেখুন)

আমরা যখন প্রথমে ইঁদ্রের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করি তখন ইঁদ্রের আমাদের আত্মিক জীবনে রুদ্ধি দেন। ইঁদ্রের বাক্যের মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে খুণ্টের মত হয়ে উঠি। আত্মিক জীবনে পূর্ণতা বলতে আমরা এটাই বুঝাই।

একজন বিশ্বাসীর আত্মিক রুদ্ধির তিনটি ধাপ আছে। সে আত্মিক ভাবে শিশু হিসাবে জীবন শুরু করে এবং রুদ্ধি পেয়ে ঘৌরন প্রাপ্ত হয় এবং সবশেষে পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় পৌছায়। রোমীয় ৭ : ২৩ পদ এবং রোমীয় ৮ : ২ পদের তিনটি ব্যবস্থার (বা আইনের) সাথে আমরা এই তিনটি ধাপের তুলনা করবো। তিনটি ব্যবস্থা হোল :

୧) ଦେହେର ସ୍ୟବସ୍ଥା (ବା ନିୟମ)

୨) ମନେର ସ୍ୟବସ୍ଥା .. "

୩) ଆତ୍ମାର ସ୍ୟବସ୍ଥା .. "

ସେ ବିଶ୍වାସୀ ଦେହେର ସ୍ୟବସ୍ଥା ମତ ଚଲେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଶିଖ । ତାକେ ଆମରା ଏକଜନ "ସ୍ୟବସ୍ଥା ବିହିନ" ଲୋକ ବଜାତେ ପାରି, କାରୁଗ ଏକଟା ପଣ୍ଡର ମତ ତାର ଦେହ, ହାତ-ପା, ଯା କରତେ ଚାଯ ସେ କେବଳ ତାଇ କରେ । ତାର ଯା ଭାଙ୍ଗ ମନେ ହୟ ସେଇଭାବେଇ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନେକଟା ଅବିଶ୍ୱାସୀର ମତ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ।

ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନେର ସ୍ୟବସ୍ଥା ମତ ଚଲେ ସେ ଆତ୍ମିକଭାବେ ଯୁବକ । ସେ ସ୍ୟବସ୍ଥା ମେନେ ଚଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର ଦିଯେ ନୟ । ସ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଆଇନ କରତେ ବଲେ, ତାଇ ସେ କରେ ! ତାର ନିଜ ପରିବାରେର ସ୍ୟବସ୍ଥା (ବା ନିୟମ) ହୋକ, ମଞ୍ଚିଲୀର ନିୟମ ଅଥବା ମୋଶିର ନିୟମଇ (ସ୍ୟବସ୍ଥା) ହୋକ, ସେ କେବଳ ନିୟମ ବଲେଇ ସେଣ୍ଠି ପାଇନ କରେ ।

ଆତ୍ମିକ ବ୍ରଦ୍ଧି



ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପରିଚାଳନାଯ ଚଲେନ ତିନି ଆତ୍ମିକଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟକ୍ତ ସ୍ୟବସ୍ଥା । ତିନି ଈଶ୍ୱରକେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବଜେଇ ତାର ଦେଉଁରା ନିୟମ-କାନୁନ ତିନି ମେନେ ଚଲେନ । ତିନି ଈଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟକେଇ ତାର ଜୀବନେ ପ୍ରଥମ ଛାନ ଦେନ । ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଦେଉଁରା ସଂ ଜୀବନ (ଧାର୍ମିକତା) ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ତାର ଆହେ ।

୧୫) ଡାନ ପାଶେର ଆତ୍ମିକ ବ୍ରଦ୍ଧିର ଧାଗଙ୍ଗିର ସାଥେ ବାମ ପାଶେର ଉତ୍କଳଙ୍ଗିର ମିଳ ଦେଖାନ ।

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ... ক) আত্মার ব্যবস্থা | ১) শিশু |
| ... খ) দেহের ব্যবস্থা | ২) শূবক |
| ... গ) মনের ব্যবস্থা | ৩) পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি |

আত্মীক শিশু কিভাবে একজন আত্মীক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়? এর উত্তর, কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তার মধ্যেই রয়েছে। ঠিক ভাবে প্রার্থনা করলে ঠিক ভাবে জীবন শাপন করা যায় অর্থাৎ ঠিক ভাবে জীবন শাপন বা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির মত জীবন শাপন মানেই অবিরত প্রার্থনার জীবন। একজন আত্মীক শিশু সাহায্য ছাড়া নিজের রাগ দমন করে রাখতে পারে না। তার ইচ্ছাকেও সে নিজে দমন করে রাখতে পারে না। এই পৃথিবীর শাসন কর্তৃগণ আইনের দ্বারা, এবং আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি দেওয়ার দ্বারা মানুষের অন্যায় (পাপ) স্বত্ত্বকে দমনে রাখতে চেষ্টা করেন। মঙ্গলীতে অনেক আত্মীক শিশু থাকে। তাদের বাধ্য রাখবার জন্য মঙ্গলী কতগুলি আইন ও আচার ব্যবহারের মানদণ্ড ঠিক করে দেয়।

১৫) আত্মীক শিশু কি ভাবে একজন আত্মীক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
যখন কেউ আইন মেনে চলতে শেখে, তখন সে আর শিশু থাকে না, সে তখন শূবক। তার সমস্ত কথায় ও কংজে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রকাশ দেখা যায়, এবং সে তার শুভিক্ষণ দিয়ে সব কিছু বিচার বিবেচনা করে। আত্মীক বৃদ্ধির বেলায়ও একই কথা। একজন আত্মীক শিশু যখন বেড়ে উঠে আত্মীক শূবক হয়, তখন সে মঙ্গলীর শাসনকে সম্মান করে এবং এর নিয়ম-কানুন (বা আইন) মেনে চলে। সে মঙ্গলীর একজন উপযুক্ত সভ্য হয় এবং সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলে, তাই অন্যরা তাকে শুক্ষা করে।

কিন্তু কেবল বাধ্য হয়ে আইন মেনে চললেই কোন দেশের নাগরিক বা পূর্ণ বয়স্ক খুণ্ডিয়ান হওয়া যায় না। কাউকে নাগরিক বলা চলে কেবল তখনই, যখন ঠিক কাজ করা তার জীবনের আদর্শ

ହୟ ବଲେଇ ସେ ଠିକ କାଜ କରେ । ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଜୀବନ ଶାପନ କରତେ ବଲେ ବଲେଇ ସେ ସେ ଠିକ କାଜ କରବେ ତା ନୟ, ବରେ ତାର ଜୀବନେର ଆଦର୍ଶ ହିସାବେଇ ସେ ତା କରବେ । ଏଟିଇ ଏକଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ମାନୁଷେର ଚିହ୍ନ । ଖୁଲ୍ଲିଟ୍ଟୋ ଜୀବନେତ୍ରେ ତାଇ । ଖୁଲ୍ଲିଟ୍ଟୋର ପ୍ରତି ପ୍ରେମେ ସଥନ ସେ କାଜ କରେ ତଥନଇ ତାକେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ବଲା ଚଲେ । ତାର ମଧ୍ୟେ ଭାଜିବାସା, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ସହ୍ୟାତ୍ମନ, ଦୟାର ଅଭାବ, ବିଶ୍ଵସ୍ତତା, ନୟତା ଓ ବାଧ୍ୟତା-ଆଜ୍ଞାର ଏହି ଫଳଙ୍ଗଲି ଦେଖା ଯାବେ । ସୌଣ୍ଡର ମତ ଜୀବନ ଶାପନ କରବାର ଜନ୍ୟ ତାର କୋନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ “ଆଇନ” ଏର ପ୍ରସ୍ତୋଜନ ହବେ ନା ।

୧୬) କଥନ ଏକଜନ ଲୋକକେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ବଲା ଯାଯି ?

...

ତାହାମେ ଆତ୍ମିକ ଶିଶୁ କିଭାବେ ବେଡ଼େ ଉଠେ ଆତ୍ମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ବାତିତେ ପରିଗତ ହୟ । କଟିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ନା, ତାର ଇଚ୍ଛାକେ ଦମନ କରେ ? ଅଥବା ନିଯମ-କାନୁନେର ବାଧ୍ୟ ହୟେ, ନାକି କୁଳେ ଗିଯେ ପାଡ଼ାଣୁନା କରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନେ ବେଡ଼େ ଉଠେ ? ଏର କୋନଟାଇ ଠିକ ନୟ । ଆସଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବେ ଉପାସନା ହୋଇ ଏଇ ଉତ୍ତର । ଈଶ୍ଵରେର ପୁତ୍ରେର କାହେ ନିଜେଦେର ସଂପେ ଦିଲେଇ ଆମରା ବେଡ଼େ ଉଠେ ଉଠେ ପାରି । ପ୍ରେରିତ ପୌଳ ୨ କରିଛି ଯ ୩ : ୧୮ ପଦେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହି ବିଷୟଟି ବଲେଛେ, ” ଏହି ଜନ୍ୟ ଆମରା ଯାରା ଖୁଲ୍ଲିଟ୍ଟୋର ସଂଗେ ଯୁଦ୍ଧ ହୟେଛି, ଆମରା ସବାଇ ଖୋଲା ମୁଖେ ଆହୁନାୟ ଦେଖା ଛବିର ମତ କରେ ପ୍ରଭୁର ମହିମା ଦେଖିତେ ନିଜେରାଓ ମହିମାର ବେଡ଼େ ଉଠେ ଉଠେ ବଦଳେ ଗିଯେ ତୋରଇ ମତ ହୟେ ଶାଚି । ପ୍ରଭୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାର, ଶତିତେଇ ଏଟା ହୟ ” ।

ପବିତ୍ରତା, ଖୁଲ୍ଲିଟ୍ଟୋର ମତ ହୋଇବା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏ ସବାଇ ପ୍ରଭୁର ଆଜ୍ଞାର କାଜ । ଠିକଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଲେ ଆମରା ଏଣ୍ଜି ପେତେ ପାରି । ଆମରା ଯଦି ଶର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରେର ନାମେର ଗୌରିବ ଓ ତୋର ରାଜ୍ୟେର ଚେଷ୍ଟା କରି, ଏବେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପାଲନ କରି ତବେଇ ଏଣ୍ଜି ଆମାଦେର ଦେଓଯା ହବେ । ଆସୁନ ଆମରା ସଂ (ବା ଠିକ) ଜୀବନ ଶାପନେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମାଦେର ପ୍ରଭୁର ଉପାସନା କରି ।

୧୭) ପ୍ରତିଟି ସତ୍ୟ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ବାମ ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦିନ ।

- ক) বই গড়ে আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠা হায় ।
 খ) আমরা নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি না ।
 গ) পবিত্র আত্মা আমাদের জীবন পরিবর্তন করেন ।
 ঘ) কঠিন পরিশ্রম করে আত্মিক শিশু আত্মিক পুণ্য বয়স্ক
 ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে ।

পরীক্ষা—৯

সংক্ষেপে লিখুন । প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন ।

- ১) বিশ্বাসী পবিত্র জীবন-হাপন করতে পারে কিন্তু পাপী তা
 পারে না, এর কারণ কি ?
-
-

- ২) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ দ্বারা ও ...
 হইয়াহয় (শাকোব ১ : ১৪ পদ পুরানো অনুবাদ) ।

- ৩) বিশ্বাসী পরিজ্ঞান পেলে তার আধীন ইচ্ছার কি হয় ?
-

- ৪) শক্তির সাথে যুদ্ধ করবার শক্তি আমরা কিভাবে পাই ? ...
-

- ৫) প্রার্থনা মানে কি ?
-

- ৬) আত্মিকভাবে পুণ্য বয়স্ক বিশ্বাসীর তিনটি চিহ্ন লিখুন ।
-
-

- ৭) আজ্ঞাক শিশু কি ভাবে বেড়ে উঠতে পারে?

 ৮) ২ করিহাইয় ৩ : ১৮ পদে কি বলা হয়েছে? ...

 ৯) আইন কানুন মেনে চললেও একজন খুচিট্টান, পুণ বয়স্ক
 বিশ্বাসী নাও হতে পারে-এর কারণ কি?

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

- ১) অন্তরের পরিভ্রান্তা।
- ২) প্রথমে ইংরেজ রাজ্যের চেষ্টা করলে বিশ্বাসীকে ইংরেজ এই
যুক্তে জয়বৃত্তে সাহায্য করেন।
- ৩) গ) বিশ্বাসীকে পরীক্ষায় ফেলে তাকে দিয়ে পাগ করাতে চায়।
- ৪) ক) সত্য
খ) সত্য
গ) মিথ্যা
ঘ) সত্য
- ৫) শীশু পরীক্ষিত হয়েছেন কিন্তু তাকে ইংরেজের ইচ্ছা থেকে দূরে
সরিয়ে নেওয়া যায় নি। তিনি পরিষ্কার পরাজিত হননি বা কোন
প্রয়োজন মত কাজ করেন নি।
- ৬) খ) ইংরেজের ইচ্ছা থেকে সরে গিয়ে আধীন ইচ্ছাকে খারাপ
পথে ব্যবহার করা।
- ৭) তখনও তার আধীন ইচ্ছা থাকে কিন্তু তা ইংরেজের ইচ্ছানুযায়ী
পরিচালনা করবার জন্য তাকে পরিত্র আজ্ঞার শক্তি দেওয়া হয়।
- ৮) প্রার্থনা এবং উপাসনা দ্বারা।
- ৯) সত্য, ধার্মিকতা (সৎ-জীবন), শান্তি, বিশ্বাস এবং পরিজ্ঞান।
- ১০) তিনবার।
- ১১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্ম রক্ষার কাজ করে।
- ১২) নিজেদের বিজয়ী হতে হবে।
- ১৩) প্রার্থনার দ্বারা।
- ১৪) ক) ঢ) পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি।
খ) ১) শিশু।
গ) ২) যুবক।
- ১৫) ঠিক ভাবে প্রার্থনা করবার দ্বারা।
- ১৬) যথন তিনি প্রেমের নিয়মে চলেন।
- ১৭) ক) মিথ্যা।
খ) সত্য।
গ) সত্য।
ঘ) মিথ্যা।

ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଲାପତ୍ତା ଦାନ କରେନ

“ବରଂ ତାର (ଶୟତାନେର) ହାତ ଥିକେ ରଙ୍ଗା କର । ” ମଥି ୬ : ୧୩ ପଦ ।

ଶୟତାନ ସତିଯାଇ ଆଛେ । ସେ ଏକଟା ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହେର ମତ କାଳେ ପ୍ରାସ କରବେ ତାର ଧୋଜ କରେ ବେଡ଼ାଛେ । ମେଷେର ବେଶ ଧରେ ସେ ଆସେ । ସେ ସକଳ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଦେର ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସକଳ ମନ୍ଦେର ଆଦି ପିତା ।

ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଉତ୍ସାହ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଶୟତାନ ସଦାଇ ବାସ୍ତ । ଈଶ୍ୱର ତାର ଲୋକଦେର ଚାରଦିକେ ସେ “ଦେଓଯାଳ” ବା “ବେଡ଼ା” ଦେନ, ତା ନା ଥାକଲେ ଶୟତାନ ସହଜେଇ ତାଦେର ବିପଥେ ନିଷେଷ ସେତ । ଈଶ୍ୱର ଜାନେନ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁଃଖ କଟଟ ଛାଡ଼ା ଆମରା ଆତ୍ମିକତାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହତେ ପାରିନା । ତାଇ ତିନି ମାରେ ମାରେ ଏହି ବେଡ଼ା ଖୁଲେ ଦେନ ସେନ ଶୟତାନ ଆମାଦେର ପରୀକ୍ଷା କରିତେ ପାରେ । ଈଶ୍ୱର ଆମାଦେର ମଂଗଳେର ଜନ୍ୟ ଏଟା ଘଟିତେ ଦେନ ।

ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାର ଦ୍ୱାରାଇ ଆମରା ଏହି ମଂଗଳେର ବିଷୟ ଜାନିତେ ପାରି । ଆମରା ସଥନ କଟେଟ ପଡ଼ି ତଥନ ଈଶ୍ୱରକେ ପ୍ରଥମେଇ ଆମାଦେର ଏକଟି ପ୍ରଥ ଜିଜ୍ଞାସା କରିତେ ହେବେ :- “ପ୍ରଭୁ ଏହି ଘଟନାର ମଧ୍ୟେ ଲିଙ୍ଗେ ତୁମି ଆମାଦେର କି ଶେଖାତେ ଚାଓ ? ”

ଦୁଃଖ-କଟଟ ଆସିଲେ ଆମାଦେର ଉପକାର କରେ । “ଏଥମ ଆମରା ଅଜ୍ଞାନର ଜନ୍ୟ ସେ ସାମାନ୍ୟ କଟଟଭୋଗ କରିଛି ତାର ଫଳେ ଆମରା ଚିରକାଳେର ମହିମା ଲାଭ କରିବ । ଏହି ମହିମା ଏତ ବେଶୀ ସେ ତା ମାପା ଯାଇ ନା ” (୨ କରିଛିଲେ ୪ : ୧୭ ପଦ) । ଆସୁନ ଦୁଃଖ କଟଟକେ ଆମରା ଆମାଦେର ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ଉପକାର ସାଧନ କରାର ଉପାୟ ହିସାବେ ଥିଲା କରି ଏବଂ ଏର ପିଛନେ ଈଶ୍ୱରେର ସେ ମଂଗଳ ଇଚ୍ଛା ଆଛେ ତା ଖୁଜେ ବେର କରି ।

ତାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଲେ ପର ଆମରା ସବ ସମୟ ନିର୍ଲାପଦ ଥାକି । ସଥନ ଆମରା ଈଶ୍ୱରକେ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷୟନ କରି, ତାକେ ଜାନିତେ ନା ଚାଇ, ତଥନ ତାର ଦେଓୟା ନିର୍ଲାପତ୍ତା ଆର ଆମରା ପାଇ ନା ।



ପାଠେର ଖସଡ଼ା

ମୁଣ୍ଡିର ପଥ

ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶତିଷ

ପ୍ରେମେର ଶତିଷ

ନିରାପତ୍ତାର ରଙ୍ଗା-କବଚ

ଦେହେର ନିରାପତ୍ତା

ଆତ୍ମାର ନିରାପତ୍ତା

ପ୍ରଭୁର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆଦର୍ଶ

ମୂଳ ଭାବ (ସାରମର୍ମ)

ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ପ୍ରାର୍ଥନା

ପାଠେର ଲଙ୍ଘ୍ୟ

ଏହି ପାଠ ଶେଷ କରଲେ ପର ଆପନି---

* ମୁଣ୍ଡିର ସାଥେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଭାଜିବାସାର ସମ୍ବନ୍ଧ କି ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ
ପାରବେନ ।

- * ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ କିଭାବେ ନିରାପତ୍ତା ଜୀବ କରା ଯାଇ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପାରବେନ ।
- * ମଧ୍ୟ ୬ : ୯-୧୩ ପଦେ ସୀଁଶ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଶିଖିଯେଛେନ ସେଟିର ସାରମର୍ମ ବଜାତେ ପାରବେନ ।

ଆପନାର ଜନ୍ୟ କିଛୁ କାଜ

- ୧) ପାଠେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣେର ଏକ ଏକଟି ଅଂଶ ପଡ଼ୁନ । ପାଠେର ମଧ୍ୟେ ସେ ପ୍ରଗଞ୍ଚଲି ଆଛେ ସେଙ୍ଗଲିର ଉତ୍ତର ଦିନ । ପାଠ ଶେଷ କରେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଗଞ୍ଚଲିର ଉତ୍ତର ଦିନ ।
- ୨) ୧ ସେହନ ୪ : ୧୮ ପଦ ମୁଖ୍ୟ କରନ ।
- ୩) ମଧ୍ୟ ୬ : ୯-୧୩ ପଦେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆଛେ ସେଟି ଖୁବ ଧୀରେ ଧୀରେ କରନ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକୋର ସେ ଅର୍ଥ ଆପଣି ଶିଖେଛେନ ତା ମନେ କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ ।
- ୪) ୭-୧୦ ନଂ ପାଠେର ଶେଷେ ଦେଉୟା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଗଞ୍ଚଲି ଆବାର ଦେଖୁନ ।

ମୂଳ ଶବ୍ଦାବଳୀ

ନିରାପତ୍ତା	ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	ପ୍ରତାଙ୍କାନ	ନିଶ୍ଚିତ
ସାରମର୍ମ	ଦୈନନ୍ଦିନ		

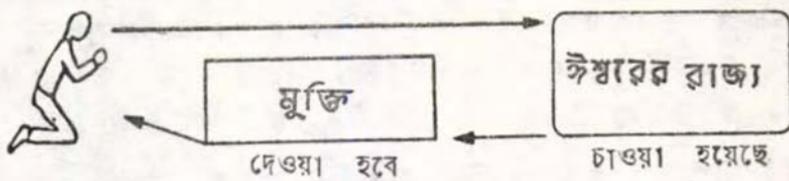
ପାଠେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣ :-

ମୁକ୍ତିର ପଥ

ଲକ୍ଷ୍ୟ-୧ : ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଦେର ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରେର ଭାଲ-ବାସାର ପ୍ରୟୋଜନ କି- ବର୍ଗମା କରତେ ପାରା ।

ଏହି ପାଠଟି ସାହିତ୍ୟର ଶେଷ ପାଠ । ତାଇ ଏଥାନେ ଆମରା ଏମନ ସବ ବିଷୟ ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରତେ ଚାଇ ସେଙ୍ଗଲି ଆମାଦେର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକେ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଲାମ । ମନ୍ଦ-ଆତ୍ମା, ରୋଗ-ବ୍ୟାଧି, ଦୁଃଖିକ୍ଷା, ଫୁଲାହାନି ଓ ଏହି ଧରନେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟଙ୍ଗଲି ଆମାଦେର ଜୀବନେ ଦୁଃଖ-କଷ୍ଟ ବରେ ନିଯେ ଆମେ । କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରେର ପ୍ରଶଂସା ହେବେ, କାରଣ ତିନି ଏଗୁଳି ଥେବେ ଆମାଦେର ରଙ୍ଗା କରତେ ଓ ମୁକ୍ତ କରତେ ସଙ୍କଳମ ।

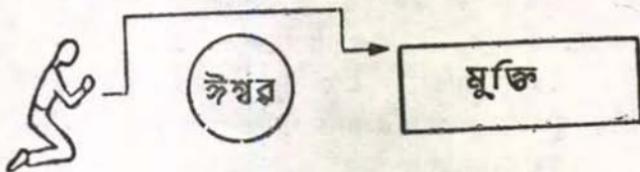
আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে.....ঈশ্বর যদি শয়তা-
নকে সুযোগ না দেন তবে সে আমাদের কষ্ট দিতে পারে না।
আর ঈশ্বরই যদি সুযোগ দেন তবে এজন্য নিশ্চয়ই তার কোন
একটা উদ্দেশ্য থাকবে। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কিছু শেখাতে
চান। তাই আমাদের জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রথম স্থান দিতে
হবে, যেন ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আমাদের প্রতি যা কিছু ঘটে,
সে সবই আমাদের মৎগলের জন্য তা যেন আমরা বুঝতে পারি।
আর এর ফলে, আমরা যখন দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা
করি তখন বলি, “প্রভু, তোমারই ইচ্ছামত হোক”। নীচের ছবিটি
এই বিষয় বর্ণণা করে :



১) উপরের ছবিটির অর্থ কি ?

...

আমরা যেন মুক্তি পাবার জন্য ঈশ্বরকে ব্যবহার না করি। ঈশ্বরকেই
আমাদের প্রথমে স্থান দিতে হবে। নীচের লোকটির মত আমরা
প্রার্থনা করতে পারি না।



২) উপরের ছবিটির অর্থ কি ?

...

প্রার্থনার শক্তি

যারা বিশ্বাস করে যে অদৃশ্য আত্মাদের একটা জগত আছে তারা

ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କତ ଦରକାରୀ । ସାରା ଶୟତାନ ଓ ତାର ମନ୍ଦ ଆଆଦେର ଶକ୍ତି ଜାନେ ତାରା ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରୋଜନଓ ଭାଲ କରେ ଜାନେ । ସୀଁମ ମନ୍ଦ ଆଆଦେର ବିଷୟ ସବ କିଛୁ ଜାନନେନ । ତିନି ଜାନନେନ ତାରା ଆହେ । ତିନି ଜାନନେନ ସେ ସାରା ଈଶ୍ଵରେର ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗିତ ନୟ, ଏହି ମନ୍ଦ ଆଆରା ତାଦେର ସନ୍ତନ ଦେଇ । ଆମାଦେର ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ମନ୍ଦ ଆଆଦେର ତାଡ଼ିଯେ ଛିଲେନ । ଏହି ମନ୍ଦ ଆଆରା ତୁ କେ ଭୟ କରତୋ, କାରଣ ତାରା ଜାନତୋ ସେ ଶୟତାନେର ଶକ୍ତିର ଚେଯେଓ ତୁାର ଶକ୍ତି ବେଶ ।

ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁର ନାମ, ଯିନି ଆମାଦେର ତାର ପୁତ୍ରେର କ୍ଷମତା ଦିଲ୍ଲେଛେ । ମନ୍ଦ ଆଆରା ଏହି କ୍ଷମତାକେ ଭୟ କରେ । ତାରା ଆମାଦେର ଭୟ କରବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ ଯିନି ଆହେନ ତୁ କେହି ତାରା ଭୟ କରବେ । “ଏହି ଜଗତେ ସେ ଆହେ, ତାର ଚେଯେ ଯିନି ତୋମାଦେର ଅନ୍ତରେ ଆହେନ, ତିନି ମହାନ ।” (୧ସେହନ ୪୫୫ ପଦ) ।

୩) ପ୍ରତିଟି ସତ୍ୟ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ବାମ ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦିନ ।

- କ) ସୀଁମ ମନ୍ଦ ଆଆଦେର ବିଷୟ ସବ କିଛୁ ଜାନନେନ ।
- ଖ) ମନ୍ଦ ଆଆରା ସୀଁମକେ ଭୟ କରତୋ ନା ।
- ଗ) ମନ୍ଦ ଆଆଦେର ଉପର ଆମାଦେର କୋନ କ୍ଷମତା ନେଇ ।
- ଘ) ଆମାଦେର ନିଜେଦେର ଚେଯେ ଶୟତାନେର ଶକ୍ତି ବଡ଼ ।

ମନ୍ଦ ଆଆଦେର ଉପର ସୀଁମର ସେ କ୍ଷମତା ଛିଲ ଆମରାଓ ସେଇ କ୍ଷମତା ପେତେ ପାରି । କିନ୍ତୁ ଏଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଜୀବନେ ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟକେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଲେ ହବେ ସେଇ ଆମାଦେର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଈଶ୍ଵରେର ଇଚ୍ଛା ଏକ ହୟ । ଆମାଦେର ଇଚ୍ଛା ତୁରଇ ଇଚ୍ଛାର ସାଥେ ଏକ ହମେଇ ତୁରା ଆଆ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟ ଦିଲେ କାଜ କରତେ ପାରେନ । ଏଥାନେଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପାସନାର ପ୍ରୋଜନ ଖୁବ ବେଶୀ । କାରଣ ଏହି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଟିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟ ଦିଲେ ଈଶ୍ଵରେର ସଂଗେ ଆମରା କଥା ବଲେ ଥାବି ।

ପ୍ରେମେର ଶକ୍ତି

ମନ୍ଦ ଆଆ ଏବଂ ତାଦେର ହାତ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡି ପାବାର ବିଷୟ ନିଯେ ଆଲୋଚନା କରତେ ଗେଲେ ଭାଲବାସାର କ୍ଷମତା ନିଯେଓ ଆମାଦେର ଆଲୋଚନା କରତେ ହବେ । ଏହି ଭାଲବାସା ହ'ଲ ଈଶ୍ଵରେର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ଭାଲବାସା । ଏହି ଭାଲବାସା ସୁଦୃଢ଼ କରତେ ହଲେ ଉପାସନାର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୋଜନ ।

১ ঘোহন ৪ : ১৮ পদ খুব সুন্দর একটা পদ। এটি প্রেমের বা ভালবাসার ক্ষমতার বিষয় বর্ণণ করে, “ভালবাসার মধ্যে ভয় নেই, বরং পরিপূর্ণ ভালবাসা ভয়কে দূর করে দেয়।”

মন্দ আত্মাদের উপর ঈশ্বরের ক্ষমতার বিষয় জানে না এমন লোকদের অবস্থা খুবই ভয়ানক। তারা সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকে। তারা যা কিছু করে ভয়ের জন্যই করে। ভয়ের জন্যই তারা অনেক নিয়ম-কানুন তৈরী করে। একটা কালো বিড়াল যে রাস্তা হেঁটে পার হয়ে গেছে সে রাস্তায় ঘাওয়া নিষেধ। একজন শ্রীকোক অসুস্থতা নিয়ে যে খাবার তৈরী করেছে তা ঘাওয়া নিষেধ। মহিলার নৌচ দিয়ে হাঁটা নিষেধ। শিশু কালের ডাক নাম ব্যবহার করা যাবে না। গাছড়া এবং ওষুধ দিয়ে যে বাঢ়ী বসবাসের উপর্যোগী করা হয়নি সে বাঢ়ীতে বাস করা নিষেধ। কোন একটা বিশেষ দিন না হলে ফসল বোনা যাবে না। পুনিমার সময়ে কাজ করা নিষেধ ইত্যাদি। এটা নিষেধ, ওটা নিষেধ, এটা করো না, ওটা করো না! প্রত্যেক জাতির লোকদের মধ্যেই এই ধরনের অনেক নিয়ম-কানুন আছে। আর এগুলির সবই আসে মন্দ আত্মাদের ভয়, যত্নুর ভয় ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ভয় থেকে।

৮) লোকেরা কেন অনেক নিয়ম-কানুন তৈরী করে?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

“ভয়ের সংগে শান্তির চিন্তা জড়ানো থাকে” (১ ঘোহন ৪ : ১৮ পদ)। এর মানে সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকা খুবই ভয়ানক যাপার। ভয় মানুষের শান্তি কেড়ে নেয় এবং তাকে মানসিক ভাবে দুর্বিস্থাপন ও যাতনাপ্রস্থ করে তোলে। যত্নু ভয়ে লোকেরা সর্বদাই ভীত সন্তুষ্ট। মন্দ আত্মাদের ক্ষমতা নষ্টি করবার জন্য তারা যাদুমন্ত্র, গাছ-গাছড়া, ইত্যাদি ব্যবহার করে। বিভিন্নভাবে এই লোকেরা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করে। নীচের ছবিটিতে আমরা এই বিষয় জন্ম্য করি:—



୧ ଘୋହନ ୪ : ୧୮ ପଦ.....“ଭୟେର ସଂଗେ ଶାନ୍ତିର ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ାନୋ ଥାକେ ।”

୫) “ଭୟେର ସଂଗେ ଶାନ୍ତିର ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ାନୋ ଥାକେ “ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କି ?

.....

ଭୟ ସେ କେବଳ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଦେଇ ମଧ୍ୟେଇ ଆହେ ଏମନ ନୟ । ଅଥବା ଗୀରୀ ଲୋକେରା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୟ ପାଇ ତାଓ ନୟ । ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଦେଇ ଭୟ ଆହେ । ରାଜାଦେଇ ରାଜପୁରୀତେଇ ଭୟ ଆହେ । ସମୁଦ୍ରର ଉପର ଜାହାଜେଇ ଭୟ ଥାକେ । ଭୟ ସବ ଜାଗାଯାଇ ଆହେ । କାରଣ ପ୍ରେମେର ଶତି ଜାନେନା ଏମନ ଲୋକ ଧେଖାନେଇ ଆହେ, ସେଥାନେ ଭୟ ଆହେ ।

ଏହି ଭୟେର ବ୍ୟାପାରେ ଆମରା କି କରବୋ ? ପ୍ରେରିତ ଘୋହନ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦିଇଯାଇଛନ । ତିନି ବଲେଇଛନ, “ଭାଜବାସାର ମଧ୍ୟେ ଭୟ ନାଇ, ବରଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଜବାସା ଭୟକେ ଦୂର କରେ ଦେଇଁ” (୧ ଘୋହନ ୪ : ୧୮ ପଦ) ।

୬) ପ୍ରତିଟି ସତ୍ୟ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ବାମ ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦିନ ।

କ) କେବଳ ମାତ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେରା ଭୟ ପାଇ ।

ଖ) ଏକଜନ ରାଜୀ କଥନେ ଭୟ ପାଇ ନା ।

ଘ) ଭୟ ସବ ଜାଗାଯାଇ ଆହେ ।

ଘ) ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଜବାସା ଭୟକେ ଦୂର କରେ ଦେଇଁ ।

ଆମରା ଈଶ୍ୱରକେ ସତ ବେଶୀ ଭାଜବାସବେ ଆମାଦେଇ ଭୟଓ ତତ୍ତ୍ଵ କମ ହେବ । ଆର ତାକେ ଭାଜ ନା ବାସଲେ ଭୟ ଆମାଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ

গ্রাস করবে। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শিখুন, আপনার ভয় দূর হয়ে থাবে। ভালবাসা ভয়কে তাড়িয়ে দেবে। এখন আপনি প্রার্থনা এবং উপাসনার প্রয়োজন বুঝতে পারছেন। প্রার্থনা এবং উপাসনার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসতে শিখি। প্রেমের নিয়মে চললে আগের ছবিটি এই রূক্ম হবে :



আপনি কি মৃত্যুর ভয়, দারিদ্র্যের ভয়ে, যুদ্ধ অথবা মন্দ-আত্মাদের ভয়ে ভীত? রোগ-ব্যাধি অথবা দুর্ঘটনার ভয়ে, বজ্রপাত, ঝড়, অথবা অঙ্গকারের ভয়ে কি আপনি ভীত? এগুলি সব সময়ই আমাদের চারপাশে কাজ করে চলছে, কিন্তু তাই বলে এদের ভয় করার কিছুই নেই।

আমরা যদি ঈশ্বরকে জানি, তাঁকে ভালবাসি, এবং তার রাজ্য যদি আমাদের অন্তরে থাকে, তবে তয় আমাদের মধ্য থেকে দুর হয়ে যাব, অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের ভয়ের হাত থেকে উদ্ধার করেন।

৭) আমরা কিভাবে ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি?

নিরাপত্তার রক্ষা কবচ

জন্ম-২ঃ নিরাপত্তার রক্ষা কবচ কি তা বলতে পারা।

দেহের নিরাপত্তা

কিসের হাত থেতে আমাদের মুক্তি দরকার? একজন লোকের জন্য সবচেয়ে খারাপ বা দুঃখজনক ঘটনা কি হতে পারে? কেউ কেউ বলবে মৃত্যুই সবচেয়ে খারাপ ঘটনা। অন্য কেউ কেউ হয়ত বলবে গরীব হওয়া মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

কিন্তু ঈশ্বর কি বলেন, “ঘারা কেবল দেহ ধৰ্ণস করে কিন্তু আত্মাকে ধৰ্ণস করতে পারে না, তাদের ভয় কোরো না। যিনি দেহ ও আত্মা দুটাই নরকে ধৰ্ণস করতে পারেন বরং তাকেই ভয় কর” (মথি ১০ : ২৮ পদ)।

“যদি কেউ সমস্ত জগৎ জাত ক’রে তার সত্ত্বিকারের জীবন হারায় তবে তার কি জাত হল ? (মথি ১৬ : ২৬ পদ)।

“এই জগতের চোখে ঘারা গরীব, বিশ্বাসে ধনী হবার জন্য ঈশ্বর তাদেরই বেছে নিয়েছেন,” (ঘাকোব ২ : ৫ পদ)।

“আমি জানি তুমি গরীব কিন্তু তুমি ধনী” (প্রকাশিত ২ : ৯ পদ) ঈশ্বর এখানে যা বলতে চান তা হোল দেহের মৃত্যুর চেয়েও খারাপ বিষয় আছে। ধন-সম্পত্তির চেয়েও মূল্যবান বিষয় আছে। আমরা যেন ঠিকভাবে প্রার্থনা করতে পারি সেজন্য আমাদের জানা দরকার কোন বিষয়গুলি সত্যাই মূল্যবান এবং ছায়ী।

৮) ঈশ্বর আমাদের দেহ এবং জগতের ধন-সম্পত্তির বিষয় কি বলেন ? আমরা জানি, পৌলকে বলা হয়েছিল যে তিনি ফিরুশালেমে গেলে, লোকেরা তাকে মেরে ফেলবে।

প্রেরিত ২১ : ১৩ পদে তিনি এর উত্তর দিয়েছেন, “তোমরা কেবলে আমার মনে দৃঢ় দিছ কেন ? প্রভু যৌণের জন্য আমি যিরুশালেমে কেবল বন্দী হতে নয়, মরতেও প্রস্তুত আছি। “পৌল যা বলেছিলেন তার প্রকৃত অর্থ হোল, “আমার কি হয় তাতে কিছুই এসে থায়না ! প্রভু যৌণের নামের গৌরবটা-ই বড় কথা !”

আত্মার নিরাপত্তা

নিরাপত্তার রক্ষা-কবচ হোল অনন্ত জীবন জাত করা, “তোমাকে, অর্থাৎ একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে, আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই যৌণ খুঁটিকে গভীরভাবে জানতে পারাই অনন্ত জীবন” (যোহন ১৭ : ৩ পদ) অনন্ত জীবন জাত করতে হলে সময়ের প্রয়োজন এবং তার সাথে সাথে এই বিষয়টি সম্বন্ধে সবকিছু ভাজোভাবে জানাও দরকার। অনন্ত জীবন নিরাপদ ও আনন্দময় না হলে কেউই তা পাবার জন্য ব্যস্ত হবেনা। ঈশ্বরকে জানা মানেই অনন্ত জীবন জাত করা।

ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে চলে যাওয়াই একজন খুচিটয়ানের জন্য সবচেয়ে খারাপ বা দুঃখজনক বিষয়। অসুস্থতা যদি আমাদের ঈশ্বরের আরো কাছে নিয়ে যায় তবে এই অসুস্থতা আমাদের জন্য খারাপ নয়। দারিদ্র্য (অভাব অন্টন) যদি ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, তবে তাও খারাপ বিষয় নয়। কোন দুর্ঘটনা যদি আমাদের অসাধারণ জীবনকে সজাগ করে দেয় তবে সে দুর্ঘটনা আমাদের জন্য খারাপ নয়।

- ৯) একজন খুচিটয়ানের জন্য সবচেয়ে খারাপ বা দুঃখজনক ঘটনা হোল :
- ক) অসুস্থ হওয়া।
- খ) গরীব হওয়া।
- গ) দুর্ঘটনায় পড়া।
- ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে চলে যাওয়া।

ঈশ্বরের কাছ থেকে যে বিষয়গুলি আমাদের দুরে নিয়ে যায় সেগুলিই খারাপ বা মন্দ বিষয়; এবং এগুলির হাত থেকেই আমাদের মুক্তি লাভ করা দরকার। যে আমোদ-প্রমোদ আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে নিয়ে যায় তা খারাপ। যদি ধন-সম্পত্তি আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে নিয়ে যায় তবে ধন-সম্পত্তি মন্দ। ভাল আছ্যের ফলে যদি আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই তবে ভাল আছ্য আমাদের জন্য মন্দ।

প্রেরিত পৌলের জীবনে অনেক দুঃখ কঢ়ে ঘটেছিল। তিনি সমুদ্রে জাহাজ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন, তার উপর শারীরিক অস্থাচার করা হয়েছিল (বা মাঝ-ধর করা হয়েছিল); তাকে জেলে আটক রাখা হয়েছিল, পাথর মারা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনো এই বিষয়গুলি থেকে মুক্তি চাননি। এগুলিকে তিনি তার খুচিটয় জীবনের অংশ বলেই মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা বুবাতে পারি যে তিনি নিরাপত্তার উপায় বা রক্ষা-কবচ কি তা জানতেন। তিনি যে অনন্ত জীবন লাভ করেছিলেন, সে জীবন কোন মানবই তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে নি। তিনি বলেছেন, “আমি খুচিটকে জানতে চাই এবং যে শক্তির দ্বারা তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা

হয়েছিল সেই শক্তিকে জানতে চাই। আমি তাঁর দুঃখ-কষ্টের ভাগী হতে চাই” (ফিলিপীয় ৩ : ১০ পদ)। ষীণকে জানবার ফলেই পৌজ নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন।

যারা জানে যে প্রার্থনা জীবনে নিরাপত্তা আনে, তারা অন্য সব কিছুর চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রথম স্থান দেয়। শয়তান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে একদিন তাদের বিজয়ী বলে ডাকা হবে।

১০) নিরাপত্তার রাঙ্ক-কৰ্বচ কি ?

.....

প্রভুর প্রার্থনার আদর্শ

জন্ম-৩ : মথি ৬ : ৯-১৩ পদের সারমর্ম বলতে পারা।

প্রভুর প্রার্থনার শেষে আছে “কারণ রাজা, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন” (মথি ৬ : ১৩ পদ পুরোনো অনুবাদ)। এই পদটি মূল প্রার্থনায় নেই কিন্তু প্রাচীন অনুলোপিতে আছে)।

এই প্রার্থনার প্রথমে যেমন ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়েছে, তেমনি এর শেষ ও করা হয়েছে উপাসনা দিয়ে। আমাদের জীবনে, কাজে এবং প্রার্থনায় ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের রাজ্য, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রথম স্থান দেওয়ার পরে, আমরা ঈশ্বরের কাছে অন্যান্য বিষয়গুলি চাইতে পারি। আমরা নিশ্চিত যে, প্রয়োজনীয় সব কিছুই তিনি আমাদের দেবেন।

১১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

“কারণ..., ও ... যুগে যুগে তোমার। আমেন।”

১২) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

প্রভুর প্রার্থনার প্রথমে যেমন ঈশ্বরের...করা হয়েছে, তেমনি এর শেষও করা হয়েছে... দিয়ে।

ଶୂଳଭାବ (ସାରମର୍ମ)

ଉପାସନା ଈଶ୍ୱରର ପ୍ରଶଂସା । ଉପାସନା ଈଶ୍ୱରର ଦେବା । ତାଇ :

- ୧) ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ମାନେ ସବ ସମୟ ଉପାସନା କରା । ତୋର ଶକ୍ତି କିଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରତେ ହବେ ତା ଜାନବାର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରର ସାଥେ କଥା ବଲା ।
- ୨) ଉପାସନା କରା ମାନେ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନାଯ ସବ ସମୟ ଈଶ୍ୱରର ନାମ, ତୋର ରାଜ୍ୟ ଓ ତୋର ଇଚ୍ଛାକେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନେଇଯା ।
- ୩) ଉପାସନା କରା ମାନେ ଆମାଦେର ଜୀବନେ ସବ ସମୟ ଈଶ୍ୱରର ନାମ, ତୋର ରାଜ୍ୟ, ଓ ତୋର ଇଚ୍ଛାକେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଯା ।

ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ପ୍ରାର୍ଥନା

ମୌଚେର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଦିଲ୍ଲେ ଆମରା ଏଇ ବିହିତ ଶେଷ କରବ :

ହେ ଆମାଦେର ଅଗ୍ନିୟ ପିତା, ଆମରା ତୋମାର ସନ୍ତାନ ହିସାବେ ତୋମାର କାହେ ଏସେଛି । ଆମରା ତୋମାର ଅଗ୍ନିୟ ପରିବାରେରଇ ମୋକ । ଆମରା ତୋମାର ଉପାସନା କରି । ତୋମାର ପବିତ୍ର ନାମେର ଗୌରବ ହୋକ । ତୋମାର ରାଜ୍ୟ ଆସୁକ । ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋକ । ଏଇଶ୍ଵରି ସବ ସମୟ ଆମାଦେର ଜୀବନେ ସବଚେଷେ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହୋକ । ଆମାଦେର ଅନେକ ପ୍ରୋଜନ ଆହେ । ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ଓ ପରିକଳ୍ପନା ମତ ସେଙ୍ଗଜି ଆମାଦେର ଦେଓ । ଆମାଦେର ନିଜେଦେର ପରିବାର ଓ ପରିଜନେର ଜନ୍ୟ ଭରଗ-ପୋଷଣ ଦରକାର । ଆମାଦେର ପ୍ରତିବେଶୀଦେର ସାଥେ ମିଳେ ମିଶେ ଚଳା ଦରକାର । ଆମାଦେର ଜୀବନେ ପାପେର ଉପର ଜୟଳାଭ କରା ଦରକାର । ଆମାଦେର ରୋଗ-ବ୍ୟଧି ଓ ବିପଦ-ଆପଦ ଥେବେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର । ତୋମାର ଅଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅନୁକାଳ ଛାଯୀ ରାଜ୍ୟର ଜନାଇ ଆମରା ସବ ଚେଷ୍ଟେ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରି, ତାଇ ଆମାଦେର ଏଇ ଅନୁରୋଧଶ୍ଵରି ତୁମି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ଆମେନ ।

পরীক্ষা-১০

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

- ১) রোগ-ব্যাধি বা বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির জন্য আশাদের কি করতে হবে ?... ...
-
- ২) পরিপূর্ণ ভাজবাসা কি করে ?... ...
-
- ৩) পূর্ব-পূরুষদের আআয় বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের ভাজবাসার প্রয়োজন কি ?... ...
-
- ৪) তিনটি বিষয়ের নাম বলুন, ষেওলির হাত থেকে মানুষ মুক্তি চায়... ...
-
- ৫) নিরাপত্তার রক্ষা কৰচ কি ?... ...
-
- ৬) একজন খৌলিট়য়ানের জন্য সব চেয়ে থারাপ বা দুখজনক ঘটনা কি ?... ...
-
- ৭) মথি ৬ঃ ৩৩ গদ লিখুন।
-
-

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

- ১) প্রথমে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্ঞোর জন্য চেষ্টা করতে হবে তাহলে তিনিই আমাদের বিপদ আপদ থেকে মুক্ত করবেন।
- ২) এখানে মুক্তি পাবার একটি উপায় হিসাবে ঈশ্বরকে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- ৩) ক) সত্য
খ) মিথ্যা।
গ) মিথ্যা।
ঘ) সত্য।
- ৪) ভয়ের জন্য।
- ৫) সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকা খুবই ভয়ানক ব্যাপার। এর ফলে লোকেরা মানসিক ভাবে দুর্বিজ্ঞান ও ঘাতনা গ্রহ হয়।
- ৬) ক) মিথ্যা।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।
ঘ) সত্য।
- ৭) প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে শিখবার দ্বারা।
- ৮) দেহের চেয়ে আআ বেশী মূল্যবান ; এবং ধন-সম্পত্তির চেয়ে জীবন বেশী মূল্যবান।
- ৯) ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া।
- ১০) যৌনকে জানা এবং ঈশ্বরের রাজ্যকে জীবনে প্রথম স্থান দেওয়া।
- ১১) রাজ্য,
পরাক্রম,
মহিমা,
- ১২) উপাসনা,
উপাসনা।

উত্তর মালা।

পরীক্ষা-১

- ১) তারা বলে, “ঈশ্বর আছেন কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তাই তিনি যদি না থাকেন তখন আমাদের প্রার্থনা শুনবে কে ?” এই জন্য তারা প্রার্থনা করে না।
- ২) “ভালবাসার মধ্যে ভয় নেই, বরং পরিপূর্ণ ভালবাসা ভয়-কে দূর করে দেয়,”
- ৩) সে একজন নতুন মানুষ হয় এবং তার আগের পাপ জীবন ত্যাগ করে।
- ৪) “প্রত্যু... ... আমাদের-ও আপনি প্রার্থনা করতে শিখান।”
- ৫) কারণ এসময় আমাদের মানুষকে দেখাবার জন্য প্রার্থনা করবার ইচ্ছা হয়।
- ৬) ক) লিখিত বাক্যের মধ্য দিয়ে।
খ) জীবন্ত পুঁজের মধ্য দিয়ে।
গ) পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে।
- ৭) প্রার্থনা, চলতে, ইচ্ছাকে
- ৮) ক) প্রকৃতিই ঈশ্বর।
- ৯) খ) বারবার ঈশ্বরের বাক্য পড়া, সেগুলি নিয়ে ধ্যান করা এবং তা বুঝাবার জন্য ঈশ্ব-

রের কাছে সাহায্য চাইতে পারি।

- ১০) গ) সবসময় অন্য সব কিছুর চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বেশী চেষ্টা করা।
- ১১) ক) ৫) প্রস্তাচারী
গ) ১) নাস্তিক
খ) ৭) সর্ব প্রাণবাদী
চ) ৪) অহমবাদী
গ) ২) অজ্ঞেয়বাদী
ছ) ৩) সর্বেশ্বরবাদী
ঘ) ৬) সার্বজনীনবাদী

পরীক্ষা-২

- ১) তিনি আমাদের পিতা হতে চেয়েছিলেন যেন আমরা তাঁর পুত্র-কন্যা হই, আর তাকে ভালবাসি।
- ২) সাহসের সংগে, নয়তাবে, আনন্দ গান করতে করতে, প্রশংসা ও ধন্যবাদের সংগে।
- ৩) যারা তাঁর সন্তান। যারা তাঁর সন্তান নয়।
- ৪) ক) পিতার কাছে পুত্র যেমন প্রার্থনা করে, তেমনি প্রার্থনা করতে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন।
- খ) যখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারি না, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন।

- গ) মণ্ডলীকে গড়ে তোলবার
জন্য পরিষ্ঠ আআঃ অজানা
ভাষায় আমাদের মধ্য দিয়ে
প্রার্থনা করেন ।
- ৫) গ) আমাদের মধ্যে নানা
পার্থক্য থাকলেও আমরা
বিশ্বাসীদের ভাই বলে ধূহন
করবো ।
- ৬) ক) মিথ্যা ।
থ) সত্য ।
গ) সত্য ।
ঘ) সত্য ।
- ৭) ক) প চ) প
থ) ট ছ) প
গ) ট জ) ট
ঘ) প ঝ) প
ঙ) ট
... ...
- পরীক্ষা-৩**
- ১) তার কথা, তার ব্যবহার ও
তার প্রার্থনার জীবন ।
- ২) স্বর্গে ।
- ৩) এই বিশ্বাসের ফলে তারা
পৃথিবীর আরাম আয়োশের
জন্য প্রার্থনা না করে বরং
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার ও
তাঁর ইচ্ছা পালন করবার
জন্য প্রার্থনা করেছেন ।
- ৪) বিশ্বাসীর আর্তনাদের সাথে
আশা থাকে কিন্তু অবিশ্বা-
- সীর আর্তনাদের সাথে কোন
আশা থাকে না ।
- ৫) আমাদের কারনে এই পৃথিবী
আরো সুন্দর, উন্নত ও বস-
বাসের উপযোগী হয়ে উঠবে ।
- ৬) ঘেন সে পৃথিবীকে ভালবা-
সতে আরঙ্গ না করে । ঘেন
সে পৃথিবীর আলো হয় ।
- ৭) ক) মিথ্যা ।
থ) মিথ্যা ।
গ) সত্য ।
ঘ) সত্য ।
-
- পরীক্ষা-৪**
- ১) দাস বা চাকর কোন প্রকার
ভালবাসা বা উপাসনা ছাড়াই
সেবা করতে পারে । কিন্তু
একজন সন্তান বা পুত্র ভাল-
বাসে বলেই উপাসনা করে ।
- ২) অন্য দেবতারা ভালবাসতে
পারে না বা প্রার্থনার উন্নত
দিকে পারে না ।
- ৩) আমিত্তি, কাজ, মানুষ ।
- ৪) তারা তাঁর শিষ্য না হয়ে
গৌল, আপোল ও পিতরের
শিষ্য হয়েছিল ।
- ৫) শূন্য সিংহাসন বলে কিছুই
নেই । হয় ঈশ্বর সিংহাসনে
থাকেন নয় তো শয়তান তা
দখল করে থাকে ।

৬) ঈশ্বরকে আমাদের হাদেয়র
রাজা রাপে সম্মান করতে
হবে। অন্য সব কিছুকে
আমাদের হাদেয় সিংহাসন
থেকে দূরে রাখতে হবে।
যীগ্নর নামের শক্তিতে বিশ্বাস
করতে হবে, আর তিনি যা
দেবেন বলেছেন তা চাইতে
হবে। রাজাৰ (ঈশ্বরেৰ)
সুনাম বজায় রাখতে হবে
এবং আমাদের আচার ব্যব-
হার ও কথাবার্তা ঠিক
রাখতে হবে।

পরীক্ষা-৫

- ১) অন্তরের রাজ্য ও দুশ্য রাজ্য।
- ২) আমাদের বাড়ীতে। আমার
কাজে। বঙ্গ-বাঙ্গবদের মাঝে।
- ৩) খুল্লট সেখানে আমাদের
মাঝে থাকেন।
- ৪) মণ্ডলীতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা
বাঢ়ে। বিশ্বাসীৱা খুল্লেটৰ
মত হতে থাকে।
- ৫) যাও, শিষ্য কর, বাণিতসম
দাও, শিক্ষা দাও,
- ৬) এই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা
একজন অন্যজনকে সান্ত্বনা
দেব।
- ৭) ফসল কাটিবাব লোকদের
জন্য।

৮) যেন সমস্ত পৃথিবীতে খুল্লেটৰ
সুখবর প্রচারিত হয়।

৯) উপাসনার মধ্য দিয়ে।

...

পরীক্ষা-৬

- ১) যেন সকলে খুল্লেট বিশ্বাস
করে। বিশ্বাসীৱা যেন যীগ্নের
মত হয়।
 - ২) ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুষ্ঠায়ী।
 - ৩) যথন আমরা ত'ৰ ইচ্ছা
মত কাজ কৰিনা।
 - ৪) যথন মানুষ খুল্লেটৰ মত
হতে চায় না। যথন মানুষ
পরিষ্কার পেতে চায় না।
 - ৫) তাৰা সকলে পবিত্র আস্থায়
পূৰ্ণ হয়েছিলেন।
 - ৬) তথন সব কিছুই কৰা
সম্ভব হয়।
 - ৭) যে সকল বিষয় ঈশ্বরেৰ
ইচ্ছার মধ্যে পড়ে না যে
সকল বিষয় ঈশ্বরেৰ ইচ্ছার
মধ্যে কিনা তা নিশ্চিত নয়।
 - যে সকল বিষয় ঈশ্বরেৰ
ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত।
-

পরীক্ষা-৭

- ১) মানুষ যদি সাহায্য পেতে
না চায় তবে তাকে সাহায্য

- করা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়।
- ২) ক) ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি দিতে চান।
 - খ) আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তার অজানা নয়।
 - ৩) কারণ খুব কম বিশ্বাসীই ধন সম্পত্তি পেয়ে স্বার্থপর জীবন-ঘাগনকে দমিয়ে রাখতে পারে।
 - ৪) যদি তারা ভালবাসার সাথে সব নিয়মকানুন পালন করে।
 - ৫) জীবনে আমরা কোন্ বিষয়কে প্রথম স্থান দেই তার দ্বারা।
 - ৬) ধনাধ্যক্ষের বা ধন-সম্পত্তি তদারক করবার জন্য নিষুক্ত কর্মচারীর নিজের কিছুই নেই। সে তার প্রভূর ধন-সম্পত্তি দেখাশুনা করে এবং তার প্রভুই তার যত্ন নেন।
 - ৭) এটি আমাদের মনোভাব বদলে দেবে। আমরা জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রথম স্থান দেব।
- পরীক্ষা—৮**
- ১) কারণ মানুষের আজ্ঞা ক্ষমা করতে চায় না। সেইজন্য
 - ক্ষমা করবার জন্য আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য দরকার।
 - ২) ঈশ্বরের রাজ্য হোল পবিত্র আজ্ঞার দেওয়া ধার্মিকতা (সৎ জীবন), শান্তি এবং আনন্দ। সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হওয়া মানে ক্ষমা করবার শক্তির অধিকারী হওয়া।
 - ৩) সব কিছুর প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করবার দ্বারা।
 - ৪) নিজের ইচ্ছাকে বাদ দেওয়া বা আজ্ঞাত্যাগ করা।
 - ৫) নিজের জন্য কি ভাল, কি মন্দ তার দ্বারা সে জগতের সমস্ত বিষয়ের বিচার করে।
 - ৬) গোষ্ঠী, বংশ, আমি, জাতী-রক্তা, ধর্ম।
 - ৭) খৃষ্টকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে বসাতে হবে।
-
- পরীক্ষা—৯**
- ১) বিশ্বাসী এজন্য পবিত্র আজ্ঞার সাহায্য পান কিন্তু পাপী তা পায় না।
 - ২) কামনা আকর্ষিত

- ପ୍ରରୋଚିତ
ପରୀକ୍ଷିତ
- ୩) ତଥନେତୁ ତାର ଆଧୀନ ଇଚ୍ଛା
ଥାକେ କିନ୍ତୁ ତା ଈଶ୍ୱରେର
ଇଚ୍ଛାନୁଷ୍ଠାନୀ ପରିଚାଳନା କରି
ବାର ଜନ୍ୟ ତାକେ ପରିବର୍ତ୍ତ
ଆଜ୍ଞାର ଶକ୍ତି ଦେଓଯା ହୟ ।
 - ୪) ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପାସନାର
ଦ୍ୱାରା ।
 - ୫) ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
 - ୬) ସେ ଭାଲବାସାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ
ପରିବର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ସାମନ କରେ ।
ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ।
 - ୭) ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପାସନାର
ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ନିଜେକେ ଈଶ୍ୱରେର
କାହେ ସଂପେ ଦେବାର ଦ୍ୱାରା ।
 - ୮) ଆମରା ପରିବର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞାର
ଶକ୍ତିତେ ବଦଳେ ଥାଇ ।
 - ୯) କାରଣ ମେ ଐ ନିଯମ-କାନୁନ
ବାଧ୍ୟ ହୁୟେ ଯେମେ ଚଲାତେ
ପାରେ, ଭାଲବେମେ ନାହିଁ ।

ପରୀକ୍ଷା—୧୦

- ୧) ଈଶ୍ୱରେର ସାଥେ ସୋଗାଯୋଗ
ରାଖିବେ, ଏବଂ ଆମାଦେର
ଇଚ୍ଛାକେ ତାର ଇଚ୍ଛାର ବାଧ୍ୟ
କରିବେ ।
- ୨) ସମସ୍ତ ଡଗ ଦୂର କରେ ଦେଇ ।
- ୩) ଈଶ୍ୱରେର ଭାଲବାସା ନା ଜାନାର
ଫଳେ ତାରା ସବ ସମସ୍ତ ଭୀଷନ
ଭାଗେର ମଧ୍ୟ ଥାକେ ।
- ୪) ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗ-ବାଧି, ଦାରିଦ୍ର
(ବା ଅଭାବ ଅନ୍ଟନ) ।
- ୫) ସୀଶକେ ଆନା, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରେର
ରାଜ୍ୟକେ ଜୀବନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ
ଦେଓଯା ।
- ୬) ଈଶ୍ୱରେର କାହିଁ ଥେକେ ଦୂରେ
ଚଲେ ଯାଓଯା ।
- ୭) ତୋମରା ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରେର
ରାଜ୍ୟର ବିଷୟେ ଓ ତାର
ଇଚ୍ଛା ମତ ଚଲବାର ଜନ୍ୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ । ତାହଙ୍କେ ଐ ସବ
ଜିନିଷଙ୍କୁ ତୋମରା ପାବେ ।

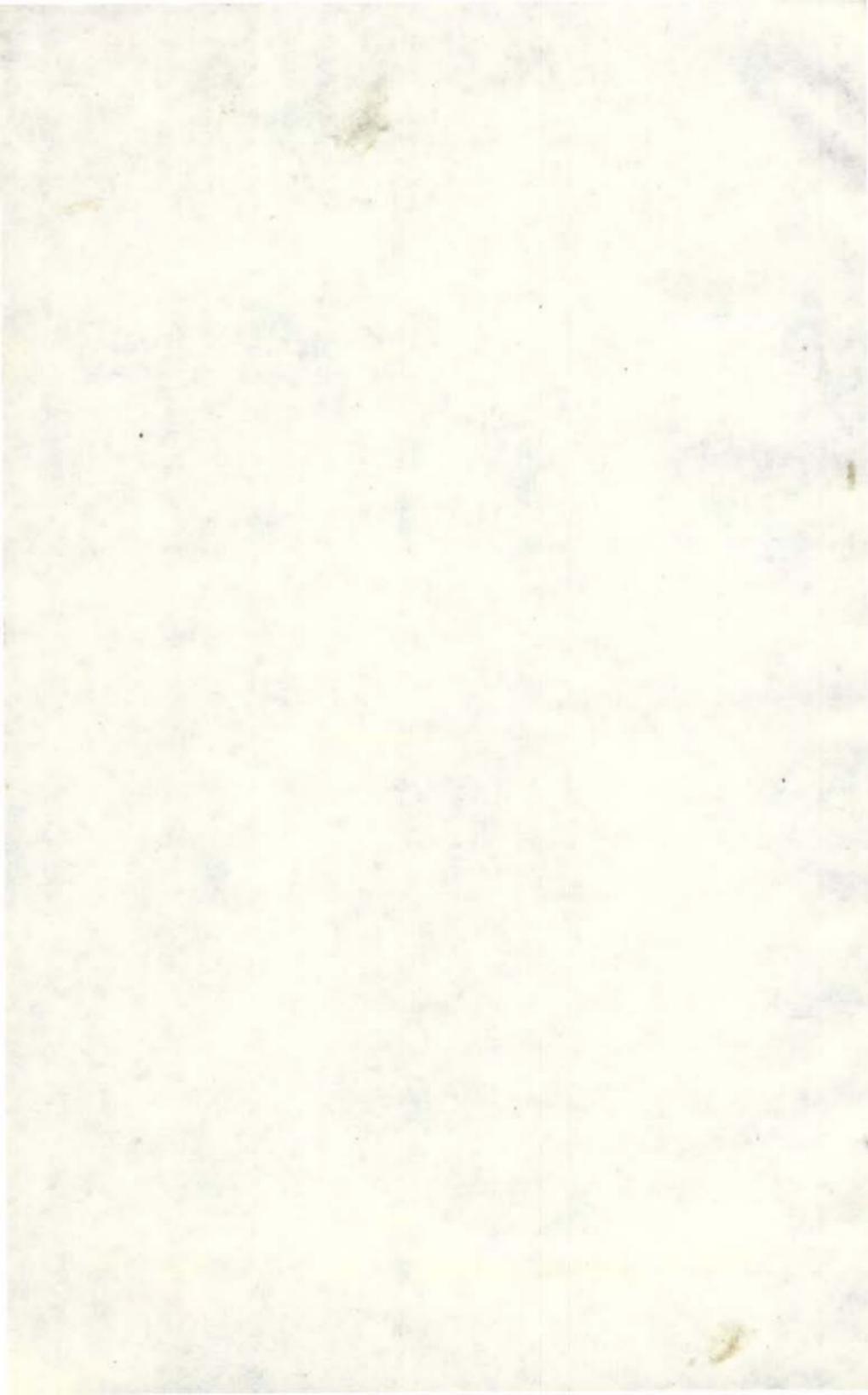
ପରିଭାସା (ମୂଳ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅର୍ଥ)

ଅକ୍ରତ୍ତତ୍ତ୍ଵ	— ଉପକାର ଦୀକାର କରେ ନା ଯେ ।
ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ	— ସାରା ବଲେନ, ଈଶ୍ୱର ଆହେ କି ନେଇ, ତା ଆମରା ସତିକ ଭାବେ ଜାନତେ ପାରି ନା ।
ଅନିଚ୍ଛୁକ	— ରାଜି ନୟ, ଈଚ୍ଛୁକ ନୟ ।
ଅନୁନୟ	— ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, କାତରଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ସାଚନା ।
ଅପବାଦ	— ଦୁର୍ବାୟ, ଦୋଷ ।
ଅପବ୍ୟବହାର	— ସତିକ ବ୍ୟବହାର ନୟ ।
ଅପରିହାର୍ୟ	— ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୋଜନୀୟ, ସା (ଯାକେ) ବାଦ ଦେଓଯା ଯାଉ ନା ।
ଅସୀମ	— ସାର କୋନ ସୀମା ନେଇ, ସାଧାମୁକ୍ତ ।
ଅହମବାଦୀ	— ସାରା ବଲେନ ଆମିଇ ଈଶ୍ୱର, ନିଜେକେ ସେ ସବକିଛୁର ଚେଯେ ବେଶୀ ମୂଳ୍ୟ ଦେଇ ।
ଆଂଶିକ	— କିଛୁଟା ।
ଆତ୍ମକିତ	— ଭୀତ ।
ଆତ୍ମ-କେନ୍ଦ୍ରିକ	— ଆଆକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେକେ ନିଯେ ।
ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ	— ସ୍ଵାର୍ଥତ୍ୟାଗ ନିଜେର ସୁବିଧା ବାଦ ଦେଇଯା ।
ଆମିତ୍ତ	— ନିଜେକେ ନିଯେ ଗର୍ବ, ଅହଂକାର ।
ଆର୍ତ୍ତଃଅରେ	— କାତରଭାବେ, ପ୍ରକୃତ ଦରଦ ସହକାରେ ।
ଆଷ୍ଟା	— ଡର୍ମା, ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା ।
ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ	— ଆଥହପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆବେଗଯୟ, ପ୍ରାଗଥୋଳା ।
ଉସଗ୍ର	— ଦାନ, ବଳି ।
ଉଦ୍‌ଦୀନ	— କିଛୁ କରାର ଈଚ୍ଛା ନେଇ, ଏମନ ଭାବ, ଗରଜ ନେଇ ।
ଏକତାବନ୍ଧ	— ଏକ ହେତୁ, ଏକଜୋଟ, ଏକ୍ୟ, ଏକତ୍ରିତ
ଈଶ୍ୱରିକ	— ଈଶ୍ୱରେର ମତ, ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ।
ଓଜର	— ଶର୍ତ୍ତ, ଅଜ୍ଞାହାତ, ଆପତ୍ତି ।
କାମନା	— ଥାରାପ ଈଚ୍ଛା, ବାସନା, ଯନ୍ମ ଅଭିଜାପ ।
ଖୁଣ୍ଡଟକେନ୍ଦ୍ରିକ	— ଖୁଣ୍ଡଟକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁଣ୍ଡଟକେ ନିଯେ, ଖୁଣ୍ଡଟାନ ।

- গুরুত্ব — প্রয়োজনীয়তা, মূল্য, মহসূল, পৌরব ।
- গোত্র-কেন্দ্রিক — গোত্রকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ গোত্রকে নিয়ে ।
- গোত্রবাদী — গোত্রকে যে সবকিছুর চেয়ে বেশী মূল্য দেয় ।
- জাতী-কেন্দ্রিক — জাতীকে যে সব কিছুর চেয়ে বেশী মূল্য দেয় ।
- জীবিকা নির্বাহ— খাওয়া পরা, জীবন ষাপনের প্রয়োজন মেটান ।
- তত্ত্বাবধান — দেখাশোনা, ঘৃত্ত, রক্ষা ।
- তিরক্তার — নিম্ন ।
- দৈনন্দিন — প্রতিদিন ।
- প্রব্যাপ্তি — বিভিন্ন জিনিয় ।
- ধনাধ্যক্ষ — ধন-সম্পত্তি যে দেখাশুনা করে ।
- ধনাধ্যক্ষতা — ধনাধ্যক্ষ বা কোষাধ্যক্ষের কাজ করা ।
- ধর্মকেন্দ্রিক — ধর্মকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ ধর্মকে নিয়ে ।
- নাস্তিক — যারা বলেন, ঈশ্঵র নেই ।
- নিঃস্বার্থ — স্বার্থ শূন্য, কোন স্বার্থ ছাড়া ।
- নির্দর্শন — প্রমান, চিহ্ন উদাহরণ
- নিরাপত্তা — নিরাপত্তে থাকা ।
- নিরাপত্তন — ছির করা, পৃথক করা, বিচার করা ।
- নিশ্চিত — যা অবশ্যই হবে ।
- নৈবেদ্য — দান, উপহার ।
- পক্ষপাত — অন্যায়ভাবে একদিকে সমর্থন করা ।
- পর্যায়কর্মে — পর পর ক্রমশঃ ।
- পারাক্রিয় — একটি শ্রীক শব্দ, এর অর্থ “যিনি পাশে থেকে সাহায্য করেন ।”
- পুনরুত্তীর্ণ — বার বার একই কথা বলা ।
- পূর্বশর্ত — প্রথমে করনোর ।
- প্রকাশ্যে — সকলের সামনে, খোলাখুলি ভাবে ।
- প্রত্যক্ষান — ফিরিয়ে দেওয়া, উপেক্ষা, অঙ্গীকার ।

প্ররোচিত	— উৎসাহিত
বংশকেন্দ্রিক	— বংশকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বংশকে নিয়ে
বংশবাদী	— বংশকে ষে সবকিছুর চেয়ে বেশী মুঝে দেয়।
বজ্রুতা	— ভাষন, প্রচার, কথা বলা।
বাতিদান	— বাতি রাখবার দীপাধার।
বাহ্য	— বাইরের।
বাহ্যিক	— বাইরের, ঘার মধ্যে আসল বা গভীর কিছু নেই।
বিদ্রোহ	— শাসনের বিরুদ্ধাচারন, বিরোধিতা।
বিপর্যস্ত	— উল্টে-পাল্টে ফেলা, ধূস হওয়া।
বিস্তার	— ব্যাপকতা, বিশাল, ছড়ানো।
বিশুয়	— অবাক, কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটলে আমরা থে ভাব প্রকাশ করি।
ব্যক্তিসঙ্গ	— নিজের অভাব, বিশেষত্ব বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তি।
ব্যতিব্যন্ত	— অতিরিক্ত ব্যন্ত, অত্যন্ত অস্থির।
ভিসা	— বিদেশে থাকার প্রবেশের অনুমতি পত্র।
ভাতৃত্ব	— ভাই ভাই সম্পর্ক।
ভাতৃসংঘ	— ভাইদের নিয়ে গঠিত সংগঠন বা দল।
মাহাত্ম	— মহিমা, গৌরব।
মুক্তিপ্রাপ্ত	— যারা মুক্তি পেয়েছে, ছাড়া পাওয়া।
রহস্য	— মূল, মর্ম, গোপনীয়
রাগান্বিত	— রেংগে উঠা, রাগ করা।
রামাঞ্জরীত	— বদলে যাওয়া, পরিবর্তীত।
লবণ্যত্ব	— স্বাদ, গুন।
সঙ্গর্তা	— ফলবান হওয়া।
সম্বন্ধ	— সম্পর্ক, মিল।
সর্বপ্রাণ-বাদী	— যারা পুর্বপুরুষদের আআয় বিশ্বাস করেন।
সর্বেশ্বরবাদী	— যারা বলেন, প্রকৃতিই ঈশ্বর।
সাদৃশ্য	— এক রূপ, এক চেহারা।

- সারমর্ম — আসল অর্থ সংক্ষেপে প্রকৃত অর্থ।
- সার্বজনীনবাদী — যারা বলেন, যে কোন একজন ঈশ্বর হলেই হয়।
- সৌমাবদ্ধ — নিদৌষ্ট জায়াগার মধ্যে আটকান, কিছু করার
ক্ষমতা বুঝায়।
- সুউচ্চ গলায় — উচু অরে, মুখ খুলে।
- সমরণ — মনে করা, মনে থাকা।
- হলফ করা — শপথ করা, দিব্য করা, প্রতিজ্ঞা করা।
- হানাদার — যে হানা দেয়, আক্রমণ করে, শত্রু।





S1211RN90

ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନା

ଶ୍ରୀଷ୍ଟି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୩୧ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ



Digitized by srujanika@gmail.com

ଛାତ୍ର ରିପୋର୍ଟ—ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର
ଇଞ୍ଟାରନ୍ୟାଶନାଲ କରସପାଞ୍ଜ ଇନ୍‌ଷଟିଟ୍ୟୁଟ



প্রার্থনা ও উপাসনা

নিদেশ

প্রতিটি খণ্ডের অধ্যয়ন শেষ হলে পর আপনি সেই খণ্ডের উত্তর পত্র পূর্ণ করবেন। উত্তর পত্রে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করবার বিষয়ে যেরূপ নির্দেশ আছে সেইভাবে তা করুন। প্রথমে উত্তর পত্রে দেওয়া উদাহরণ গুলি অধ্যয়ন করুন, আপনার মনোনিত উত্তরটি কিভাবে কালো করতে হবে সেখানে তা দেখানো হয়েছে।

একবারে কেবল মাত্র একটি খণ্ডের কাজ করবেন। প্রতিটি উত্তর পত্র আই-সি-আই অফিসে কিন্তু এর প্রতিনিধির কাছে পাঠিয়ে দিন। এই পুস্তিকাটি ফেরত পাঠাবার প্রয়োজন নাই।

1982 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels. Belgium
D/1982/2145/68

আই সি আই অফিসের ঠিকানা :
ইন্টারন্যাশনাল কর্স প্রগ্রাম্স ইনষ্টিউট
গোল্ড বুল্ডিং, পোষ্ট বক্স ৭০০, — ২

১ম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট'

১ নং উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন। উত্তর গুলি কিভাবে চিহ্নিত করতে হবে উত্তর পত্রে উদাহরণের সাহায্যে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১ম অংশ— ১ম খণ্ডের জন্য আবশ্যিকীয় বিষয়গুলি
নীচের প্রশ্ন গুলির জন্য আপনার উত্তর যদি ‘হ্যাঁ’ হয় তাহলে উত্তর পত্রে [ক] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন। আপনার উত্তর ‘না’ হলে [খ] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন।

- ১। আপনি কি প্রথম খণ্ডের সবগুলি পাঠ ভাল করে পড়েছেন?
- ২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন?
- ৩। আপনি কি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন?
- ৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল লিখেছিলেন, সেগুলির উপর আবার পড়াশুনা করেছেন তো?
- ৫। আপনি পরিভাষা থেকে পাঠের কঠিন শব্দগুলির অর্থ জেনে নিয়েছেন তো?

২য় অংশ সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন

নীচের উভিগুলি সত্য কিম্বা মিথ্যা। উভিগুলি যদি
সত্য হয় তাহলে [ক] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন।

মিথ্যা হয় তাহলে [খ] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন।

- ৬। আমরা কারু কাছে প্রার্থনা করি তার চেয়ে বরং আমরা
কিভাবে প্রার্থনা করি সেটাই বেশী শুরুত্ব পূর্ণ।
- ৭। ‘ঈশ্বর প্রেম’- এই কথাটি ‘প্রেম ঈশ্বর’- কথাটির মত
একই অর্থ বুঝায় না।

প্রার্থনা ও উপাসনা

- ৮। প্রার্থনায় প্রথমেই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি ঢাঁওয়া উচিত।
- ৯। শীগুর পুনরঃখানেই ঈশ্঵রের পরিকল্পনা শেষ হয়েছেন।
- ১০। এক জন খ্রীষ্টিয়ানের ধার্মিক দীর্ঘন জগতের কাছে আশীর্বাদ
অরূপ হতে পারে।
- ১১। কোন ব্যাক্তি ধনী না গরীব তা ঈশ্বরের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ।
- ১২। এক জন অর্গের নাগরিকের পক্ষে তার পার্থিব দেশের
আইন-কানুন পালন করবার প্রয়োজন নেই।

৩য় অংশ—বাছাই প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে।
আপনার মনোনীত উত্তরটির জন্য উত্তরপত্রের উপযুক্ত ধরণ কালো
করে ফেলুন।

- ১৩। একজন অহমবাদী প্রার্থনা করেনা, কারণ তার বিশ্বাস—
ক) যা কিছু ভাল তা-ই ঈশ্বর।
খ) তার কথা শুনবার জন্য কোন ঈশ্বরই নাই।
গ) তার নিজের মতামতই তার কাছে শ্রেষ্ঠ।
- ১৪। যে ব্যাক্তি **সর্বপ্রাণবাদে** বিশ্বাস করে—
ক) সে বলে যে, কোন ঈশ্বর নাই।
খ) তার নিজে ছাড়া অন্য কোন দেবতা নাই।
গ) সে মনে করে সব ধর্মই এক।
ঘ) তার ভয়ের হাত থেকে মুক্তি প্রয়োজন।
- ১৫। প্রকাশ্যে প্রার্থনা করবার সময় বিশেষ দরকার—
ক) প্রার্থনার মাধ্যমে সকলকে ঈশ্বরের উপরিতে নিয়ে যাওয়া।
খ) আপনি যা বলবেন তা মুখ্য করা।

ছাত্র রিপোর্ট

- গ) আগে অভ্যাস করে নেওয়া।
 ঘ) জোকেরা আপনার কথা শুনছে—এটা মনে রাখা।

- ১৬। প্রকৃত প্রার্থনার মানে হল এই যে, আমরা
 ক) গৌর্জায় অনেক সময় প্রার্থনা করে কাটাবো।
 খ) প্রার্থনায় ঈশ্বরের রাজ্যকে অধ্যাধিকার দেব।
 গ) আমাদের নিবেদনগুলি বার বার ঈশ্বরের কাছে বলব।
 ঘ) প্রার্থনায় বড় বড় কথা বলবার জন্য খুব চেষ্টা করব।

- ১৭। যে কোন লোক উক্তার পেতে পারে—
 ক) সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের স্মরণাপন হওয়ার দ্বারা।
 খ) ঘন ঘন গৌর্জায় যাওয়ার দ্বারা।
 গ) বাইবেল পাঠ করবার দ্বারা।
 ঘ) সে উক্তার পাবে— এই আশা করবার দ্বারা।

- ১৮। ঈশ্বরের পরিবারের সব লোকই—
 ক) এক রাকম।
 খ) একই দেশে বাস করে।
 গ) ঈশ্বরকে পিতা হিসাবে লাভ করে।
 ঘ) একই জাতির লোক।

- ১৯। প্রাথ'না ও আরাধনা বিষয় দুটির মধ্যে প্রার্থনা বর্জনে বুঝাওঃ—
 ক) ঈশ্বরের প্রশংসা করা।
 খ) জোকদের প্রয়োজন শুলি তুলে ধরা।
 গ) ঈশ্বরে আনন্দ করা।
 ঘ) ঈশ্বরকে সম্মান করা।

প্রার্থনা ও উপাসনা

২০। **প্রার্থনা ও আরাধনা** বিষয় দুটির মধ্যে আরাধনা বলতে বুবায়—

- ক) ঈশ্বরের কাছে নিবেদন গুলি পেশ করা ।
- খ) ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি দাবী করা ।
- গ) লোকদের প্রয়োজনগুলি তুলে ধরা ।
- ঘ) ঈশ্বরের গৌরব করা ।

২১। এক জন খ্রীষ্টিয়ান যে অর্গের নাগরিক মে তা দেখায়—

- ক) তার কোন প্রকার সমস্যা না থাকার দ্বারা ।
- খ) খুব গরীব হওয়ার দ্বারা ।
- গ) তার ধন কোথায় গচ্ছিত তার দ্বারা ।
- ঘ) কষ্টভোগ না করার দ্বারা ।

২২। অর্গ খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে একটা শুরুতপূর্ণ স্থান, কারণ—

- ক) তা একটা সুন্দর ধারণা ।
- খ) তা একটা সুন্দর অপ্র ।
- গ) তা বয়স্ক লোকদের জন্য ।
- ঘ) সেখানে তাদের অঙ্গীয় পিতা থাকেন ।

২৩। একজন খ্রীষ্টিয়ান জগতকে প্রভাবিত করতে পারেন —

- ক) শাসন কর্তাদের অগ্রহ্য করবার দ্বারা ।
- খ) ধনী ও ক্ষমতাশালী হওয়ার দ্বারা ।
- গ) জগতকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুবাতে সাহায্য করবার দ্বারা ।
- ঘ) জগতের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবার দ্বারা ।

২৪। একজন **সার্বজনীনবাদী** প্রকৃত বিশ্বাস হল এই যে,

- ক) ঈশ্বর হলেন মানুষের মনের একটা ধারণা মাত্র ।
- খ) ঈশ্বর ছাইট কর্তা ।

ছাত্র রিপোর্ট

গ) একমাত্র একজন ঈশ্বরই সত্য ঈশ্বর।

ঘ) মা-কিছু ভাল তা-ই ঈশ্বর।

১ম খণ্ডের জন্য সর্বশেষ বিদ্যেশ। এর পর আপনার উত্তর পত্রে যে নির্দেশ আছে তা সম্পর্ক করুন। তার পর উত্তর পত্র আপনার শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন এবং ৫ম পাঠ থেকে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করুন।

২য় - খণ্ডের ছাত্র- রিপোর্ট

২নং উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন। উত্তরগুলি কিভাবে চিহ্নিত করতে হবে উত্তর পত্রে উদাহরণের সাহায্যে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১ম অংশ — ২য় খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি নীচের প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর যদি ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে উত্তর পত্রে [ক] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন। আপনার উত্তর ‘না’ হলে [খ] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন।

- ১। আপনি কি দ্বিতীয় খণ্ডের সব গুলি পাঠ ভাল করে পড়েছেন ?
- ২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ?
- ৩। আপনি কি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন ?
- ৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল লিখেছিলেন সেগুলির উপর আবার পড়ানো করেছেন তো ?
- ৫। আপনি পরিভাষা থেকে পাঠের কঠিন শব্দগুলি অর্থ জেনে নিয়েছেন তো ?

ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନା

୨ୟ ଅଂଶ— ସତ୍ୟ - ମିଥ୍ୟା

ନୀଚେର ଉତ୍କଳଗ୍ରୂହି ହସ୍ତ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା । ଉତ୍କଳଟି ସଦି

ସତ୍ୟ ହସ୍ତ ତାହଲେ [କ] ଏର ସରାଟି କାଳୋ କରେ ଫେଲୁନ ।

ମିଥ୍ୟା ହସ୍ତ ତାହଲେ [ଖ] ଏର ସରାଟି କାଳୋ କରେ ଫେଲୁନ ।

୬ । ଆମରା ସୀତର ଉପାସନା ନା କରେଓ ଈଶ୍ଵରେର ଉପାସନା କରନ୍ତେ ପାରି ।

୭ । ଆମରା ଈଶ୍ଵରେର ଦେବାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ଥାକନ୍ତେ ପାରି ।

୮ । ବିଶ୍ୱାସୀର ଉପର ଶୟତାନେର କୋନ କ୍ଷମତା ଥାକେନା ।

୯ । ଈଶ୍ଵରେର ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଅର୍ଗେ ।

୧୦ । ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଏକତ୍ରେ ମିଳିତ ହେଉଥା ତେମନ ଦରକାରୀ ନାହିଁ ।

୧୧ । ଦୁଃଖ-କଟ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜନକ ହତେ ପାରେ ।

୧୨ । ଇତ୍ତାର ୧୧ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମାଦେର ଦେଖାୟ ସେ, ବିଶ୍ୱାସେ ଶକ୍ତିମାନ ଲୋକେରା କଥନଙ୍କ କଟ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ନା ।

୩ୟ ଅଂଶ — ବାଛାଇ ପ୍ରଶ୍ନ

ନୀଚେର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ମାତ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଜେ । ଆପନାର ମନୋନୀତ ଉତ୍ତରଟିର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚର ଉପଶୁଭ୍ୟ ସରାଟି ପେଣ୍ଟିସିଲ ଦିଯେ କାଳୋ କରେ ଫେଲୁନ ।

୧୩ । ତୌର ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ହିସାବେ ଈଶ୍ଵର ଆମାଦେର କାହିଁ ଥେକେ
ହା ଚାନ ତା ହଲ —

କ) କର୍ତ୍ତୋର ବାଧ୍ୟତା ।

ଖ) ବ୍ୟକ୍ତତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ।

ଘ) ସମ୍ବାନ ଓ ଭାଲବାସା ।

ছাত্র রিপোর্ট

- ১৪। করিছের মণ্ডলী বিভক্ত হয়েছিল কারণ —
- তাদের কয়েকজন ভিঘ্ন শিক্ষক ছিলেন।
 - তারা ঈশ্বরের চেয়ে মানুষকে বেশী সম্মান দিয়েছিল।
 - তারা একে অন্যের জন্য চিন্তা করত।
 - তাদের মধ্যে কয়েকজন মন শিক্ষক ছিল।
- ১৫। বিশ্বাসীর উপরে শয়তানের আর কোন কর্তৃত্ব নাই, কারণ —
- খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর উপর কর্তৃত্ব করেন।
 - কেউই বিশ্বাসীর উপর কর্তৃত্ব করেন।
 - অহম (বা আমি) বিশ্বাসীর উপর কর্তৃত্ব করে।
- ১৬। আমরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলির উপর নির্ভর করতে পারি, কারণ —
- আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলি বুঝতে পারি।
 - প্রতিজ্ঞাগুলিতে তিনি তাঁর ‘সাক্ষর’ দিয়েছেন।
 - ঐগুলি ভাল ভাল বিষয়ের প্রতিজ্ঞা।
- ১৭। ঈশ্বরের রাজ্যের আরম্ভ —
- হবে তখন, যখন খ্রীষ্ট আবার আসবেন।
 - বিচারের দিন।
 - বিশ্বাসীদের অন্তরে।
- ১৮। ঈশ্বরের রাজ্য —
- কেবল মাত্র এখন বিশ্বাসীদের অন্তরে যাদের উপর তিনি কর্তৃত্ব করেন।
 - এখন বিশ্বাসীদের অন্তরে এবং যীশু যখন ফিরে আসবেন তখন
 - কেবল মাত্র যখন যীশু জগতের উপর রাজত্ব করবার জন্য ফিরে আসবেন

ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନା

୧୯। 'ମହାନ ଆଦେଶଟି' ଦେଓଯା ହସେଛେ ସେଇ ଜୋକଦେର, ଯାରା—

- କ) ସୀଞ୍ଚର ଘାରା ଆହତ
- ଖ) ଡାଳ ଶିଙ୍ଗା - ଦୀଙ୍ଗା ଲାଭ କରେଛେ ।
- ଗ) ମଣ୍ଡଳୀର ଆଇନ କାନୁନ ଜାନେ ।
- ଘ) ବାଣିତିଷ୍ଠର ଅର୍ଥ ବୁଝୋ ।

୨୦। ପ୍ରକାଶତବାକ୍ୟ ୧ : ୯-୨୦ ପଦ ଥେକେ ଆମରା ଏହି ଶିଙ୍ଗା ପାଇଁ
ଥେ, ସୀଞ୍ଚ—

- କ) ସତିକାର ଦିପଧାର ଗୁଲିର ମଧ୍ୟ ଯାତାରାତ—
- ଖ) ମଣ୍ଡଳୀଗୁଲିର ବ୍ୟାପାରେ ଆଶ୍ରମୀ ନନ ।
- ଗ) କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର କାହେଇ ଆସେବ ।
- ଘ) ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଏକତ୍ରେ ମିଳିତ ହେଉଥାକେ ଅନୁମୋଦନ କରେନ ।

୨୧। ସେ ସବ ବ୍ୟାପାରେ ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ପ୍ରମୋଜନ—

- କ) ଆମାଦେର ସବ ରକମ ସିଙ୍କାଟେର ବ୍ୟାପାରେ ।
- ଖ) ସା ଈଶ୍ୱରେର ପରିକଳନାର ସାହାଯ୍ୟ କରେନା, ବାଧାଓ ଦେଇନା ।
- ଗ) ସେ ସବ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରେର ରାଜ୍ୟକେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।

୨୨। ଏକଜନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରେର ଇଚ୍ଛାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ପାରେନ,
କାରଣ—

- କ) ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେନ ।
- ଖ) ତିନି ଜାନେନ ପ୍ରାର୍ଥନାର କି ବଜାତେ ହେବ ।
- ଗ) ତିନି ସାଧାରନତଃ ସା ଭାବେନ ଏଟା ତାଇ ।

୨୩। ନୀଚେର କୋନ ବାକ୍ୟାଂଶ୍ଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟାସମର୍ପନେର ପ୍ରାର୍ଥନା ?

- କ) "ତୁ ମି ସଦି ଆମାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଥେକେ ମୁକ୍ତ ରାଖ ତାହାରେ ଆୟି
ବିଶ୍ୱାସୀ ହେ ।"
- ଖ) "ହୋ - ଇ ସଟୁକ ନା କେବ ଆମି ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ପାଲନ କରବ ।
- ଗ) "ମୋକେରା ସଦି ଆମାର ସମ୍ମାନ କରେ ତବେଇ ଆମି ତୋମାର
ଜନ୍ୟ କାଜ କରବ ।"

ছাত্র রিপোর্ট

ঘ) “আমার বক্তুরা যদি মনে করে যে, এটা ভাল ধারণা তাইলে
আমি তোমার অনুসারী হব।”

২৪। নীচের কোন- প্রার্থনাটিতে “যদি তোমার ইচ্ছা হয়”— এই
কথাটি ষোগ করা উচিত?

ক) “আমার বোনকে দয়া করে উদ্ধার কর।”

খ) “তোমার রাজ্য আসুক।”

গ) “আমাকে যীশুর মত কর।”

ঘ) “কষ্টের হাত থেকে আমায় উদ্ধার কর।”

২য় খণ্ডের জন্য সর্বশেষ রিপোর্ট। এর পরে আপনার উত্তর
পত্রে যে নির্দেশ আছে তা সম্পর্ক করুন। তার পর উত্তর পত্র
শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন এবং ৮ম পাঠ থেকে অধ্যয়ন আরম্ভ
করুন।

৩য় খণ্ডের ছাত্র- রিপোর্ট

৩নং উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন। উত্তরগুলি
কিভাবে চিহ্নিত করতে হবে উত্তরপত্রে উদাহরণের সাহায্যে তা
দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১ম অংশ—৩য় খণ্ডের জন্য আবশ্যিকীয় বিষয়গুলি
নীচের প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে উত্তর
পত্রে [ক] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন। আপনার উত্তর ‘না’
হলে [খ] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন।

- ১। আপনি কি তৃতীয় খণ্ডের সবগুলি পাঠ ভাল করে পড়েছেন?
- ২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন?

প্রার্থনা ও উপাসনা

- ৩। আপনি কি সবঙ্গি পরীক্ষার কাজ করেছেন ?
- ৪। পরীক্ষার যে প্রশংসনির উত্তর তুম নিখেছিলেন সেগুলির উত্তর আবার পড়াশুনা করেছেন তো ?
- ৫। আপনি পরিভাষা থেকে পাঠের কঠিন শব্দগুলির অর্থ জেনে নিয়েছেন তো ?

২ অংশ—সত্য- মিথ্যা

নীচের উক্তিগুলি হয় সত্য কিম্বা মিথ্যা । উক্তিটি যদি

সত্য হয় তাহলে [ক] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন ।

মিথ্যা হয় তাহলে [খ] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন ।

৬। কেবলমাত্র আমরাই ঈশ্বরকে ভালবাসতে ও তার উপাসনা করতে পারি

৭। দশমাংশ দেওয়া আসলে আরাধনার কোন অংশ নয় ।

৮। ঘাঁঠা ক্ষমা চায় বিশ্বাসীদের পক্ষে কেবল মাত্র তাদেরই ক্ষমা করা দরকার ।

৯। আমা কেন্দ্রিক লোকদের পক্ষে একত্রে শান্তিতে বসবাস করা কঠিন ।

১০। আইন (ব্যবস্থা) চায় বলে বিশ্বাসী যখন ভাল কাজ করে তখন সে পরিপক্ষ ।

১১। দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, এর দারিদ্র্য (অভাব-অন্টন) সর্বদাই মন্দ ।

১৪। একজন খৌপিটিয়ানের নিরাপত্তা এই সত্যটির মধ্যে যে, সে অন্ত জীবন জাড় করেছে ।

৩য় অংশ-বাছাই প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে । আপনার মনোনীত উত্তরটির জন্য উত্তর পক্ষের উপযুক্ত ঘরটি পেরিসন দিয়ে কালো করে ফেলুন ।

চান্ত রিপোর্ট

১৩। ভরণ-পোষনের প্রয়োজন গুলি সম্পর্কে একজন বিশ্বাসী এবং
একজন অবিশ্বাসীর মনোভাবের মধ্যে যে পার্থক্য তা হল, একজন
বিশ্বাসী—

- ক) তার ভরণ পোষনের প্রয়োজনগুলি নিয়ে দৃঢ়চিন্তা করেনা।
- খ) তার প্রয়োজন খুব বেশী নয়।
- গ) প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করে।
- ঘ) ঈশ্বরকে তার প্রয়োজন গুলির কথা বলতে হয় না।

১৪। যে বিশ্বাসীরা “দান করবার” দানটি পেয়েছে—

- ক) তারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাদের টাকা পয়সা ব্যবহার করে
- খ) তারা গরীবদের অনেক টাকা পয়সা দান করে।
- গ) তাদের খুব বেশী টাকা পয়সা নাই।
- ঘ) তাদের অনেক টাকা পয়সা আছে।

১৫। একজন বিশ্বাসী ভাল ধনাধ্যক্ষ হয় যখন সে—

- ক) আইন শা দিতে বলে কেবল তাই দেয়।
- খ) ঈশ্বর তাকে ধনী করবেন এই আশায় দান করে।
- গ) নিজেকে ও তার সবকিছু ঈশ্বরকে দিয়ে দেয়।

১৬। মিথি ৬ঃ ১৪- ১৫ পদে শীঁশু ঘেরাপ ক্ষমা করতে শিক্ষা দিয়ে-
ছেন তা সম্বন্ধে একমাত্র যদি আমরা—

- ক) সরল মনে তাদের ক্ষমা করতে চাই
- খ) প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করি।
- গ) তাদের মঙ্গল করতে আগ্রহী হই।
- ঘ) তাদের সাথে বক্তুর মত ব্যবহার করি।

প্রার্থনা ও উপাসনা

১৭। একজন জোক কোন্ বিষয়গুলি ‘ভাল’ আৱ কোন্ বিষয়গুলি
মদ’ তা বিচাৰ কৰে—

- ক) তাৱ শিক্ষা অনুসাৰে।
- খ) সে সমাজেৱ কোন শ্ৰেণীভূষণ তাৱ ভিড়িতে।
- গ) সে কোন দেশে বাস কৰে তাৱ ভিড়িতে।
- ঘ) তাৱ জীবনেৱ কেন্দ্ৰ কি তাৱ ভিড়িতে।

১৮। আআত্যাগেৱ (বা নিজেৱ ইচ্ছাকে বাদ দেওয়াৱ) ক্ৰুশকে যৌগ
যথন ‘যোয়ালী’ বলেছেন তথন এৱ দ্বাৱা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন
যে এই ক্ৰুশ—

- ক) এমন একটা বোৱা (ভাাৱ) যা আমৱা তাৱ সঙ্গে বহন কৱি।
- খ) বহন কৱা খুবই কঠিন।
- গ) আমৱা একা বহন কৱি।
- ঘ) শ্রীতিষ্ঠানদেৱ জন্য নয়।

১৯। একজন বিশ্বাসী যথন অন্তৱেৱ পৰিজ্ঞাপেতে চান তথন
তাৱ উচিত-

- ক) ধার্মিকতাৱ জন্য চেষ্টা কৱা।
- খ) ঈশ্বৱেৱ রাজ্যেৱ জন্য চেষ্টা কৱা।
- গ) শুভতাৱ জন্য চেষ্টা কৱা।
- ঘ) পাপেৱ ক্ষমা চাওয়া।

২০। ইফিয়োগ ৬ : ১৪- ১৮ পদ আমাদেৱ এই শিক্ষা দেয় যে,
একজন শ্রীতিষ্ঠান—

- ক) যেন ঠিক একটি সৈনিকেৱ মত দেখাবো।

ଛାତ୍ର ରିପୋର୍ଟ

- ଥ) କେବଳ ମାତ୍ର ଆଆର ହୋରା ରାଖିବେ ।
 ୧୮) ଈଶ୍ଵରେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସାଜ ତାର ପ୍ରଫୋଜନ ।
 ୧୯) ସଦି ଯୁକ୍ତ ସାଜ ପରା ଥାକେ ତାହଲେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର
 ପ୍ରଫୋଜନ ନାଇ ।
- ୨୧ । ଜନ ଓ ଡେଭିଡ କୋନ ଏକଟା ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ । ଜନ ଡେଭିଡ଼କେ
 ଠିକ (ଭାଙ୍ଗ) କାଜ କରତେ ଥିଲେ , କାରଣ ତାଦେର ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ
 ଶିକ୍ଷାଇ ଦେଇ । ଏଥାନେ ଜନେର ମନୋଭାବ ଏକଜନ ଆଜ୍ଞିକ—
 କ) ଶିଶୁର ମତ ।
 ଥ) ଯୁବକେର ମତ ।
 ଗ) ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତ ।
- ୨୨ । ପ୍ରେରିତ ପୌଳ ଜାହାଜ ଡୁବିର ଶିକାର ହେଲେହେଲେ ଏବଂ ତାକେ ମାର-
 ଧୋର କରା ହେଲେ । ଏସବାଇ ହଟେଛିଲ ଏହି କାରଣେ ଯେ—
 କ) ଈଶ୍ଵର ତାର ପ୍ରତି ଏସବ ଘଟିଲେ ଦିଯେଛିଲେନ ।
 ଥ) ତିନି ଈଶ୍ଵରେର ଈଚ୍ଛା ସାଧନ କରିଛିଲେନ ନା ।
 ଗ) ଈଶ୍ଵର ତାର ଉପର ସମ୍ଭାବ ଛିଲେନ ନା ।
 ଘ) ତାର ସଥେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଛିଲେନ ନା ।
- ୨୩ । ଯେହି ନାମେ ଏକଜନ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିଯାନ ତାବିଜ ବ୍ୟବହାର କରେ ମଦ
 ଆଆର ଭଯ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ହତେ ଚାଯ । ଏର ପରିବର୍ତ୍ତ ତାର କି
 କରା ଉଚିତ ?
 କ) ବାସା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ।
 ଥ) ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ଚେତ୍ତା କରା ଯେ ଆଆଦେର କୋନ ଅନ୍ତିଷ୍ଠ ନାଇ ।

প্রার্থনা ও উপাসনা

- গ) তার এই ভয়ের কথা বক্তু বান্ধবদের বলা।
 - ঘ) ঈশ্বরকে আরও বেশী জানতে ও ভাসবাসতে শেখা।
- ২৪। মথি ৬ঃ ৯-১৩ পদে শীশু আমাদের যে প্রার্থনাটি দিয়েছেন
সেটি দেখাও যে
- ক) ঈশ্বরের কাছে আমাদের খাদ্যদ্রব্য চাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।
 - খ) আমাদের ঈশ্বরের নাম, তার রাজ্য ও তাঁর ইচ্ছাকে প্রথম স্থান
দিতে হবে।
 - গ) আমাদের সর্বনা ছোট প্রার্থনা করতে হবে।
 - ঘ) প্রতিবার প্রার্থনায় আমাদের একই কথাগুলি বলা উচিত।

ত্যু খণ্ডের বিষয়ে সর্বশেষ নিদেশঃ ৪ তর পঞ্চের
নির্দেশগুলি সম্পূর্ণ বরন। তারপর উত্তরপঠটি আপনার শিক্ষকের
কাছে পাঠিয়ে দিন। এর ফলে আপনার এই কোর্সটির অধ্যয়ন
শেষ হল। আর একটি কোর্সের বন্দোবস্ত করবার জন্য আপনার
শিক্ষককে অনুরোধ করুন।

ଶ୍ରୀଟିଯ ପରିଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ର ରିପୋର୍ଟ—୧ମ ଭାଗ

ଉତ୍ତର ପତ୍ର-୧

କୋର୍ସେର ନାମ

(ପରିଷକାରଭାବେ ଲିଖୁନ)

ଏହି ସାଇଫେର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶେଷ କରାର ଜନ୍ୟ ଆପନାକେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜାନାଛି ।
ନୌଚର ଶୂନ୍ୟଶାନଙ୍କଳି ପୂରଣ କରନ୍ତି :
ଆପନାର ନାମ

ଆଇ, ସି, ଆଇ, କ୍ରମିକ ନଂ (ସଦି ଥାକେ)

ଆପନାର ଠିକାନା

ଥାମ

ଡାକଘର

ଉପଜ୍ଞେଲୀ

ବସ୍ତୁସ

ଆପନି କି ବିବାହିତ

ଆପନାର ପରିବାରେ ସଦସ୍ୟ କରିବାରେ କିମ୍ବା ?

ଆପନି କତନ୍ତର ପଡ଼ାନ୍ତମା କରିବାରେ ?

ଆପନି କି କୋନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ?

ସଦି ସଦସ୍ୟ ହନ, ତବେ କୋନ ମଣ୍ଡଳୀର ?

ମଣ୍ଡଳୀତେ ଆପନାର ଦାୟିତ୍ୱ କି ?

କିଭାବେ କୋର୍ସଟି ପାଠ କରିବାରେ ? ଏକାକୀ ?

ଦରଗତ ?

ଆଇ, ସି, ଆଇ,-ଏର ଅନ୍ୟ କୋନ୍ କୋନ୍ କୋର୍ସ ଆପନି ପାଠ କରିବାରେ ?

ପ୍ରାୟାଜନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଶ :

କିନ୍ତାବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିତେ ହବେ ତା ନୀଚେର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିତେ ଦେଖାନୋ
ହେଁଛେ । ଦୁଇ ଧରନେର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥାନେ ଆଛେ : **ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟା** ଏବଂ
ବାଚାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ :

ନୀଚେର ଉତ୍ତିଷ୍ଠି ସତ୍ୟ ଅଥବା ମିଥ୍ୟା ।

ସତ୍ୟ ହଲେ (କ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

ମିଥ୍ୟା ହଲେ (ଖ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

୧ । ବାଇବେଳ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ଵରର ବାକ୍ୟ ।

ଏହି ଉତ୍ତିଷ୍ଠି **ସତ୍ୟ** । ସୁତରାଂ ଆପନାକେ (କ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରତେ
ହବେ, ସେମନଟି ନୀଚେ ଦେଖାନୋ ହେଁଛେ ।)

୧ ● ଥ ଗ ଘ

ବାଚାଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ :

ନୀଚେର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଜନ୍ୟ ସବଚେଯେ ଉପସୁର୍କ ଏକଟିମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଆଛେ । ଆପନାର
ବାଚାଇ କରା ଉତ୍ତର ହିସାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

୨ । ପୁନର୍ଜୀମାନେ—

- କ) ବସାସେ ସୁବକ ହେଁଯା ।
- ଥ) ସୀତକେ ଜ୍ଞାନକର୍ତ୍ତା ବଲେ ପ୍ରହଳ କରା ।
- ଗ) ନୃତନ ଏକଟି ବରସର ଶୁରୁ କରା ।
- ଘ) ନୃତନ ଏକଟି ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହେଁଯା ।

ନିର୍ଭୂଳ ଉତ୍ତର ହେଁଛେ (ଥ) ସୁତରାଂ ଆପନାକେ ନୀଚେର ମତ (ଥ) ଗୋଲକଟି
କାଳୋ କରତେ ହବେ ।

୨ କ୍ର ● ଗ ଘ

ଏଥନ ଆପନାର ଛାତ୍ର ରିପୋଟେର ୧୫ ଭାଗେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ି ପଡୁନ ଏବଂ ଉତ୍ତର
ପରେ ଉଦାହରଣ ଦାରା ସେତାବେ ଦେଖାନୋ ହେଁଛେ ସେତାବେ ଆପନାର ପଛନ୍ଦ
କରା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିର ଜନ୍ୟ (କ), (ଥ), (ଗ) ଅଥବା (ଘ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

ছাত্র রিপোর্ট—১ম ভাগ উত্তর পত্র—১
সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো
করুন।

১ ক খ গ ঘ	৯ ক খ গ ঘ	১৭ ক খ গ ঘ
২ ক খ গ ঘ	১০ ক খ গ ঘ	১৮ ক খ গ ঘ
৩ ক খ গ ঘ	১১ ক খ গ ঘ	১৯ ক খ গ ঘ
৪ ক খ গ ঘ	১২ ক খ গ ঘ	২০ ক খ গ ঘ
৫ ক খ গ ঘ	১৩ ক খ গ ঘ	২১ ক খ গ ঘ
৬ ক খ গ ঘ	১৪ ক খ গ ঘ	২২ ক খ গ ঘ
৭ ক খ গ ঘ	১৫ ক খ গ ঘ	২৩ ক খ গ ঘ
৮ ক খ গ ঘ	১৬ ক খ গ ঘ	২৪ ক খ গ ঘ

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের
প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য
করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের
পাশের অক্ষরটিতে গোল টিক দিয়ে দেখান।

- ১। এই পাঠের বিষয়বস্তু
 ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
 খ) আকর্ষণীয়।
 গ) সামান্য আকর্ষণীয়।
 ঘ) আকর্ষণীয় নয়।
 ঙ) বিরক্তিকর।
- ২। আমি শিখেছি
 ক) অনেক কিছু।
 খ) সামান্য কিছু।
 গ) বেশী কিছু নয়।
 ঘ) নৃতন কিছুই নয়।
- ৩। আমি যা শিখেছি তা
 ক) অত্যন্ত মূল্যবান।
- খ) মূল্যবান।
 গ) মূল্যবান নয়।
 ঘ) কেবল সময় নষ্ট।
- ৪। এই পাঠগুলি
 ক) অত্যন্ত কঠিন।
 খ) কঠিন।
 গ) সহজ।
 ঘ) অত্যন্ত সহজ।
- ৫। সর্বোপরি পাঠগুলি
 ক) চমৎকার।
 খ) ভাল।
 গ) মন্দ নয়।
 ঘ) ভাল নয়।

৬। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন।

.....
.....
.....

পাঠটি সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে নীচের খালি জায়গায় লিখুন।

.....
.....
.....

ছাত্র রিপোর্টে উত্তর পত্রের সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হটেন। উত্তর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হলে তা নীচে
আই. সি, আই.-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ..... নম্বর.....

ইক্ষ্টারন্যাশনাল কর্সপার্শ্বস ইনসিটিউট

ডাক বার্স-১০০, ঢাকা-১০০০

ଶ୍ରୀଟିଯ ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଛାତ୍ର ରିପୋର୍ଟ—୨ୟ ଭାଗ
ଉତ୍ତର ପତ୍ର-୨

କୋର୍ସେର ନାମ

(ପରିଷକାରଭାବେ ଲିଖୁନ)

ଆଶା କରି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟର ଦ୍ୱୟ ଡାଗଟି ଆପନାର ଭାଲ ଜେଗେଛେ । ନିଚେର
ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରନ ।

ଆପନାର ନାମ

ଆଇ, ସି, ଆଇ, କ୍ରମିକ ନଂ (ସଦି ଥାକେ)

ଆପନାର ଠିକାନା

ଆମ, ଡାକଘର

ଉପଜେଳା, ଜିଲ୍ଲା

ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :

କିଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିତେ ହବେ ତା ନୀଚେର ଉଦାହରଣଙ୍ଗିତେ ଦେଖାନୋ ହେଁବେ । ଦୁଇ ଧରନେର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥାନେ ଆଛେ : **ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟା** ଏବଂ
ବାଚାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ :

ନୀଚେର ଉତ୍ତରଟି ସତ୍ୟ ଅଥବା ମିଥ୍ୟା ।

ସତ୍ୟ ହଲେ (କ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

ମିଥ୍ୟା ହଲେ (ଖ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

୧ । ବାଇବେଳ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରେର ବାକୀ ।

ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ସତ୍ୟ । ସୁତରାଂ ଆପନାକେ (କ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ୍ତେ
ହବେ, ସେମନଟି ନୀଚେ ଦେଖାନୋ ହେଁବେ ।

୧ ● ଥ ଗ ଘ

ବାଚାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ :

ନୀଚେର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଜନ୍ୟ ସବଚେଷେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକଟିମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଆଛେ । ଆପନାର
ବାଚାଇଁ କରା ଉତ୍ତର ହିସାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

୨ । ପୁନର୍ଜ୍ଞା ମାନେ—

କ) ବସନ୍ତେ ସୁବକ ହେଁଯା ।

ଖ) ସୀଣକେ ଛାଗକର୍ତ୍ତା ବଲେ ପ୍ରହଳ କରା ।

ଗ) ନୃତନ ଏକଟି ବଂସର ଶୁରୁ କରା ।

ଘ) ନୃତନ ଏକଟି ମଞ୍ଜୁରୀର ସଦସ୍ୟ ହେଁଯା ।

ନିର୍ଭୂତ ଉତ୍ତର ହଛେ (ଖ) ସୁତରାଂ ଆପନାକେ ନୀଚେର ମତ (ଖ) ଗୋଲକଟି
କାଳୋ କରନ୍ତେ ହବେ ।

୨ କ ● ଗ ଘ

ଏଥନ ଆପନାର ଛାତ୍ର ରିପୋର୍ଟର ୨ୟ ଭାଗେର ପ୍ରଶ୍ନଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନ ଏବଂ ଉତ୍ତର
ମତେ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଭେଦାବେ ଦେଖାନୋ ହେଁବେ ସେଭାବେ ଆପନାର ପଛମ
କରା ଉତ୍ତରଙ୍ଗିର ଜନ୍ୟ (କ), (ଖ), (ଗ) ଅଥବା (ଘ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

ছাত্র রিপোর্ট—২য় ভাগ উত্তর পত্র—২

সংখ্যানুষঙ্গী প্রত্যোকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো
করুন।

১ ক খ গ ঘ	৯ ক খ গ ঘ	১৭ ক খ গ ঘ
২ ক খ গ ঘ	১০ ক খ গ ঘ	১৮ ক খ গ ঘ
৩ ক খ গ ঘ	১১ ক খ গ ঘ	১৯ ক খ গ ঘ
৪ ক খ গ ঘ	১২ ক খ গ ঘ	২০ ক খ গ ঘ
৫ ক খ গ ঘ	১৩ ক খ গ ঘ	২১ ক খ গ ঘ
৬ ক খ গ ঘ	১৪ ক খ গ ঘ	২২ ক খ গ ঘ
৭ ক খ গ ঘ	১৫ ক খ গ ঘ	২৩ ক খ গ ঘ
৮ ক খ গ ঘ	১৬ ক খ গ ঘ	২৪ ক খ গ ঘ

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করোছেন। এখন নীচের
প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য
করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের
পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

- ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
- খ) আকর্ষণীয়।
- গ) সামান্য আকর্ষণীয়।
- ঘ) আকর্ষণীয় নয়।
- ঙ) বিরতিকর।

২। আমি শিখেছি

- ক) অনেক কিছু।
- খ) সামান্য কিছু।
- গ) বেশী কিছু নয়।
- ঘ) নৃতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

- ক) অত্যন্ত মূল্যবান।

খ) মূল্যবান।

গ) মূল্যবান নয়।

ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

- ক) অত্যন্ত কঠিন।

- খ) কঠিন।

- গ) সহজ।

- ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

- ক) চমৎকার।

- খ) ভাল।

- গ) মন নয়।

- ঘ) ভাল নয়।

৬। এই পাঠটির উপর অন্তঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন।

পাঠটির দ্বারা আপনি কতটুকুন উপরুক্ত হয়েছেন ?

ছাত্র রিপোর্টে উত্তর পঞ্জের সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হউন। উত্তর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হলে তা নৌচে
আই. সি, আই.-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ..... নম্বর.....

ইন্টারন্যাশনাল কর্সপেশন্স ইনসিটিউট

ডাক বাজ্জ-৭০০, ঢাকা-১০০০

ঞ্চিতিয় পরিচয়া কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট - ৩য় ভাগ
উত্তর পত্র - ৩

কোর্সের নাম

(পরিষ্কারভাবে লিখুন)

পাঠ্য বইয়ের সমস্ত অংশায়ও আশা করি আপনি সমাপ্ত করেছেন।

নীচের শুন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

আপনার নাম
 আই, সি, আই, ক্রমিক নং (হাদি থাকে)
 আপনার ঠিকানা
 গ্রাম ডাকঘর
 উপজেলা জিলা

অনুসন্ধান

আই, সি, আই, অফিস অন্যান্য কোর্স এবং সেগুলির মূল্য সম্পর্কে
 আপনাকে জানাতে আগ্রহী। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নীচের
 খালি জাহাঙ্গায় লিখুন।

.....

ପ୍ରାୟୋଜନୀୟ ବିର୍ଦ୍ଦଶ :

କିତାବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିତେ ହବେ ତା ନୀଚେର ଉଦାହରଣଗୁଲିତେ ଦେଖାନ୍ତେ
ହସେହେ । ଦୁଇ ଧରମେର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥାନେ ଆଛେ : **ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟା** ଏବଂ
ବାଚାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ :

ନୀଚେର ଉତ୍ତିଷ୍ଠି ସତ୍ୟ ଅଥବା ମିଥ୍ୟା ।

ସତ୍ୟ ହଲେ (କ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

ମିଥ୍ୟା ହଲେ (ଖ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

୧ । ବାଇବେଜ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ଵରେର ବାକୀ ।

ଏହି ଉତ୍ତିଷ୍ଠି **ସତ୍ୟ** । ସୁତରାଙ୍କ ଆପନାକେ (କ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ୍ତେ
ହବେ, ସେମନଟି ନୀଚେ ଦେଖାନ୍ତେ ହସେହେ ।

୧ ● ୩ ଗ ୪

ବାଚାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ :

ନୀଚେର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଜନ୍ୟ ସବଚେଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକଟିମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଆଛେ । ଆପନାର
ବାଚାଇଁ କରା ଉତ୍ତର ହିସାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

୨ । ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମାନେ—

କ) ବୟାସେ ସୁବକ ହେଁଯା ।

ଖ) ସୀତକେ ଭାଗକର୍ତ୍ତା ବଲେ ଥିଲା କରା ।

ଗ) ନୃତନ ଏକଟି ବଂସର ଶୁରୁ କରା ।

ଘ) ନୃତନ ଏକଟି ମଞ୍ଜୁଲୀର ସଦସ୍ୟ ହେଁଯା ।

ନିର୍ଭୂତ ଉତ୍ତର ହଜେହ (ଖ) ସୁତରାଙ୍କ ଆପନାକେ ନୀଚେର ମତ (ଖ) ଗୋଲକଟି
କାଳୋ କରନ୍ତେ ହବେ ।

୨ କ ● ୩ ଗ ୪

ଏଥନ ଆପନାର ଛାତ୍ର ରିପୋର୍ଟର ୩ୟ ଭାଗେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲି ପଡ଼ୁନ ଏବଂ ଉତ୍ତର
ପତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସେତାବେ ଦେଖାନ୍ତେ ହସେହେ ସେତାବେ ଆପନାର ପଛଦ
କରା ଉତ୍ତରଗୁଲିର ଜନ୍ୟ (କ), (ଖ), (ଗ) ଅଥବା (ଘ) ଗୋଲକଟି କାଳୋ କରନ ।

ছাত্র খিপোট'—৩য় ডাগ উত্তর পত্র—৩

সংখ্যানুষানী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো
করুন।

১	ক	খ	গ	ঘ
২	ক	খ	গ	ঘ
৩	ক	খ	গ	ঘ
৪	ক	খ	গ	ঘ
৫	ক	খ	গ	ঘ
৬	ক	খ	গ	ঘ
৭	ক	খ	গ	ঘ
৮	ক	খ	গ	ঘ
৯	ক	খ	গ	ঘ
১০	ক	খ	গ	ঘ
১১	ক	খ	গ	ঘ
১২	ক	খ	গ	ঘ
১৩	ক	খ	গ	ঘ
১৪	ক	খ	গ	ঘ
১৫	ক	খ	গ	ঘ
১৬	ক	খ	গ	ঘ
১৭	ক	খ	গ	ঘ
১৮	ক	খ	গ	ঘ
১৯	ক	খ	গ	ঘ
২০	ক	খ	গ	ঘ
২১	ক	খ	গ	ঘ
২২	ক	খ	গ	ঘ
২৩	ক	খ	গ	ঘ
২৪	ক	খ	গ	ঘ

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

- ১। এই পাঠের বিষয়বস্তু
 ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
 খ) আকর্ষণীয়।
 গ) সামান্য আকর্ষণীয়।
 ঘ) আকর্ষণীয় নয়।
 �ঙ) বিরতিকর।
- ২। আমি শিখেছি
 ক) অনেক কিছু।
 খ) সামান্য কিছু।
 গ) বেশী কিছু নয়।
 ঘ) নৃতন কিছুই নয়।
- ৩। আমি যা শিখেছি তা
 ক) অত্যন্ত মূল্যবান।
- থ) মূল্যবান।
 গ) মূল্যবান নয়।
 ঘ) কেবল সময় নষ্ট।
- ৪। এই পাঠগুলি
 ক) অত্যন্ত কঠিন।
 খ) কঠিন।
 গ) সহজ।
 ঘ) অত্যন্ত সহজ।
- ৫। সর্বোপরি পাঠগুলি
 ক) চমৎকার।
 খ) ভাল।
 গ) মন্দ নয়।
 ঘ) ভাল নয়।

- ৬। আপনি কি এই ধরণের আর একটি কোর্স চান ?.....
 ক) অবশ্যই চাই ।
 খ) সম্ভবতঃ চাই ।
 গ) সম্ভবতঃ না ।
 ঘ) নিশ্চয়ই না ।

- ৭। এই পাঠ্টির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন ।.....

অভিমন্তব

শ্রীলিঙ্গ পরিচর্ষা কার্যক্রমের এই কোর্সটি আপনি শেষ করেছেন । ছাত্র হিসাবে আমাদের মধ্যে আপনাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত এবং আশা করি আই, সি, আই,-এর আরো কোর্স পড়তে আপনি আগ্রহী । ছাত্র রিপোর্টের উত্তর পত্রটি নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন তাহলে আমরা সেটি পরীক্ষা করে নম্বর সহ আপনাকে সুন্দর একটি সার্টিফিকেট বা সৌন্দর্য পাঠিয়ে দেব ।

সার্টিফিকেটে আপনার নাম যেভাবে লেখা দেখতে চান সেইভাবে নীচের খালি জায়গায় তা লিখুন ।

নাম

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ নম্বর

ইন্টারন্যাশনাল কলেজ ইনসিটিউট

ডাক বাজ্জ-৭০০, ঢাকা-১০০০